

বিদগ্ধমাধবন

শ্রীল শ্রীযুক্ত পূজ্যপাদ রূপগো

৯৭-৭২৮ প্রণীতঃ ।

শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ চক্রবর্তী কৃত

টীকা সমেতঃ ।

শ্রীযুক্ত বহুদানন্দন ঠাকুর রচিত পদাবলি

সমন্বিতঃ

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নেন বঙ্গভাষয়া

সুবাদিতঃ প্রকাশিতঃ ।

মুর্শিদাবাদ ।

বহরমপুর, —রাধারমণ যন্ত্রে

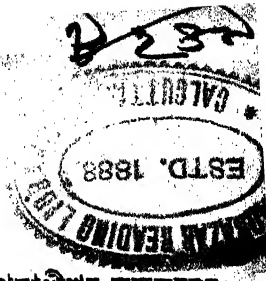
তেনৈব মুদ্রিতঃ ।

১২৮৮, ৩রা আষাঢ় ।

AT-926
Dec 2022
22/12/2023

উৎসর্গ পত্র।

৭৭২



শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ অধিরাজ সম্মলপুরাধীশ্বর স্বরূপদেব

বাহাদুর ধার্মিকাগ্রগণ্য সমীপেষু।

শ্রদ্ধা ভবদশ ইতো বিপুলং পবিত্রং আশাস্ত্রহে ভুবনভূষণ! ভূতিকাশাঃ।

বিপ্রোন্মুতভরসাত্তর ভিন্নভাবাঃ বাজাং পরাং কিল বয়ং তনিতুং সমদ্বাঃ ॥

করাজসংসর্গমুপেত্য তে যদি বুধৈঃ পঠেরাজিয়তে মনোগহঃ।

নরেন্দ্রদীপেতি বিদগ্ধমাধবং সমর্পয়ে তেহদ্যমস্মাদুবাদিতং ॥

মহারাজ!

আপনি প্রজাপালক এবং ধর্মপালক, নিসর্গ করুণা দ্বারা সাধারণ জন সকলকে পরিতৃপ্ত করিতেছেন, আমি বৈষ্ণবধর্ম প্রচার বিষয়ে কৃত সঙ্কল্প হইয়া অগ্রে দানকলিকৌমুদী প্রকাশ করিয়াছি এক্ষণে শ্রীরাধা কৃষ্ণের অপূর্ব কেলিমাধুর্য পূর্ণ বিদগ্ধমাধব নাটক প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম, কিন্তু ইহা যে আমার দ্বারা সম্পন্ন হইবে এমত সম্ভাবনা দেখি না, এ জন্য আপনার দানশীল করকমলে সমর্পণ করিলাম, নরের মধ্যে নরাধিপ সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর স্বরূপ, যে কর্ম্ম শ্রীবিষ্ণুতে সমর্পিত হয় তাহাতে কখন বৈণ্ড্য জন্মে না, আমি অবশ্য কৃতকার্য হইব এবং আপনার রূপায় সাধারণ লোকেও হরিনীলামৃত পান করিয়া বিষম সংসার রূপ বিষ যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিবেক সন্দেহ নাই। ইতি।

আশীর্বাদক

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন

বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্র।

৩৭-৭২৬

বিজ্ঞাপন।

আমি অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, হরিলীলা রূপ ক্ষীরসাগরের মন্থনে
প্রবৃত্ত হইয়াছি, বাহাতে মন্দরগিরি সদৃশ কত কত মহানুভাব
পণ্ডিতগণ নিমগ্ন হইয়া গিয়াছেন, আমি পরমাণু সদৃশ কোথা-
কার কে, তবে আমার এই সাহস হইতেছে যে, ভগবৎ
পরায়ণ বৈষ্ণবগণ দোষের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া গুণ
গ্রহণ করিয়া থাকেন, নীচ ব্যক্তি কর্তৃক অশুদ্ধ রূপে রচিত
হরিলীলাকেও আদর পূর্বক শ্রবণ এবং পাঠ করিয়া থাকেন,
তাহারা যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন তাহা
হইলে অবশ্য কৃতকার্য্য হইব।

নিঃ শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন

বহরমপুর,—রাধারমণ যন্ত্র।

৯২৬

১২৮৯



শ্রী শ্রী কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥

স্থানাং চান্দ্রীণামপি মধুরিমোগাদ দমনী

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যং নমঃ। বৃন্দাটবীথর সভাজন রাজমান শ্রীকৃপ নাম
গুণশূচক কাব্যরত্নং। মচ্ছিত্ত মংগুট মলঙ্করুতাং তদীক্ষা সৌভাগ্যভাজনপি
শীভ্রমমুং বিদভাং ॥

অথ তৈদর্শনীয়াবয়বৈ রুদার বিলাস হাস্যেক্ষিত বাম সূক্তৈঃ। জ্ঞাত্যনো
হুত প্রাণাঃশ ভক্তিরনিচ্ছতো মে গতিমণীঃ প্রযুক্তে ইতি শ্রীভাগবতীয় পদ্য
নিবন্ধ প্রসিদ্ধার্থক তচ্ছব নির্দেশৈ বৈরেব দর্শনীয়াবয়বোদার বিলাসাদিভি-
হৃতমনঃ প্রাণা ভক্তিরসিকা স্তে এব কীদৃশা দর্শনীয়ানি নয়নানন্দকানি শ্রীমদ-
জানি। এবং কীদৃশানি বা তানি উদার হাস্যেক্ষিত বাম সূক্তানি পরমানন্দ

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে ২৫ অধ্যায়ে ৩৩ শ্লোকে
কপিলদেব দেবভূতিকে কহিয়াছিলেন মাতঃ! পূর্বোক্ত
আমার মনোহর মুখনেত্রাদি অবয়বযুক্ত ঐ সমস্ত মূর্তির
লীলা হাস্য সম্বলিত অবলোকন এবং মনো ভাবন মধুর
ভাষণাদি দ্বারা ঐ সকল পুরুষের মনঃ ও ইন্দ্রিয় আকৃষ্ট
হইলেও এবং তাহাতে তাঁহাদের মুক্ত্যর্থ ইচ্ছা না থাকি-
লেও আমার ভক্তি স্বয়ং তাঁহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিয়া
থাকেন ॥

দধানা রাধাদি প্রণয় ঘনসারৈঃ সুরভিতাং ।

দায়ক লীলা বিশেষ সুন্দর মন্দহাসাবলোক রমণীয় ভঙ্গী ব্যঞ্জকানি বাক্যা
নীতি শ্রোত্র জিজ্ঞাসায়াং সত্যাং পরম রসিক মুকুটমণিঃ সোহরং হৃতাঙ্গনাবি-
র্ভাবিত শ্রীবিদগ্ধমাধব নাটকেনৈব তানি দর্শনীরানি ভগবদঙ্গানি উদার
বিলাস মন্দহাসাবলোক রমণীয় নর্যভঙ্গী ব্যঞ্জকানি বাক্যানি চান্তিনেতু কামঃ
সংস্কৃতিত নান্দী প্রয়োগেণ পরম মঙ্গলং সকল প্রয়োজন মৌলিভূতং বস্তু নির্দি-
শতি ॥ সুধানাগিতি ॥ হরিলীলা রূপা শিখরিণী রমালা বৃত্তভেদয়ো রিতি
বিশ্বঃ । তুষাং কীদৃশীং সমস্তাং মর্কতঃ সস্তাপনাং আধ্যাত্মিকাদীনাং উদগমো
যন্তাঃ এবং ভূতা বা সমস্তাদিযনা দেব নর স্থাবরজ প্রাপক লক্ষণা সংসার রূপা
সরপিঃ পস্থাঃ তৎপ্রণীতাং তৎ পর্যটন জনিতাং ইত্যর্থঃ । হরিলীলা শিখরিণী

এই ভাগবতীয় তৃতীয়স্কন্ধ পদ্য নিবন্ধন প্রসিদ্ধার্থ তৎ
শব্দ নির্দেশ হেতু ভগবানের যে সকল অবয়ব দর্শনীয়
অর্থাৎ নয়নের আনন্দ জনক, তৎ সমুদায়ের পরমানন্দ
দায়ক লীলা বিশেষ সুন্দর মন্দ হাস্য, অবলোকন এবং
রমণীয় ভঙ্গী প্রকাশক বাক্য সকল শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের বিষয়ী-
ভূত করিতে ইচ্ছা করিয়া পরম রসিক মুকুট মণি শ্রীরূপ
গোস্বামী স্বীয় চিন্তে আবিভূত বিদগ্ধমাধব নামক নাটক
দ্বারা সেই সকল দর্শনীয় ভগবদঙ্গ সকলের উদার বিলাস,
মন্দ হাস্য, অবলোকন এবং রমণীয় নর্য ভঙ্গী বাক্য
সকলকে অভিনয় করিতে অভিলাষ করিয়া সংস্কৃতি
নান্দী প্রয়োগ দ্বারা পরম মঙ্গল রূপ সকল প্রয়োজনের
শিরোভূষণ স্বরূপ বস্তু নির্দেশ করিতেছেন যথা ॥

সমস্তাং সন্তাপোদগম বিষম সংসার সরণী
প্রণীতাং তে তৃষ্ণাং হরতু হরিলীলা শিখরিণী ॥ ১ ॥
অপিচ ॥

কীদৃশী চন্দ্র সম্বন্ধিনীনাং সুধানাং মধুরিমা হেতুনা ব উন্মাদঃ অহমেব সর্বতো...
মাধুর্য্য শালিনীতি যোহহঙ্কার স্তং দময়িতুং শীলং যন্তাঃ সা পুনঃ কথন্তুতা
রাধাদীনাং প্রণয় এব ঘনসারাঃ কপূরাশ্চৈঃ সুরভিতাঃ মোগন্ধ্যঃ পক্ষে মনো-
হারি তরং দধানা স্রগন্ধোচ মনোজ্ঞেচ বাচ্যবৎ সুরভিঃ স্মৃতা ইতি পাঠিঃ ॥১১ ॥

যিনি চন্দ্রসম্বন্ধীয় সুধামকলের মধুরিমা নিবন্ধন উন্মাদ
দমন করিয়া থাকেন এবং যাহা রাধাদির প্রণয় রূপ
কপূর দ্বারা মোগন্ধ্য ধারণ করিয়াছেন, সেই হরিলীলা
শিখরিণী তোমার আধ্যাত্মিকাদি সর্ব প্রকার তাপের
উদগমকারিণী দেব নর স্রাবরত্নাদি প্রাপক বিষম সংসার
সরণীর অর্থাৎ পথের পর্য্যটন জনিত তৃষ্ণাকে হরণ
করুন ॥ ১ ॥

যত্ননন্দনদাস ঠাকুরের পদাবলী ॥

যথারাগ ॥

কৃষ্ণলীলা শিখরিণী, চন্দ্রসুধা উন্মাদিনী, তাহাকে দমন
করে যেন। রাধাদি প্রণয় তাতে, ঘনসার সুরভিতে,
সে মাধুরী অন্ত করে কেবা ॥ বিষম সংসার পথ, তপো-
দগম অবিরত, তৃষ্ণায় পীড়িত জল মনে। তাতে তৃষ্ণা
হয় যত, এই কৃষ্ণলীলান্নত, শিখরিণী সংহরে সঘনে ॥ ১

আরো বলি। কোন যুগে কোন অবতার কর্তৃক

অনর্পিতচরীং চিরাং করুণায়াবতীর্ণঃ কলৌ

সমর্পয়িতুম্মতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিপ্রিয়ং ।

হরিঃ পুরটসুন্দর দ্যুতি কদম্ব সন্দীপিতঃ

অথ বৎ প্রেরণয়া তাদৃশা অপূর্ব নাটক নির্মাণে শক্তি স্তম্ভ মহাপ্রভোঃ
পরমাতীষ্ট দেবস্ত ক্ষুর্তি মাশিষয়তি । অনর্পিতেতি মহাপ্রভোঃ ক্ষুর্তিঃ
বিনা হরিলীলা রসাস্বাদনানুপপত্তে রিতি ভাবঃ । বো যুগ্মাকং হৃদয়
রূপ গুহায়াং শচীনন্দনো হরিঃ পক্ষে সিংহঃ ক্ষুরতু । বঃ শচীনন্দনঃ কলৌ
স্বভক্তি প্রিয়ঃ স্বভজন সম্পত্তিঃ করুণয়া সমর্পয়িতুঃ অবতীর্ণঃ । কথং ভূতাং
অনর্পিতচরীঃ কেনাপি ন অর্পিত পূর্ব্বা । নহু কপিল দেবাদিভিঃ স্বমাত্রাদি
ভ্যো ভগবত্ত্বজনঃ কিং নোপদিষ্টঃ তত্রাহ সকল রস সন্তাবেপি উন্নত উজ্জলরসো
যন্তাঃ তাং ভক্তিপ্রিয়ং । তথা চোজ্জ্বলরস প্রধানা ভক্তি নোপদিষ্টেতি
ভাবঃ । কথন্তুতঃ পুরটাং স্ববর্ণাদপি সুন্দর দ্যুতি সমূহেন সন্দীপিতঃ । এবং
মতি পর্বত কন্দরায়ঃ উদিতঃ সিংহো যথা তত্র স্থানু হস্তিনো নাশয়তি তথা
যুগ্মাকং হৃদয় কন্দরায়ঃ উদিতঃ শচীনন্দন স্বরূপ সিংহঃ হৃদ্রোগ রূপ

যাহা অর্পিত হয় নাই এমত উজ্জ্বল রসবিশিষ্ট স্বীয় ভজন
সম্পত্তি রূপ ভক্তিপ্রদানার্থ করুণা বশতঃ যিনি কলিযুগে
অবতীর্ণ হইয়াছেন, যাহার স্বর্ণ অপেক্ষাও দ্যুতি সমূহ
প্রকাশ পাইতেছে, সেই শচীনন্দন দেব হরি তোমাদের
হৃদয় রূপ পর্ব্বত গুহায় ক্ষুর্তি প্রাপ্ত হউন অর্থাৎ সিংহ
যেমন পর্ব্বত কন্দরে উদিত হইয়া তত্রস্থ হস্তি কুলকে
বিনষ্ট করিয়া থাকে তদ্রূপ শচীনন্দন রূপ সিংহ তোমা-
দের হৃদয় কন্দরে উদিত হইয়া তোমাদের হৃদ্রোগ রূপ

বিদগ্ধমাধব নাটকং ।

সদা হৃদয় কন্দরে স্ফূরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ ২ ॥

নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ । অলমতিবিস্তরেণ ।

হস্তিনো নাশয়ত্বিতি ধ্বনিঃ ॥ ২ ॥

নান্দী স্বরূপ শ্লোকদ্বয়শাস্ত্রে সূত্রধার আহেতি শেষঃ । সূত্রধারোহত্র শ্রীরূপগোপ্যমী । অত্র শ্লোকদ্বয়মেবাস্ত অতি বিস্তারেনালমিতি সৰ্ব্ব নাটক শ্রাদ্দো সত্যানামাকাজ্জা বর্জনার্থং সূত্রধারশ্চেষ্মুক্তিঃ । নান্দী লক্ষণং নাটক চন্দ্রিকায়াং । প্রস্তাবনায়ান্ত মুখে নান্দীকার্য্য। শুভাবহা । আশীনমুস্ক্রিয়া বস্তু নির্দেশাত্ম তমাবিতা । অষ্টাভির্দশভির্যুক্তা কিস্বা দ্বাদশভিঃ পদৈঃ । চন্দ্র নামাক্ষিতা প্রয়োমঙ্গলার্থ পদোজ্জ্বলা । মঙ্গলং চক্র কমলচকোর কুমুদা দিকমিতি । প্রস্তুতশ্রার্থশ্রাবতরণং প্রস্তাবনা । প্রস্তুতশ্র রাধামাধবয়োঃ সম্ভোগ রূপার্থশ্রাবতরণং ঘটটিমিতি প্রসিদ্ধমিত্যর্থঃ । অত্রৈয়ং সূধানামিতি দ্বাদশ পদা নান্দী ॥ ৩ ॥

হস্তি বৃন্দকে বিনষ্ট করুন ॥ ২ ॥

যথারাগ ॥

হেন বর্ণ ধরি হরি, জগতে করুণা করি, অবতীর্ণ হইলা
কলিযুগে । উন্নত উজ্জ্বল রস, যেই প্রেম ভক্তিরস,
সে ভক্তি বিলায় ক্ষিতি তলে ॥ বহুকালে অনর্পিতা,
যেই নিজ ভক্তি নীতা, প্রকাশিলা করুণা করিয়া । শচী-
সুত গৌরচন্দ্র, সকল আনন্দ সান্ধ, সদা স্ফূর্তি হউ মোর
হিয়া ॥ ২ ॥

নান্দী পাঠানন্তর সূত্রধার ॥

এই পর্য্যন্তই ভাল, আর অধিক বিস্তারের প্রয়োজন

বিদগ্ধমাধব নাটকং ।

। ভো ভোঃ সমাকর্ণ্যতাং ॥ ৩ ॥

অদ্যাহং স্বপ্নান্তরে সমাদিষ্টোহস্মি ভক্তাবতারেণ ভগবতা
শ্রীশঙ্করদেবেন ॥ ৪ ॥

যথা । অয়ে তাণ্ডবকলাপণ্ডিত ইহ কিল বল্লবী চক্ৰ-
চেতো বৃত্তিমকরী বিহার মকরালয়শ্চ নিরবদ্য বেণুবাদন
বিদ্যা স্বাধ্যায় সিদ্ধানাং প্রথমাধ্যাপকশ্চ শৃগন্ধি পুষ্পাবলী
সৌন্দর্য্য তুন্দিলায়ামরবিন্দবান্ধবনন্দিনী তীরান্তঃ কানন

শ্রীশঙ্কর দেবেনেতি ব্রহ্মকুণ্ড তীরবর্তিনা গোপীশ্বর নাম্না ॥ ৪ ॥

স্বপ্নে শঙ্করাদেশমেবাহ যথেন্তি । অয়ে নৃত্যকলায়াঃ পণ্ডিত শ্রীক্লপ
মন্দনন্দশ্চ প্রেমোতিশয়াকৃষ্ট হৃদয়ো রসিক সম্প্রদায়ঃ । বৃন্দাবনবিলোকনোৎ
কণ্ঠরা কেশীতীর্থ সমীপং নানা দিগ্দেশতঃ সাম্প্রতং সমৌলিবান্ ইত্যর্থঃ ।
লীলা প্রেমা প্রিয়াধিকাং মাধুর্য্যো বেণু রূপয়োঃ । ইত্যসাধারণঃ প্রোক্তঃ
গোবিন্দশ্চ চতুষ্টয়ং । ইতি ভক্তিরসামৃতসিদ্ধকৃত দিশা অসাধারণৈরেব গুণ
চতুষ্টয়েনন্দমন্দনং বিশিনষ্টি । প্রিয়াণাং যৎ আধিক্যং তন্মূলক মেবাত্তদগুণ

নাই ॥ ৩ ॥

অহে তোমরা সকল শ্রবণ কর । অদ্য আমাকে স্বপ্না-
বস্থায় ব্রহ্মকুণ্ড তীরবর্তী ভক্তাবতার ভগবান্ গোপীশ্বর
নামা শঙ্করদেব আদেশ করিয়াছেন ॥ ৪ ॥

অয়ে নৃত্যকলা পণ্ডিত ! যিনি গোপীদিগের চিত্ত-
বৃত্তি রূপ মকরী বিহারার্থ জলনিধি স্বরূপ, যিনি বেদবেত্তা
সিদ্ধদিগের বেণুবাদন রূপ বিদ্যার প্রধান অধ্যাপক, যিনি
শৃগন্ধ কুসুম সমূহের পরম সৌন্দর্য্যাধার বিশাল সূর্য্য

লেখায়ামবলম্বিত মত্ত পুংস্কোকিল লীলস্য পরমানন্দ
বর্দ্ধিনি গোবর্দ্ধন নিতম্বে সম্ভূত নবাম্বুদাডম্বরস্য কিশোর
শিরোমণে নন্দনন্দনস্য প্রেমভরাকৃষ্ট হৃদয়ো নানাদিগ্
দেশতঃ সাম্প্রতং রসিকসম্প্রদায়ো বৃন্দাবন বিলোক-
নোৎকণ্ঠয়া কেশিতীর্থোপকণ্ঠে সমীয়িবান্ ॥ ৫ ॥

সচ ধন্যঃ ॥

অয়মিতি । অত্রাপাতুলা প্রেমা প্রিয়াণাং সদা প্রথমং ভেনৈব বিশিনষ্টি বহ্ন-
বীতি । বহ্নবী সমুহস্ত চেতোবৃত্তি রূপ মকর্য্য । বিহারার্থঃ মকরালয়স্ত সমুদ্র
রূপস্ত । বেণু মাধুর্য্যমাহ নিরবদোতি । লীলায়াস্ত ব্রজমাত্র এব মথুরা-
দিতঃ পূর্ণতমত্বেপি ত্রীবৃন্দাবনে হতিবৈশিষ্ট্যমাহ স্মৃগকীতি স্মৃগন্ধি
পুষ্পাবলি সৌন্দর্য্যেণ তুন্দ্রিয়াঃ যমুনাতীরাস্তে কানন লেখা বনশ্রেণী তস্তামব
লম্বিতা মত্ত পুংস্কোকিলশ্চৈব লীলা যন্ত রূপমাধুর্য্যমাহ পরমানন্দ বর্দ্ধিনি
গোবর্দ্ধন নিতম্বে সম্ভূতঃ পূর্ণ নবাম্বুদশ্চৈব আডম্বরো বিক্রমো যন্ত কিশোরনণে
য়িতি কৈশোরে নিত্য স্থিতিং দ্যোতয়তি ॥ ৫ ॥

তনয়া যমুনার তীরাস্তবর্দ্ধি কানন শ্রেণীতে মত্তপুং-
স্কোকিল লীলাশালী এবং যিনি পরমানন্দ বর্দ্ধনকারি
গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের নিতম্বদেশে পূর্ণ নবজলধরেরে গ্রায়
মনোজ্ঞ রূপ বিশিষ্ট, সেই কিশোরশিরোমণি নন্দনন্দনের
প্রেমভরে আকৃষ্ট হৃদয় হইয়া সম্প্রতি নানা দিগদেশীয়
রসিক সম্প্রদায় বৃন্দাবন দর্শনোৎকণ্ঠায় কেশীর্থের
উপকণ্ঠে (সমীপে) উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ৫ ॥

সেই রসিক সম্প্রদায় ধন্য ॥

বিদগ্ধমাধব নাটকঃ ।

কৃতং গোপীবৃন্দৈরিহ ভগবতো মার্গণমভূ
 দিহাসীং কালিন্দীপুলিনবলয়ে রাসরভসঃ ।
 ইতি শ্রাবং শ্রাবং চরিত্তমসকৃদগোকুলপতে
 লু'ঠমুদ্বাস্পোহয়ং কথমপি দিনানি ক্ষপয়তি ॥ ৬ ॥
 তদিদানীমেতস্য ভক্তবৃন্দস্য মুকুন্দ বিশ্লেষো
 দীপনেন বহির্ভবন্তঃ প্রাণাঃ কামপি তস্যৈব

সচ রসিক সম্প্রদায়ো ধৃতঃ । ইহ স্থলে গোপীবৃন্দ ভগবতঃ কৃষ্ণশ্চ
 অন্বেষণমভূৎ । এবমিহ রাস জন্ত রভসো হর্ষ আসীৎ । ইতি গোকুলপতে
 রসকৃচ্ছরিতং শ্রুত্বা লু'ঠন্ অয়ং রসিক সম্প্রদায়ঃ শ্রীকৃষ্ণ বিরহেণ কথমপি
 দিনানি ক্ষপয়তি ॥ ৬ ॥

তত্ত্বাদিদানীঃ তন্ত্ৰ শ্রীকৃষ্ণৈশ্চৈব কামপি কেলি স্থধারূপ কল্লোলিনী নদী
 ল্লাসয়তা আবির্ভাবয়তা ভবতা এতন্ত্ৰ ভক্তবৃন্দস্ত বঃ কৃষ্ণবিশ্লেষঃ তন্ত্ৰোদ্যো-

যে হেতু এই স্থলে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করি-
 য়াছিলেন এবং এই কালিন্দী পুলিনসঙলে রাস জনিত
 আনন্দোৎসব হইয়াছিল, গোকুলপতির এই সকল চরিত্র
 বারম্বার শ্রবণ করিয়া রসিক সম্প্রদায় শ্রীকৃষ্ণ বিরহে
 ভূমি লু'ঠন করিতে করিতে বাস্পাকুল লোচনে কোন
 ক্রমে দিন যাপন করিতেছেন ॥ ৬ ॥

সম্প্রতি এই সকল ভক্তবৃন্দের মুকুন্দ বিচ্ছেদ উদ্দী-
 পন হওয়াতে প্রাণ সকল বহির্গত হইতেছে, অতএব
 ভূমি সেই মুকুন্দের কেলিস্থধা নদী আবির্ভাব করিয়া
 ইহাদের বহির্গত প্রাণকে রক্ষা কর, ইহাতে এ রূপ

কেলিহুধা কল্লোলিনীমূল্যায়তা পরিরক্ষণীয়া
ভবতা । মৎকৃপৈব তে সামগ্রীং সমগ্রয়িষ্যতীতি ॥ ৭ ॥
তেনাদ্য জগদ্গুরোরাদেশমেবানুবর্তিষ্যে ।
প্রবিশ্য পারিপার্শ্বিকঃ ॥

ভাব ভবতা নিবন্ধস্য বিদগ্ধমাধব নাম্নো নবীন নাটকস্য
প্রয়োগানুসারেণ গৃহীত ভূমিকাঃ কুশীলবা রঙ্গ প্রবেশায়

পনেন বহির্ভবন্তুঃ প্রাণাঃ পরিরক্ষণীয়াঃ তাদৃশ লীলাগ্রন্থঃ সম্পাদয়িতুং
সামগ্রীং সমগ্রয়িষ্যতি পুরয়িষ্যতি । সমগ্রং সকলং পূর্ণ মণ্ডং শ্রাদ্ধমুক
মিত্যমরঃ ॥ ৭ ॥

অস্ত্র নহাদেবতাজ্জাং পালয়িষ্যামীত্যর্থঃ । তাদৃশ রসিক সভামধ্যে প্রবিশ্য
পারিপার্শ্বিক আহ পরিভঃ পার্শ্বং চরতীতি পারিপার্শ্বিকঃ সূত্রধারস্ত শিষ্য
রূপো নটঃ ভাব হে বিদগ্ধ নাট্যোক্তৌ ভাববিদ্বানখ্যবুকমিত্যমরঃ । তাদৃশ

আশঙ্কা করিও না যে, আমি কি প্রকারে প্রকাশ করিব
আমার কৃপা দ্বারা তোমার সামগ্রী স্ফূর্তি প্রাপ্ত
হইবে ॥ ৭ ॥

অতএব অদ্য জগদ্গুরু শঙ্করের এই আদেশের অনুবর্তী
হই ॥

অনন্তর পারিপার্শ্বিক অর্থাৎ সূত্রধারের শিষ্য রূপ নট
প্রবেশ করিয়া কহিল, হে ভাব ! অর্থাৎ মান্য, আপনার
বিরচিত বিদগ্ধমাধব নামক অভিনব নাটক অভিনয় করি-
বার জন্য নাটক প্রয়োগানুসারে গৃহীত ভূমিকা অর্থাৎ
কীর্ত্তিরাধা ও মধুমঙ্গলাদির উচিত বেশ ভূষা ধারণ করিয়া

• তত্র ভবন্তমনুজ্ঞাপয়ন্তি ॥ ৮ ॥

সূত্রধার । মারিষ নিশ্চিতঃ কিমিতি তস্মাটক পরিপাটীভি
বর্ণিকাপরিগ্রহঃ ।

ক্ষণং বিমৃষ্য ভবতু ॥

• মমাস্মিন্ সন্দর্ভে বদ্যপি কবিতা নাতিললিতা

মুদং ধাস্যন্ত্যস্যাং তদপি হরিগন্ধাদ্বুগগাঃ ।

নবীন নাটকত্ব প্রয়োগানুসারেণ গৃহীতা ভূমিকা রাধিকা মধুমঙ্গলাদ্যাদি বৈশ
ভূষা যৈঃ এবভূতাঃ কুশীলবা নট্য রঞ্জে নৃত্য ভূমৌ প্রবেশার্থঃ তত্র ভবন্ত
মিত্যেক পদং পূজ্য ভবন্তমনুজ্ঞাপয়ন্তি ॥ ৮ ॥

তদনন্তরং সূত্রধার আহ মারিষেতি শিষ্য রূপে কিস্কিন্দন নট সংশোধনং ।
তথাচোক্তং ভরতেন । নাত্তো ভাব ইতি জ্ঞেয়ঃ কিস্কিন্দনস্ত মারিষঃ । বিদগ্ধ-
মাধব নাটক রূপ পরিপাটীভিবর্ণিকা পরিগ্রহঃ রাধিকা মধুমঙ্গলাদ্যাদি বৈশ
ভূষা পরিগ্রহঃ যুগ্মাভিঃ কিং নিশ্চিতঃ ক্ষণং বিমৃষ্য সহসা কৃতক্বেং ভবতু

নট সকল রঙ্গ ভূমিতে প্রবেশার্থ আপনার অনুজ্ঞা অপেক্ষা
করিতেছে ॥ ৮ ॥

সূত্রধার । মারিষ ! তোমরা কি বিদগ্ধমাধব নাটকা-
ভিনয় করিতে শ্রীরাধা ও মধুমঙ্গলাদির উচিত বেশভূষা
পরিগ্রহ করিয়াছ ? ॥

(ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া)

ভাল আমার বিরচিত এই বিদগ্ধমাধব নাটকে যদিচ
কবিতা সকল মনোহারিণী না হউক, তথাপি হরিগন্ধ
আছে বলিয়া পণ্ডিতগণ ইহাতে আনন্দ বিধান করিবেন,

অপঃ শালগ্রামপ্লবন গরিমোদগার সরমাঃ

সুধীঃ কোবা কোপীরপি নমিত মূৰ্দ্ধা ন পিবতি ॥ ৯ ॥

পারিপার্শ্বিকঃ । ভাব রঙ্গলক্ষ্মী কৌশলং স্তুতিভিরেব সভ্যা
নভ্যর্থয়ামহে । যদমী বিদ্যাদিভি দেবানপি তানুপালকু

ইত্যুক্ত্বাহ সমাস্মিন্ নাটকরূপ গন্দর্ভে কবিতা নাতি ললিতা ন মনোহরা
তথাপি হরিগন্ধাদগ্ধাং কবিতায়াঃ বুধগণা মুদং ধ্যাতুস্তি । তত্র দৃষ্টান্তঃ ।
শালগ্রাম স্নানেন জাতো বো গরিমোদগারঃ গরিম প্রকাশঃ তেন সরমাঃ কোপী
রপি আপঃ কূপ সযক্ষ্যপি জলং সুধীঃ নমিত মূৰ্দ্ধা ন পিবতি ॥ ৯ ॥

পারিপার্শ্বিক আহ হে ভাব বদ্যপি অস্মাকং নৃত্য কৌশলং নাস্তি তথাপি
নৃত্য লক্ষ্যাঃ কৌশলং স্তুতিভিরেব সভ্যান্ বয়মভ্যর্থয়ামহে যুস্মাভিঃ কৃপয়া
নৃত্যোহস্মিন্ কৌশলং স্বীক্ৰিয়তানিতি প্রার্থনাং আদৌ করিষ্যাম ইত্যর্থঃ ।

যে হেতু শালগ্রাম শিলাকে কূপোদকে স্নান করাইলে
কোন্ পণ্ডিত নমিত মস্তকে তাহা পান না করেন ? ॥ ৯
যথারাগ ॥

যদ্যপিহ এই গ্রন্থে, আমার কবিত্ত বন্ধে, অত্যন্ত
ললিত নহে বাণী । তথাপিহ বুধগণে, সুখ পাবে কৃষ্ণ
গুণে, মনে এই দৃঢ় অনুমানি ॥ কূপোদকে শালগ্রাম,
হয়ে যেন স্নান কাম, চরণ উদক তাহে কহি । সুপণ্ডিত
জন ঘেঁহো, বন্দনা করিয়া তেঁহো কেবা নাহি পিয়ে সুখ
পাই ॥ ৯ ॥

পারিপার্শ্বিক । হে মান্ত ! যদিচ আমাদের নৃত্য কৌশল
নাই, তথাপি আমরা নৃত্য শোভার কৌশল নিমিত্ত স্তুতি
দ্বারা সভ্যগণকে প্রার্থনা করি, যে হেতু ইহারা বিদ্যা

যুৎসহস্তুে কিমুত নটানশ্মান্ ॥ ১০ ॥

সূত্রধারঃ । মারিষ কৃতমেতয়া বৃথোপচার চর্যয়া । যতঃ ।

অপ্রেক্ষ্য ক্রমমাত্মনো বিদধতি প্রীত্যা পরেবাং প্রিয়ং

লজ্জন্তে ছুরিতোদগমাদিব নিজস্তোত্রানুবন্ধাদপি ।

যদবশাদমী সভাঃ বিদ্যাভিভি দেবানপি উপালকুং শ্রুতুং উৎসহন্তে ।

সূত্রধারঃ আহ । মারিষ বৃথৈব যঃ উপচারঃ অত্র ধর্ম্মাণামত্রারোপ ইত্যর্থঃ
স্তত্র চর্যয়া কৃতং অলং বার্থমিত্যর্থঃ । যুগপর্যাপ্তয়োঃ কৃতমিত্যমরঃ ॥ ১০ ॥

যথা ছুরিতোদগমাৎ ছুরিতোৎ পাদক পরদার পরদ্রব্য ছুরিতোদগমাৎ সজ্জনা
লজ্জন্তে তথৈব ভক্তজন। নিজস্তোত্রানুবন্ধাদপি লজ্জন্তে । ক্রমাদিভি বিদ্যা-

দ্বারা দেবগণকেও পরাভব করিতে পারেন, সূতরাং
আমাদিগকেও অনুগ্রহ করিবেন বিচিত্র কি ? ॥ ১০ ॥

সূত্রধার । মারিষ ! বৃথা স্তুতিপাঠের প্রয়োজন কি,
যে হেতু সাধু সকল স্বীয় দুঃখের প্রতি দৃষ্টিপাত না
করিয়া পরের প্রিয় বিধান করিয়া থাকেন, যেমন লোকে
পরদার গমন ও পরদ্রব্যাপহরণ প্রভৃতি পাপ জনক কার্য্য
হইতে লজ্জিত হয়, তাহার ন্যায় সাধুজনও আত্ম প্রশং-
সায় লজ্জিত হইয়া থাকেন ! অপর বিদ্যা বিত্ত কুল যতই
উৎকৃষ্ট হউক না কেন সাধুগণ ক্রমে ততই নত্বতা
স্বীকার করিয়া থাকেন, অতএব সাধুদিগের এই রমণীয়া
নৈসর্গিকী পরিপাটী জয়যুক্ত হউক ॥

যথারাগ ॥

সাধুজন এই রীতি, আত্ম দুঃখে দুঃখ অতি, না গণয়ে

বিদ্যাভিত্ত কুলাদিভিশ্চ যদমী যান্তি ক্রমান্বতাং
রম্যা কাপি সতামিয়ং বিজয়তে নৈসর্গিকী প্রক্রিয়া ॥ ১১ ॥
(সমস্তাদবলোক্য সহর্বমুচৈঃ) ।

হংহো বল্লবসিংহপ্রিয়াঃ ভগবদ্ধর্মজ্ঞ গোষ্ঠী গুরুণামপি
যুস্মাকং সমক্ষং কিমপ্যেষ বিবক্ষমাগস্তাণ্ডবিকো নিরপত্র

• দিনামাধিক্যে অধিকৈব নশ্বতা অধিকতরত্বেহধিকতরা অধিকতমত্বে হধিকতমা
ইতি দিক্ ॥ ১১ ॥

আবেশেন সম্বোধনে হংহো শব্দ ইতিবল্লবসিংহস্ত গোপশ্রেষ্ঠস্ত কৃষ্ণস্ত
প্রিয়াঃ ভক্তাঃ ভগবদ্ধর্মজ্ঞ সভায়াং গুরুণাং যুস্মাকং । এষ তাণ্ডবিকো নটঃ

স্বভাব তাহার । পর দুঃখে দুঃখী হয়, নিজস্ববে লজ্জা
পায়, মানে যেন দুরিত বিচার ॥ বিদ্যা ভিত্ত কুল হয়,
তথাপি নত্বতা নয়, সাধুগণ স্বভাব আচার । এই গুণ
শুনি মনে, লজ্জা ভয় নাহি গণে, ভাল মন্দ বিচার
আমার ॥

(চতুর্দিকে অবলোকন করিয়া অতিশয় হর্ষের সহিত)

অহে কৃষ্ণপ্রিয় ভক্তসকল ! ভগবদ্ধর্মজ্ঞ সভাতে
ভবাদৃশ গুরুজন সমক্ষে এই নট কিছু বলিতে ইচ্ছা
করিয়া নিল্লজ্জের পথে অধিকৃত হইতে উপক্রম করি-
তেছে, অতএব এই চপলতা ক্ষমা করুন । (এই বলিয়া
প্রণাম পূর্বক অবলোকন করত) ॥ ১১ ॥

অহে সভ্যগণ ! আমি স্বভাবতঃ ক্ষুদ্র ব্যক্তি হইলেও
আমার বিরচিত এই ভগবৎ গুণময় প্রবন্ধ আপনাদিগের

পাণাং পদবীমারোঢ়মুপক্রমতে । তদিমাং ক্ষমধ্বং
চাপলারভটীং ইতি সপ্রণামং পশ্যন্ ॥ ১২ ॥

অভিব্যক্তা মত্তঃ প্রকৃতি লঘু রূপাদপি বুধা
বিধাত্রী সিদ্ধার্থান্ হরিগুণময়ী বঃ কৃতিরিয়ং ।
পুলিন্দেনাপ্যগ্নিঃ কিমু সনিধমুগম্ভা জনিতো
হিরণ্যশ্রেণীনামপহরতি নান্তঃ কলুষতাং ॥ ১৩ ॥

বিবক্ষমাণঃ বন্ধু মিচ্ছন্ ক্রোধ ব্যক্তায়াং বাচি ইত্যশ্নাং । নিরপত্রপাণাং
নির্লজ্জানাং ইতি সপ্রণামং পশ্যন্ সন্ স্বত্রধার আহ ॥ ১২ ॥

বো যুধান্ সিদ্ধার্থান্ বিধাত্রী শীলার্থে তন্ প্রকৃত্যা স্বভাবেন ক্ষুদ্র রূপাং ।
বাক্যপক্ষেতু প্রকৃত্যা লঘুঃ ক্ষুদ্রশচানৌ রূপ নামাচেতি স্বনামাপি দ্যোতিতং ।
পক্ষে প্রকৃত্যা লঘুশচানৌ রূপশ্চেতি সরস্বতীতু তদৈত্তমসহনানা তনেব
স্তাবয়তি প্রকৃষ্টাং কৃতিং লঘু শীত্রং রূপমতীতি নিবদ্বাতীভ্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

অভীক্ট সাধন করিবেন, যে হেতু অতি নীচ জাতি পুলিন্দ
কর্তৃক কাষ্ট সংঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হইলে তদ্বারা কি
স্বর্ণের অন্তর্মল অপহৃত হয় না ? ॥ ১২ ॥

যথারাগঃ ॥

আমি অতি লঘুমতি, প্রকৃতি চঞ্চল অতি, হরিগুণ সিদ্ধ
অর্থ ময় । কাহি শুন সাধুগণ, ইহাতে করিহ মন, স্বর্ক-
তাপ করিবেক ক্ষয় ॥ পুলিন্দের গণ যত, কাষ্ট কাষ্টে
ঘরষিত, অগ্নি জন্মে তাহার দহনে । হিরণ্যের মলাগণ,
দূর করে অনুক্ষণ, অইছন কৃষ্ণলীলা গুণে ॥ ১৩ ॥

তদিদানীমভীষ্টদেবং ভগবন্তমনুস্মৃত্য নৃত্যমাধুর্য্যমুল্লা-
নয়ামীত্যঞ্জলিং বদ্ধা ॥

প্রপন্ন মধুরোদয়ঃ স্ফুদমন্দবৃন্দাটবী
নিকুঞ্জ ময়মণ্ডপ প্রকর মধ্য বদ্ধস্থিতিঃ ।

নিরঙ্কুশ কৃপানুধিত্রৈজবিহাররজ্যান্মনাঃ

সনাতন তনুঃ সদা ময়ি তনোতু তুষ্টিং প্রভুঃ ॥ ১৪ ॥

সনাতন নাম্নী তনুর্যশ্চ সনাতনী নিত্যা তনুর্যশ্চ ইতি চ । প্রপন্নো মধুর
করণাময় উদয়ো যশ্চ প্রপন্নো মধুরশ্চ শৃঙ্গার রসশ্চ উদয়ো যশ্চাৎ অন্তঃ
স্পষ্টং ॥ ১৪ ॥

অতএব এক্ষণে অভীষ্টদেব ভগবান্কে স্মরণ করিয়া
নৃত্য মাধুর্য্য উল্লাস করি (এই বলিয়া অঞ্জলি বন্ধন
পূর্ব্বক) প্রপন্ন জনের প্রতি যাঁহার মাধুর্য্য রস উদয়
হইতেছে, যিনি অতিশয় রূপে স্ফূর্ত্তিশীল বৃন্দারণ্য সম্ভ-
ক্ষীয় নিকুঞ্জময় মণ্ডপ সমূহের মধ্যে অবস্থিতি করিতে-
ছেন, যিনি নিরঙ্কুশ কৃপা সমুদ্র এবং যাঁহার মনঃ সর্ব্বদা
ত্রৈজবিহারে অনুরক্ত, সেই সর্ব্ব সমর্থ নিত্য বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ
আমার প্রতি তুষ্টি বিস্তার করুন ॥ ১৪ ॥

যথারাগ ॥

যাহাতে প্রপন্ন হইতে, মাধুর্য্য উদয় চিতে, হয় কত
লীলার উদয় । বৃন্দাবন কুঞ্জধাম, প্রকর মণ্ডপ স্থান,
যেই তাঁহা সদা নিবসয় ॥ নিরঙ্কুশ কৃপানুধি, ত্রৈজ
বিহার বিধি, সনাতন তনু রসময় । অনুক্ষণ তুষ্টি মোরে,
করু সেই স্মৃতিস্তারে, প্রভু মোর সদয় হৃদয় ॥ ১৪ ॥

পারিপার্শ্বিকঃ । ভাব পশ্য পশ্য ॥

ভক্তানামুদগাদনর্গলধিয়াং বর্গোনির্গোজ্জ্বলঃ

শীলৈঃ পল্লবিতঃ স বল্লববধুবন্ধোঃ প্রবন্ধোপ্যসৌ ।

লেভে চহরতাক্ষ তাণ্ডববিধে বৃন্দাটবী গর্ভভূ

মন্থে মদ্বিধ পুণ্য মণ্ডলপরীপাকোহয়মুম্মীলতি ॥ ১৫ ॥

ভক্তানামিতি তত্রাপি অনর্গল ধিয়ানিতি পাত্র বৈশিষ্ট্যং এতাদৃশঃ কৃষ্ণশ্চ
প্রবন্ধে তত্রাপি শীলৈরिति স্বভাবোক্ত্যলঙ্কারৈঃ পল্লবিতঃ বিস্তারিতঃ এতেন
বস্তু বৈশিষ্ট্যং লেভে চহরতামিতি বৃন্দাটবী তত্রাপি তদগর্ভভূ রাস গীঠ রূপা
ইতি দেশ বৈশিষ্ট্যং তু বক্ষ্যতে ইতি সোহয়ং বসন্ত সময় ইত্যাদিনা ॥ ১৫ ॥

পারিপার্শ্বিক । ভাব ! দেখুন দেখুন ॥

স্বভাব সুন্দর নির্মল বুদ্ধি ভক্তবর্গ আবিভূত হইয়াছেন,
গোপবধু বন্ধু শ্রীকৃষ্ণের এই প্রবন্ধ অর্থাৎ নাটকও স্বভা-
বোক্তি অলঙ্কার দ্বারা অলঙ্কৃত এবং বৃন্দাবন গর্ভস্থ রাস-
স্থলীও নৃত্য বিধির চহরতা লাভ করিয়াছে, যাহা হউক
বোধ করি মাদৃশ জনের পুণ্যরাশির পরিণাম বিকশিত
হইতে আরম্ভ হইল ॥ ১৫ ॥

যথারাগ ॥

বল্লব বধুর বন্ধু, প্রেম রস সুধাসিক্ত, আইলা এই
নর্তক মণ্ডলে । শুদ্ধ ভক্ত অনুক্ষণ, যাতে ধরে নিজ মন,
স্বভাব পল্লব শীলোজ্জ্বলে ॥ তাণ্ডব বিধানে আসি,
বৃন্দাবন পরবেশি, বিদগ্ধশেখর রসধাম । জানিয়া পুণ্য
মণ্ডল, পরিপাক নিরমল, হইল করিয়ে অনুমান ॥ ১৫ ॥

সূত্রধারঃ । মারিষ নীরসাবলী বৈমুখ্যাদিশঙ্কমানো মম্বর
ইবাস্মি ॥

পারিপার্শ্বিকঃ । ভাব কৃতমত্র শঙ্কয়া । বতঃ ।

উদাসতাং নাম রসানভিজ্ঞাঃ

কৃতৌ তবামৌ রসিকাঃ স্ফুরন্তি ।

ক্রমেলকৈঃ কামমুপেক্ষিতেহপি

ক্রমেলকৈঃ কষ্টৈঃ রসালে আত্রে ॥ ১৬ ॥

অতএব রসমাধুরী পরিবেশন নিমিত্ত ত্বরান্বিত হউন ॥

সূত্রধার । রসানভিজ্ঞ জন শ্রেণীর বৈমুখ্য প্রযুক্ত শঙ্কাকুল
হইয়া বিলম্ব করিতেছি ॥

পারিপার্শ্বিক । ভাব ! শঙ্কার প্রয়োজন নাই, যে হেতু রসা-
নভিজ্ঞ জন সকলই আপনার কৃত অভিনয়ে উদাসীন্য
অবলম্বন করিবে, কিন্তু রসিক সকল ইহাতে আনন্দানু-
ভব করিবেন, কারণ উষ্ট্র সকল আত্ম তরুকে উপেক্ষা
করিলেও কোকিল কুল তাহাতে পরম সুখানুভব করিয়া
থাকে ॥ ১৬ ॥

যথারাগ ॥

রসিক ভকতে সদা এই রস স্ফুরে । আনন্দ কদম্বে
সদা তনু মন বুঝে ॥ রসানভিজ্ঞ জন হবে উদাসীন ।
না জানয়ে সেই কভু এ রস প্রবীণ ॥ ঘৈছে রসালের
তরু মুকুলে ভরয় । তাহাতে কণ্ঠকলতা বহুত উঠয় ॥
উষ্ট্রগণ গিয়া সেই কাঁটা সব খায় । আত্মের মুকুল স্বাদ

পিকাঃ স্তব্ধং যাস্তি পরং রসালে ॥ ১৬ ॥

তদারভ্যতাং সামাজিকচেতশ্চমংকারায় গান্ধর্ব ব্রহ্ম
বিদ্যা ।

সূত্রধারঃ । নারিষ পশ্য পশ্য ।

সৌহর্যং বসন্ত সময়ঃ সমিয়ার বস্মিন্

পূর্ণং তমীশ্বরমুপোঢ় নবানুরাগং ।

তম্যা রজত্ৱা ঈশ্বরঃ চল্লঃ তং প্রসিদ্ধমীশ্বরং কৃষ্ণং উপোঢ়ঃ প্রাপ্তো
নবোহুগতো রাগো রক্তিমা বেন কৃষ্ণপক্ষে স্পষ্টং গূঢ়াগ্রহা নবগ্রহা যন্তাং
না পক্ষে গূঢ়োগ্রহ আগ্রহো যন্তাঃ সা রুচিঃ রতি গৃহ্যতীতি তয়া শোভনয়া

বিষ লাগে তায় ॥ বিদগ্ধ কোকিল কুল মুকুলে ভ্রময়ে ।

কণ্ঠক লতিকাগণ নাহি পরশয়ে ॥ ১৬ ॥

অতএব সামাজিক লোকদিগের চিত্ত বিনোদন জন্য
সঙ্গীত রূপ ব্রহ্ম বিদ্যা আরম্ভ করুন ॥

সূত্রধার । নারিষ ! দেখ দেখ ।

• সেই বসন্ত কাল আসিয়া উপস্থিত হইল, যাহাতে
নিশা কালে নবোদয় রাগে রক্তিমা বর্ণশালি নিশানাথকে
সুশোভিত করিবার জন্য রাধা অর্থাৎ বিশাখা নক্ষত্রের
সহিত অম্প অম্প গ্রহ প্রকাশ বিশিষ্ট হইয়া পৌর্ণমাসী
আসিয়া উপস্থিত হইল ॥

পক্ষান্তরের অর্থ । নিশা কালে নবানুরাগে অনুরক্ত
পূর্ণতম ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের কোতুহল আবিষ্করণার্থ গূঢ় আগ্রহ
সহকারে শ্রীরাধাকে সঙ্গে লইয়া পৌর্ণমাসী দেবী আসিয়া
উপস্থিত হইলেন ॥ ১৭ ॥

গূঢ়গ্রহা রুচিরয়া সহ রাধয়াসৌ

রঙ্গায় সঙ্গময়িতা নিশি পৌর্ণমাসী ॥ ১৭ ॥

(নেপথ্যে) অয়ে নর্তকসামন্ত সার্বভৌম কথং ভবতঃ
কর্ণপুরী ভূত্বা ষাঢ়ং নিগূঢ়েয়ং সন্দর্ভমঞ্জরী । যদহং
রাধয়া সাক্ষিমীশ্বরং তং সঙ্গময়িষ্যানীতি ।

সূত্রধারঃ । সবিস্ময়ং নেপথ্যাভিমুপখমবলোক্য অহো কথ-
রাধয়া বিশাখা নক্ষত্রেণ । কৃষ্ণপক্ষে স্পষ্টং রাধা বিশাখা ইত্যমরঃ । প্রতি
বৈশাখ পূর্ণিমায়ঃ প্রায়ো বিশাখা নক্ষত্রস্ত সম্ভবাৎ । রঙ্গায় শোভনার্থং ।
কৌতুক রহস্ত্যমাবিকর্ভুঃ পৌর্ণমাসী তিথিঃ ভগবতীচ ॥ ১৭ ॥

যথারাগ ॥

সেই যে বসন্ত কাল, উদয় হইল ভাল, যাতে পূর্ণ
তমীশ্বর সঙ্গে । নব অনুরাগে লঞা, নিগূঢ়গ্রহ করিঞা,
রাধাসঙ্গে বিহরয়ে রঙ্গে ॥ নিশি পৌর্ণমাসী এই, প্রৌঢ়
রুচি বিলসই, সূত্র এই বিচার করিতে । বেশ স্থলে
পৌর্ণমাসী, কহয়ে হরিষে আসি শুন ওহে সূত্র সূচ-
রিতে ॥ ১৭ ॥

নেপথ্যে অর্থাৎ বেশগৃহে ।

অয়ে ! নর্তক সভ্যাদীশ ! কি প্রকারে এ গূঢ় কথা
আপনার কর্ণ গোচর হইল যে, আমি শ্রীরাধার সহিত
শ্রীকৃষ্ণকে মিলিত করিব ॥

সূত্রধার । (বেশ গৃহের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া)

অহো কি প্রকারে ভগবতী পৌর্ণমাসী যে এই স্থানেই

মিত এব ভগবতী পৌর্ণমাসী । পশ্য পশ্য ।

বহন্তী কাষায়াম্বরমুরসি সান্দীপনিমুনেঃ

সবিত্রী সারিত্রী সমরুচিরলং পাণ্ডরকচা ।

সুর্যেঃ শিষ্যেয়ং পরিজনবতী নন্দভাবনা

দিতো মন্দং মন্দং ক্ষুটমুটজবীথীং প্রবিশতি ॥ ১৮ ॥

তদাবামপ্যগ্নেতঃ করণীয়ং বর্ণিকাস্ত্রীকারমালোচনাব ইতি
নিজ্জ্ঞাস্তৌ ॥

প্রস্তাবনা ॥

নর্তক সামন্তেবু মধ্যে সার্কভৌমঃ সৰ্কভূমৌ বিদিতঃ অতিথ্যাত ইত্যর্থঃ ।
নেপথ্যাভিমুখঃ রঙ্গশালাভিমুখঃ নেপথ্যঃ রঙ্গভূমৌ স্থান্নেপথ্যঞ্চ প্রসাধন
ইতি বিধিঃ । উটজবীথীঃ পর্ণশালায়াঃ পস্থানং ॥ ১৮ ॥

অর্থস্ত প্রতিপাদ্যস্ত ভীর্থং প্রস্তাবনোচ্যতে । পৌর্ণমাসী ততঃ প্রবিশতি

আসিতেছেন ।

দেখ দেখ । ইনি দেবর্ষির শিষ্যা, সাবিত্রীর তুল্য
রুচিশালিনী, সান্দিপনি মুনির জননী, বক্ষঃস্থলে রক্ত
বসন এবং মস্তকে পাণ্ডর অর্থাৎ শুক্ল বর্ণ কেশভার
বহন পূর্বক পরিজন সমভিব্যাহারে নন্দভবন হইতে
মন্দ মন্দ পদ সঞ্চারে পর্ণশালার পথে প্রবেশ করি-
তেছেন ॥ ১৮ ॥

অতএব আমরাও অগ্রে কর্তব্য বিষয় নাটকাস্ত্রীকার
সমালোচনা করি গিয়ে, এই বলিয়া উভয়ে চলিয়া
গেলেন ॥

প্রস্তাবনা অর্থাৎ প্রতিপাদ্য কথার সূচনা ॥

ততঃ প্রবিশতি সপরিজনা পৌর্ণমাসী ।

পৌর্ণমাসী । অয়ে নর্তক সামন্তেতি পাঠিত্বা । হস্ত বৎসে
নান্দীমুখি কিমপি কমনীয়ং গায়ত। স্ফুটমানন্দিতান্মি
নটেন্দ্রেণ ॥ ১৯ ॥

নান্দীমুখী । ভগবদি কিং কথু জহথং এদং ॥ ২০ ॥

পৌর্ণমাসী । সম্ভাব্যতি ফলবলন্তিত মূলপুষ্টে

স্তভাদৃশং ক মম ভাগ্য তরোর্বরোরু ।

যেনানয়োঃ স্তভগয়ো রুচিতি ভবেয়ং

শৃঙ্গার মঙ্গলিকয়ো নবসঙ্গমায় ॥ ২১ ॥

ততো বদতি । এবমেব সর্বত্র প্রথমাস্তানাং বদতি ক্রিয়ায়াঃ সম্বন্ধঃ ॥ ১৯ ॥

নান্দী ভগবতি খলু যথার্থমেতৎ ॥ ২০ ॥

ন লন্তিতং ন প্রাপিতং মূলং প্রযজ্যং কৰ্ম পুষ্টিং যেন ভাগ্য তরুণা তস্ত
শৃঙ্গার মঙ্গল নহত ইতি শৃঙ্গার মঙ্গলিকৌ তয়ো স্তদহঁতীতি ঠক্ ॥ ২১ ॥

অনন্তর পরিজনসঙ্গে পৌর্ণমাসী প্রবেশ করিলেন ।

পৌর্ণমাসী । অয়ে নর্তকসামন্ত পূর্বোক্ত এই গদ্য পাঠ
করিয়া । আহা ! বৎসে নান্দীমুখি ! নটেন্দ্র কি মনো-
হর গান করিয়া আমাকে আনন্দিত করিল ॥ ১৯ ॥

নান্দীমুখী । ভগবতি ! একি যথার্থ ॥ ২০ ॥

পৌর্ণমাসী । সুন্দরি ! আমার ভাগ্য তরুর মূল পুষ্ট হয়
নাই, স্তভাঃ তাদৃশ ফলের সম্ভাবনা কোথায়, যে ভাগ্য
তরু দ্বারা শৃঙ্গারমঙ্গলস্বরূপ রাধাকৃষ্ণের নব সঙ্গনের
নিমিত্ত সমর্থ হইব ॥ ২১ ॥



৩৭ - ৭২৮
A c 22 v 22

নান্দীমুখী । ভাবদি জই বিরহাণুন্দিণী রাহিআ তুএ কণ্ণে
সঙ্গমণিজ্জা তদো সঙ্গমাণুউল বাসং গোউলং উজ্জ্বল
সন্তনুবাসসঙ্গে ভাণুতিথে কিত্তি এষা সঙ্গোবিল রক্খি-
দাসি ॥ ২২ ॥

পৌর্ণমাসী । বৎসে । নৃশংসতঃ কঃ সত্বপতেঃ শঙ্কয়া ॥
নান্দীমুখী । ভাবদি । তহবি । কহং রঞ্জা বিগ্ধাদা রাহী ॥
পৌর্ণমাসী । রাধাসৌন্দর্য্যবৃন্দগেব বিজ্ঞাপনে নিদানং । যতঃ ।
লোকোত্তরা গুণশ্রীঃ প্রথয়তি পরিতো নিগূঢ়মপি বস্তু ।

ভগবতি বৃষভানুন্দিণী রাধিকা কৃষ্ণেন ত্বয়া সঙ্গমনীয়া তদা সঙ্গমানু-
কূল বাসং ত্যক্ত্বা সন্তনুবাস সংজ্ঞে ভানু তীর্থে কিমিতি এষা গোপা রক্ষিতা
আসীৎ ॥ ২২ ॥

নৃশংসো ঘাতুকঃ ক্রূর ইত্যমরঃ । ভগবতি তদপি কথং রাজ্ঞা বিজ্ঞাতা
রাধা । গুণশ্রীঃ গুণসম্পত্তিঃ ॥ ২৩ ॥

নান্দীমুখী । ভগবতি । যদি বৃষভানুন্দিণী শ্রীরাধাকে
শ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গমিতা করাইবেন তবে কেন সঙ্গমের
অনুকূল বাস গোকুল পরিত্যাগ করিয়া সন্তনুবাস নামক
তীর্থে গোপনভাবে রক্ষিতা আছেন ॥ ২২ ॥

পৌর্ণমাসী । বৎসে ! নৃশংস কংস ভূপতির শঙ্কায় ।

নান্দীমুখী । ভগবতি ! তথাপি কি প্রকারে রাজা শ্রীরাধাকে
জানিতে পারিলেন ॥

পৌর্ণমাসী । শ্রীরাধার সৌন্দর্য্য সমূহই জানিবার প্রতি-
কারণ । যে হেতু লোকাভীত গুণসম্পত্তি সর্ব্বতো-

পিহিতামপি প্রযত্নাদ্ব্যনন্তি কস্তুরিকাং গন্ধঃ ॥ ২৩ ॥

নান্দীমুখী । ভগবতি জমোআধাত্রীএ মুহারীএ অপ্পণো এত্তিণী
রাহিয়া গোউল মজ্জ্বে আণিঅ জড়িলাপুত্তস্স অহিমধু-
ণো হথে উব্বাহিদ ত্তি তাদিসং জেব্ব অসমঞ্জসং আপ-
ড়িদং জং কহ্বাদো অণ্ণেণ পুরিসেণ তাদিসীণং করপ্পং
সণং তদো কথং তুমং পিচ্ছিন্দা বিঅ দীসসি ॥

পৌর্ণমাসী । তশ্চৈব হেতোঃ ॥

নান্দীমুখী । কহং বিঅ ।

ভগবতি যশোদাধাত্রী। মুখরয়া আত্মনো নপ্ত্রী রাধা গোকুল মধ্যে আনীয়া
জটীলা পুত্রস্ত অভিমন্তোহস্তে উদ্বাহিতা ইতি কথং ত্বং নিশ্চিত্তা ইব দৃশ্যতে ।
কথমিব । মিথোব প্রত্যায়িতমিতি মিথ্যাপীয়াং সর্বকাল স্থায়িনী সত্য্য এব

ভাবে নিগূঢ় বস্তুকেও প্রকাশ করিয়া দেয়, দেখ যত্ন পূর্বক
কস্তুরিকাকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিলেও গন্ধ তাহাকে
প্রকাশ করে ॥

নান্দীমুখী । ভগবতি ! যশোদাধাত্রী মুখর্য আপনার নপ্ত্রী
শ্রীরাধাকে গোকুলে মধ্যে আনয়ন করিয়া জটীলা পুত্র
অভিমন্ত্যর হস্তে সম্প্রদান করিবেন, এ বড় অসদৃশ কার্য্য
উপস্থিত, যে হেতু কৃষ্ণ ব্যতিরেকে অন্য পুরুষের সহিত
তাদশ কন্যাদিগের পাণিপীড়ন হইবে ? এ বিষয়ে আপনি
কি প্রকারে নিশ্চিত্তের মত রহিয়াছেন ॥

পৌর্ণমাসী । সেই কারণেই ।

নান্দীমুখী । কি প্রকার ।

পৌর্ণমাসী । বিহস্ত তদবধন্যার্থমেব স্বয়ং যোগমায়া
মিথ্যৈব প্রত্যাশিতং তদ্বিধানামুদাহারিকং ॥ ২৪ ॥

নিত্যপ্রেমস্ত এব খলু তাঃ কৃষ্ণস্ত ।

নান্দীমুখী । সহর্ষং । ভা বাঢ়ং তুমং নিচ্ছিন্দাসি সংবৃত্তা
জং এসা অজ্জ গোউল মজ্জ্বো আগিদ্দা ॥ ২৫ ॥

পৌর্ণমাসী । বৎসে সত্যং ত্রবীষি কংসত চিন্তা মে শৈথিল্য
মিবোপলব্ধা কিন্তু দুষ্কাভিমন্যুতঃ স্ফুটমন্তা সাম্প্রত
মজনিষ্ঠ ॥

যোগমায়া কল্পিতত্বাৎ মারা কল্পিতস্তৈব বাস্তব মিথ্যাস্ত প্রতাপাদনাৎ নতু
যোগমায়া কল্পিতস্তাপি তথাহে মদ ভক্ষণাদি লীলয়া অবাস্তবাপত্তেরিতি ॥ ২৪

তস্মাৎ নুনং বাঢ়ং অতিশয়েন ত্বং নিশ্চিন্তাস্মি সংবৃত্তা ষত এসা অদ্য
গোকুলমধ্যে আনীতা ॥ ২৫ ॥

পৌর্ণমাসী । (হাস্য করিয়া) তাহাকে বধনা করিবার নিমি-
ত্বেই স্বয়ং যোগমায়া তাহাদিগের মিথ্যা বিবাহকে
সত্যের ন্যায় প্রতীতি করাইয়াছেন ॥ ২৪ ॥

তাহারা সকলই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেমসী ॥

নান্দীমুখী । (হর্ষের সহিত) এই কারণেই আপনি অতি-
শয় নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছেন, যে হেতু অদ্য শ্রীরাধা
গোকুল মধ্যে আনীতা হইয়াছেন ॥ ২৫ ॥

পৌর্ণমাসী । বৎসে ! সত্য বলিতেছি, কংস হইতে আমার
চিন্তা শিথিল হইয়াছিল, কিন্তু সাম্প্রতি দুষ্ক অভিমন্যু
হইতে আবার অন্য চিন্তা প্রবল হইল ॥

নান্দীমুখী । কেরিসী সা ॥

পৌর্ণমাসী । বল্লবীনবলতাসু রঙ্গিণং কৃষ্ণভঙ্গমভিগত্য মৎসরী ।

রাধিকাং পুরটপদ্মিনীময়ং নেতুমিচ্ছতি পুন বনান্তরং ॥ ২৬

নান্দীমুখী । অথবি জ্যোত্স্নায়ী সমহাণং করিস্ সদি ।

পৌর্ণমাসী । পুত্রিকো জানাতি স্বতন্ত্রায়া স্তম্ভাশ্চরিত্রং ।

যত ঈদৃশে হর্থে সা তটস্থায়তে ।

কীদৃশী সা কৃষ্ণ এব ভঙ্গ স্তঃ কৃষ্ণরূপ ভঙ্গঃ পুরট পদ্মিনীঃ কনকবর্ণাঃ
পদ্মিনীঃ বনান্তরং মধুবনং মধুরানিত্যর্থঃ । জন বাচকভেন বনশব্দঃ শ্লিষ্টঃ ॥২৬

নান্দী অত্রাপি যোগমায়ৈব সমাধানং করিষ্যতি ঈদৃশোহর্থে কার্য্য সম্পা-
দনে তটস্থেব ভবতি নতু সমাধিতে । কচিদভিসারাদৌ তথা দর্শনাদত্রাপি
সম্ভাবাতে চেতি পৌর্ণমাস্তা হৃদয়ং । ততশ্চ অন্তরা অন্তরা তত্র স্তাটস্থাস্ত রস
পুষ্টার্থঃ শঙ্কামর্ষাদি প্রযোজকমিতি সঙ্গমনীয়ং । নান্দী অত্রো বা কোপাত্ত

নান্দীমুখী । সে কেমন ॥

পৌর্ণমাসী । বল্লবীরূপা নবলতা সকলে কৃষ্ণভঙ্গকে অনু-
রক্ত দেখিয়া মৎসরশালী অভিমন্যু আগমন পূর্বক
রাধাস্বরূপ কনকবর্ণা পদ্মিনীকে বনান্তরে অর্থাৎ মধুরায়
লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছে ॥ ২৬ ॥

নান্দীমুখী । এস্থলেও যোগমায়াই সমাধান করি-
বেন ॥

পৌর্ণমাসী । পুত্রিকে ! তিনি স্বাধীনা, তাঁহার চরিত্র জানত,
অতএব তিনি এবিষয়েও ঐদাসীন্ম অবলম্বন করিতেছেন ॥

নন্দীমুখী । অগ্নো বা এখ কেখি উবাও থি জেগ এসো পডি-
বন্দো ভবে ॥ ২৭ ॥

পৌর্ণমাসী । বৎসে তত্র যয়া প্রতিভুবা ভবন্ত্যা যুক্তি মাধুরী
মেদুরেণ বাগর্গলেন নিসর্গাদগস্তীরোহয়ং বিকস্ন্তিতো-
হস্তি ॥

নন্দীমুখী । সহর্ষং । ভাবদি কংসস্ গোমণ্ডলজ্বা কথো
গোমণ্ডলো কৃষ্ণানুসারিণা চন্দ্রাশ্রিতী চরিত্তেণ কীমণ
কুপ্পই ॥ ২৮ ॥

পৌর্ণমাসী । পুত্রি রাজকুলোপলকেন গৌরবেণ গর্বিতৌহয়ং
উপায়োপাস্তি যেন এব প্রতিবন্ধো ভবেৎ ॥ ২৭ ॥

প্রতিভুবা নথক্যা । নন্দী কংসস্ত গোমণ্ডলাধ্যক্ষঃ গোবর্দ্ধনঃ কৃষ্ণানু-
সারিণা চরিত্তেণ কাম্যায় কুপ্যতি ॥ ২৮ ॥

নন্দী কথং কৃষ্ণেন তত্শাশ্রিত্রাবল্যাঃ সঙ্গমঃ সংবৃত্তঃ ॥ ২৯ ॥

নন্দীমুখী । ইহাতে অন্যাই বা উপায় কি আছে, যাহাতে
ইহার প্রতিবন্ধ হয় ॥ ২৭ ॥

পৌর্ণমাসী । বৎসে ! ইহাতে আমি প্রতিভূ অর্থাৎ জামিন
থাকিলাম, স্বভাবতঃ গস্তীর স্নিগ্ধ যুক্তি মাধুরী বাক্যরূপ
অর্গল দ্বারা অতি সহজ প্রতিবন্ধ আছে ॥

নন্দীমুখী । (হর্ষের সহিত) ভগবতি ! কংসের গোমণ্ড-
লাধ্যক্ষ্য গোবর্দ্ধন চন্দ্রাবলীর চরিত্র কৃষ্ণানুসারী হওয়ায়
কেন কোপ করিল না ॥ ২৮ ॥

পৌর্ণমাসী । পুত্রি ! রাজকুল লব্ধ গৌরবে গর্বিতহইয়া

ব্যক্তমপি তন্ন শ্রদ্ধধাতি ॥

নান্দীমুখী । কহং কহেণ পটমং সে সঙ্গমো সংবৃত্তো ॥ ২৯ ॥

পৌর্ণমাসী । সঙ্গমে খলু গাঢ়ানুরাগিতৈব দূতী বভূব ।

মদুদ্যমানাং কেবলমজনিষ্ঠ পিষ্টপেষিতা ॥

নান্দীমুখী । অজ্ঞে তুহ কহং এরিসী ভাববিসেসং ভাবিদা

গাঢ়ানুরাগিদা উল্লগ্না জং অপূর্ণমো অহিট্ঠদেঅন্ধি অণু-

পণ্ণে কহ্লে উজ্জয়নীং উজ্জয়িতা পটমং চেঅ গোউলং

লঙ্কাসি ॥ ৩০ ॥

নান্দী আর্যো তব কথং ঈদৃশী ভাব বিশেষ ভাবিতা গাঢ়ানুরাগিতা উৎ-
পন্ন বৎ আয়নোহীতীষ্টদেবেহুৎপন্নৈ কৃষ্ণে উজ্জয়নীং ত্যক্তা প্রথমসেব
গোকুলং লঙ্কাসি ॥ ৩০ ॥

কথা ব্যক্ত হইলেও তাহার প্রতি শ্রদ্ধা করে না ॥

নান্দীমুখী । শ্রীকৃষ্ণের সহিত চন্দ্রাবলীর প্রথম সঙ্গম কিরূপে
হইল ? ॥ ২৯ ॥

পৌর্ণমাসী । পরস্পর সঙ্গম বিষয়ে গাঢ় অনুরাগই দূতী হই-
য়াছিল । আমার উদ্যম সকল কেবল পিষ্টপেষিতা
মাত্র, কোন কার্য্যকারক হয় নাই ॥

নান্দীমুখী । আর্য্যো ! আপনার কিরূপে ঈদৃশ ভাব বিশেষ
জনিত গাঢ় অনুরাগ উৎপন্ন হইল, বাহাতে আপনার
অভীষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ না করাতে আপনি অগ্রে
গোকুলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩০ ॥

পৌর্ণমাসী । পুত্রি গুরুপাদানামুপদেশ প্রসাদেন ॥

নান্দীমুখী । এখং বসন্তীং তুমং মহাভাও নান্দীবগী কিং কথু
জানাদি ॥

পৌর্ণমাসী । অথ কিং । অতন্তেন মধুমঙ্গলাভিধ স্বপুত্রো
মমাত্র পরিচর্যার্থং প্রেষিতঃ ॥

নান্দীমুখী । মহুমঙ্গলো তুএ হুতু অগুগ্গহিদো জং এসো
গন্দগঅণেন্দীঅরচন্দসুস সহঅরদা মহুমসবে গিজুতো ॥ ৩১ ॥

অত্র বসন্তীং ভাং মহাভাগঃ নান্দীপনিঃ কিং খলু জানাতি । নান্দী
মধুমঙ্গল স্বয়া হুতু অহুগ্গহীতো । বৎ এব নন্দনয়নেন্দীবরচন্দ্র সহচরতা
মহোৎসবে নিযুক্তঃ তেন মরি সেরিকায়াঃ ভাগ্যহীনায়্যং তাদৃশমহুগ্রহং ন
করোষীতি ভাবঃ ॥ ৩১ ॥

পৌর্ণমাসী । পুত্রি সে কেবল গুরুপাদ পদ্যের উপদেশ
মাত্র ॥

নান্দীমুখী । আপনি যে এখানে বাস করিতেছেন তাহা কি
নান্দীপনি অবগত আছেন ? ।

পৌর্ণমাসী । তবে কি ? । তিনি জানিয়াইত মধুমঙ্গল নামক
স্বীয় পুত্রকে এস্থলে আমার পরিচর্যা নিমিত্ত প্রেরণ
করিয়াছেন ॥

নান্দীমুখী । আপনি মধুমঙ্গলকে স্তম্বর রূপে অনুগ্রহ করিয়া-
ছেন, যে হেতু সে নন্দনয়নেন্দীবরচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের সহচ-
রত্ব রূপে মহোৎসবে নিযুক্ত হইয়াছে ॥ ৩১ ॥

পৌর্ণমাসী । পুত্রি মম সৰ্ব্বস্য রূপায়াঃ রাধায়াঃ শ্রীকৃষ্ণে
অনুরাগ বিস্তারায় ত্বঞ্চ নিযুক্তাসে ।

নান্দীমুখী । সানন্দং ভগবতি অতিভূমিং গদো মে কহে
অগুরাও ॥

পৌর্ণমাসী । কথমেতল্লক্ষিতং ।

নান্দীমুখী । জদা কহাপসঙ্গে এসা কহেত্তি গামং হৃণাদি
তদা রোমাঞ্চিদা কম্পি ভাবং বিন্দিই ॥ ৩২ ॥

পৌর্ণমাসী । পুত্রি যুক্তমিদং । তথাহি ॥

তদেবাভিপ্রেত্যাহ পুত্রীতি ॥ নান্দী ভগবতি অতিভূমিং অত্যাৎকৰ্ষং
গত স্তভাঃ কষ্ণেঃ অনুরাগঃ । নান্দী যদা কথা প্রসঙ্গে এষা কৃষ্ণেতি নাম
শৃণোতি তদা রোমাঞ্চিতা কমপি ভাবং বিন্দিতি প্রাপ্নোতি ॥ ৩২ ॥

তাণ্ডবং নাট্যং তৎ কুর্ষতী নটীবৈত্যর্থঃ । তুণ্ডাবলীতি কিমেকেন

পৌর্ণমাসী । পুত্রি ! আমার সৰ্ব্বস্ব রূপা শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণে
অনুরাগ বিস্তার জন্ম তোমাকে নিযুক্ত করিতেছি ॥

নান্দীমুখী । (আনন্দের সহিত) ভগবতি ! শ্রীকৃষ্ণের প্রতি
শ্রীরাধার অনুরাগ অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে ॥

পৌর্ণমাসী । কিরূপে জানিলা ॥

নান্দীমুখী । যখন শ্রীরাধা কথা প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নাম শ্রবণ
করেন, তখনি রোমাঞ্চিতা হইয়া কোন এক রমণীয় ভাব
প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৩২ ॥

পৌর্ণমাসী । ইহা উপযুক্ত বটে ॥

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতুন্তুতে তুণ্ডাবলী লক্ষ্যে
 কর্ণকোড় কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণকর্ষদেভ্যঃ স্পৃহাং ।
 চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং

তুণ্ডেন তুণ্ডসমুহশ্চেন্নভাতে তর্হি স্মথেন কৃষ্ণকীৰ্তনং ক্রিয়ত ইতি ভাবঃ ।

উক্ত বাক্যের দৃঢ়তা করণ ॥

কৃষ্ণ এই বর্ণ দুইটি যদি তুণ্ডে তাণ্ডবিনী অর্থাৎ বদন
 মধ্যে নটীর স্থায় নৃত্যশীলা হয়, তাহা হইলে বহু বহু
 তুণ্ডের নিমিত্ত রতি বিস্তার করে, যদি কর্ণকোড়ে অঙ্কুর
 বতী হয়, তাহা হইলে দশকোটি কর্ণের স্পৃহা বৃদ্ধি করে,
 আর যদি চিত্ত প্রাঙ্গণের সঙ্গিনী অর্থাৎ মনোমধ্যে আবি-
 ভূত হয়, তাহা হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয় ব্যাপারকে পরাজয়
 করে, অতএব জানিতে পারিতেছি না, কত অমৃত দ্বারা
 ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে ॥ ৩৩ ॥

* যথারাগ ॥

মুখে লইতে কৃষ্ণনাম, নাচে তুণ্ড অবিরাম, আরতি
 বাড়ায় অতিশয় । নাম সুরমাধুরী পাঞা, ধরিবারে নারে
 হিয়া, অনেক তুণ্ডের বাঞ্ছা হয় ॥ কি কহিব নামের
 'মাধুরী' । কেমন অমিয়া দিয়া কে জানি গঢ়িল ইহা কৃষ্ণ
 এই ছু আঁখর করি ॥ ৩৪ ॥ আপন মাধুরি গুণে, আনন্দ
 বাড়ায় কাণে, তাতে কালে অঙ্কুর জননে । বাঞ্ছা হয়
 লক্ষ কাণ, যবে হয় তবে নাম, মাধুরী করিয়ে আশ্বাদনে ॥
 কৃষ্ণ ছু আঁখর দেখি, বুড়ায় তপত আঁখি, অঙ্গ দেখি-

নোজানে জনিতা কিয়দ্বিরমুতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥ ৩৩ ॥
নান্দীমুখী । অজ্ঞে দোহিং ললিতা বিসাহাহিং সহীহিং
সন্ধং রাহী সুরং আরাহেই চন্দাবলী উগ পউমা সেব্যা
পহুদীহিং সন্ধং চণ্ডিঅং । তা তকেমি দেঅদা প্লসাদ
ণিপ্পাদিত্ত ইমাণং ঈরিসো কহুে আগুরাও ।

কর্ণকোড় কড়ম্বিনী অকুরবতী জাত রাজাকুরেভ্যর্থঃ কৃতিং ব্যাপারং ॥ ৩৩ ॥

নান্দী আর্যো দাত্যং ললিতা বিশাখাত্যং সার্বং রাধা সূর্য্যমারাধয়তি
চন্দ্রাবলী পুনঃ শৈব্যা পদ্মা প্রভৃতিভিঃ সার্বং চণ্ডিকামারাধয়তি । তত্ত্বকর্ণগনি
দেবতা প্রসাদ নিষ্পাদিত আসাঃ ঈদৃশঃ কৃষ্ণেহনুরাগঃ । সত্যং রাধায়াং

বারে আঁখি চায় । যদি হয় কোটি আখি, তবে কৃষ্ণ
রূপ দেখি, নাম আর তনু ভিন্ন নয় ॥ চিতে কৃষ্ণনাম
যবে, প্রবেশ করয়ে তবে, বিস্তারিত হৈতে হয় সাধ ।
সকল ইন্দ্রিয় গণ, করে অতি আহ্লাদন, নাগে করে প্রেম
উনমাদ ॥ যে কাণে পরশে নাম, সে তেজয়ে আনু কাম,
সব ভাব করয়ে উদয় । সকল মাধুর্য্যস্থান, সব রস
কৃষ্ণনাম এ যত্ননন্দন দাস কয় ॥ ৩৩ ॥

নান্দীমুখী । আর্যো । দেখিলাম ললিতা ও বিশাখা এই দুই
জনের সহিত শ্রীরাধা সূর্য্য আরাধনা করিতেছেন, তথা
চন্দ্রাবলী ও পদ্মা এবং শৈব্যার সহিত চণ্ডিকার্চনে প্রবৃত্ত
হইয়াছেন, অতএব অনুমান করি ইহাদের যে শ্রীকৃষ্ণের
প্রতি এতাদৃশ অনুরাগ ইহা কেবল দেবতার অনুগ্রহ
মাত্রেই নিষ্পাদিত হইয়াছে ॥

পৌর্ণমাসী । দৈবতসেবা কেবলমিহ বনযাত্রানুসারিণী মুদ্রা ।

ব্রজসুন্দরবাস্তু কৃষ্ণে সহজঃ প্রেমা স জাগর্তি ॥

নান্দীমুখী । সচ্চং রাহীএ সাহাবিঅং চেষঅ পেন্মং তথবি
সহীগং কোসলং উদ্দীবণং ।

পৌর্ণমাসী । পুত্রি মদগিরা সন্দিশ্যতামালেখ্য বিচক্ষণা
বিশাখা । যথেষং স্বসখীনেত্রাবিন্দয়ো রানন্দায় নন্দ-
সুনোঃ প্রতিচ্ছন্দং নির্মাতি ॥ ৩৪ ॥

নান্দীমুখী । জহ আগবেদী ভাববদী ।

স্বাভাবিকমেব প্রেম তথাপি সখীনাং কোশলং উদ্দীপনং আলেখ্যং চিত্রং
প্রতিচ্ছন্দং চিত্রপটং ॥ ৩৪ ॥

ভগবতি যথাজ্ঞাপয়তি তথা করোমিতি ভাবঃ । অপদেশাং ছলাৎ ।
নান্দী আর্যো পশু পশু এষ রাম মধুমঙ্গল শ্রীদাম প্রভৃতিভিঃ সহচরৈঃ সাক্ষিঃ

পৌর্ণমাসী । দেবারাধনা এ কেবল ছল মাত্র, ব্রজসুন্দরী
দিগের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সহজ প্রেম জাগরুক রহিয়াছে ॥

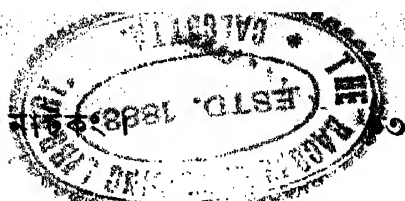
নান্দীমুখী । শ্রীরাধার স্বাভাবিক প্রেম সত্য, কিন্তু সখীদিগের
কৌশল ইহাতে উদ্দীপন স্বরূপ ॥

পৌর্ণমাসী । পুত্রি ! চিত্র কর্ত্তব্য বিচক্ষণা বিশাখাকে আমার
বাক্যাধীন আদেশ কর যাহাতে বিশাখা স্বীয় সখী
শ্রীরাধার নয়ন কমলের আনন্দ নিমিত্ত নন্দনন্দনের চিত্র-
পট নির্মাণ করে ॥ ৩৪ ॥

নান্দীমুখী । ভগবতি ! যাহা আজ্ঞা করিলেন তাহাই
করিতেছি ।

১ অঙ্ক]

বিদগ্ধমাধব



পৌর্ণমাসী । ময়াপি যোদক বৃন্দ দানাপদেশাদৃন্দাটবী মধ্য
মাসাদ্য রাধেতি মঙ্গলাক্ষর মাধুর্য্যেণ মাধবকর্ণয়ো দ্বন্দ্ব
মানন্দনীয়ং ॥

নান্দীমুখী । অজ্জ পেক্খ পেক্খ এসো রাম মহুমঙ্গল সিরি-
দাম পহুদীহিং সহঅরেহিং সদ্ধং গোউলাদো নিক্কমিম
বুন্দাঅণং গচ্ছন্তো কহো সিণিদ্ধেহিং পিদরেহিং জসোআ
ণন্দেহিং লালিজ্জই ॥ ৩৫ ॥

পৌর্ণমাসী । বিলোক্য সহর্ষং ।

অয়ং নয়নদণ্ডিত প্রবর পুণ্ডরীকপ্রভঃ

গোকুলারিঞ্চম্য বৃন্দাবনং গচ্ছন্ কৃষ্ণঃ স্নিগ্ধাভ্যাং পিতৃভ্যাং যশোদা
নন্দাভ্যাং লাল্যতে ॥ ৩৫ ॥

জাণ্ডড়ং কুসুমং পরিস্রিয়া অলঙ্কারঃ । অলঙ্কার স্বাভরণং পরিকারো

পৌর্ণমাসী । আমিও লড্ডুক প্রদানের ছলে বৃন্দাবনের মধ্যে
গমন করিয়া রাধা এই দুই অঙ্করের মাধুর্য্য দ্বারা মাধবের
কর্ণদ্বয়কে আনন্দিত করিব ॥

নান্দীমুখী । আর্য্যে দেখুন দেখুন, রাম মধুমঙ্গল ও শ্রীদাম
প্রভৃতি সহচরবর্গের সহিত গোকুল হইতে নির্গত হইয়া
শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে গমন করিতেছেন, এমত সময়ে পিতা
মাতা নন্দ যশোদা অনুগমন করিয়া সন্মুখে লালন
করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

পৌর্ণমাসী । (অবলোকন করিয়া আনন্দের সহিত) আহা !

এই হরি নয়ন দ্বারা প্রফুল্ল পুণ্ডরীককে প্রভা শূন্য করিয়া

প্রভাতি নবজ্ঞাণ্ডদ্যুতি বিড়ম্বি পীতাম্বরঃ ।

অরণ্যজ পরিষ্কিয়া নমিত দিব্যবেশাদরো

হরিষ্মণি মনোহরদ্যুতিভিরুজ্জ্বলাঙ্গো হরিঃ ॥

তদহং মোদক সম্পাদনায় গচ্ছেয়ং ত্বঞ্চ বিশাখাং যাহীতি
নিজ্রাস্তে ।

বিক্রান্তকঃ ॥ ৩৬ ॥

ততঃ প্রবিশতি যথা নির্দিষ্টঃ কৃষ্ণঃ ।

পুরস্তাদবলোক্য সানন্দং ॥

বিভূষণঃ । গরুদাতং মরকতমশ্ব গর্ভং হরিষ্মণিরিত্যমরঃ । ভবেদিক্রান্তকো
ভাবি ভূতবঙ্কশ সূচকঃ ॥ ৩৬ ॥

বহুনাং শিখরাণাং গৃহাগ্রাণাং গৃহ প্রাস্তানাং বিততরো বিস্তারা স্তাভিঃ
পরীতৈর্ব্যাস্তৈ গোশালৈঃ সন্ধ্যাদীকৃতং সংকীর্ণীকৃতং সবিধং সমীপং যন্ত তৎ ।

ছেন, ইহঁর পীতাম্বর নব কুঙ্কুমের দ্যুতিকে বিড়ম্বিত
করিতেছে, ইহঁর বন্য বিভূষা দ্বারা দিব্য বেশের আদর
দমিত হইতেছে এবং ইনি মরকত মণি অপেক্ষাও মনো-
হর নিজাঙ্গ দ্যুতি দ্বারা অতিশয় উজ্জ্বল হইয়াছেন ॥

এক্ষণে আমি মোদক নির্মাণের নিমিত্ত গমন করি,
তুমিও বিশাখার নিকটে যাও, এই বলিয়া দুই জনে
প্রস্থান করিলেন ॥

ভবিষ্যৎ কার্যের সূচনা ॥ ৩৬ ॥

অনন্তর যথা নির্দিষ্ট স্থানে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ।

কৃষ্ণ । (অগ্রে অবলোকন পূর্বক আনন্দের সহিত) স্ফাটিক

ଶ୍ରେଣୀଭୂତ ବପୁଃ ଶ୍ରିୟାମଭିମୁଖେ ଗୋମଞ୍ଜୁଳୀନାଂ କ୍ରମା
ଦାମାଂ ଫ୍ଲାଟିକଗଞ୍ଜୁଶୈଳପଟଲୀ ପାଞ୍ଜୁତ୍ରିଷାଂ ବ୍ୟାଜ୍ଜତଃ ।

ଶଙ୍କେ ଜ୍ଞାତଗୁଣା ପୁରନ୍ଦର ପୁରାଞ୍ଚକ୍ଷନ୍ଦ ମନ୍ଦାକିନୀ
ବୁନ୍ଦାରଗ୍ୟାବିହାରି ଧନ୍ୟ ସମୁନାସେବାପ୍ରମୋଦାର୍ଥିନୀ ॥

ନନ୍ଦଃ । ବଂସ ସାଧୁ ବର୍ଣ୍ଣିତଂ କିନ୍ତୁ ଗୋଷ୍ଠଲକ୍ଷ୍ମୀରାମି ପୃଷ୍ଠତଃ
ପ୍ରେକ୍ଷ୍ୟାତାମିତି ପରାବୃତ୍ୟ ॥

ବିଶାଳେ ଗୋଶାଳେ ବହୁଶିଖରଶାଖା ବିତତିଭିଃ

ପରୀତେଃ ସଂବାଧୀକୃତ ସବିଧମନ୍ତୋଧି ଗହନଃ ।

ସମୁଦ୍ରାମାଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କଟକମାକାଲିୟ ହ୍ରଦଂ

ପୁନଃ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠଃ ଆଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କଟକଂ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ନିତ୍ୟସନ୍ଧିବ୍ୟାପ୍ୟ କଟକୋ-
ଽସ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟୋହଜ୍ଞେରିତ୍ୟମରଃ ଆକାଲିୟ ହ୍ରଦଂ କାଲିୟହ୍ରଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତଃ ସମୁଦ୍ରାଂ ସମୁଦ୍ର

ନୟ ପର୍ବତ ସମୁଦ୍ରେ ନ୍ୟାୟ କାନ୍ତି ଓ ଶ୍ରେଣୀଭୂତ ଶରୀର
ଶୋଭାୟ ସୁଶୋଭିତ ଗୋ ସମୁଦ୍ରେ ଛଳେ ବୋଧ ହୟ ଅଦ୍ୟ
ବୁନ୍ଦାବନ ବିହାରିନୀ ସମୁଦ୍ରେ ସେବା ନିମିତ୍ତ ମକୌତୁକେ ପୁର
ନ୍ଦରପୁର ହୈତେ ଗୁଣଶାଳିନୀ ମନ୍ଦାକିନୀ ଆଗମନ କରି-
ତେହେନ ॥

ନନ୍ଦ । ବଂସ ! ଉତ୍ତମ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିଯାଉ କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାଂ ଦିକେ ଏକ-
ବାର ଗୋଷ୍ଠଶୋଭା ନିରୀକ୍ଷଣ କର, ଏହି ବାଲିଆ ପଞ୍ଚାଂ ଦିକେ
ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରତ, ଆହା ! ଗୋଷ୍ଠର କି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧ୍ୟା ଶୋଭା, ବହୁ
ବହୁ ଗୃହାଗ୍ର ଓ ଗୃହପ୍ରାନ୍ତର ବିସ୍ତାର ଦ୍ଵାରା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଗୋଗୃହ
ସକଳେ ବାହାର ସମୀପଦେଶ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହଠାତ୍ ସମୁଦ୍ରେ ନ୍ୟାୟ
ଭ୍ରମ ହୈୟାଛେ ଏବଂ ନିତ୍ୟ ଦେଶ ଅବଧି କାଲିୟହ୍ରଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ

শ্রিয়ং বিভ্রদ্ গোষ্ঠং স্ফুরতি পরিতস্তাবকমিদং ॥ ৩৭ ॥
 কৃষ্ণঃ । সথে মধুমঙ্গল দূরমনুযাতোন্মি তাতেন তদবিলম্ব
 মময়া সার্কিং গোষ্ঠং প্রবিশ্যতাং ।
 যশোদা । জাদ কিত্তি অবরগ্ধেবি গোষ্ঠং ৭ স্মরসি
 জং পগ্নমাদরেণ মএ রদ্ধিদাইং পচ্চহং শীতলী হোন্তি
 মিট্ঠগ্গাইং ।
 মধুমঙ্গলঃ । গোউলেসরি স্ফুগাহি ইতি সংস্কৃতেন ॥
 গোভ্যঃ শপে কিমপি দূষণমস্য নাস্তি ।
 ইতি বাণ্ডপক্রমে কৃষ্ণঃ সন্নেহমেনং পশ্যতি ।

মতীঃ শ্রিয়ং শোভাং বিভ্রং ধারয়ং পুষ্যাঙ্গা ॥ ৩৭ ॥

যশোদা জাত পুত্র কিমিতি অপরাহ্লেহপি গোষ্ঠং ন স্মরসি যং পমাদরেণ
 ময়া রদ্ধিতানি প্রত্যহং শীতলী ভবন্তি মিষ্টান্নানি । মধু গোকুলেশ্বরিশৃণু

শোভা ধারণ করিয়া স্ফূর্তি পাইতেছে ॥ ৩৭ ॥
 কৃষ্ণ । সথে মধুমঙ্গল ! পিতার সহিত বহুদূর আগমন করি-
 যাছি অতএব শীঘ্র স্নাতার সহিত গোষ্ঠে প্রবেশ করি ॥
 যশোদা । পুত্র ! বেলা অবসান হইল, এখনও কি তোমার
 গোষ্ঠ স্মরণ হয় না, আমি পরমাদরে মিষ্টান্ন পাক করি,
 প্রত্যহই শীতল হইয়া যায় ॥
 মধুমঙ্গল । গোকুলেশ্বরিশ্রী ! শ্রবণ করুন (এই বলিয়া সংস্কৃত
 ভাষায়) আমি গোগণের শপথ করিতেছি ইহাতে
 কৃষ্ণের কোন দোষ নাই (এই বাক্যের আরম্ভেই) শ্রীকৃষ্ণ
 মধুমঙ্গলকে সন্নেহে অবলোকন করিলেন ।

মধুমঙ্গলঃ । তাভির্ষদেষ রভসাদভিকুষ্যমাণঃ ।

কুঞ্জং বিশত্যধিককৈলি সমুৎস্রুকাভি

রিতি বাগসমাপ্তৌ কৃষ্ণঃ সাপত্রপমাত্মগতং ।

ব্যক্তনেষ বালিশো বল্লবীভিরিতি বক্ষ্যতি ।

তদেনং সংজ্ঞয়া বারয়ামীতি শিরস্তিরো ধূনয়তি ।

মধুমঙ্গলঃ । ভো বঅস্ম কিত্তি মং নিবারেসি জং গিচ্ছিদং

অজ্জ অজ্জাণং অগ্গদো এহং বিঘবিস্‌সং ।

কৃষ্ণঃ । স্বগতং । হন্ত হন্ত লজ্জাজালে জাল্মথিয়া পাতি-
তোহস্মি ।

গোভ্যঃ শপে গবাঃ শপথং করোমি । এতাভিঃ প্রসিদ্ধাভিঃ । রভসাৎ হর্ষাৎ
কুঞ্জং বিশতীতি যোজ্যং রভসো হর্ষবেগয়ো রিতি বিশ্বঃ । বালিশো মূর্থঃ ।

মধুমঙ্গল । মাতঃ । শ্রীকৃষ্ণ মেই সকল কৈলি সমুৎস্রুকা
কর্তৃক বল পূর্বক আকর্ষিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জ মধ্যে
প্রবেশ করেন । (এই বাক্য সমাপ্তি না হইতে হইতে)

শ্রীকৃষ্ণ । (লজ্জার সহিত মনে মনে) এই মূর্থ পাছে ইহার
পর স্পর্শ রূপে গোপীদিগের সহিত এই কথা বলিবে,
অতএব ইহাকে সঙ্কেত দ্বারা নিবারণ করি, এই বলিয়া
মস্তক বক্র ভাবে ঘূর্ণিত করিলেন ॥

মধুমঙ্গল । ভো বয়স্ম ! আমাকে নিবারণ করিতেছ কেন ?

নিশ্চয় আর্থ্যার সমক্ষে ইহা নিবেদন করিব ॥

কৃষ্ণ । (মনে মনে) হা ককট, হা ককট, এই মূঢ় বুদ্ধি কর্তৃক
আমি লজ্জাজালে নিপতিত হইলাম ।

মধুমঙ্গলঃ । পীতাম্বর স্তরিতময় সুহৃদবটাভিঃ ॥

কৃষ্ণঃ । সানন্দামাঙ্গুগতং । কথমন্যদেবাস্ত্র হৃদগতং ॥ ৩৮ ॥

যশোদা । বৎস মধুমঙ্গল সচ্চং সচ্চং ।

ললিতা । পছদীও গোববালিআও মহ ইদং কহেস্তি তা-
ডিস্তেহিং হদস্তি ।

নন্দঃ । কুটুম্বিনি কচ্চিদনুরূপা নিরূপিতাস্তি গোকুলে কাচি-
দ্বালিকা । যামুদ্রহামো বৎসং ।

সংজ্ঞা স্ত্রাচ্ছেতনা নাম হস্তাদৌশ্চার্য স্থচনেভ্যমরঃ । মধুভো বয়স্ত্র কিমিতি
মাং নিবারয়সি যৎ নিশ্চিতমদ্য অর্য্য্যণাং অগ্রত ইদং বিজ্ঞাপয়িষ্যামি ।
জাঅোহসনীককারী স্ত্রাদিত্যমরঃ ॥ ৩৮ ॥

যশোদা সত্যঃ সত্যঃ ললিতা প্রভৃতয়ো গোপবালিকাশ্চ মম ইদং
কথয়ন্তি তৎ ডিস্তে ইতাস্মি । যশোদা আর্য্য দ্রুগ্ধমুখস্ত বৎসস্ত ইদানীং কঃ

মধুমঙ্গল । মাতঃ ! পীতাম্বর স্তরান্বিত হইয়া সুহৃদগণের
সঙ্গে ক্রীড়া করেন ।

কৃষ্ণ । (আনন্দের সহিত মনে মনে) কি প্রকারে ইহার
মন অন্য ভাব অবলম্বন করিল ॥ ৩৮ ॥

যশোদা । • বৎস মধুমঙ্গল ! সত্য, সত্য, ললিতা প্রভৃতি
গোপবালিকারাও আনাকে এই কথা বলিয়াছে, বাহা
হউক, এই সকল বালক কর্তৃক আমি হত প্রায় হইলাম ॥

নন্দ । কুটুম্বিনি ! গোকুল মধ্যে কৃষ্ণের অনুরূপ কোন
গোপবালিকা নিরূপিত আছে কি না, বাহার সহিত
বৎসের শিবাহ দিতে পারি ॥

যশোদা । অজ্ঞ দুগ্ধমুহস্ বৎসস্ কো ক্খু দাগীং উব্বাহে
ওসরো ।

মধুমঙ্গলঃ । অপবার্ঘ্য । বয়স্ সচ্চং দুগ্ধমুহোসি জং দুগ্ধলু-
দ্ধাইং গোবকিশোরী সহস্ সাইং তুজ্জ্ব মুহং পিঅন্তি ॥ ৩৯
কৃষ্ণঃ । স্মিতং করোতি ।

নন্দঃ । বৎস পশ্য পশ্য ।

অহহ কমলগন্ধেরত্রে সৌন্দর্য্যবৃন্দে
বিনিহিত নয়নেয়ং ভ্রম্মখেন্দোমুকুন্দ ।

খলু উদ্বাহাবসরঃ । মধু অপবার্ঘ্য রহস্ত্রমন্যস্মৈ বৎ কথ্যতে নিভৃতং তত্র
অপবার্ঘ্য ইতি নাটোক্ত্যক্তিঃ । তথোক্তং । রহস্ত্রং কথাতে হস্ত্র পরাবৃত্ত্য।
হপরাবৃত্তিনিতি । সত্যং সত্যং দুগ্ধমুখো হসি বৎ । দুগ্ধলুকানি গোপ-
কিশোরী সহস্রাণি তব মুখং পিঅন্তি ॥ ৩৯ ॥

কমলশ্বেব গন্ধো হস্তেতি উপমানাচ্ছেতি ইচ সমাসান্তঃ । অধরঃ বস্ত্রঃ

যশোদা । আৰ্য্য ! বাছা আমার দুগ্ধমুখ বালক, এখন
ইহার বিবাহের কাল কোথায় ।

মধুমঙ্গল । (নিভৃত উক্তি দ্বারা) বয়স্য ! সত্যই ভূমি দুগ্ধ-
মুখ, যে হেতু দুগ্ধলুক সহস্র সহস্র গোপকিশোরিকা
সকল তোমার মুখ পান করিয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

কৃষ্ণ । এই কথা শুনিয়া হাস্য করিলেন ।

নন্দ । বৎস ! দেখ দেখ ।

তোমার মাতা ত্বদীয় পদ্ম গন্ধযুক্ত অন্যান্য অঙ্গে
সৌন্দর্য্যরাশি পূর্ণ থাকিলেও তোমার মুখচন্দ্রের প্রতিই

কুচকলস মুখাভ্যামম্বরকোপমম্বা।

তব মুহুরতিহর্ষাঘর্ষতি ক্ষীরধারাং ॥ ৪০ ॥

ইতি কৃষ্ণমালিন্ধ্য সানন্দং ॥

জিতচন্দ্র পরাগ চন্দ্রিকা নলদিন্দীবর চন্দন শ্রিয়ং ।

পরিতো গয়ি সত্য মাধুরীং বহতি স্পর্শমহোৎসবস্তব ॥

কৃষ্ণঃ । তাত বুভুক্ষাকুটমপি মৎ প্রতীক্ষয়া স্বয়ং তন্তস্তে

গোকদম্বকং । তন্নিবর্ত্তেতাং তত্র ভবন্তৌ ।

কোপয়িত্বা আর্জীকৃত্য চেল কোপে গমূল । চন্দ্রশ্চ কপূরশ্চ বীরণ মূলশ্চ গো
কদম্বকং গোসমূহঃ অত্র পূর্ব ভবৎ শব্দ প্রয়োগঃ সাদর যুগ্মার্থঃ ॥ ৪০ ॥

গন্ধশ্চেহং পুতি স্মরতি চেতি ইচ সমাসান্তঃ । মাকন্দানাং আত্মাণাং

নয়ন নিক্ষেপ করিয়া রহিয়াছেন, হে মুকুন্দ ! আশ্চর্য্য
দেখ, ইনি অতিশয় হর্ষিত হইয়া কুচ কলসের মুখঘর
হইতে বস্ত্র আর্জ করিয়া নিরন্তর ক্ষীরধারা বর্ষণ করি-
তেছেন ॥ ৪০ ॥

(এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন পূর্বক আনন্দের
সহিত)

বৎস ! তোমার স্পর্শ মহোৎসব কপূর চূর্ণ, জ্যোৎস্না,
বীরণ মূল, পদ্ম ও চন্দন অপেক্ষাও আমাতে সর্ব্বতো-
ভাবে শীতল মাধুরী সম্পাদন করিতেছে ॥

কৃষ্ণঃ । পিতঃ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া গো সমূহ আমার প্রতীক্ষায় স্বয়ং
স্তম্বিত হইয়া রহিয়াছে, অতএব আপনারা গৃহে গমন
করুন ॥

নন্দঃ । যথাহ বৎস ইতি সন্মোহঃ কৃষ্ণমবলোকয়ন্ সভার্যো
নিজ্রান্তঃ ।

কৃষ্ণঃ । পুরোহবলোকা ভো মধুমঙ্গল পশ্য পশ্য ।

সুগন্ধো মাকন্দ একর মকরন্দস্য মধুরে
বিনিস্যন্দে বন্দীকৃত মধুপবন্দং মুহুরিদং ।

কৃতান্দোলং মন্দোন্নতিভিরনিলৈশ্চন্দনগিরে

মর্মানন্দং বন্দাবিপিনমতুলং তুন্দিলয়তি ॥ ৪১ ॥

রামঃ । শ্রীদামন্ পশ্য পশ্য ।

বন্দাবনং দিব্যলতা পরীতং

লতাশ্চ পুষ্প ক্ষুরিতাগ্র ভাজঃ ।

তুন্দিলয়তি বর্দ্ধয়তি ॥ ৪১ ॥

পরস্পরমন্তো ২২ঃ বিপর্যাস্তঃ প্রতিকূলঃ স্বভাবো বেষাঃ ভাবানি
বৃত্তানাং । ধর্মবিপর্যায়ঃ স্ব প্রতিকূল ধর্মিণে স্বধর্মঃ সর্ষপা তদ্বদ্ব্য প্রহণঃ ।

নন্দ । বৎস ! যাহা বলিলা, এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সন্মোহে
অবলোকন পূর্ব্বক সভার্যো গমন করিলেন ।

কৃষ্ণ । (অগ্রে দৃষ্টিপাত করিয়া) অহে মধুমঙ্গল ! দেখ দেখ ।

এই বন্দাবন আত্র বৃক্ষের মুকুল সমূহের ক্ষরিত মধুর
সুগন্ধে মুহূর্মহুঃ মধুকর সকলকে রুদ্ধ এবং মলয়াচলের
মন্দ সমীরণে আন্দোলিত হইয়া আমার অতুল আনন্দ
বর্দ্ধন করিতেছে ॥ ৪১ ॥

রাম । শ্রীদাম ! দেখ দেখ । বন্দাবন আশ্চর্য্য লতা সমূহে
পরিবেষ্টিত, লতা সকলের অগ্রভাগ পুষ্পে পরিপূর্ণ, সকল

শুশ্পানাপি স্মীতমধুত্রতানি

মধুত্রতাশ্চ প্রতীহারি গীতাঃ ।

কৃষ্ণঃ । সখে মধুমঙ্গল ভবদ্বিধানামাসত্তি শংসিভি বংশীগীতৈ
রানন্দয়ামি বৃন্দাটবী বাস্তব্যানিত্যধরে বেণুং বিম্বশ্রুতি ।

রামঃ । আশ্চর্য্যঃ । হস্ত পরস্পর বিপর্য্যস্ত স্বভাবানামপি
ভাবানাং ধর্ম্মবিপর্য্যয়ঃ পশ্যত পশ্যত ।

জাতস্তম্ভতয়া পয়াংসি সরিতাং কাঠিন্যমাপেদিরে

প্রাণাণো দ্রবভাব সম্মলনতঃ সাক্ষাদমী মাদিবং ।

স্থৈর্য্যং বেপথুনা জহ্মুর্হরগা জাড্যাদগতিং জঙ্গমা

মধু হীহী আশ্চর্য্যঃ প্রচুরতর গলৎ ফীর কল্লোলিনীভিঃ । নবা কুসুম
লতানাং হস্ত সেকং কুর্কণী । গীত্বা মধুর বংশীনাৎ পীযুষ পুরং ক্ষুরতি ।

পুষ্পেই মধুকর গগ বিরাজ করিতেছে এবং মধুকর নিকর
ও কর্ণরসায়ন গান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে ॥

কৃষ্ণঃ । সখে মধুমঙ্গল ! আমি ভবদ্বিধ জনের আগমন সূচক
বংশীধ্বনি দ্বারা বৃন্দাবন বাসি জন সকলকে আনন্দিত
করিতেছি, এই বলিয়া অধরে বেণু অর্পণ করিলেন ॥

রামঃ । আশ্চর্য্য ! অহো পরস্পর প্রতিকূল স্বভাব হইলেও
ইহারা স্বপ্রতিকূল ধর্ম্মিতে স্বধর্ম্ম সমর্পণ করিয়া তাহার
ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে । অহে ! তোমরা দেখ দেখ । নদী
সকলের জল রাশি স্তম্ভিত হইয়া কাঠিন্য প্রাপ্ত হইল,
প্রস্তরচয় দ্রবভাব লাভ করিয়া সাক্ষাৎ যুদ্ধতা ধারণ
করিল, স্থাবর সকল মুহুমূর্হঃ কম্পিত হইয়া স্থৈর্য্য পরি-

বং শীঃ চুম্বতি হস্ত যামুনতটীত্ৰীড়া কুটুম্বে হরৌ ॥
 নধুমঙ্গলঃ । হীহী অচ্চরিঅং অচ্চরিঅং ॥
 পউর দরগরন্তুচ্ছীর কল্লোলিনীহিং
 গঅ কুম্ম লদাণং হস্ত সেঅং কুণন্তী ।
 পিবিঅ মহুর বংশীনাদ পিউমপূরং
 স্কুরই গুরুঅ সোকথ খন্তিদা ধেণুপন্তী ॥ ৪২ ॥
 ইতি কৃষ্ণং হস্তেন চালয়ন্ । ভো পিঅবঅঙ্গ কীস
 গিত্তরং গব্বা এসি । এদাএ চেঅ বেণু জাদিএ এসা
 উম্মাদিঅ পইদৌ । এথ উণ গিমিত্ত মেত্তং ক্থু তুমং ॥ ৪৩ ॥

গুরুসৌখ্য স্তম্ভিতা ধেমু গঙক্তিঃ ॥ ৪২ ॥

কস্মাণ্ডিভরং গর্জয়সে এতন্মা এব বেণু জাতে কস্মাদিকা প্রকৃতিঃ । অত্র
 পুন নির্মিত্ত মাত্রং খলু ত্বং ॥ ৪৩ ॥

ত্যাগ করিল এবং জঙ্গম গণ স্বাবর ধর্ম প্রাপ্ত হইল ॥
 নধুমঙ্গল । হী হী, আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য, ধেনু সকল বংশী নাদা-
 য়ত পান করত গুরুতর সুখানুভব করিয়া স্তম্ভিত ভাবে
 অবস্থিতি করিতেছে, ইহাদের স্তন হইতে প্রচুরতর ক্ষীর
 ধারা প্রাবিত হইয়া নবকুম্ম লতা সকলকে সেচন করি-
 তেছে ॥ ৪২ ॥

এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে হস্ত দ্বারা চালনা করত,
 ভো প্রিয়বয়স্ ! তুমি অতিশয় গর্জিত হইতেছ কেন ?
 এই বেণু জাতিরই উম্মাদিকা শক্তি, ইহাতে তুমি কেবল
 নির্মিত্ত মাত্র ॥ ৪৩ ॥

আকাশে

রুদ্ধমমুভূত শ্চমংকৃতিপরং কুর্ষন্ মুহুস্তম্বুরুং
 ধ্যানাদন্তরয়ন্ সনন্দনমুখান্ বিশ্বেরয়ন্ বেধসং ।
 ঔৎসুক্যাবলিভির্বলিং চটুলয়ন্ ভোগীন্দ্রমাঘূর্ণয়ন্
 ভিন্দন্নগুণকটাহভিত্তিমভিতো বভ্রাম বংশীধ্বনিঃ ॥

রামঃ । সহর্ষমুর্দ্ধমবলোক্য স্বগতং ।

কথং মেঘান্তরিতোয়ং দেবর্ষিঃ পদ্যমুপবীণয়ামাস ॥ ৪৪ ॥

পুনরাকাশে কল কলঃ ।

মধুমঙ্গলঃ । উর্দ্ধমবলোক্য সভয়ং । অববক্ষ্যং অববক্ষ্যং

উপবীণয়ামাস বীণয়া জগৌ সত্যাপাদশ্চ ইত্যাদিনা নিচ ॥ ৪৪ ॥

অববক্ষ্যং অবধ্যায়ং অববক্ষ্যমবধ্যোক্তৌ ইত্যমরঃ ভো ভো পলায়ামহে
 শ্রীদামা বাতুল নিরর্গলঃ কিমিতি প্রলপসি । মধু অরে মূর্খ গোপালাঃ কিং

(আকাশে) মেঘমলকে রোধ, স্বর্গায়ক গন্ধর্বগণকে
 আশ্চর্য্যান্বিত, সনন্দন প্রভৃতি ঋষিগণকে ধ্যানচ্যুত,
 বিধাতাকে বিস্মিত, ঔৎসুক্য সমূহে বলিরাজকে চঞ্চল,
 ভোগীন্দ্র অনন্তদেবকে ঘূর্ণিত এবং ব্রহ্মাণ্ডকে ভেদ
 করিয়া বংশীধ্বনি সর্বতোভাবে ভ্রমণ করিতে লাগিল ॥

রাম । (সহর্ষে উর্দ্ধদিক্ অবলোকন করিয়া মনে মনে)
 কি প্রকারে দেবর্ষি নারদ মেঘান্তরিত হইয়া এই শ্লোক
 বীণা দ্বারা গান করিলেন ॥ ৪৪ ॥

পুনরায় আকাশে কল কল ।

মধুমঙ্গল । (উর্দ্ধদিক্ অবলোকন করিয়া সভয়ে) আমরা

ভো ভো পলাএন্না পলাএন্না । শ্রীদামা ! বাউল কিত্তি
নিরগ্গলং পলবসি ॥

মধুমঙ্গলঃ । অরে মুক্খ গোআলিআ কিং ণ পেচ্ছসি । এসো
সমারুঢ় হংসো ণগ্গেণ ভুজঙ্গ ধারিণা কেণ বি বেদালেণ
সন্ধং চউম্মুহো কো বি জক্খো রক্খমো বা আঅচ্ছদি ।
পুনবীক্ষ্য মোৎকম্পং হী হী মানহে এদে অচ্ছীহিং পুরিদ
সব্বঙ্গং কম্পি দাণঅং অগ্গে কছুঅ অবরে অসুরা গঅণং
আক্খবন্তি । তা শঙ্কেমি হদ কংসম্ স কিংকরা ছবিস্-

ন পশুত এষ সমারুঢ় হংসো নগ্নেন ভুজঙ্গ ধারিণা কেনাপি বেতালেণ সান্ধং
চতুমূৰ্খঃ কোপি যক্ষ রাক্ষসো বা আগচ্ছতি । পুনবীক্ষ্য ইমানহে হী বিশ্বয়ে
মত্তানহে । এতে অক্ষিভিঃ পূরিত সৰ্ব্বাঙ্গঃ কমপি দানবমগ্রে কৃত্বা অপরে

অবধ্য, আমরা অবধ্য । অহে পলায়ন করিতেছি, পলা-
য়ন করিতেছি ।

শ্রীদামা । অরে বাতুল ! কেন অনর্গল প্রলাপ করিতেছিস্ ॥

মধুমঙ্গল । অরে মূৰ্খ গোপাল ! দেখিতেছিস্ না, সর্পধারি
কোন উলঙ্গ ভূতের সহিত এই হংসারুঢ় চতুমূৰ্খ যক্ষ
হউক বা রাক্ষসই হউক আসিতেছে ॥

(পুনৰ্বার নিরীক্ষণ পূর্বক কম্পের সহিত হী হী
ইত্যাদি বিশ্বয় সূচক শব্দ করিয়া) ইহারা সৰ্ব্বাঙ্গে নেত্র
পরিপূর্ণ কোন একটা দানবকে অগ্রে করিয়া অপর অসুর
গণ আকাশ আক্রমণ করিতেছে, অতএব বোধ করি,
ইহারা হত কংসের কিঙ্কর হইবে । এই বলিয়া ত্রাসের

সন্তি । ইতি সত্রাসং কৃষ্ণকঙ্কান্তরে শিরস্তিরয়তি ॥ ৪৫ ॥

কৃষ্ণঃ । স্বগতং । কথমেতে বেণুনাদ মাধুরীভিরাকৃষ্টাঃ

পয়োদবীথীমবগাহন্তে দিশামধীশাঃ । ইতি পুন বেণুং কণ-
য়তি ।

মধুমঙ্গলঃ । বিলোক্য সোচ্ছ্বাসমাত্মগতং । এদে দুট্ঠ দাণবা

বয়স্ বেণু সন্ধমেত্তেণ ভেজ্জলা ভুবিস সজ্জ্বাসেণ মুজ্জ-

বাস্তি । তা জীইদোন্নি ইতি সাটোপং পরিক্রম্য প্রকাশং ।

রে রে দুট্ঠা অস্সরাঃ চিট্ঠধ চিট্ঠধ এসোহহং সাপেণ

অস্সরা গগণমাক্রান্তি ত্বং শঙ্কে হতকংসস্ত কিঙ্করা ভবিষ্যন্তি তিরয়তি তির-
শ্চীনঃ কেরোতি ॥ ৪৫ ॥

এতে দুট্ঠ দানবা বয়স্ বেণু শব্দ মাত্রেণ বিহ্বলা ভূত্বা সাক্ষমেন মুহুন্তি
তৎ । জীবিতোহস্মি । রে রে দুট্ঠা অস্সরাস্তিষ্ঠত তিষ্ঠত এসোহহং সাপেণ

সহিত শ্রীকৃষ্ণের কক্ষমধ্যে মস্তক লুকায়িত করিলেন । ৪৫
কৃষ্ণ । (মনে মনে) এই সকল দিক্‌পাল কি মধুর ধ্বনি

দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া মেঘ পথে উপস্থিত হইয়াছেন ? ।

এই বলিয়া পুনরায় বেণু বাদ্য করিলেন ।

মধুমঙ্গল । (অবলোকন পূর্বক নিশ্বাস পরিত্যাগ
করিয়া মনে মনে) এই দুট্ঠ দানব সকল বয়স্বে বেণু
রব মাত্রেই বিহ্বল হইয়া ভয়ে মুগ্ধ হইতেছে, বাহা
হউক, প্রাণ রক্ষা পাইল ।

(এই বলিয়া দর্পের সহিত ভ্রমণ পূর্বক প্রকাশ
করিয়া) রে রে দুট্ঠ অস্সরগণ থাক্ থাক্, এই আমি শাপ

চাপেণ বা তুচ্ছাণং মুণ্ডাইং খণ্ডেমি । ইতি দণ্ডমুদ্যম্য
মুহুরুদ্ধং কূর্দ্দতি ॥

রামঃ । বিহস্য বয়স্য মৈবং ব্রবীঃ । এতৌ হি ভবগন্তৌ হর-
হিরণ্যগর্ভৌ সব্যতশ্চামী পুরন্দরাদয়ো বৃন্দারকাঃ ॥

মধুমঙ্গলঃ । স্মৃষ্টু সমাশ্বস্য ভো জানদাং চেঅ এদং মএ পরি-
হসিদং তদো তুচ্ছোহিঃ কস্মৈ রক্ষস বুদ্ধীএ ভীলুএহিং
পলাইছুং পউত্তং ॥

কৃষ্ণঃ । স্মিত্বা হংহো দেবানাং প্রিয় নিজমেব জাল্মতামস্মাস্থ

চাপেন বা যুগ্মাকং মুণ্ডানি খণ্ডয়ামি । মধু স্মৃষ্টু সমাশ্বস্ত ভো জানতা এব
ময়া ইদং পরিহসিতং । ততো যুগ্মাভিঃ খলু রাক্ষস বুদ্ধা ভীকৃতিঃ পলায়িতুঃ

অথবা চাপের (ধনুর) দ্বারা তোদের মুণ্ড খণ্ডন করি-
তেছি, এই বলিয়া দণ্ড উত্তোলন পূর্বক বারম্বার উদ্ধ
দিকে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥

রাম । (উচ্চ হাস্য করিয়া) বয়স্য ! এ রূপ বলিও না ।
এই দুই জন শিব এবং ব্রহ্মা, আর বাম দিকে এই সকল
পুরন্দরাদি দেবগণ ॥

মধুমঙ্গল । (সুন্দর রূপে আশ্বাস প্রদান করিয়া) অহে !
আগি জানিয়াও এইরূপ পরিহাস করিয়াছি, কিন্তু তোমার
মত ভীকৃ স্বভাব লোকেরাই পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত
হইয়াছিল ॥

কৃষ্ণ । (ঈষৎ হাস্ত পূর্বক) অহে দেবগণের প্রিয় ! অর্থাৎ
পশু । তুমি কেন স্বীয় মূর্থতা আমাতে সংক্রামিত

সংজ্ঞাময়সি ॥ ৪৬ ॥

রামঃ । পশ্যত, পশ্যত ।

অক্টাভিঃ শ্রুতিপুটকৈ নব বৈণব কাকলীং কলয়ন্ ।

শতধ্বতিরপি ধ্বতিমুক্তো মরালপৃষ্ঠে মুহু লুণ্ঠতি ॥

আকাশে পুনবীণা গীতিঃ ॥

উদিতে হরিবক্ত্রেন্দো বেণুনাদ স্খামুচি ।

হস্ত রুদ্ধমমুদ্রেণ স্বমর্যাদা বিলজ্জিতা ॥

রামঃ । সোংকণঃ ।

প্রবৃত্তঃ । দেবানাং প্রিয়ঃ পশুঃ ॥ ৪৬ ॥

নবাঃ নূতনাঃ শতধ্বতি ব্রহ্মা মরালপৃষ্ঠ হংসপৃষ্ঠ । পরিমলান্ বিমর্দান্
পরিমলো বিমর্দেহপি স্ত্রান্ননোহারি গন্ধবৎ । রত্নো বিমর্দো বিকসদেহ
রাগাদি সৌরভ ইতি বিশ্বঃ । দেবমাতৃকং বৃষ্টাস্থপালিতং । দেশো নদাস্থ

করিতেছ ? ॥ ৪৬ ॥

রাম । দেখ দেখ ।

অক্ট কণ পুটক দ্বারা বেণুর নবীন মধুরাস্ফুট ধ্বনি
শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা ধৈর্য্য বিমর্জন পূর্বক হংসপৃষ্ঠে বার-
বার লুণ্ঠিত হইতেছেন ।

(আকাশে পুনরায় নারদ কর্তৃক বেণুর গীত)

আহা ! বেণুনাদ রূপ অমৃত বর্ষণকারি হরিমুখচন্দ্র
উদিত হওয়াতে রুদ্ধ স্বরূপ সমুদ্রে স্বীয় মর্যাদা উল্লঙ্ঘন
করিলেন অর্থাৎ আনন্দে বিহ্বল হইয়া নাচিতে লাগিলেন ॥

রাম । (উৎকণ্ঠার সহিত) দূর হইতে আশ্চর্য্য দেখ, মূর-

মুরলীকলা পরিমলানাকর্ষ্য ঘূর্ণভনো

রেতস্তাক্ষি সহস্রতঃ সুরপতেরজ্জ্বলি সক্ষুভুবি ।

চিত্রং বারিধরান্ বিনাপি তরসা যৈরদ্য ধারাময়ৈ

দূরাং পশ্যত দেবমাতৃকমভূবন্দাটবীমণ্ডলং ॥ ৪৭ ॥

কৃষ্ণঃ । স্বগতং । পুরাণানামমীষাং পুরস্তাদিহারে সঙ্কুচন্তি

মে চেতোবৃত্তয়ঃ । তদগ্রে যামীতি তরুণামস্তরমাসাদ্য

প্রকাশং । সখে মধুমঙ্গল পশ্য পশ্য মাধবীয়াং বন
মাধুরীং ।

বৃষ্টিষু সম্পন্ন ব্রীহি পালিতঃ । শ্রানদী মাতৃকো দেবমাতৃকশ্চ বথাক্রমমিত্য-
মরঃ ॥ ৪৭ ॥

মাধবীয়াং মাধবো বসন্তঃ কৃষ্ণশ্চ তৎ সম্বন্ধিনীঃ । হৃষীকাণাং ক্রমেণ

লীর অমৃতময় ধ্বনি সমূহ শ্রবণ করিয়া ঘূর্ণিত তনু ইন্দ্রের

সহস্র নেত্র হইতে অশ্রু প্রাধিত হইয়া ভূতলে পতিত

হইতে লাগিল এবং মেঘ ব্যতিরেকেও ঐ ধারাময় অশ্রু

সমূহ দ্বারা অদ্য বৃন্দাবন মণ্ডল বৃষ্টি পালিত হইয়া সদ্যঃ

দেবমাতৃক ভূমি তুল্য হইল ॥ ৪৭ ॥

কৃষ্ণ । (মনে মনে) এই সমুদায় প্রাচীনদিগের সমক্ষে

বিহার করিতে আমার মনোবৃত্তি সঙ্কুচিত হইতেছে, অত-

এব অগ্রে গমন করি এই বলিয়া বৃক্ষের অন্তরাল হইয়া

(প্রকাশ পূর্বক) সখে মধুমঙ্গল ! দেখ দেখ, বসন্ত

সম্বন্ধীয় কি আশ্চর্য্য বন শোভা । কোন স্থানে ভৃঙ্গ

গণ গান করিতেছে কোন স্থানে শীতল বায়ু প্রবাহিত

কচিদ্ভঙ্গী গীতং কচিদমিলভঙ্গীশিশিরত।

কচিদ্ভল্লীলাম্যং কচিদমলমল্লী পরিমলং ।

কচিদ্ধারামালী করকফলফালীরস ভরে।

হৃদীকাণাং বৃন্দং প্রমদয়তি বৃন্দারনমিদং ॥ ৪৮ ॥

মধুমঙ্গলঃ । ভো বয়স্য এদাএ দুট্ট ভিঙ্গী ভঅঙ্করীএ কিং

মে কোদুহলং ভুজ্বা বৃন্দাডুইএ । অহং কখু চউকিহেহিং

অল্লোহিং সর্বেন্দ্রিঅহারিণীং গোউলেশ্বরীএ রসবইং জ্জেক্স

দট্টণ রঞ্জেমি ।

কৃষ্ণঃ । বয়স্য বন্দস্য বৃন্দাটবীম্বেব । স্ফুটমস্যাঃ পুরাণ

শ্রবণ নামিকা নেত্র ভ্রগ্গমনানাং ॥ ৪৮ ॥

মধু এতয়া দুট্ট ভঙ্গ ভরঙ্কর্যা কিং মে কোদুহলং ভব বৃন্দাটব্যা । অহং
খলু চতুর্বিধৈরনৈঃ সর্বেন্দ্রিয়াণাং হারিণীং গোকুলেশ্বর্যা রসবতীম্বেব দৃষ্ট।

হইতেছে, কোথাও লতা সকল নৃত্য করিতেছে, কোন

স্থানে মল্লীপুষ্পের নির্মল সৌরভ বহিতেছে এবং

কোথাও বা দাড়িম্ব ফল বিদীর্ণ হওয়াতে তাহা হইতে

রসধারাপাত হইতেছে । সখে ! এই রূপে বৃন্দাবন

ইন্দ্রিয় গণকে আনন্দিত করিতেছে ॥ ৪৮ ॥

মধুমঙ্গল । ভো বয়স্য ! দুট্ট ভঙ্গ দ্বারা ভয়ঙ্করী বৃন্দাটবী

হইতে আমার কোনই আনন্দ হইতেছে না, আমি চর্য্য

চোষ্য লেহ্য পেয়রূপ চতুর্বিধ অন্ন দ্বারা সর্বেন্দ্রিয়

হারিণী গোকুলেশ্বরীর পাকশালা দেখিয়া আনন্দিত হইব।

কৃষ্ণ । বয়স্য ! বৃন্দাবনকে বন্দনা কর, ইনি প্রাচীন লতা

বল্লরীভিরপি তবাভীষ্ট ফলমুল্লাসয়িতুং সমর্থ্যতে ॥

মধুমঙ্গলঃ । পিঅবঅস্ স তুমং সচ্চবাদি ভ্তি সৰ্ব লোএহিং
ভণিঞ্জসি । তা ইমস্ স তুজ্জ্বা বঅগস্ স মএ পরিচ্ছা
কাদব্বা ইত্যঞ্জলী বন্ধা ভো বল্লরীও এসো বন্দেমি বুজ্জ্-
খিদো মে বঅস্ সো তা দেন্ত খণ্ডলড্ডুআইং ॥ ৪৯ ॥

প্রবিশ্য মোদকপূর্ণপাত্রীহস্তা পৌর্ণমাসী ।

পৌর্ণমাসী । চন্দ্রানন কৃষ্ণ গৃহাণ রসজ্ঞামোদকান্মোদকান্ ।

রজ্জ্যামি । মধু স্বং সত্যবাদীতি সৰ্বলোকৈর্ভগ্যসে তৎ এতত্ত্ব বচনস্ত
পরীক্ষা ময়া কর্তব্য ভো বল্লর্যঃ এষোহহং বন্দে বুজ্জ্বিতো মে বয়স্ত তদীয়তাং
খণ্ড লড্ডুকানি । ঔদ্ধত্যথাপনায় বয়স্তে বুজ্জ্বারোপণঃ তস্মৈব প্রার্থনমেতদ্বিতি
বাজ্যতে ॥ ৪৯ ॥

রসজ্ঞায়াঃ জিহ্বায়া রসজ্ঞস্ত রসিকস্ত চ । পরিপূর্বো নীঞ বিবাহার্থকঃ

সকল দ্বারা তোমার অভীষ্ট ফল উল্লাসিত করিতে সমর্থ
হইবেন ॥

মধুমঙ্গল । বয়স্য ! গোকুলবাসি লোক সকল তোমাকে
সত্যবাদী বলিয়া থাকে, অতএব আজি আমি ঐ
বাক্যের পরীক্ষা করিব, এই বলিয়া (অঞ্জলি বন্ধন পূর্বক)
অহে লতাগণ ! এই আমি তোমাদিগকে বন্দনা করি,
আমার বয়স্ত শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুধাতুর হইয়াছেন অতএব তোমরা
ইহাকে খণ্ডলড্ডুক প্রদান কর ॥ ৪৯ ॥

পৌর্ণমাসী । (মোদক পূর্ণপাত্র হস্তে করিয়া প্রবেশ পূর্বক)

অহে চন্দ্রবদন কৃষ্ণ ! রসনা ভৃগুি কারী মোদক সকল
গ্রহণ কর ।

রামঃ। সন্নিতঃ বয়স্য দৃষ্টা জরদ্বলবী বদান্ততা ॥

পৌর্ণমাসী। সঙ্কর্ষণ জরদ্বলবী বদান্ততেতি ভণ্যতাং।

কৃষ্ণঃ। আর্হ্যে কেরং জরদ্বলবী ॥

পৌর্ণমাসী। চন্দ্রমুখ মুখরা।

কৃষ্ণঃ। তয়া কিমকাণ্ডে খণ্ডলডুকানি সমর্পিতানি ॥

পৌর্ণমাসী। নপ্ত্রী ভাবদেতয়া অভিমন্তোঃ পার্ণো পরিণা-
য়িতা। তদুৎসবভিরূপঃ সমুদাচারোহয়মনুসাস্ত্রে ॥ ৫০

কৃষ্ণঃ। কেরং নপ্ত্রী ॥

পৌর্ণমাসী। রাধাভিদা কাচিদানন্দকৌমুদী।

ভতো হেতুমনিচ্ ॥ ৫০ ॥

বিলক্ষে বিস্ময়বিত ইত্যমরঃ অনুয়াস্ত্রে প্রেষিতা ॥ ৫১ ॥

রাম। (ঈষৎ হাস্যের সহিত) বয়স্য! প্রাচীন লতাগণের
বদান্ততা দেখিলে।।

পৌর্ণমাসী। সঙ্কর্ষণ! প্রাচীনা বল্লবীর এই কথা বল।

কৃষ্ণ। আর্হ্যে। এ প্রাচীনা গোপী কে?।

পৌর্ণমাসী। চন্দ্রবদন! মুখরা।

কৃষ্ণ। এ হঠাৎ কেন খণ্ড লডুক সকল প্রদান করিল।

পৌর্ণমাসী। এই মুখরা আপনার নপ্ত্রীকে অভিমন্ত্যুর সহিত
বিবাহ দিয়াছে, একারণ সেই উৎসবানুরূপ আচারে
তোমার মিকট'খণ্ড লডুক সকল প্রেরণ করিয়াছে ॥ ৫০

কৃষ্ণ। এ নপ্ত্রী কে?।

পৌর্ণমাসী। রাধা নাম্নী কোন এক আনন্দকৌমুদী ॥

কৃষ্ণঃ । সরোমাঞ্চ স্বগতং ত্রুতং নূন মন্বয়োঃ সম্বাদে শব্দ-
দন্তাঃ সৌষ্ঠবং । ইতি কম্পমানো ত্রীড়াং নাটয়তি ।
পৌর্ণমাসী । স্বগতং কৃষ্ণং বিলক্ষ্যমবেক্ষ্য নূনং রামঃ সবাঞ্ছ-
মসৌ সব্যতঃ প্রযাতি ॥ ৫১ ॥

কৃষ্ণঃ । পুনরাভ্রগতং । বিক্রিয়াং সঙ্কোপয়িতুং প্রসঙ্গান্তর
নঙ্গীকুর্যাং । প্রকাশং । আৰ্য্যে অদ্য মধুবাসরে ত্রয়াপি
কাচিন্মহোৎসব লক্ষ্মীরলং ক্রিয়তাং পশ্য ভরদ্বলী ত্রৈণী-
রিয়ং ফুল্লা পল্লবিতাচ ॥

পৌর্ণমাসী । সম্মিতং । নাগর তবৈব মহোৎসবানামবসরো-
হয়ং প্রবৃত্তঃ । যদত্র পুষ্পাণাং পল্লবানাঞ্চ ভৃক্ষয়া বল্ল-

কৃষ্ণ । (রোমাঞ্চের সহিত মনে মনে) নিশ্চয় রোহিণী যশোদা-
জননী স্বয়ের পরম্পর সম্বাদে নিরন্তর এই শ্রীরাধার
সৌষ্ঠব শ্রবণ করিয়াছি এইবলিয়া কম্পাশ্বিত হওত লজ্জা
প্রকাশ করিলেন ॥

পৌর্ণমাসী । (মনে মনে) শ্রীকৃষ্ণকে লজ্জিত দেখিয়া নিশ্চয়
বলদেব ছিল পূর্বক বামদিক্ হইতে গমন করিলেন ॥ ৫১

কৃষ্ণ । (পুনরায় মনে মনে) এই বিকার সঙ্কোপন নিমিত্ত
অন্য প্রসঙ্গ অবলম্বন করি । এই বলিয়া (প্রকাশ পূর্বক
আৰ্য্যে ! অদ্য বসন্ত বাসর, ইহাতে কোন মহোৎসব
শোভা সম্পাদন করুন । দেখুন প্রাচীন লতা সকল
পুষ্পিত ও পল্লবিত হইয়াছে ॥

পৌর্ণমাসী । (ঈষৎ হাস্যের সহিত) নাগর ! তোমার

বানাং বিলাসিন্যঃ সমেষ্যন্তি ।

কৃষ্ণঃ । সন্মিতং তিৰ্য্যগবেক্ষ্য আৰ্য্যে ততঃ কিং ।

পৌর্ণমাসী । বিহস্ত বিলাসিন্ স্ববাসনানুসারতোহনুথা
নাশঙ্কিষ্ঠাঃ । পরমেবমভিপ্রায়ান্তি । ততস্তাসাং শূত্রেষু
সদ্যস্ত সখিভি স্তে স্তুখমপহৰ্ত্তব্যানি গব্যানি ।

কৃষ্ণঃ । ধূর্তে কিং পরিহস্যতে । পশ্য কোমলমঞ্জরীমবচিষ
তীনাং বল্লবীনাং মণ্ডলেন খণ্ডিতানি মে বৃন্দাবন শাখি
বিটপানি । তদেতা স্তে নিবারণীয়াঃ ॥

মহোৎসব সকলের এই অবসর উপস্থিত! যে হেতু
ইহাতে পুষ্প ও পল্লব সকল গ্রহণের অভিলାষে গোপ
বিলাসিনী গণ আগমন করিবে ॥

কৃষ্ণ । (ঈষৎ হাস্যের সহিত বক্র দৃষ্টি করিয়া) আৰ্য্যে !
তাহারা আসিলে কি হইবে? ।

পৌর্ণমাসী । উক্ত হাস্য করিয়া বিলাসিন্! স্বীয় বাসনানু-
সারে অন্য আশঙ্কা করিও না, আমি মনোমধ্যে এই অভি-
প্রায় করিয়াছি, তাহারা এখানে আসিলেই, তোমার সখা
গণ তাহাদের শুন্য গৃহে গিয়া গব্য অপহরণ করিবে ।

কৃষ্ণ । ধূর্তে! পরিহাস করিতেছেন কেন? দেখুন কমল
মঞ্জরী চয়নকারি গোপিকাগণই আমার বৃন্দাবনস্থ বৃক্ষের
শাখা সকল ছেদন করিয়াছে, অতএব আপনি ইহাদিগকে
নিবারণ করুন ।

পৌর্ণমাসী । মোহন নব্য স্তবকোত্তংসিনা ভবতৈব সমুল্লসি-

তোহয়ং কুসুমেষু রাগো বল্লবীনাং ॥ ৫২ ॥

তাঃ কথমিতো নিবার্যন্তাং ।

কৃষ্ণঃ । স্মিত্বা অগ্নি বলাকাবলক্ষকেশি কথোপক্রমাদ্বত্র

মেব পস্থানমধিকৃঢ়াসি । যদপরাধিকাস্বপি বল্লবীষু পক্ষ

পাতং ন মুঞ্চসি ॥ ৫৩ ॥

নব্য স্তবকোত্তংসিনেতি তব পুষ্পস্তবকোত্তংসমালোকা তাদৃশ নাঅনমপি
কর্তুং বল্লবীনাং কুসুমেষু রাগঃ আগ্রহো জাত ইতি প্রকটোহর্থঃ । বস্ত
তস্ত কুসুমেষুঃ কন্দর্প স্তভাগস্তদাবেশঃ ॥ ৫২ ॥

বলাকা বকপঙক্তিঃ সা ইব বলক্ষা ধবলাঃ কেশাঃ যন্তাঃ হে তথাবিধে
জরয়া তব এতাদৃশ পালিতাঃ জাতং তদপি কামকর্মতা কৌশলমিতি
ভাবঃ । অপরাধিকাস্থ অপরাধ কর্ত্রীষু পক্ষপাতঃ সাহায্যং ॥ ৫৩ ॥

পৌর্ণমাসী । মোহন ! তোমার পুষ্পস্তবকের উত্তংস দেখিয়া

তৎ সদৃশ আপনাতেও করিবার নিমিত্ত বল্লবী গণের

কুসুমে আগ্রহ জন্মিয়াছে, পক্ষান্তরে তোমাকে দেখিয়া

গোপরামাদিগের কন্দর্প বিষয়ে আবেশ হইয়াছে ॥ ৫২ ॥

অতএব এখান হইতে তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিতেছ

কেন ? ।

কৃষ্ণঃ । (ঈষৎ হাস্য করিয়া) অগ্নি বলাকাতুল্য ধবল কেশি !

আপনি কথার আরম্ভে বক্র পথেই যে আরোহণ করিতে-

ছেন, অর্থাৎ রুদ্ধ হইলেও যে আপনার রসভাষা পরি-

ত্যাগ হয় না, যে হেতু গোপীগণ অপরাধিকা হইলেও

গৌর্ণমাসী । সুন্দর সংপ্রতি সরাদিকাঃ খলু বল্লব্যঃ কথমপ-
রাধিকাঃ সন্ত । তেন তে প্রিয়স্ত পুমাগম্যাপি স্মনস্তেয়ঃ
হঠেন করিষ্যন্তি ॥ ৫৪ ॥

কৃষ্ণঃ । স্বগতং । হন্ত কথং মনোহারিণী সৈব দৈবাং পুনরা-
বর্ততে রাধিকাবর্তা ॥

মধুমঙ্গলঃ । স্বগতং । কথং রাহি তি গাম মেত্তেণ উন্মাদা-
এদি এসো । প্রকাশং । ভো বঅস্ স মা কখু ইমাএ
উবরি নিত্তুরং সতিম্মো হোহি ।

সরাদিকাঃ রাধিকয়া সহ বর্তমানাঃ অপরাধিকাঃ অপগতা রাধিকা যাত্য
স্তথাবিধাঃ কথং সন্ত পুমাগস্ত বৃক্স্ত পক্ষে পুরুষশ্রেষ্ঠস্ত স্মনসাং পুন্মানাং
শোভন মনসচ্ ॥ ৫৪ ॥

মধু রাধেতি নাম মাত্রেণ উন্মনায়তে এষঃ । মা খলু এতস্তা উপরি সতৃক্ষো ভব

তাহাদিগের প্রতিপক্ষপাত পরিত্যাগ করিতেছেন না ॥ ৫৩
গৌর্ণমাসী । অহে সুন্দর ! গোপিকা সকল রাধিকা শূন্য
হইবে কেন, তাহারী ত রাধিকার সহিত যুক্তই আছে,
অতএব ঐ গোপিকার বল পূর্বক তোমার প্রিয়তর
পুমাগবৃক্ষের কুসুম সকল অপহরণ করিবে ॥ ৫৪ ॥

কৃষ্ণ । (মনে মনে) হায় ! কি প্রকারে অকস্মাৎ সেই মনো
হারিণী রাধার কথা পুনরাগত হইল ।

মধুমঙ্গল । (মনে মনে) ইনি রাধানাম মাত্রে উন্মনা হই-
তেছেন কেন ? (প্রকাশ করিয়া) অহে বয়স্ত ! ইহার
উপরে অতিশয় সতৃক্ষ হইও না ।

কৃষ্ণঃ । সপ্রণয়রোষণং । দ্বিগ্ভাচাল কুত্রাহং সতৃষ্ণঃ ।

মধুমঙ্গলঃ । ভো মাকুপ্প সরসো মনোহারিণী এ উবরিত্তি
ভগামি ॥ ৫৫ ॥

কৃষ্ণঃ । সখে ভ্রান্তোহসি । নেমানি মনোহরাখ্যানি কিন্তু
মৌক্তিকাখ্যানি লভ্যকানি ।

মধুমঙ্গলঃ । বিহস্য পিঅবঅস্স এ কখু অহং ভমিশীলে রাহা-
চকে বট্টামি কুদো ভমিস্সং ॥ ৫৬ ॥

*মধু ভো মাকুপ্প সরসায়ো মনোহরা লভ্যা উপরি ভগামি । মনোহ-
রাখ্য মোদকশ্রেণ্যা উপরীতি প্রকটোহর্থঃ । মনোহরা সখী তস্তা উপরীতি
বাস্তবঃ ॥ ৫৫ ॥

মধু নাহং ভমিশীলে রাধাচক্রে বর্তে ভমিষ্যামি । রাধা নক্ষত্রোপলক্ষিত
চক্রে জ্যোতিঃচক্রে ইতি প্রকটোহর্থঃ । ভমিদায়িত্বাৎ রাধেব চক্রং ভগ্নিন্
ইতি বাস্তবঃ । অত্র ভগ্নমেব বর্তমানো লক্ষ্যসে ইতি ভাবঃ ॥ ৫৬ ॥

কৃষ্ণ । (প্রণয় রোষের সহিত) অরে বাচাল ! দ্বিচ্ছ তোরে
আমি কাহার প্রতি সতৃষ্ণ হইয়াছি ।

মধুমঙ্গল । অহে কোপ করিও না, সরস মনোহর লভ্যুকের
উপর বলিতেছি । পক্ষে । সরসো মনোহারিণী সখীর
প্রতি বলিতেছি ॥ ৫৫ ॥

কৃষ্ণ । সখে ! ভ্রান্ত হইয়াছ, এ মনোহরাখ্য লভ্যুকের নহে
কিন্তু ইহার নাম মৌক্তিকাখ্য লভ্যুকের ।

মধুমঙ্গল । (হাস্য করিয়া) প্রিয়বরস্য । আমিত ভমিশীল রাধা
চক্রে পতিত হই নাই যে আমার ভ্রম হইবে, বাস্তবিক
তুমিই রাধাচক্রে পতিত হইয়াছ লক্ষিত হইতেছে ॥ ৫৬ ॥

পৌর্ণমাসী । স্বগতং । সত্যং পরিহস্যতে বটুনা যদেষো
 ভাবোদ্ভূত চেতোবৃত্তিতয়া বৈলক্ষণ্য ভাগভিলক্ষ্যতে
 তদদ্য পূর্ণ কামাস্মি । প্রকাশং । সুন্দর কৃতমন্ত্রোৎকর্ষণা
 সা বিষ্ণুপদবীথী সঞ্চারিণী নৃলোকে কেন লভ্যতাং ॥ ৫৭
 কৃষ্ণঃ । সস্মিতং । বিষ্ণুপদবীথীমবেক্ষ্য রামমনুসর্পন্ আৰ্য্য
 ব্যতীতেয়ং মধ্যাহ্ন মর্যাদা ততঃ কালিন্দীতীরে অবতীৰ্ণ্য

ভাবেন উদ্ভূতা উদ্ধৃতা চেতো বৃত্তিৰ্ব্যস্ত তন্মেন রাধাচক্রং জ্ঞাতুমহমুৎ-
 কণ্ঠে ইতি চেৎ কৃতমুৎকণ্ঠেতি অত্র রাধাচক্র বিষয়ে উৎকর্ষণা কৃতং অলং ইতি
 প্রকটোৎখঃ । অত্র রাধায়াঃ উৎকর্ষণা কিং কার্য্যমিতি বাস্তবার্থঃ । সা তব-
 স্বতঃ সিদ্ধেতি ভাবঃ । বিষ্ণুপদেতি আকাশবত্সঞ্চারিণী রাধা তন্মাম নক্ষত্র
 মিতি প্রকটঃ বিক্ষো স্তব এব পদসঞ্চারিণী রাধেতি বাস্তবার্থঃ । নৃলোকে কেন
 লভ্যতামিতি বিবাহ মাত্রমভিনমন্তোঃ সন্তোগস্ত তবৈবেত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

পদান্তরে স্থানান্তরে পদং ব্যবসিত ত্রাণ স্থান লক্ষ্মাজিষু বস্তুদ্বিত্যমরঃ ॥ ৫৮

পৌর্ণমাসী । (মনে মনে) এই বটু যথার্থ পরিহাস করিল,
 যে হেতু শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে রাধাভাবোদয় হওয়াতে স্পষ্ট
 রূপে বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইতেছে, অতএব আজি আমার
 কামনা পরিপূর্ণ হইল । (প্রকাশ করিয়া) অহে সুন্দর !
 উৎকর্ষিত হইও না, সেই বিষ্ণুপদসঞ্চারিণী রাধাকে
 এ নৃলোকে কে লাভ করিতে পারে ? ॥ ৫৭ ॥

কৃষ্ণঃ । (ঈষৎ হাস্যের সহিত আকাশ পথ অবলোকন
 পূর্ব্বক রামের নিকট যাইয়া) আৰ্য্য ! মধ্যাহ্ন সময় উপ-
 স্থিত হইয়াছে অতএব আপনারা কালিন্দীতীরে অবতরণ

সমাপয়ন্তু ভবন্তঃ পশুনাং পানীয় তৃষ্ণাং স্বাদয়ন্তুচ স্বানি
লড্ডুকানি ময়াতু হৃহত্তমাভ্যাং শ্রীদাম স্ববলাভ্যাং সহ
মুহূর্তমগ্রতো বিশ্রামিতব্যং ॥

রামঃ । সখিভিঃ সহ নিজ্জান্তুঃ ॥

পৌর্ণমাসী । স্বগতং । ময়াপি প্রতিচ্ছন্দস্য সিদ্ধিমবধারণিতুং
গন্তব্যমিতি কৃষ্ণমভিনন্দ্য পরিক্রামতি ॥

কৃষ্ণঃ । পদান্তরে স্থিত্বা সখে শ্রীদামন্ কিং দৃকপূর্বা তে
জগদপূর্বা রাধা ॥

শ্রীদামা । সলজ্জিতং স্মিতমুখমবাধয়তি ॥ ৫৮ ॥

স্ববলঃ । বয়স্ স দিট্ঠ পূর্বেত্তি এত্তিঅং কিং ভগাসি এং

বয়স্ দৃষ্ট পূর্বেত্তি কিমেতাং ভগসি এং এতস্ ভগিনী যেষ্ণা ॥ ৫৯ ॥

পশুগণের পানীয় তৃষ্ণা সমাপন পূর্বক এই লড্ডুক
সকল ভক্ষণ করুন, আমি হৃহত্তম শ্রীদাম ও স্ববলের
সহিত অগ্রে মুহূর্তকাল বিশ্রাম করিব ॥

রাম । সখীগণের সহিত গমন করিলেন ॥

পৌর্ণমাসী । (মনে মনে) আমিও চিত্রপট সিদ্ধি নিমিত্ত
গমন করি, এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আশীর্বাদ পূর্বক চলিয়া
গেলেন ॥

কৃষ্ণ । (স্থানান্তরে অবস্থিতি পূর্বক) সখে শ্রীদামন্ !
জগতে যে রূপ কেহ কখন দেখে নাই এমত রূপবতী
শ্রীরাধাকে কি তুমি দেখিয়াছ ? ॥

শ্রীদাম । লজ্জান্বিত হাস্য বদন অবনত করিলেন ॥ ৫৮ ॥

স্ববল । বয়স্য ! রাধা কি তোমার দৃকপূর্বা, এ কথা

ইমস্‌স বহিণী কথু এসা ॥ ৫৯ ॥

কৃষ্ণ : । তদেহি ক্ৰণমত্ৰ কদম্বসম্বাদে রোধসি নিবিশ্চ রাধানু
ধারণাছুদ্বৈগিচেতে। বংশীবাদন বিনোদেনান্মতঃ ক্ৰিপা-
মীতি নিজ্জাস্তঃ ।

পৌর্ণমাসী । পরিক্রম্য পুরঃ পশ্যন্তী লানন্দং । কথমিত এব
বয়স্তয়া বিহস্যমানা বিক্রীড়তি মে বৎসেয়ং রাধিকা ইতি
লতান্তরে স্থিতা ।

বলাদক্লোলক্ষ্মীঃ কবলয়তি নব্যং কুবলয়ং
মুখোল্লাসঃ ফুল্লং কমলবনমুল্লজয়তি চ ।

অষ্টাপদং স্ববর্ণং ॥ ৬০ ॥

শ্রীদাসকে কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ, রাধা যে শ্রীদামের
ভগিনী ॥ ৫৯ ॥

কৃষ্ণ । তবে আইস, ক্রণকাল এই কদম্বের দুর্গম তটে উপ-
বেশন করিয়া রাধাচিন্তা নিবন্ধন উদ্বৈগি চিত্তকে বংশী
বাদন রূপ আনন্দে অন্যত্র নিক্ষেপ করি, এই বলিয়া
প্রস্থান করিলেন ॥

পৌর্ণমাসী । (গমন করিতে করিতে অগ্রে অবলোকন পূর্বক
আনন্দের সহিত) কি প্রকারে এই স্থানেই সখীগণের
সহিত হাস্যবদনা বৎসা রাধিকা আমাব ক্রীড়া করিতে-
ছেন (এই বলিয়া লতায় অন্তরালে অবস্থিতি পূর্বক)
আহা ! শ্রীরাধার চক্ষুর শোভা নব কমলের শোভাকে
বল পূর্বক প্রাস করিতেছে, মুখের শোভা বিকশিত পদ্ম

দশাং কষ্টামষ্টাপদমপি নয়ত্যাঙ্গিককৃচি

বিচিহ্নং রাধায়াঃ কিমপি কিল রূপং বিলসতি ॥ ৬০ ॥

তদেতয়ো নিশ্চল নশ্বগোষ্ঠী প্রতিবন্ধং পরিহরন্তী
বীরম্নিরুদ্ধেনাধ্বনা বিশাখাং যামীতি নিষ্কান্তা ॥

ততঃ প্রবিশতি ললিতয়া বিহস্তমানা রাধা ।

রাধা । হলা ললিদে কিং করেদি অভিজয়া ।

ললিতা । সহি তুহ সুরদেঅসস্ পুআকিদে এসা তমাল তলে
বেদিআং গিন্মাদি ॥ ৬১ ॥

হলা হে সখি হণ্ডে হণ্ডে হলাহ্বানং নীচং চেটীঃ সখীঃ প্রভীতামরঃ
ললিতে কিং করোত্যাৰ্য্যা । ললি সখি তব সূর্য্যদেবস্ত পূজাকৃতে এষা
তমাল তলে বেদিকাং নিশ্চ্যতি ॥ ৬১ ॥

বনকে উল্লঙ্ঘন করিতেছে এবং অঙ্গশোভা অষ্টাপদকেও
(স্বর্ণকেও) কষ্ট দশা প্রাপ্ত করাইতেছে, যাহা হউক,
ইহার কি আশ্চর্য্য রূপই বিলাস করিতেছে ॥ ৬০ ॥

অতএব রাধাকৃষ্ণের নিশ্চল গোষ্ঠীর প্রতিবন্ধ না করিয়া
লতারুদ্ধ পথ দ্বারা বিশাখার নিকট গমন করি, এই
বলিয়া প্রস্থান করিলেন ॥

(তৎপরে ললিতার সহিত হাসিতে হাসিতে শ্রীরাধার
প্রবেশ)

শ্রীরাধা । সখি ললিতে । আৰ্য্যা কি করিতেছেন ।

ললিতা । সখি ! তোমার সূর্য্যদেবের পূজার নিমিত্ত তিনি
তমাল তলে বেদিকা নিশ্চাণ করিতেছেন ॥ ৬১ ॥

রাধিকা । পুরোহিতলোকা । হলা ললিতদে সঙ্কে সা চেঅ

এসা বৃন্দাডুই জাএ মাহুরী তুএ পুণো পুণো মহবল্লিঅদি ।

ললিতা । হলা সা জেজব এসা কহুন্স লীলা বুকখবাড়িআ ।

রাধিকা । সৌৎসুক্যমান্নগতং । অহো মুহুরত্তণং দোণং

অক্খরাণং । প্রকাশং । সহি কস্ম ভি ভণসি ।

ললিতা । সাকূত স্মিতং । হলা ভণামি কহুন্স ভি ।

রাধিকা । পুনঃ স্বগতং ॥ ৬২ ॥

হন্তু অস্ম নামাবি বামাচিহ্নং ইখং মোহেদি । মো

শঙ্কে সৈবৈষা বৃন্দাটবী যত্তা সাধুরী ত্বয়া পুনঃ পুনর্মম বর্ণাতে । ললি
সা এষ এষা কৃষ্ণস্ত লীলাবৃক্ষবাটিকা ॥

অহো মধুরতং দুরোরক্ষরয়োঃ সখি কস্তেতি ভণসি ভণামি কৃষ্ণস্তেতি ॥৬২

শ্রীরাধা । (অগ্রে অবলোকন করিয়া) সখি ললিতে ! বোধ
করি সেই বৃন্দাটবী কি এই, তুমি পুনঃ পুনঃ আমার
নিকট যাহার মাধুর্য্য বর্ণন করিয়াছিলে ॥

ললিতা । হাঁ সখি ! সেই এই শ্রীকৃষ্ণের ক্রৌড়াকানন ॥

শ্রীরাধা । (উৎকণ্ঠার সহিত মনে মনে) অহো ! এই দুইটি
অক্ষরের কি মধুরতা (প্রকাশ করিয়া) সখি ! কাহার
নাম বলিতেছ ।

ললিতা । (অভিপ্রায়ের সহিত ঈষৎ হাস্য করিয়া) সখি !
কৃষ্ণের নাম বলিতেছি ।

শ্রীরাধা । (পুনর্ব্বার মনে মনে) ॥ ৬২ ॥

আহা ! যাহার নামমাত্রই সুন্দরীদিগের চিত্তকে এই রূপ

কুখু কি দিসো বা গান্ধী । ইতি সাবহিথং প্রকাশং ।
হলা ইমাইং ণিউঞ্জোবরি পুঞ্জিদাইং গুঞ্জা ফলাইং বিই-
গস্‌সং ॥ ৬৩ ॥

ললিতা । সপরিহাসং সংস্কৃতেন ।

দেহন্তে ভুবনান্তরাল বিরলচ্ছায়া বিলামাস্পদং
মাকৌতুহল চঞ্চলাক্ষি লতিকাজালে প্রবেশং কুথাঃ ।
নব্যাগঞ্জন পুঞ্জ মঞ্জুল রুচিঃ কুঞ্জেচরী দেবতা
কান্তাং কান্তিভিরাক্ষিতামিহ বসে নিঃশঙ্কনাকর্ষতি ॥ ৬৪ ॥

নামাপি ইথঃ বামাচিন্তঃ মোহয়তি স খলু কীদৃশো বা নামীতি সাবহিথং
সাকার গোপনং যথাস্ত্রাং ইমানি নিকুঞ্জোপরি গুঞ্জাফলানি বিচেষ্যামি ॥ ৬৩ ॥

ভুবনান্তরাল মধ্যে বিরল। অনুপলভ্যমানাঃ বাহ্যায় কান্তয় স্তাসাঃ
বিলামাস্পদং বিহার গৃহং ॥ ৬৪ ॥

বিমোহিত করিতেছে, না জামি সেই বা কিরূপ সুন্দর ।

(ভাব গোপন পূর্বক প্রকাশ করিয়া) সখি ! চল

নিকুঞ্জোপরি গুঞ্জা ফল সকল চয়ন করি ॥ ৬৩ ॥

ললিতা । (পরিহাসের সহিত সংস্কৃত ভাষায়) হে কৌতু-

হল চঞ্চলাক্ষি ! তোমার দেহ ভুবনমধ্যে অলভ্য শোভায়

বিলাস গৃহ, অতএব তুমি লতা জালে প্রবেশ করিও

না, ঐ স্থানে অঞ্জনপুঞ্জ সদৃশ মনোহর রূপশালি কোন

কুঞ্জবিহারী দেব অবস্থিত আছেন, তিনি নিঃশঙ্কে এই

বনমধ্যে শোভনাস্ত্রী নব্যা কান্তাকে আকর্ষণ করিয়া

থাকেন ॥ ৬৪ ॥

রাধিকা । কিকিঙ্কীতেব পরাবৃত্য সনম্মস্মিতং । সহি ললিতৈ
তাএ দেঅদাএ গুণং তুমং আঅড্টিদাসি জং এদং
জাণাসি ।

ললিতা । বিহস্য । কীস মং এসা আঅড্টিদু গ কখু অহং
তুমং বিঅ কান্তীহিং অঙ্কিদা ।
নেপথ্যে বংশীধ্বনিঃ ।

রাধা । নিশম্য সচমংকারং স্বগতং ॥ ৬৫ ॥

অস্মাহে ইমস্ মোহণ তুণং সদ্ধস্ ইতি বৈবশ্যং নাট-
য়তি ।

তয়া দেবতয়া নুনং তুমাকর্ষিতাসি যদিদং জানাসি । মাং কস্মাদেবা
আকর্ষতু ম খলুহং তুমিব কাস্তিভি রঙ্কিতা ॥ ৬৫ ॥

অহো অস্য মোহনত্বং শব্দস্ত । হং এষা কোনলাঙ্গী প্রথমঃ জালে নিপ-

শ্রীরাধা (কিকিঙ্কী ভীতা হইয়াই যেন প্রত্যাবর্তন পূর্বক
পরিহাস যুক্ত ঈষৎ হাস্যের সহিত) সখি ললিতে !
লতাকুঞ্জে প্রবেশ করিলেই দেবতা আকর্ষণ করেন, তুমি
যখন ইহা জানিয়াছ, তখন বোধ করি সেই দেব
তোমাকে আকর্ষণ করিয়াছেন ॥

ললিতা । (ঈষৎ হাস্য করিয়া) সখি ! দেবতা কেন আমাকে
আকর্ষণ করিবেন, আমি তোমার মস্ত সুন্দরী নহি ॥

(এমত সময়ে বেশ গৃহে বংশীধ্বনি)

শ্রীরাধা । (শ্রবণ করিয়া বিস্ময়ের সহিত মনে মনে) ॥ ৬৫ ॥

অহো এই শব্দের কি মোহিনী শক্তি, এই বলিয়া

ললিতা । বিলোকা স্বগতং । হুং এমা কোমলঙ্গী কুরঙ্গী
পটমং জালে নিপড়িদা ॥ ৬৬ ॥

রাধিকা । প্রাষত্বেন ধৈর্য্যামালম্ব্য স্বগতং । অবি গাম এং সদ্দা-
মিঅপুৱং উগ্গিরন্তং জগং পেক্খিসং ॥ ৬৭ ॥

ললিতা । উপস্থত্যা । হলা রাহি অথি মছুৱরি তুহ বিসদ্ধ
বুদ্ধী ॥

রাধিকা । হলা কীস এব্বং ভগাসি তুমং জ্জৈব্ব তথ্

তিতা ॥ ৬৬ ॥

অপি নাম এনং শব্দামৃত পূর মুদগিরন্তং জনং প্রেক্ষিষো ॥ ৬৭ ॥

হলা রাধে অস্তি মছুৱরি বিশুদ্ধ বুদ্ধিঃ বিশ্রুত্বং বুদ্ধিরিত্যর্থঃ । প্রপ্লোহরং
অস্তি বা নাস্তি বেতি সত্যং কথা তামিত্যর্থঃ । কস্মাদেবং ভগসি ত্বমেব তত্র

নিজাঙ্গের বিবশতা প্রকাশ করিলেন ॥

ললিতা । (অবলোকন করিয়া মনে মনে) হুঁ এই কোম-
লাঙ্গী কুরঙ্গী প্রথমেই জালে পতিত হইলেন ॥ ৬৬ ॥

শ্রীরাধা । (যত্ন পূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া মনে মনে) এই
শব্দামৃত প্রবাহ উদগীরণকারি জনকে কি আমি দেখিতে
পাইব ? ॥ ৬৭ ॥

ললিতা । (নিকটে গিয়া) সখি ! রাধে ! আমার উপরি
তোমার বিশ্বাস আছে ? ॥

শ্রীরাধা । সখি ! একথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন ?
তোমার প্রতি আমার বিশ্বাস আছে কি না তাহা তুমিই

প্ৰমাণং ॥ ৬৮ ॥

ললিতা । কধেহু পিঅসহী কিত্তি অকাণ্ডে বিবদাসি তুমং ॥

রাধিকা । সলজ্জং সংস্কৃতেন ।

নাদঃ কঙ্কম্ববিটপান্তরিতো বিসর্পনু

কো। নাম কর্ণপদবীমবিশমজানে ।

হা হা কুলিনগৃহিণীগণ গর্হণীয়াং

যেনাদ্য কামপি দশাং সখি লভ্তিতাম্মি ॥ ৬৯ ॥

ললিতা । হলো এসো মুরলীরও ॥

রাধিকা । সব্যথং সংস্কৃতেন ।

প্ৰমাণং ॥ ৬৮ ॥

কথয়তু প্রিয়সখী কিমিত্যাকাণ্ডে বিবদাসি ত্বং যেন নাদেন প্রায়োজক
কত্রী ॥ ৬৯ ॥

অয়ং মুরলীরবঃ অজড়ঃ হিমভিন্নঃ নিকৃন্তনঃ ছেদকঃ কৃন্তন ছেদন ইত্যপি

জান ॥ ৬৮ ॥

ললিতা । প্রিয়সখি ! অকারণে তোমার অঙ্গ বিবশ কেন ? ॥

শ্রীরাধা । (লজ্জার সহিত সংস্কৃত ভাষায়) সখি ! বলিতে

পারি না কদম্ব বৃক্ষের মধ্য হইতে অকস্মাৎ কোন একটী

শব্দ উদ্গত হইয়া আমার কর্ণপদবীতে আসিয়া প্রবেশ

করিয়াছে, হায় ! তদ্বারাই আমি কুলীনগৃহিণীগণের

নিন্দনীয়া কোন অনির্বচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৬৯ ॥

ললিতা । সখি ! এ অশ্রু কোন শব্দ নহে, ইহা মুরলীর শব্দ ॥

শ্রীরাধা । (ব্যথার সহিত সংস্কৃত ভাষায়) সখি ! এ হিম নয়,

অজ্ঞঃ কম্পসম্পাদী শস্ত্রাদন্তো নিকৃন্তনঃ ।

তাপনোন্মুখতাধারী কোবায়ং মুরলীরবঃ ॥

ইত্যুদ্বগং নাটয়তী ॥

হলা নাহং মুরলীগাম্ভস্ অণহিগতো অলং বিপ্ললন্তেণ

ধাতুরন্তি ন উষ্ণতাং ধারয়তীত্যমুখতা ধারী । নাহং মুরলী নাদন্তানভিজ্ঞা

কিন্তু হিমের ন্যায় কম্পিত করিতেছে এবং এ তাপ নহে
কিন্তু উষ্ণতা ধারণ করিতেছে, অতএব এ কোন্ মুরলী
রব ॥

(এই বলিয়া উদ্বগ প্রকাশ পূর্বক) সখি ! আগিত
মুরলী রবের অনভিজ্ঞা নহি, তবে আর বিপ্ললন্তের প্রয়ো-
জন কি, স্পর্কই বোধ হইতেছে, এ কোন মহানাগর
মোহন সন্ত্র পাঠ করিতেছে ॥

যথারাগ ॥

কদম্বের বন হইতে, কিবা শব্দ আচম্বিতে, আসিয়া
পশিল মোর কাণে । অমৃত নিছিয়া পেলি, স্তম্ভাধুর্য্য
পদাঘলী, কি জানি কেমন করে মনে ॥ হা হা কুলরমণীর,
গ্রহণ করিতে ধীর, যাতে কোন দশা কৈল মোহে ॥ ৩ ॥
শুনিয়া ললিতা কহে, অন্য কোন শব্দ নহে, মোহন
মুরলী ধ্বনি এহ । সে শব্দ শুনিয়া কেনে, হৈলে তুমি
বিমোহনে, রহ তুমি চিন্তে বান্ধি থেহ ॥ রাই কহে কেবা
হেন, মুরলী বাজায় যেন, বিষাম্মতে মিশাল করিঞা ।
হিন নহে সব তনু, কাঁপাইছে হিমে জন্ম, প্রতি তনু

ফুড়ং এ মো কেণ বি মহণাঅরেণ কো বি মোহণ মন্তো
পটীঅদি ।

প্রবিশ্চ চিত্রপঠহস্তা বিশাখা রাধামবধারণন্তী স্বগতং ॥ ৭০
দাণিং অগ্নাদিসী এসা লক্ষ্মীঅদি তা গুণং কহুস্ং বংশী
আএ ডংসিদা হোহু পুচ্ছিস্ং ইতু্যপমৃত্য প্রকাশং

তদলং বিপ্রলন্তেন ক্ষুটমেব কেনাপি মহানাগত্ত্বেন মোহন মন্ত্রঃ পঠাতে ॥ ৭০ ॥

ইদানীমতাদৃশী এষা লক্ষ্যতে তন্মূনং কৃষ্ণশ্চ বংশিকয়া দংশিতা ভবতু

শীতল করিঞা ॥ অস্ত্র নহে মনে ফুটে, কাতারিতে যেন
কাটে, ছেদন না করে হিয়া মোর। তাপ নহে উষ্ণ
অতি, পোড়ায়ে আমার মতি, বিচারিতে না পাইয়ে ওর ॥
এতেক কহিতে ধনী, উদ্বৈগ বাড়িল জানি, নারে চিত্ত
প্রবোধ করিতে। কহে শুন আরে সখি, তুমি মিথ্যা
বুইলে দেখি, মুরলীর নহে হেন রীতে ॥ কোন স্নানাগর
এই, মোহমন্ত্র পড়ে যেই, হরিতে তোনার ধৈর্যমত।
দেখিয়া ঐ সব রীত, চমক লাগিল চিত, দাস যছনন্দের
মত ॥

(এমত সময়ে চিত্রপট হস্তে করিয়া বিশাখার প্রবেশ)
বিশাখা। শ্রীরাধাকে নিশ্চয় করত (মনে মনে) ॥ ৭০ ॥

সম্প্রতি ইহাঁকে অন্য প্রকার দেখিতেছি, অতএব
নিশ্চয় ইনি শ্রীকৃষ্ণের বংশীকা কর্তৃক দংশিতা হইয়াছেন,
যাহা হউক জিজ্ঞাসা করি। (এই বলিয়া সমীপে গমন

সংস্কৃতেন ॥ ৭১ ॥

ক্ষোণীং পঙ্কিলয়ন্তি পঙ্কজরূচো রক্ষোঃ পয়োবিন্দবঃ

স্বাশাস্তাণ্ডবয়ন্তি পাণ্ডুবদনে ছুরাদুরোজাংশুকং ।

মূর্ত্তিঃ দন্তরয়ন্তি সন্ততমমী রোমাঞ্চপুঞ্জাশ্চতে

মন্যে মাধবমাধুরী শ্রবণরোভাসমভ্যায়যৌ ॥

প্রশ্নং করিষ্যামি ॥ ৭১ ॥

পঙ্কিলয়ন্তি পঙ্কিলাং ক্লুরন্তি তাণ্ডবয়ন্তি তাণ্ডববৎ কুরন্তি । মন্ত্ৰহাসিচ্

পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া সংস্কৃত ভাষায়) ॥ ৭১ ॥

হে পাণ্ডুবদনে ! তোমার পদ্মকান্তি সদৃশ লোচন
যুগল হইতে অশ্রুবিন্দু সকল পতিত হইয়া ভূমিকে
পঙ্কিল করিতেছে, তোমার নিশ্বাস সকল দূর হইতে স্তনা-
বরণ বস্ত্রকে নৃত্য করাইতেছে এবং রোমাঞ্চ পুঞ্জ তোমার
মূর্ত্তিকে কটকিত করিতেছে, অতএব হে রাধে ! বোধ
হয় মাধবমাধুর্য্য তোমার শ্রবণের সমীপবর্ত্তি হইয়াছে ॥

যথারাগ ॥

যিনি পদ্মগণ এ তুয়া নয়ন মাধুরী মোহন জাতি ।
তাহাতে নির্বার, ঝরে বহুস্কর, কর্দম কঅল অতি ॥ সখি
হে বুঝিলুঁ এ তুয়া রীত । মাধবমাধুরী, শ্রুতিযুগভরি, তওল
কওল চিত ॥ ধ্রু ॥ ঘন শ্বাসভরে, কুচকুস্ত পরে, সঘনে
নাচয়ে বাস । প্রভাত কমল, জিনিয়া বিমল, বদন
পাওরা ভাস ॥ পুলকে ভরিল, সব কলেবর, তাহাতে
দ্বিগুণ দেহ । এ যদুনন্দন, কহয়ে ঐছন, চরিত নবীন
লেখ ॥

শ্রীরাধা । অনাকর্ণিতকেনৈব সোৎকম্পং । ললিতে পুণো

এসো জ্জব কো বিসদো বিক্রমদি ॥ ৭২ ॥

ললিতা । সংস্ক তেন ।

এষ শৈব্যা ভুজঙ্গ সংঘদমনাসঙ্গে বিহঙ্গেশ্বরো

ব্রীড়া ব্যাধিধুরা বিধুননবিধো তদ্বঙ্গি ধনন্তরিঃ ।

সাধ্বীগর্বভরান্মু রাশিচুলুকারন্তেতু কুন্তোদ্ভবঃ

কালিন্দীতটমণ্ডলীষু মুরুলী তুণ্ডানি ধাবতি ॥ ৭৩ ॥

বিন্মতোলুগিতি মতোলুর্ক দন্তরাং কঠকিতাং কুর্কন্তি অভ্যাসং নিকটং ।

অশ্রুতেনৈব ললিতে পুনরেষ স এব কোপি শব্দো বিক্রমতি ॥ ৭২ ॥

বিহঙ্গেশ্বরো গরুড়ঃ ॥ ৭৩ ॥

শ্রীরাধা । (অশ্রুতের অ্যাই যেন কম্পের সহিত) ললিতে !

পুনরায় সেই প্রকারই কোন শব্দ বিক্রম করিতেছে ॥ ৭২

ললিতা । (সংস্কৃত ভাষায়) হে কুশঙ্গি ! এ শব্দ কে

সামান্য মনে করিও না, এ যুবতিগণের ধৈর্য্য রূপ ভুজঙ্গ

সজ্জ দমন বিষয়ে গরুড় সদৃশ, লজ্জারূপ ব্যাধি ভর নাশ

বিষয়ে ধনন্তরি স্বরূপ এবং সাধ্বীগণের গর্ব্বাতিশয় রূপ

সাগর শোষণ বিষয়ে অগস্ত্য সদৃশ হইয়া কালিন্দী তট

বর্ত্তি মুরুলীবদনের নিকট হইতে ধাবমান হইতেছে ॥ ৭৩

যথারাগ ॥

যুবতি ধরম, ধৈর্য্য ভুজঙ্গম, দমন কারণ কাজে ।

এই ধ্বনি ছলে, সদা ফিরি বুলে, গরুড় জগত মাঝে ॥ সেই

এ তোহে কহিল সার । কুলযুবতীর, ধরম করম, ভ্রমর

শ্রীরাধা । সহি জাদা মহ হিঅএ কা বি গরুঙ্গ বেঅণা । তা
গছুঅ সুবিসং ।

বিশাখা । হল্য রাহে তুহ বেঅণা বিদ্ধসণং কিম্পি এদং
ওসহং মহ হথে বট্টদি তা সেবেহি ৭ং ॥ ৭৪ ॥

সখি জাতা মম হৃদয়ে কাপি গুরু বৈদনা তদাঙ্গা স্বপ্নামি । বিশাখা
সখি রাধে তব বেদনা বিদ্ধংসনং কিমপ্যোতদৌষধং মম হস্তে বর্ততে তৎ
সেবনং এতৎ ॥ ৭৪ ॥

না রহে আর ॥ প্র ॥ মাজা ক্ষীণ নারী, ব্যাধি লজ্জাবলী,
তাহার নাশের আশে । জিনি ধনুস্তর, সর্বক্ষণ ফিরি,
শ্রুতি পথে ছুদি পৈশে ॥ সতী যুবতির, সাধ্বী গর্বভর,
সে যে সরোবর অতি । এ ধনি সন্ধান, কুস্তুর নন্দন,
গণ্ডুষে পিবয়ে মতি ॥ এইত কারণ, মুরলী বদন, পশ্ছেত
হইতে ধায় । আইসে কালিন্দী, কিনার হইতে, দেখ
পর্যন্তক তায় ॥ শুনিয়া ললিতা, বাণী সুললিতা,
ধরিতে নাপারে অঙ্গ । এ বহুনন্দন, দাস পুন ভণ, ভালে
বলে এই রঙ্গ ॥

শ্রীরাধা । সখি ! আমার হৃদয়ে কেন গুরুতর বেদনা উপস্থিত
হইয়াছে, অতএব আমি গিয়া শয়ন করিতেছি ॥

বিশাখা । সখি রাধে ! তোমার বেদনা বিদ্ধংসন কারি কোন
ঔষধ আমার হস্তে আছে, অতএব তাহা এই সেবন
কর ॥ ৭৪ ॥

শ্রীরাধা । বিসাহে এহি অঙ্গণোবকণ্ঠে ফুল্লকর্ণিয়ার মণ্ডলী-
 চ্ছাঅং অজ্বাসিঅ পেক্খন্না ইতি নিজ্জান্তাঃ সৰ্বেষ ॥ ৭৫ ॥
 ॥ * ॥ ইতি শ্রীবিদগ্ধমাধবে বেণুনাদ বিলাসো নাম প্রথ-
 মোহঙ্কঃ ॥ * ॥

রাধি বিশাথে আগচ্ছ অঙ্গনোপকণ্ঠে ফুল্লকর্ণিকার মণ্ডলীচ্ছায়াঃ অধ্যাত্ত
 প্রেক্ষ্যামহে ॥ ৭৫ ॥

॥ * ॥ ইতি প্রথমোহঙ্কঃ ॥ * ॥

শ্রীরাধা । বিশাথে ! আইস অঙ্গনের সমীপে ফুল্ল কর্ণিকার
 মণ্ডলী সকলের ছায়াতে উপবিষ্ট হইয়া অবলোকন
 করি । এই বলিয়া সকলে গমন করিলেন ॥ ৭৫ ॥
 ॥ * ॥ ইতি শ্রীবিদগ্ধমাধব নাটকে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন
 কৃত বাখ্যায় বেণুনাদ বিলাস নামক প্রথমোহঙ্কঃ ॥ * ॥

ততঃ প্রবিশতি নান্দীমুখী ।

নান্দীমুখী । আদিষ্টান্মি তত্ত হোদীএ পোপ্লামাসীএ জধা
অই গন্দীমুহী স্তদং মএ নিবুরা স্তথ সরীরা মে বচ্ছা রাহী
তা গহুঅ জানাহি সে তত্তং ভি তদো মুহরা ঘরং গমি-
সংসং ।

ইতি পরিক্রম্য পুরং পশ্যন্তী । কধং ইধ জ্জেকব কন্দতী
মুহরা আঅচ্ছই ॥ ১ ॥

প্রারম্ভ মুখরা হন্ধী হন্ধী হদক্ষি মন্দভাগিনী ।

নান্দীমুখী । অজ্জ মুহরে কীস রোঅসি ।

আদিষ্টান্মি তত্র ভবত্যা পৌর্ণমাস্তা যথা অস্মি নান্দীমুখি শ্রুতং সয়া নির্ভরা
সুস্থ শরীরাস্ববৎসা রাধা তদগচ্ছা জানীহি তস্যা স্তব্ধমিতি ততো মুখরাগৃহং
গমিষ্যামি । কথমিত এব ক্রন্দতী মুখরা আগচ্ছতি ॥ ১ ॥

মুখরা হা ধিক্ হা ধিক্ হতান্মি মন্দভাগিনী । আর্যো মুখরে কস্মাৎ

(অনন্তর নান্দীমুখীর প্রবেশ)

নান্দীমুখী । দেবী পৌর্ণমাসী আমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন যে,
নান্দীমুখি ! আমি শুনিয়াছি আমার বৎসা শ্রীরাধার শরীর
অতিশয় অসুস্থ হইয়াছে, তুমি গিয়া তাহার তত্ত্ব জানিয়া
আইস, তাহার পর মুখরার গৃহে গমন করিব (এই বলিয়া
প্রদক্ষিণ পূর্বক অগ্রে দৃষ্টিপাত করত) এই যে মুখরা
কান্দিতে কান্দিতে এই দিকেই আসিতেছে ॥ ১ ॥

মুখরা । (প্রবেশ করিয়া) হা ধিক্, হা ধিক্, এই মন্দভাগি-
নীর মৃত্যু ভাল ॥

নান্দীমুখী । আর্যো মুখরে ! রোদন করিতেছ কেন ?

মুখরা । বিলোক্য বৎসে রাহী সন্দাবেণ ।

নান্দীমুখী । কেরিসং চেট্ঠই রাহী ॥

মুখরা । বৎসে বাউলাবিজ কিম্পি পলেবই ইতি সংস্কৃতেন ।

ক্রুরাগমলিনাং কুলৈর্মলিনয়া কৃত্যং নমে মালায়া

বালাহং কিমু নশ্মগন্তবপদং দূরী ভব প্রাঙ্গনাং ।

ইত্যাদীনি দুৰক্ষরাণি পরিতঃ স্বপ্নে জাগরে

জম্পাস্তী জলজ্জেক্ষণা ক্ষপয়তি ক্রেশেন রাত্রিন্দিবং ॥ ২ ॥

নান্দীমুখী । স্বগতং । উবসগ্গ কিদা গ ক্খু এরিসী পলাব

রোদিষি মুখরা রাগাসন্তাপেন । কীদৃশং চেষ্টতে রাধা । মুখরা বাতুলাইব
প্রলপতি ॥ ২ ॥

নান্দী উপসর্গকৃত্য ন খলু ঐদৃশী প্রলাপ মুদ্রা তৎ দৃষ্টা বিক্রমিতং তত্র

মুখরা । (দৃষ্টিপাত করিয়া) বাছা ! রাধার সন্তাপে ।

নান্দীমুখী । রাধা কিরূপ চেষ্টা করিতেছেন ? ।

মুখরা । বাছা ! বাতুলের ন্যায় প্রলাপ করিতেছে (এই বলিয়া
সংস্কৃত ভাষায়)

যথা । সেই পদ্মনয়না কি স্বপ্নে, কি জাগরণে, সর্বদাই
বলিয়া থাকে, ক্রুর অলিগণে মলিনা এই মালায় আমার
প্রয়োজন নাই, আমি বালা, তোমার কি হাশ্বাস্পদ
হইব ? অতএব আঙ্গিনা হইতে দূর হইয়া যাও, এই রূপ
হুর্বাচন সকল বলিতে বলিতে অতি কষ্টে দিবারাত্রি
যাপন করিতেছে ॥ ২ ॥

নান্দীমুখী । (মনে মনে) এ রূপ প্রলাপত কোন উপসর্গ

মুদা তা দিট্ঠিআ বিক্খমিদং এথ কহু বিলাসেন ॥ ৩ ॥
 মুথরা । বৎসে অহং গচ্ছঅ ভাবদীং বিঘ্নবিস্‌সং ভুমং বেদসী
 কুঞ্জং উবসঙ্গিঅ রাহিঅং পেচ্ছ । ইতি নিক্কান্তে ॥
 ততঃ প্রবিশতি সখীভ্যামুপাস্তমানা রাধা সোদ্বৈগং
 স্বগতং । ইদং হিঅঅ জস্স পড়িচ্ছন্নং দংসণ মেভাদো
 ঈরিসী ছরুহ সঙ্গমা উবথিদা দে অবথা তথ বি ধুণো-
 রাঅং বহসি ॥ ৪ ॥

ক্লেশবিলাসেন ॥ ৩ ॥

মুথরা বৎসে অহং গচ্ছা ভগবতীং বিজ্ঞাপয়িষ্যামি ত্বং বেতসী কুঞ্জমুপ-
 সর্গা রাধিকাং পশ্য । হে হৃৎহৃদয় যন্ত প্রতিচ্ছন্দ দর্শন মাত্রতঃ ঈদৃশী
 ছরুহ সংগমা তে উপস্থিতা তত্রাপি পুনরাগং বহসি ॥ ৪ ॥

নিমিত্ত নহে, এ অতি সৌভাগ্যের বিষয়, ক্লেশবিলাস
 জন্মই এই রূপ প্রলাপ উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৩ ॥
 মুথরা । বাছা ! আমি যাইয়া ভগবতী পৌর্ণমাসীকে নিবেদন
 করি, তুমি বেতসী কুঞ্জে গিয়া শ্রীরাধার প্রতি দৃষ্টিপাত
 কর ।

(এই বলিয়া দুইজনে চলিয়া গেলেন)

অনন্তর ললিতা বিশাখা সখীদ্বয় কর্তৃক উপাস্তমানা
 শ্রীরাধা আসিয়া প্রবেশ করিলেন ।
 শ্রীরাধা । (উদ্বেগের সহিত মনে মনে) অরে দগ্ধ হৃদয় !
 যাহার প্রতিবিশ্ব দর্শন মাত্রেই তোরা এই দশা উপস্থিত
 হইয়াছে, তুই কি না আবার তাহারই অনুরাগ বহন
 করিতেছিস্ ॥ ৪ ॥

উভোহলা রাহিএ হিন্তে। বিলোকুখনো দে বেঅণাণুবন্ধো
লকখীঅদি তা কীস অঙ্কেহু তত্তং ন কথেসি ।

রাধিকা । নিশ্চয় বক্তৃৎ ব্যাবর্তয়তি ।

বিশাখা । (পুরোহিদিগম্য সংস্কৃতেন ।)

চিন্তাসন্ততিরদ্য ক্লান্ততি সখি স্বাস্তস্য কিস্তৈ ধৃতিং

কিন্মা সিঞ্চতি তাত্রমম্বরমতি শ্বেদান্তসাং উম্বরঃ ।

কমপশ্চম্পকগৌরি লুম্পতি বপুঃ শৈর্ঘ্যং কথং বা বলাং

তথ্যং ক্রহি ন মঙ্গলা পরিজনে সঙ্গোপনাসীকৃতিঃ ॥ ৫ ॥

রাধিকা । সাসূয়ং । অই নিট্ঠুরে বিসাহে তুমং এবং

হলা রাধে এভ্য আময়েভ্যো বিলক্ষণন্তে বেদনাহুবন্ধো লক্ষ্যতে তৎ
কন্মাদম্মাহু তত্তং ন কথয়সি ॥ ৫ ॥

ললিতা বিশাখা । রাধে ! এই সকল আময় (পীড়া) হইতে

তোমার বিলক্ষণ বেদনার অনুভব হইতেছে, অতএব

কি কারণে আমাদিগকে ইহার নিদান বলিতেছ না, ।

শ্রীরাধা । নিশ্চয় পরিত্যাগ করিয়া মুখ ফিরাইলেন ।

বিশাখা । (সম্মুখে গমন করিয়া সংস্কৃত ভাষায়) হে সখি !

চিন্তামণি সকল কি তোমার অন্তঃকরণের ধৈর্য্য ছেদন

করিল ? অথবা ঘম্মান্মুরাশি কি তোমার অরুণ বসনকে

আর্দ্রীভূত করিল, কিন্মা হে চম্পকগৌরি ! কম্প কি

বল প্রকাশ করিয়া তোমার বপুর শৈর্ঘ্য হরণ করিল,

যাহা হউক, তুমি যথার্থ বল, আত্মীয় জনের নিকট ভাব

গোপন করা কখন মঙ্গলের নিমিত্ত হয় না ॥ ৫ ॥

পুচ্ছন্তী বি এ লজ্জসি ॥ ৬ ॥

বিশাখা । সশঙ্কং । হলা কহিম্পি অবরুদ্ধেন্নি ত্তি এ স্ম-
রামি ।

রাধিকা । অই গিক্খিবে কীস একং ভণাসি স্মরিত্তি বেক্খ ॥ ৭ ॥
বিশাখা । হলা গুরুএণ বি প্পণিহাণেণ এ মে স্মরণং হোদি
রাধিকা । উস্মত্তে গহণে ইমস্মিৎ অচ্ছাহিদাণলকুণ্ডে তুমং
জ্জিব্ব মহ পেক্খেবণী ॥ ৮ ॥

অয়ি নিষ্ঠুরে বিশাখে ত্বমেবং পৃচ্ছন্ত্যপি ন লজ্জসে ॥ ৬ ॥

হে সখি কর্হিচিদপরাধাস্মীতি ন স্মরামি । অয়ি নিক্ষেপে কস্মাদেব ভণসি
স্বস্তা পশু ॥ ৭ ॥

গুরুণা অপি প্রণিধানেন ন মে স্মরণং ভবতি । রাধি উস্মত্তে গহনে
এতস্মিন্ অত্যাহিতানলকুণ্ডে ত্বমেব মম প্রক্ষেপণী ॥ ৮ ॥

শ্রীরাধা ! অয়ি নিষ্ঠুরে বিশাখে ! তুমি এ কথা জিজ্ঞাসা
করিতে লজ্জিত হইতেছ না ॥ ৬ ॥

বিশাখা । (শঙ্কার সহিত) সখি ! কবে আমি তোমার
অপরাধ করিয়াছি তাহা ত আমার স্মরণ হইতেছে না ॥

শ্রীরাধা । অয়ি নির্দয়ে ! এ কথা বলিতেছ কেন, স্মরণ
করিয়া দেখ ॥ ৭ ॥

বিশাখা । সখি ! গুরুতর প্রণিধান করিয়া দেখিলাম, তথাপি
আমার ত স্মরণ হইল না ।

শ্রীরাধা । উস্মত্তে ! এই বনমধ্যে অতি ভয়ানক অগ্নিকুণ্ডে
তুমি আমাকে নিক্ষেপ করিয়াছ ॥ ৮ ॥

বিশাখা । হলা কথং বিঅ ।

রাধিকা । সের্ষং । অই মিচ্ছা সরলে আলেক্খ গদ ভুঅঙ্গ

হলা কথমিব অয়ি মিথ্যাসরলে আলেখ্যগত ভুজঙ্গমঙ্গিনী তিষ্ঠ তিষ্ঠ ।

বিশাখা । সখি ! কি প্রকারে ।

শ্রীরাধা । (দীর্ঘার সহিত) অয়ি মিথ্যা সরলে ! তুমি চিত্রে
পটস্থ ভুজঙ্গের অর্থাৎ কামুকের সঙ্গ করিয়াছ, থাক থাক ।
যথারাগ ॥

উপজিল চিন্তা অতি, তোমার অন্তর মতি, ধৃতিচ্ছেদ
কর কেন নিতি । কেনে বা অরুণ চির, সিক্কিয়া পড়য়ে
নীর, ঘর্ষে ভেল শরীর পূরিতি ॥ সখি হে সত্য কহ
আমা সবাকারে । নিজ পরিজন গণে, করিছ যে সঙ্গো-
পনে, শুন সখি সব অমঙ্গলে ॥ ধ্রু ॥ চম্পক বরণ দেহ,
তিলেক না পায় থেহ, অতিকম্পে করয়ে গরাস । দেখি
তুয়া এই রীতে, সব সখীগণ চিতে অতিশয় লাগয়ে
তরাস ॥ বিশাখা বচন শুনি, কহিতে লাগিল ধনি, অসূয়া
বাটিল অতিশয় । শুনহ নিষ্ঠুরা আরে, এ সব কহিতে
তোরে, লজ্জা কিছু নাহি উপজয় ॥ বিশাখা সশঙ্ক হইয়া,
কহে কেন কহ ইহা, কোন্ কাজে অবরুদ্ধ চিত । স্মৃতি
কিছু নাহি হয়, তটস্থ হইয়া রয়, বুঝিতে নারিয়ে কোন
রীত ॥ রাই কহে নিষ্ঠুরা হে, ঐছন কহিছ কাহে, সঙ্-
গিয়া জানহ অন্তরে । বিশাখা শুনিয়া কহে, গুরুপ্রণিধান
মোহে, স্মৃতি নহে কিবা সে বিচারে ॥ শুনি হৃদামুখী

সঙ্গিনি চিট্ঠ চিট্ঠ ইতি সর্বৈবশ্যং সংস্কৃতেন ॥

বিত্তানস্তথা মরকতরুচীনাং রুচিরতাং

পটান্নিক্রান্তোহভূৎ ধৃতশিখিশিখণ্ডে নবযুবা ।

ইত্যাক্ষোক্তে বাক্তস্তং নাটয়তি ।

সখ্যোঃ সদ্ভ্রভঙ্গমন্যোনাং পশ্যতঃ ।

তেন যুনা কত্রা উন্মাদিতা মতির্যত্রা স্থখা ভূতারা মম শশী বহুবৃত্তঃ তুহদী-

কহে, শুনহ উমতি ওহে, এই যে ঘেরল বলে মোরে ।

মহা অগ্নি কুণ্ডমাঝে, ডারিলে ঔষধ কাজে, অতিশয়

কি বলিব তোরে ॥ পুন বিশাখিকা বোলে, কেমনে

অনলে তোরে, ডারিলাঙ কহত নিশ্চয় । রাই কহে ঈর্ষা

করি, চিত্রপট সহচরী, থাক থাক কৈতবী আশয় ॥

এতেক কহিতে রাই, বিবশিত দশাপাই, রহে নিজ তনু

মনে নাই । শূনি দুঃখে ভরে মন, দাস শ্রীঘটনন্দন, কি

কহিব ওর নাহি পাই ॥

(এই বলিয়া বিবশতা পূর্বক সংস্কৃতভাষায়) যাঁহার

তনু দ্বারা মরকত প্ৰান্তি সমূহের মনোহরতা বিস্তার

হইতে ছিল, যিনি মস্তকে ময়ূর পুচ্ছ ধারণ করিয়াছিলেন,

সেই নব যুবা যখন চিত্রপট হইতে নির্গত হইয়াছিলেন ।

এই অক্সোক্তির পরেই বাক্ত স্তম্ভ অভিনয় করিলেন,

অর্থাৎ আর কিছু বলিতে পারিলেন না ॥

ললিতা বিশাখা । (ভ্র ভঙ্গের সহিত পরস্পর অবলোকন

করিতে লাগিলেন ॥

রাধিকা । ভ্রুবং তেনাক্ষিপ্তা কিমপি হসতোন্মাদিত মতেঃ

শশী বৃত্তো বহিঃ পরমহহ বহ্নি মর্ম শশী ॥ ৯ ॥

ললিতা । হলা কিং এসো সুবিণস্ বিলাসো ।

রাধিকা । সংস্কৃতেন ।

কিং স্বপ্নস্ত বিলক্ষণা গতিরিয়ং কিং জাগরস্যথবা

কিং রাত্রে রূপসত্তিরেব রসভাগহঃ কিমহায় বা ।

ইথং শ্যামলচন্দ্রিকা পরিচয়স্যন্দেন সন্দীপিতৈ

পকত্বেন তাপকত্বাং । অহহ খেদে বহ্নি মর্ম শশী আত্মাদকত্বাং বহ্নৌ
প্রবেশঃ কর্তব্য ইতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

ললি হলা কিং এষ স্বপ্নস্ত বিলাসঃ কিময়ং স্বপ্নস্ত বিলক্ষণা গতিঃ অতো
হেতোঃ রসভাগঃ কিং রাত্রে রূপসত্তিরিয়ং রাত্রি রূপাসনেত্যর্থঃ । কিম্বা জাগ-
রস্ত বিলক্ষণা গতিরিয়মিতি অতো হেতোঃ কিম্বা অহায় শীঘ্রং অহঃ উপসত্তি
রিয়ং স্বপ্ন জাগরৌ রাত্রি দিবসৌচ প্রকর্ষণে জাতুং অজ্ঞা অভবং যতোহহং

শ্রীরাধা । সখি ! তাহার পর ঐ নবযুবা হাস্য সহকারে
আমার প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহাতেই
আমার বুদ্ধি উন্মাদ প্রাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং এক্ষণে
আমার সম্বন্ধে চন্দ্র অগ্নিবৎ এবং অগ্নি চন্দ্রস্বরূপ ধারণ
করিয়াছেন ॥ ৯ ॥

ললিতা । সখি ! একি স্বপ্নের বিলাস ।

শ্রীরাধা (সংস্কৃত ভাষায়) । সখি ! আমি এই রূপ স্বপ্নে
দেখিলাম কি জাগরণে দেখিলাম, কি আমার রাত্রে দৃষ্ট
হইল, কি দিনে প্রত্যক্ষ হইল, কিছুই জানিতে পারি-

রন্তঃ ক্ষোভকূলৈরহং পরিবৃত্তা প্রজ্ঞাতুমজ্ঞাতবং ॥ ১০ ॥
 বিশাখা । সাকুতং । হলা রাধে গুণং এসো দে চিত্ত বিত্তুক্কো
 জ্জিব্ব কথগিও ।
 রাধিকা । সাভ্যসূয়ং । অই অবীসদ্ধে বিরমেহি কীম অপ-
 পণো দোসং ঝম্পিহুং পউত্তাসি ইতি সংস্কুতেন ॥
 রুতাং ভক্তিছেদৈ ঘুস্শণ ঘনচর্চামধিবহন্
 পুনর্লক্কো লুক্কঃ প্রিয়কতরুমূলে চটুলধীঃ ।
 লপন্ত্যাঃ সাক্ষেপং নহি নহি নহীতি স্মিতমুখো

শ্যামলা ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

হলা রাধে নুনং এষ চিত্ত বিভ্রম এব কথিকঃ । রাধি অবিপ্রাক্কে বিরম
 কসাদাঅনো দোষঃ অচ্ছাদয়িতুং প্রবৃত্তাসি । ভক্ত্যা অঙ্গুল্যাদি বৈচিত্রীভি

নাই, আমি শ্যামল চন্দ্রিকার ক্ষরণে উদ্দীপ্ত ক্ষোভ সমূহে
 পরিব্যাপ্ত হইয়াছিলাম ॥ ১০ ॥
 বিশাখা । (কোন অভিপ্রায়ের সহিত) রাধে । নিশ্চয় বোধ
 হইতেছে, তোমার এরূপ চিত্ত বিভ্রম ক্ষণকালের
 নিমিত্ত ॥
 শ্রীরাধা । (অনূয়ার সহিত) অগ্নি অবিশ্বাসিনি । ক্ষান্ত হও,
 কেন তুমি আপনার দোষ গোপন করিতে প্রবৃত্ত হই-
 তেছ । (এই বলিয়া সংস্কৃত ভাষায়) আমি কদম্ব তরু
 মূলে অবস্থিত ছিলাম, সেই চঞ্চল বুদ্ধি কামুক বাহুতে
 অঙ্গুলি দ্বারা চিত্র বিচিত্র রূপে কুঙ্কুম লেপন করিয়া পুন-
 রায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন অনন্তর আমি আক্ষেপের

হঠাৎম্ দুর্ল্লীলঃ স কিল ভুজবল্লীদলমধাৎ ॥ ১১ ॥

ততশ্চ । দরোম্মীলল্লীলোৎ পলদলরুচন্তুমা নিবিড়া

দ্বিরুটানাং সদ্যঃ করদরসিজ স্পর্শ কুতুকাৎ ।

বহন্তী ক্ষোভানাং নিবহমিহ নাজ্ঞাসিষমিদং

কবাহং কাবাহং চকর কিমহং বা সখি তদা ॥

ইতি বৈক্লব্যং নাটয়ন্তী স্বগতং ॥ ১২ ॥

অই দুট্ট হিঅঅ মকড় কহো বৈণবিও সামল কিসোরো

ভাগেন যে ছেছা স্তৈঃ কৃত্যঃ কঙ্কণ চর্চাঃ বাহ্যাদৌ বহন প্রিয়কঃ কদম্বঃ ॥ ১১

তন্ত করদরসিজ স্পর্শ কুতুকাঙ্কতোঃ বিরুটানাং উৎপন্নানাং ক্ষোভানাং
নিবহং বহন্তাহমিদং ন জ্ঞাসিষং তন্ত কীদৃশশ্চ দরঙ্গিষদুর্ল্লীলতাং নীলোৎপলানাং
দলেষু কচঃ ইব কচঃ কান্তরো যন্ত স্পর্শ কুতুকাৎ কীদৃশাং নিবিড়াৎ ॥ ১২ ॥

অরি দুট্ট হৃদয় মর্কট কৃষ্ণো বৈণবিকঃ শ্রামল কিশোর ইতি ত্রিষু পুরুষেষু

সহিত না মা না এই কথা বলিতে থাকিলে সেই দুর্ল্লীল
হাস্ত বদনে আমার ভুজলতা ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

সখি ! তাহার পর ঈষৎ উন্মীলিত নীলোৎপল কান্তি
শালী সেই লম্পটের কর কমল স্পর্শ প্রাপ্ত হওয়ায়
অতিশয় আনন্দ জন্মিয়াছিল তন্নিবন্দন উৎপন্ন ক্ষোভ
সমূহে নিমগ্ন হইয়া আমি কে কোথায় আছি কিছুই
জানিতে পারি নাই । (এই বলিয়া ব্যাকুলতা অভিনয়
করিয়া) ॥ ১২ ॥

অরে দুট্ট হৃদয় ! তুই বানর সদৃশ, কৃষ্ণ, বৈণবিক এবং
শ্রামল কিশোর এই তিন পুরুষে অনুরাগ বহন করিয়া

ভি তিগ্ৰেহ পুরিসেন্ন রাঅং বহন্তো বি তুমং ৭ লজ্জসি ।
তা দাণিং আপ্পাণং বাবাদিঅ পামরং ভুমং হদাসং
করিস্‌সং ॥ ১৩ ॥

ললিতা । হস্ত হস্ত হদ মন্মথ সচিবস্‌স বিপ্‌ফুজ্জিদ্দেণ দুসিদা
এদে পরিসরা দীসন্তে । তা কিং এথ সরণং ॥ ১৪ ॥
রাধিকা । সংস্কতেন ।

বিক্রীড়ন্ত পটীর পৰ্ব্বততটী সংসর্গিণো মারুতাঃ
খেলন্তঃ কলয়ন্ত কোমলতরাং পুংস্কোকিলাঃ কাকলীং ।

রাগঃ বহদপি ন লজ্জসে তদিদানীমাআনং ব্যাপাদা নাশয়িত্বা পামরং ভাং
হতাশং করিষ্যামি ॥ ১৩ ॥

ললি হস্ত হস্ত হত মন্মথ সচিবস্ত বসন্তস্ত বিফুর্জিতেন দুষিতা এতে পরি-
সরাঃ প্রদেশা দৃশ্যন্তে তৎ কিমত্র শরণং ॥ ১৪ ॥

পটীর সর্বতো মলয়াচলঃ ব্যাথাং হস্তন্তাঃ ক্ষপন্ত্যাঃ শীঘ্রমেব প্রাণেষু

লজ্জিত হইতেছিহ্‌না, অতএব এক্ষণে আমি এই শরীর
বিনষ্ট করিয়া পামর স্বরূপ তোকে হতাশ করিতেছি ॥ ১৩
ললিতা । হা কষ্ট, দুষ্ট কন্দর্প মস্ত্রি বসন্তের দুর্ব্বার বিষে এ
সকল প্রদেশ দূষিত হইয়াছে অতএব এখন কি করি,
কাহার শরণাগত হই ॥ ১৪ ॥

শ্রীরাধা । (সংস্কৃত ভাষায়) সখি ! মলয়াচল সংসর্গি বায়ু
সকল বিশিষ্ট রূপে প্রবাহিত হউক, পুংস্কোকিল গণ
ক্রীড়ারত হইয়া সুমধুর শব্দ করুক, যে হেতু ব্যাথা পরি-
ত্যাগ করণাভিলাষিনী আমার সম্বন্ধে ইহারা যথেষ্ট রূপে

সংরন্তেণ শিলীমুখা ধ্বনিভূতো বিদ্যাস্ত মন্যমানসঃ
 হাস্তন্ত্যাঃ সখি মে ব্যথাং পরমস্মী কুব্বন্তু সাহায়কং ॥১৫
 উভে । সাস্রং । হলা এদাহিং ঘোর চিন্তাহিং কীস কিলি-
 ন্মসি অস্মোহিং তন্ধিদং অদিমেত্ত দুল্লহো ৭ কথু দে হিতঅ
 ট্ঠিদো অথো ।

বিনষ্টেবু মম চিরায় দুঃখঃ নভবিষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

এতাভি খোরচেষ্ঠাভিঃ কস্মাৎ ক্লাম্যসি । অস্মাভি শুকিতঃ অতিমাত্র

সাহায্য করিলে অর্থাৎ ইহাদের উৎপীড়নে আমি
 মুচ্ছিতা হইয়া* পড়িলে অনায়াসে দুঃখ হইতে মুক্ত
 হইব ॥ ১৫ ॥

যথারাগ ॥

মলয় পর্বত বাসী, শুনহ অনিল রাশি, মন্দ মন্দ করহ
 গমনে । পুরুষ কোকিল বর, সুমাধুরী গান কর, আনন্দে
 খেলহ এই খানে ॥ শুনহ বিরহি বধু গণে । সবে আসি
 এক ঠাঞি, প্রকাশ করহ তাই, দুঃখের সহায় কর
 মেনে ॥ ১৬ ॥ শুনহ জমর গণ, গান কর অনুক্ষণ, বাঙ্কার
 করিয়া অতিশয় । বিদ্ব কর মোর মনঃ, হরে যাতে
 স্মৃতেতন, চেতনে পাইয়ে দুঃখ চয় ॥ বিশাখা ললিতা
 দৌহে, শুনিঞা রাইরে কহে, ঘোর চিন্তা কেন কর
 তুমি । কেনে দুঃখী কর মন, যাতে তুয়া চেষ্ঠাগণ, সে
 তত্ত্ব জানিল সব আমি ॥ তুয়া যে হৃদয়ে হয়, অত্যন্ত
 দুঃখ নয়, স্নেহত জানিহ সেই জনে । এই যে বচন গণে

কৃষ্ণাঃ সখি স্নুতঃ সাধা রাধাহৃদয়বেদনা ।

কৃত্য যত্র চিকিৎসাপি কুৎসায়াং পর্য্যবস্যতি ॥ ১৬ ॥

তা বিগ্নবেমি ইমস্মিং ওসরে জধা স্নুদিতং একং লদাপাসং
লহেমি তথা সিগেহস্ স গিক্দিং করেধ ।

উভে । সব্যথং । হল্য এবং দারুণং ভগন্তী মা কখু সহীগং

হুল্লভো ন খলু তে হৃদয়স্থিতোহর্থঃ । কুৎসায়ামিতি বেদনায়্য নিবৃত্তৌ
চিকিৎসকশ্চৈব নিন্দা শ্রাদিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

তদ্বিজ্ঞাপয়ামি এতন্নিবনসরে যথা স্নুদৃতং একং লতাপাশং লভেত তথা
স্নেহস্ত নিষ্কৃতিং কুরুথঃ । তেন কঠং নিবধ্য প্রাণান্ত্যক্তব্য ইতি ভাবঃ ।

প্রতীত করহ মনে, কহে দাস এ যত্ন নন্দনে ॥

শ্রীরাধা । (নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক সংস্কৃত ভাষায়) সখি !

রাধার এই হৃদয় বেদনা অতিশয় দুঃসাধ্য, ইহার চিকিৎসা
নিন্দায় পর্য্যবসান হইবে অর্থাৎ এ দুঃসাধ্য রোগের
চিকিৎসায় চিকিৎসক ব্যক্তি নিন্দা ভিন্ন যশ লাভ
করিতে পারিবেন না ॥ ১৬ ॥

অতএব তোমাদিগকে আমি এই বলিতেছি যে, এ
সঙ্গে যদি একটা লতা রজ্জু প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে
তোমাদের স্নেহের প্রত্যাশ করা হয়, অর্থাৎ লতা
পাশ পাইলে উদ্বন্ধন দ্বারা জীবন পরিত্যাগ করিয়া
স্বস্থ হই ॥

ললিতা বিশাখা । (দুঃখের সহিত) সখি ! এ রূপ দারুণ

কথা বলিয়া আর আমাদের জীবন নাশ করিও না,

জীবিতং লুপ্তেহি গুণং পক্ষাসন্ন। দে অহীট্ঠসিদ্ধি ॥ ১৭ ॥
 রাধিকা । সহিও গ জাগীধ ইমাএ হদ রাহীএ হিঅঅ ছুট্ঠ-
 এবং দারুণং ভগন্তী মা খলু সখীনাং জীবিতং লুপ্ত নুনং প্রত্যাসন্ন। তেহভীষ্ট
 সিদ্ধিঃ ॥ ১৭ ॥

হে সখ্যঃ ন জানীথ এতস্তা হতরাধারা হৃদয় ছুট্ঠং যদেবং মন্তয়থ । উভে

আমরা নিশ্চয় বলিতেছি শীঘ্র তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি
 হইবে ॥ ১৭ ॥

যথারাগ ॥

আমার হৃদয়, ব্যথা অতিশয়, দুঃসাধ্য কহিল তোয় ।
 ইহা উপশম, হৈতে পরিণাম, কুছা নিরমিত মোয় ॥
 সেই কহিএ মম কথা । উপায় আছয়ে, লজ্জা যাতে নহে
 ঘুচয়ে মরম ব্যথা ॥ ধ্রু ॥ এই অবসরে, দুঃখের মন্দিরে,
 দৃঢ় লতাপাশ লঞা । পিরিতি কারণ, তেজ্জিব পরাণ,
 এই সে লইছে হিয়া ॥ এই সব কথা, বিশাখা ললিতা,
 শুনিয়া মানয়ে দুখ । কহে কেনে হেন, কহিছ দারুণ,
 যাতে বিদরয়ে বুক ॥ আমার জীবন, থাকিতে এমন,
 কেমনে হইবা তুমি । আমার হৃদয়, বাঞ্ছিত যে হয়,
 মিলিবে কহিল আমি ॥ তুয়াভীষ্ট সিদ্ধি, প্রত্যাসন্ন বিধি,
 দেখি মোর মনে লয় । এ যদুনন্দন, দাস তহি ভণ,
 এ বচন আনি নয় ॥ ১৭ ॥

শ্রীরাধা । অহে সখীগণ ! তোমরা মৃতকম্প রাধার হৃদয়ের

ভগং জং একং মন্তেধ ॥

উভে । কথিদং ভেজব সৰ্বং পিয়সহীএ ।

রাধিকা । নহ নহ গুরুঈ লজ্জা গিবারো

সথ্যো । হলা অপপ সআসদো বি গুরুও অগো

হো লক্খীঅদি তা বহিরঙ্গাএ লজ্জাএ কো এথ অণু-
রাহো ॥ ১৮ ॥

রাধিকা । সংস্কৃতেন ।

একস্ম শ্রমেব লুম্পতি মতিং কৃষ্ণেতি নামাক্ষরং

সাক্ষোন্মাদ পরম্পরামুপনয়ত্যন্যসা বংশীকলঃ ।

কথিতমেব সৰ্বং প্রিয়সখ্যা ত্বয়া রাধি নহি নহি শুক্লী লজ্জা নিবারয়তি ॥
হলা আত্ম সকাশতোহপি অস্মান্ গুরুতর তব স্নেহো লক্ষ্যতে তৎ বহিরঙ্গায়াঃ
লজ্জায়াঃ কোহজ্জাহুরোধঃ ॥ ১৮ ॥

হলা কথং যুগ্মাদৃশীনাং গোকুলমুন্দরীণাং গোকুলেন্দ্রনন্দনঃ ত্যক্তা

দুষ্ঠতা অবগত নহ যে, এ রূপ মন্ত্রণা করিতেছ ॥

ললিতা বিশাখা । প্রিয়সখি ! সকলি ত বলিয়াছ ।

শ্রীরাধা । না না সকল বলা হয় নাই, গুরুতর লজ্জা আসিয়া
নিবারণ করিয়াছে ॥

ললিতা বিশাখা । রাধে ! আমরা জানি, আত্ম অপেক্ষাও

তোমার আমাদের প্রতি স্নেহ অধিক, অতএব আমাদের

নিকট বলিতে বহিরঙ্গ লজ্জার অনুরোধ কি ? ॥ ১৮ ॥

শ্রীরাধা । (সংস্কৃত ভাষায়) সখি ! এক ব্যক্তির কৃষ্ণ এই

দুই অক্ষর নাম করণক্লে প্রবিষ্ট হইয়া মতি বিলোপ

এষ স্নিগ্ধঘনদ্যুতি মনসি মে লগ্নঃ পটে বীক্ষণং

কক্টং ধিক্ পুরুষত্রয়ে রতিরভূম্যন্তে মৃতিং শ্রেয়সী ॥

উভে । সহর্ষং । হলা কধং তুচ্ছাদিসীগং গোউলস্বন্দরীগং

অপরস্মিন্ অসুখাঃ সম্ভবতি । তৎ শৃণু এক এব স এষ মহানাগরঃ কৃষ্ণঃ ।

করিতেছে, অন্য এক ব্যক্তির বংশীধ্বনি অতিশয় উন্মাদ
পরম্পরা প্রাপ্ত করাইতেছে এবং অপর এক স্নিগ্ধ মেঘ
দ্যুতি পুরুষ চিত্রপটে দৃষ্ট হইয়া আমার মনোমধ্যে লগ্ন
হইয়া রহিয়াছে, হা কক্ট, ধিক্ আমাকে এক ব্যক্তির এই
তিন পুরুষে রতি বহন করা অপেক্ষা মৃত্যু ভাল ॥

যথারাগ ॥

কৃষ্ণ দু আঁখর, অতি মনোহর, পহিলে শুনিল কার ।
তাতে গরাসল, মতি যে সকল, ধরন করম আর ॥ সেই
গো কহিল এ তোহে সার । এ তিন পুরুষে চিত্তের
আরতি, কি কায জীবনে আর ॥ ধ্রু ॥ আন পুরুষের,
বংশী মনোহর, শুনিল মধুর গান । তাতে পরমাদ,
চিত্ত উন্মাদ, আননা শুনয়ে কান ॥ এ চিত্রপটেত, নবীন
মুরত, নব ঘন জিনি তনু । ইহার দরশে, পরম হরিষে,
মগ্ন ভেল মন জনু ॥ এ সব শুনিয়া, সঙ্গীত হিয়া, হরিষ
পায়ল অতি । এ যত্ননন্দন, দাস তহি ভণ, ভালে সে
চিন্তিত মতি ॥

ললিতা বিশাখা । (হর্ষের সহিত) রাধে! কি প্রকারে
তোমার সুদৃশ গোকুলস্বন্দরীদিগের গোকুলেন্দ্র নন্দনকে

গোউলিন্দনন্দণং উজ্জ্বলিতং অবরশ্মিঃ অগুরাও সঙ্কবদি তা
 স্ফুগাহি একো জ্জব্ব সো এসো মহা গাঅরো কহ্নো ॥
 রাধিকা । সোচ্ছ্বাসমাত্মগতং । হিঅঅ সমস্ সম সমস্ সম
 দাগীং জাদা তুহ জীঅলোঅ গিআস লালসা ॥ ১৯ ॥

উভে । সংস্কৃতেন ।

সা সৌরভোশ্মি পরিদিক্ত দিগন্তরাপি
 বন্ধাং জনুঃ স্ততনু গন্ধফলী বিভর্তি ।
 রাধে ন বিভ্রমভরঃ ক্রিয়তে যদক্ষে

রাধি হৃদয় সমাখসিহি সমাখসিহি জাত তব জীবলোক নিবাস লালসা ॥ ১৯ ॥

গন্ধফলী চম্পকঃ মধুসূদনো ভ্রমরঃ কৃষ্ণত ব্যপদেশেন তব সৌন্দর্যাগীনাং

পরিভ্যাগ করিয়া অন্য পুরুষে অনুরাগ সম্ভাবনা হয়,
 অতএব বলি শ্রবণ কর, কেবল সেই শ্রীকৃষ্ণই অদ্বিতীয়
 মহানাগর ॥

শ্রীরাধা । (উচ্ছ্বাসের সহিত মনে মনে) হৃদয় ! তুমি আশ্রিত
 হও, আশ্রিত হও, তোমার জীবলোক নিবাসের লালসা
 পুনরায় অঙ্কুরিত হইল ॥ ১৯ ॥

ললিতা বিশাখা । (সংস্কৃত ভাষায়) অহে শোভনাজি
 রাধে ! মধুসূদন (ভ্রমর) মধুপান করিয়া বাহার ক্রোড়
 দেশে বিভ্রমাতিশয় প্রকাশ না করিল, সেই গন্ধফলী
 অর্থাৎ চম্পকলতা যদিচ সে আপনার গন্ধ দ্বারা দিগন্তর
 পরিব্যাপ্ত করিতেছে, তথাপি তাহার জন্ম বিকল । পক্ষে
 হে রাধে ! কৃষ্ণ সম্ভোগ ব্যক্তিরেকে তোমার সৌন্দর্যাঙ্গি

কামং নিপীতমধুনা মধুসূদনেন ॥ ২০ ॥

নান্দীমুখী । পরিক্রম্য । কথং অগ্গদো জ্জৈব্ব এষা রাহী-
তুাপসৃত্য জ্জঅত্থ জ্জঅত্থ পিঅসহী রাহী ॥

রাধিকা । সাবহিখং । সহি কুসলং ভবদীএ ॥

নান্দীমুখী । তুহ উল্লাহত্তণে জাদে ইতি রাধাং নিভাল্য
স্বগতং । অপ্পেক্খিঅ চেঅ মএ পচমং নিট্ঠঙ্কিদং তথা
বি পুচ্ছিস্সং ॥ ২১ ॥

প্রকাশং সংস্কৃতেন ।

কৃষ্ণসংভোগং বিনৈব বৈফল্যমিত্যুক্তং ভবতি ॥ ২০ ॥

কথমগ্ৰেত এষা রাধা জয়তু প্রিয়সখী রাধিকা সখি কুশলং ভবত্যাঃ ।
নান্দী শব উল্লাসে জাতে উল্লাসো নির্গতো গদাদিত্যমরঃ । অপ্রক্ষ্য ময়া
প্রথমং নিষ্টঙ্কিতং তথাপি পৃচ্ছামি ॥ ২১ ॥

সমুদায় বিফল জানিবা ॥ ২০ ॥

নান্দীমুখী । (ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া) একি শ্রীরাধা যে
আমার অগ্রেই অবস্থিত আছেন ? (এই বলিয়া নিকটে
গমন পূর্বক) প্রিয়সখী শ্রীরাধার জয় হউক, জয় হউক ॥

শ্রীরাধা । (অবহিখার সহিত) সখি ! তোমার ত কুশল ? ।

নান্দীমুখী । তোমার আরোগ্য অবগেই আমার কুশল । (এই
বলিয়া শ্রীরাধাকে অবলোকন পূর্বক মনে মনে) আমি
প্রথমতঃ অসাক্ষাতেই ইহঁার অনেক অভিপ্রায় অবগত
হইয়াছি, তথাপি একবার জিজ্ঞাসা করি ॥ ২১ ॥

ন মুখে বৈদগ্ধী গরিমপরিদিক্ষা তব মতি
 বিরামো নেদানীমপি বপুষি বাল্যস্য বয়সঃ ।
 কমপ্যন্তঃ ক্ষোভং প্রথয়সি তথাপি ভ্রমথবা
 সখি জ্ঞাতং বৃন্দাবনমদনবিস্কুর্জিতমিদং ॥
 ললিতা । অই অলিআসন্ধিণি সীতল দক্ষিণাণিল হেতুঃ
 পেক্খিঅ কীস দুসহং পরিবাদং দেসি ॥ ২২ ॥
 নান্দীমুখী । সন্মিতং সংস্কৃতেন ।

পরিদিক্ষা পরিচিভা প্রথয়সি একটয়সি বৃন্দাবনমদনো মদনগোপাল
 এব তন্তু বিস্কুর্জিতঃ পরাক্রমঃ । ললি অয়ি অলীকাশন্ধিণী শীতল দক্ষিণা-
 নিল হেতুঃ কম্প পুলকং প্রেক্ষ্য দুঃসহং পরীবাদং মদাসি ॥ ২২ ॥

দক্ষিণায় দক্ষিণদেশোত্তবায় পক্ষেহমুকুলায় । মন্থণ কোটীনাং যে সঙ্ঘম

(প্রকাশ করিয়া সংস্কৃত ভাষায়) মুখে ! এ যাবৎ
 তোমার মতি রসিকতা সমূহে পটীয়সী হয় নাই, শরীরে
 বাল্য চাঞ্চই রহিয়াছে, তাহার বিরাম হয় নাই, তথাপি
 যে তুমি অন্তঃকরণ মধ্যে কোন ক্ষোভ বিস্তার করিতেছ ?
 অথবা হে সখি ! জানিতে পারিলাম ইহা বৃন্দাবন মদনের
 পরাক্রম ভিন্ন আর কিছই নহে ॥
 ললিতা । নান্দীমুখী ! অলীক বিষয়ে আশঙ্কা করিতেছ কেন ?
 শীতল মলয়ানিল প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া শ্রীরাধার
 অঙ্গে কম্প ও পুলক দেখিতেছ, তুমি ইহার প্রতি মিথ্যা
 পরিবাদ প্রদান করিও না ॥ ২২ ॥
 নান্দীমুখী । (ঈষৎ হাস্য সহকারে সংস্কৃত ভাষায়)

রোমাঞ্চ পরিচেষাতে কথময়ঃ নাস্ত্যভিরুৎকম্পবান্

দুষ্কীর্তিঃ নহি দক্ষিণায় মরুতে দাক্ষিণ্যশূন্যে বদ ।

এতশ্মনাথ কোটি সংভ্রমভরৈ বংভ্রমাতে স্ত্রুভবঃ

স্বাস্তে নাগরুচক্রবর্তি নয়নপ্রান্তস্য লীলায়িতং ॥

তা সচং কথেষি কদা এদাএ পচকখী কিদো গোউলা-
গন্দো ॥

বিশাখা । কর্ণে এববল্লদং ॥ ২৩ ॥

নান্দীমুখী । সংস্কৃতেন ।

দরবিচলিত বাল্যা বল্লভা বান্ধবানাং

ভরাস্তে হেঁতুভিঃ । তৎ সত্যং কথয় কদা এতয়া প্রত্যক্ষীকৃতো গোকুলা-
নন্দো বিশা এবং এতৎ ॥ ২৩ ॥

দর স্বেৎ বিচলিতং বাল্যাং যভাঃ মোহনত্বং মোহকত্বং যেন অমুনা মোহন

হে দাক্ষিণ্যশূন্যে নলিতে । দক্ষিণানিলের প্রাতি দুষ্কীর্তি
অর্পণ করিও না, আমরা কি কম্পাষিত রোমাঞ্চ চিনিতে
পারি না, এই হৃন্দবীর অন্তঃকরণ মধ্যে নাগর চক্রবর্তির
নয়ন প্রান্তের বিলাস কোটিকন্দর্পের বিভ্রম সহকারে
অতিশয় রূপে ভ্রমণ করিতেছে, অতএব সত্য করিয়া বল,
কবে শ্রীরাধা গোকুলানন্দ শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া-
ছেন ।

বিশাখা । নান্দীমুখীর কর্ণমূলে সকল কথাই বলিলেন ॥ ২৩

নান্দীমুখী । (সংস্কৃত ভাষায়) হে রাধে ! তোমার কিঞ্চি-

শ্রদ্ধা বাল্য বিচলিত হইয়াছে, এযাবৎ সম্পূর্ণ যৌবন

বিহরসি ভবনে ত্বং পত্ন্যুরানোদপাত্রী ।

অহহ পশুপরামা কামিনো মোহনত্বং

ত্বমপি যদমুনাস্তবীড় মুগ্ধাদিতাসি ॥ ২৪ ॥

তা অহং ভাবদীং স্তবরেত্বং গমিস্ং ॥ ২৫ ॥

ইতি নিজ্রাস্তা ।

রাধিকা । বিমুশ্চ সংস্কৃতেন ।

সা কল্যাণী কুলযুবতিভিঃ শীলিতা ধর্মশৈলী

দ্রাগম্মাভিঃ কথমবিনয়োৎফুল্লমূলজনীয়া ।

ইত্যর্কোক্তে পুনঃ সোৎকণ্ঠং ।

ত্বেন ॥ ২৪ ॥

তদহং ভগবতীং ত্বরয়িত্বং গমিষ্যামি ॥ ২৫ ॥

সা কল্যাণীতি ধর্মশৈল্যাঃ পুঞ্জীভূত জগন্জীবতীত্বোপাত্ততোহপ্যধিক

লাভ করিতে পার নাই, তুমি বন্ধুগণের স্নেহপাত্রী এবং
পতির আনন্দপ্রদায়িনী হইয়া গৃহমধ্যে বিহার করিয়া
থাক, কি আশ্চর্য্য ! গোপরামা কামুক শ্রীকৃষ্ণের কি
মোহিনী শক্তি, তদ্বারাই তুমি অন্তঃকরণে অতিশয় উন্মাদ
প্রাপ্ত হইয়াছ ॥ ২৪ ॥

আমি গিয়া পৌর্ণমাসী দেবীকে ত্বরান্বিত করি।

(এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন) ॥ ২৫ ॥

শ্রীরাধা । (বিতর্ক পূর্বক সংস্কৃত ভাষায়) কুলযুবতিগণ ধর্ম
মর্যাদা অনুশীলন করিয়া থাকেন, আমি কি প্রকারে
অবিনয়ে সেই ধর্মমর্যাদা উল্লঙ্ঘন করিব ।

হা দৃগ্ভঙ্গী পরিমলকলা কৰ্মঠোহয়ং কথয়া

হাতুং শক্যঃ পশুপনগরীনাগরীনাগরেন্দ্রঃ ॥

ততঃ প্রবিশতি নান্দীমুখরাভ্যামনুগম্যগানা পৌর্ণমাসী ।

পৌর্ণমাসী । মুখরে কিমদুঃসাধা বাধা তক্খিতা ত্বরা রাধা ।

মুখরা । ভাবদি স্থণাহি । ইতি সংস্কৃতেন ।

অগ্রে বীক্ষ্য শিখণ্ডখণ্ডমচিরাহুংকম্পমালম্বতে

গুঞ্জানাস্তু বিলোকনান্মুহুরমৌ সাস্রং পরিক্রোশতি ।

নোজানে জনয়নপূৰ্ব্ব নটন ক্রীড়াচমৎকারিতাং

পুঞ্জীভূত বিশিষ্ট প্রেমভরস্র প্রাবল্যানুজ্জ্বলিত শৈথিল্যমিত্যর্থঃ । ন দুঃসাধা

(এই অর্কোক্তির পর পুনরায় উৎকণ্ঠার সহিত)

হায় ! যিনি দৃগ্ভঙ্গী বিদ্যায় অতিশয় পটু, সেই গোকুল

নগরীস্থ নাগরীগণের নাগরেন্দ্র কৃষ্ণকে কি প্রকারে পরি-
ত্যাগ করিতে সমর্থ হইব ॥

অনন্তর নান্দীমুখী ও মুখরার সহিত পৌর্ণমাসী আসিয়া

প্রবেশ করিলেন ॥

পৌর্ণমাসী । মুখরে ! তুমি কি ক্রীরাধার পীড়া দুঃসাধ্য নহে
এ রূপ মনে করিতেছ ? ।

মুখরা । ভগবতি ! শ্রবণ করুন (এই বলিয়া সংস্কৃত ভাষায়)

ক্রীরাধা অগ্রে ময়ূর পুচ্ছ দেখিয়া সহসা উৎকম্প অবলম্বন

এবং গুঞ্জা পুঞ্জ দর্শন নাট্রেই মুহুমুহুঃ সজল নেত্রে

চিৎকার করিতে থাকে, অতএব এই বালার চিত্ত

ভূমিতে অপূৰ্ব্ব নটনক্রীড়ার চমৎকারিতা উৎপাদন

বালায়াঃ কিল চিত্তভূমিমবিশং কোহয়ং নবীনগ্রহঃ ॥
 পৌর্ণমাসী । স্বগতং । মোহয়মুদুশ্চ নবানুরাগ রাশেঃ
 কোপি চণ্ডিমা ॥ ২৬ ॥

প্রকাশং । মুখরে সাধু বিজ্ঞাতুং যদত্র দানবকুলাবতংসাঃ
 কংসাদয়ো রাধানম্বিষ্যন্তি তেন কোহয়মঙ্গনাগ্রহো বালা
 মাবিবেশ* ॥

মুখরা । ভগবদি কো এথ পড়িআরো ।
 পৌর্ণমাসী । অগ্নি দানবারে দৃষ্টিরেব ।

বাধা যন্তা স্তথা ভূতাং কিং কাচিভর্কিতা ॥ ২৬ ॥

পক্ষে অঙ্গনাসু আগ্রহো যন্ত সঃ । ভগবতি কোহত্র প্রতিকারঃ । ভগ-

করিয়া কোন্ এই নবীন গ্রহ প্রবেশ করিয়াছে তাহাত
 জানিতে পারিতেছি না ॥

পৌর্ণমাসী । (মনে মনে) সেই উৎপন্ন নবানুরাগ সমূহেরই
 এই কোন ঔদ্ধত্য ॥ ২৬ ॥

(প্রকাশ করিয়া) মুখরে ! যথার্থ জানিতে পারিয়াছ,
 যে হেতু এখানে দানব কুলাবতংস কংসাদি স্ত্রীরাধাকে
 অন্বেষণ করিতেছে, সেই কারণেই কোন স্ত্রীগ্রহ আসিয়া
 এই বালাতে প্রবেশ করিয়াছে ॥

মুখরা । ভগবতি ! ইহাতে প্রতিকার কি ? !

পৌর্ণমাসী । দানবারি স্ত্রীকৃষ্ণের দর্শন মাত্রেই ইহার প্রতি-
 কার হইবে ॥

মুখরা । ভাবদি কুড়িলা কখু জড়িলা এদং পাহি সন্দিস্‌সদি

॥ ২৭ ॥

পোর্ণমাসী । মুখরে সা খলু মদিগরা সন্দিশ্যতাং । যথা

জটিলে মাশিক্‌ষ্ঠাঃ কৃষ্ণমাত্ম বিদ্যায়ৈব সংঘটয়িষ্যামীতি ॥

মুখরা । নমস্কৃত্য নিজ্‌ক্রান্তা ।

পোর্ণমাসী । উপস্থত্য বৎসে নিজাভীষ্ট লাভেন কৃতার্থী
ভূয়াঃ ॥

রাধিকা । সাবহিৎসং প্রণমতি ।

পোর্ণমাসী । স্বগতং ।

বতি কুটিলা খলু জটিলা ন ইদমভিনন্দিষ্যতি ॥ ২৭ ॥

কালিন্দী পুলিন কলভেল্লস্ত কৃষ্ণস্ত হৃদি মনস্তেব কুণ্ডে স্থিতস্ত বিজয়ং
পরাক্রমং তস্মৈব বনী সূচয়তি । জী ত্বাং কাচিন্মৃগল্যাদি বিবক্ষাপচয়ে

মুখরা । ভগবতি ! কুটিল স্বভাবা জটিলা ত একথা স্বীকার
করে না ॥ ২৭ ॥

পোর্ণমাসী । মুখরে ! তুমি গিয়া জটীলাকে আমার এই কথা
বল যে, জটিলে ! তুমি ভয় করিও না, আমি আত্ম বিদ্যা
দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার সংঘটন করিয়া দিব ।

মুখরা । নমস্কার পূর্বক প্রশ্ন করিল ।

পোর্ণমাসী । (শ্রীরাধার নিকট গমন করিয়া) বাছা ! নিজা-
ভীষ্ট লাভ করিয়া কৃতার্থ হও ।

শ্রীরাধা । (ভাবগোপন পূর্বক) প্রশ্ন করিলেন ।

পোর্ণমাসী । (মনে মনে) পদনয়না শ্রীরাধার হৃদয় কুণ্ডে

ভজন্ত্যাঃ সত্রীড়ং কথমপি তদাডম্বরঘটা।

মপহোতুং যত্নানভিনবমদামোদ মধুরা ।

অধীরা কালিন্দী পুলিন কলভেদ্রস্ত্র বিজয়ং

সরোজাক্ষ্যাঃ সাক্ষাৎসদতি হৃদি কুঞ্জে তনুবনী ॥ ২৮ ॥

পুনর্নিরূপ্য জনান্তিকং ।

হস্ত নান্দীমুখি নির্ভর গভীর প্রেমোন্মি নির্মিত মনঃ

ক্ষোভা কিমপোষা বিচেষ্টতে । তদীয়সবধার্য্যতামনু-

যদিতি অন্ন বিবক্ষয়া জীত্বং রাধায়াঃ কীদৃশাঃ ভদাডম্বর ঘটাঃ অপহোতুং
যত্নান্ ভজন্ত্যাঃ ॥ ২৮ ॥

ত্রিপতাকা করোণাত্মানু পরিবার্য্যাস্তরা কথা । যা মিথঃ ক্রিয়তে দ্বাত্যাং

কালিন্দী পুলিন বিহারী মত্ত করীন্দ্র প্রবিষ্ট হইয়া স্বীয়
পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছে, যদিচ ইনি সলজ্জে তদীয়
আডম্বর ঘটা গোপন করিতে বহু বহু চেষ্টা করিতেছেন
তথাপি ইহার অভিনব মত্ততা নিবন্ধন আমোদ মাধুর্য্য
শালী চঞ্চল স্বভাব বিশিষ্ট দেহরূপ কানন ঐ করীন্দ্রের
সাক্ষাৎ বিজয় প্রকাশ করিয়া দিল অর্থাৎ শরীরের বিকার
হেতু শ্রীরাধার অন্তর্গতি ভাব আর গোপন থাকিল না ॥ ২৮

(পুনরায় নিরূপণ পূর্বক হস্তাবরণ করিয়া) অহো
নান্দীমুখি ! নিরতিশয় গভীর প্রেম তরঙ্গে আন্দোলিত
মনঃ ক্ষোভা এই শ্রীরাধা যে সকল অনির্বচনীয় চেষ্টা
করিতেছেন, ইহা আর কিছুই নহে নিশ্চয় জান, এ অনু-

রাগ নীরস্য কাপি দুর্বেদ্য গভীর বিক্রম বৈচিত্রী ॥

তথাহি ॥

প্রত্যাহত্যা মুনিঃ ক্ষণং বিষয়তো যস্মিন্ননো ধিৎসতে

বালাসৌ বিষয়েষু ধিৎসতি ততঃ প্রত্যাহরন্তী মনঃ ।

যস্য স্ফুর্তি লবায় হস্ত হৃদয়ে যোগী নমুৎকণ্ঠতে

তজ্জনাস্তিকমুচ্যতে । নান্দী ভগবতি ঈদৃশস্ত ভাবস্ত বিজ্ঞানে মুঢ়াস্মি ॥ ২৯ ॥

রাগবীরের কোন দুর্বেদ্য গভীর বিক্রমের বিচিত্রতা
মাত্র ॥

উক্তবাক্যের দৃঢ়তা করণ ॥

নান্দীমুখি ! আশ্চর্য্য দেখ, মনিগণ বিষয় হইতে প্রতি নিবৃত্ত
করিয়া মনকে ক্ষণ কালের নিমিত্ত যে শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ
করাইতে ইচ্ছা করেন, এই বালা কি না তাঁহা হইতে
মনকে প্রতি নিবৃত্ত করিয়া বিষয়াদিতে নিয়োগ করিতে
ইচ্ছা করিতেছে । হা কষ্ট ! যোগিগণ হৃদয় মধ্যে যাঁহার
স্ফুর্তি লেশ নিমিত্ত যত্ন করিয়া থাকেন, এই মুগ্ধা কিনা
তাঁহাকে হৃদয় হইতে বহিস্কৃত করিবার নিমিত্ত অভিলাষ
করিতেছে ॥

যথারাগ ॥

নিতি মুনিগণ, আপনার মন, বিষয় হইতে আনি ।
তিলেক গোবিন্দ, পাদ অরবিন্দ, স্মরণে বাঞ্ছয়ে জানি ॥
হের অদভুত, দেখহ বিদিত, রাধিকা কুলের বালা ।
সে কৃষ্ণ হইতে, চিত ছাড়াইতে, ইচ্ছয়ে বিষয় জ্বালা ॥

মুখেয়ং কিল পশ্য তস্য হৃদয়ানিক্রান্তিমাকাঙ্ক্ষতি ॥
 নান্দীমুখী । ভগবদী ইরিসস্ ভাঅস্ বিশ্বাণে মুচস্মি ॥২৯
 পৌর্ণমাসী । বৎসে সত্যনাথ দুর্গমোহয়ং গাঢ়ানুরাগধিবর্ত্তঃ
 ক্ষয়তাং ॥

পীড়াভিন্নবকালকূটকটুতা গর্বস্য নিক্বাসনো
 নিঃশ্বন্দেন মুদাং সুধামধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ ।

বিবর্ত্তে বিকার বিশেষঃ । পীড়াভিরিতি আগর্ত্তীতি স্বরূপ লক্ষণ কখনঃ
 জাগ্রেদেব সদা তিষ্ঠতি নতু প্রেয়ঃ স্বাগঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ । ভেনাপি জায়ন্তে
 কেবলমমুভ্যস্তে মাত্রঃ নতু বক্তুং শক্যস্তে তদ্ব্যচক শব্দভাবাদিতি ভাবঃ ।

ক্ষুৰ্দ্ধি লব লাগি, কত কত যোগী, করয়ে কামনা যায় ।
 মুগধি তাঁহার, হৃদয় নন্দির, যত্নে চাহে ত্যজিবার ॥ যাহার
 চরণ, দরশ কারণ, তপস্বী করয়ে রমা । এ যত্ননন্দম,
 কহয়ে সে জন, যাচিতে করয়ে যুগা ॥

নান্দীমুখী । ভগবতি । ইদৃশ ভাব পরিজ্ঞানে আমি অতিশয়
 মুঢ় হইলাম অর্থাৎ এরূপ ভাব জানিতে আমার শক্তি
 হইল না ॥ ২৯ ॥

পৌর্ণমাসী । বৎসে ! সত্য বলিয়াছ, এ গাঢ় অনুরাগের
 বিকার বুঝিতে পারাযায় না, অতএব শ্রবণ কর ।

সুন্দরি ! নন্দনন্দন নিষ্ঠ প্রেমের কি আশ্চর্য্য শক্তি, এই
 প্রেম যাহার হৃদয়ে জাগরুক রহিয়াছে, সেই ব্যক্তিই
 ইহার বক্ত্র মাধুর্য্য রূপ পরাক্রম জানিতে সমর্থ হয়,

প্রেমা হৃন্দরি নন্দননন্দনপরো জাগতি যস্যান্তরে
 জায়ন্তে ক্ষুটমস্য বক্র মধুরা স্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ ।
 তদেহি ভাবমস্যাঃ পরীক্ষেবহি ।
 ইতু্যপস্থত্য বৎসে কিমপি প্রক্ৰব্যাসি ।
 পতিঃ প্রেমোদাত্তঃ সূচরিত কথা গোকুলপুরে
 প্রসিদ্ধা তে শুদ্ধে জনিরপিচ লক্ষ্মীবতি কুলে ।

বক্র মধুরাঃ অস্ত মাধুর্য্যস্ত বক্রএব মার্গঃ কশ্চিত্তাদৃশ জনাহুরাগ ভরৈকমাত্র
 গোচর ইত্যর্থঃ । অসম্ভাবঃ অয়ং প্রেমা প্রেমোত্তরাভ্যাং জাতুং ন শক্যঃ ।
 কিন্তু কথঞ্চিদতি ভাগ্যেন । এতৎ স্বজাতীয় প্রেমশ্চেদাশ্রয়ঃ স্তাত্তদা

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ অদর্শন নিমিত্ত যে সকল পীড়া উপস্থিত
 হয় তদ্বারা অভিনব কালকূটের তীব্রতা রূপ গর্ভ খর্ব
 হইতে থাকে এবং শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে যে সকল আনন্দের
 ক্ষরণ হয়, তাহাতে অমৃত মাধুর্য্যের অহঙ্কার একবারেই
 সঙ্কুচিত হইয়া যায়, অতএব বৎসে ! বিষামৃত নিশ্চিত
 কৃষ্ণপ্রেমের মহিমা আর কি বর্ণন করিব ॥

অতএব আইস আমরা শ্রীরাধার ভাব পরীক্ষা করি
 গিয়ে । (এই বলিয়া শ্রীরাধার নিকটে গমন পূর্ব্বক)
 বাছা ! কিছু জিজ্ঞাসা করি ॥

তোমার পতি অতিশয় প্রেমবান্, গোকুল মধ্যে সূচ-
 রিত্রা বলিয়া তোমার কথা প্রসিদ্ধ আছে এবং তুমি
 লক্ষ্মীশালি বিশুদ্ধকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, অতএব
 তোমার বংশে কখন কেহ যেকন্ম করে নাই এমনত দুঃসা-

অপূর্বাং কুর্বাণামতিমিহ মহাসাহসময়ীং

স্বহৃদ্যস্ত্বং লজ্জামপি কিমিব রাধে ন ভজসি ॥ ৩০ ॥

রাধিকা । কাতর্য্যামভিনীয় সলজ্জং ললিতাকর্ণমূলে লপতি ॥

ললিতা । অজ্জৈ বিপ্লবেদি রাহী ইতি সংস্কৃতেন ।

দোষোক্তারং ত্বমপি কুরুষে হা ময়ি ব্যাকুলায়াং

পাদেভ্যস্তে ভগবতি শপে নাপরাধ্যামি সাক্ষী ।

পর্নৈঃ কর্ণোৎপল বলয়িভি স্তাড্যমানোপি ধূর্তে ।

কণ্টকবেধ ব্যথা সাদৃশ্যহুসারেণ শক্তিবোধ ব্যথার। ইব এতচ্ছ জ্ঞানঃ স্তাদ্বিতি
তেনাঙ্গন স্তথা ভাবে ভবত্যাঃ যতিতর্য্যমিতি ॥ ৩০ ॥

ললি আর্য্যো বিজ্ঞপয়তি রাধা ।

হস বিষয়ে মতি করিতেছ কেন ? যাহা হউক, হে রাধে !

তুমি কি বন্ধুজনের সমীপে লজ্জিতা হইবা না ? ॥ ৩০ ॥

শ্রীরাধা (কাতর্য্য ভাব প্রকাশ পূর্বক লজ্জার সহিত) ললি-
তার কর্ণমূলে কিছু বলিলেন ।

ললিতা । আর্য্যে শ্রীরাধা আপনাকে কিছু নিবেদন করিতে-
ছেন (এই বলিয়া সংস্কৃতভাষায়) একে ত আমি
ব্যাকুলা হইয়া রহিয়াছি, তাহাতে আবার আপনিও
আমারই দোষ কীর্ত্তন করিতেছেন, আপনার চরণের শপথ
করিতেছি, আমার কোন অপরাধ নাই, আমি পতিব্রতাই
আছি, কিন্তু যখন শ্রামতনু ধূর্ত আমার নিকটে আইসে,
তখন আমিও তাহাকে পত্র নিগ্মিত কর্ণোৎপল বলয়া
দ্বারা তাড়না করিয়া থাকি, হা! তথাপি সেই ধূর্ত আমার

ন শ্যামাঙ্গা নম তনুপরিঙ্গঙ্গং জহাতি ॥

পৌর্ণমাসী । সের্বমিবাহোক্য মুঞ্জে কিমন্যাং প্রৌঢ়মুদ্রাং
নোদগুরসি ।

রাধিকা । সরোষং সংস্কৃতেন ।

ক্ৰোশন্ত্যাং করপল্লবেন বলবান্ সদাঃ পিধন্তে মুখং
ধাবন্ত্যাং ভয়ভাজি বিস্তৃতভুজো রুঞ্জে পুরঃ পদ্ধতিং ।

মাতঃশত্ৰুত্বাৎ তথাপি অবিচারেণ মাং প্রাত্যেব কুপ্যসি কিং বক্তব্য মিতি ।
প্রেমবৃক্ষঃ রাসঃ প্রতিকূলঃ কিসা মনোহর ইতি জাহ্নবী স্থপাশাভিঃ কুতো নেত্র

অঙ্গ আলিঙ্গন রূপ রঙ্গ কোন ক্রমেই পরিত্যাগ করে না,
ইহাতে আমি কি করিব ॥

পৌর্ণমাসী । (ঈর্ষা প্রকাশ পূর্বক শ্রীরাধার মুখের প্রতি
দৃষ্টিপাত করিয়া) বাছা! রুঞ্জে দেখিয়া মুগ্ধ হও কেন,
প্রৌঢ়া রমণীর ন্যায় কোন ভয়ানক মুদ্রা দ্বারা দণ্ড বিধান
করিতে পার ।

শ্রীরাধা । (রোষের সহিত সংস্কৃতভাষায়) হে মাতঃ !
আপনাকে আর কি বলিব । আমি যদি উচ্চ রব করিতে
আরম্ভ করি, তাহা হইলে বনবান্ শিখণ্ডচূড় অমনি কর
পল্লব দ্বারা আমার বদন আচ্ছাদন করেন, আর যদি ভীতা
হইয়া পলায়ন করিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে তখনি
ষাছ প্রসারণ পূর্বক আমার অগ্রে আসিয়া পথ রোধ
করেন এবং আমি যদি তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হই,
তাহা হইলে ঐ মধুরিপু ক্রোধ ভরে বারম্বার আমার

পাদাজে বিলুঠত্যসৌ নয়ি মুহুর্দ্দ'কাধরারং রুবা
 মাতশ্চণ্ডি ময়া শিখণ্ডমুকুটাদাত্মাভি রক্ষ্যঃ কথং ॥
 পৌর্ণমাসী । স্বগতং নিরুস্পতয়া বন্ধমূলোহয়ং প্রেমপলাসী ।
 প্রকাশং ॥
 ত্বয়া নীতো বামঃ ফলকমিলদঙ্গে মধুরিপুঃ
 সুখাশাভিঃ ক্রীড়াকুতুকিনি কুতো নেত্রপদবীং ।
 কুকূল্যগিজ্জালা পটল কটুকেলি বদধুনা
 দশেয়ং হস্ত ত্বাং জ্বলয়তি হিমানীব নলিনীং ॥

রাধিকা । কৃষ্ণমুদ্दिष्टा संस्कृतेन सोपालम्बमात्रगतং ॥ ৩১

পদবীঃ নীত ইতি । কুকূলং ত্বানলঃ অতি তাপক বিবক্ষয়া অগ্নিরিতি ॥ ৩১ ॥

অধরে দংশন করেন, অতএব হে চণ্ডি ! আপনি অকারণে
 আমার প্রতি ক্রোধ করিছেন কেন ? আপনিই বলুন, কি
 প্রকারে শিখণ্ডচূড় হইতে আত্ম রক্ষা করিব ॥
 পৌর্ণমাসী । (মনে মনে) শ্রীরাধার হৃদয় মধ্যে নিশ্চয়
 প্রেমবৃক্ষ বন্ধমূল হইয়াছে, এই বলিয়া (প্রকাশ পূর্বক)
 হে ক্রীড়াকুতুকিনি ! তুমি সুখ প্রত্যাশায় চিত্রপটে
 লিখিত সেই প্রতিকূল নায়ক মধুরিপুকে নেত্রপথে
 আনয়ন করিয়াছিলে । হা কষ্ট ! এক্ষণে তোমার যে
 প্রকার দশা দেখিতেছি, ইহাতে এই অনুমান হইতেছে,
 যেমন হিম সমূহে নলিনী দগ্ধ হয় তাহার আয় ঐ বাম
 ত্বানল জ্বালায় তোমাকে দগ্ধ করিবেন ॥

শ্রীরাধা । (শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করিয়া সংস্কৃত ভাষায় তির-
 স্কার করত মনে মনে) ॥ ৩১ ॥

শিশিরয় দৃশৌ দৃষ্ট। দিব্যকিশোরমিতীক্ষিতঃ ।

পরিজনগিরাং বিশ্রস্তাত্ত্বং বিলাস ফলকান্নিতঃ ।

শিব শিব কথং জানীন স্বামলক্রধিয়ৌ বয়ং

নিবিড়বুড়বা বহিঃস্থলা কলাপ বিকাশিনং ॥ ৩২ ॥

পৌর্ণমাসী । সন্নেহনালোক্য বৎসে ক্ষণমেকান্তে নিবিশ্য
পুষ্পেষু লেখো নিম্নীয়তাং । যথায়ং কৃষ্ণায় স্বসখীভ্যাং
সমর্প্যতে ।

পরিজন গিরাং বিশ্রস্তাদিতি তর্হি পরিজনা এব ভূঃখদা ইতি চেত্তত্রাহ
অবক্রধিয়ৌ বয়মিতি বহু বচনেন যথাহঃ তপৈব মম পরিজনা অপি সরল
এব স্বাসেতাদৃশং তেহপি কথং জানীয়ুরত স্বমেব ভূঃখদ ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

পুষ্পেষু লেখো নম্রমাত্ত্বং কন্দর্পশ্চ অর্থঃ দ্বয়মিতি প্রাকরণিকঃ । গোষু দিব্যাত্ত্ব

কৃষ্ণ ! আমাকে পরিবারবর্গে উপদেশ দিরাছিল যে রাধে !

যদি নেত্র নিক্ষেপ কর তাহা হইলে তোমার অন্তর তাপ
দূরীভূত হইবে, আমিও তাহাদের এই বাক্যে বিশ্বাস
হেতু যখন চিত্রপটের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন তোমার
লোচনদ্বয় অতিশয় শীতল এবং মূর্তি নবকৈশোর লক্ষিত
হইয়াছিল, শিব শিব ! আমরা সরল বুদ্ধি, তুমি যে নিবিড়
জালা সমূহ প্রকাশ করিবে তাহা কি প্রকারে জানিতে
পারিব ॥ ৩২ ॥

পৌর্ণমাসী । (স্নেহের সহিত অবলোকন করিয়া) বৎসে
ক্ষণকাল একান্তে বসিয়া পুষ্পদলে একখানি পত্র প্রস্তুত
কর, তাহা হইলে তোমার সখীদ্বয় গিয়া শ্রীকৃষ্ণকে

রাধা । সখীভ্যাং সহ নিজ্জান্তা ।

পৌর্ণমাসী । পরিক্রম্য নান্দীমুখি কৃষ্ণোপি নাতিদূরে ভবি-
ষ্যতি । যদত্র দক্ষিণতো নৈচিকী নিকুড়ম্বস্ত হস্তারবাড়-
ম্বরোহয়মম্বরমাক্রান্তি । তদহং স্নানার্থং ব্রজামীতি ।
উত্তে নিজ্জান্তে । ততঃ প্রবিশতি কৃষ্ণঃ ।

কৃষ্ণঃ । সোদ্বৈগং ।

যদবধি তদকস্মাদেব বিস্মাপিতাক্ষং

নবতড়িদভিরগং ধাম সাক্ষাদ্ভুব ।

তদবধি চিরচিন্তাচক্ৰশক্তা বিরক্তিং

নৈচিকীভানরঃ । যোগিনীবেতি স্ততিব্রজ সাক্ষাৎকারে যাতে সগীত্যর্থঃ ॥৩৩

সমর্পণ করুক, এই কথা বলিলে ।

শ্রীরাধা । ললিতা বিশাখাকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিলেন ।

পৌর্ণমাসী । (প্রদক্ষিণ করিয়া) নান্দীমুখি ! বোধ হয় কৃষ্ণ
অধিক দূরে নাই, যে হেতু দক্ষিণ দিকে উত্তম গাভীরুন্দের
হস্তা রবে গগণ মণ্ডল পূর্ণ হইতেছে, অতএব আমরা
স্নানের নিমিত্ত গমন করি, এই বলিয়া উভয়ে প্রস্থান
করিলেন ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ।

কৃষ্ণ । (উদ্বৈগের সহিত) অকস্মাৎ যে অবধি শ্রীরাধার নেত্র
বিস্মাপন কারি, বিদ্যুৎ সদৃশ মনোরম রূপ মাধুর্য্য আগার
নয়ন গোচর হইয়াছে, সেই অবধি আমার মতি চির
কালের নিমিত্ত চিন্তাচক্রে আসক্ত হইয়া যোগিনীর ন্যায়

নম মতিরূপভোগে যোগিনীর প্রযাতি ॥

পুরোহিতুহৃত্য স্বগতং । হস্ত রঙ্গমাল্যমুপনেতুং প্রস্থিতো
বয়স্যঃ কথং বিলম্বতে । •

প্রবিশ্য মাল্যহস্তো মধুমঙ্গলঃ । স্বগতং ॥ ৩৩ ॥

কথং অজ্ঞ দুস্মনা এদি পিঅবঅস্সো হোতু পসঙ্গদো
• জানিস্সং । ইতি পরিক্রম্য কৃষ্ণং পশ্যান্ স্বগতং সংস্কৃ-
তেন ।

ফুল্ল এন্থন পটলৈ শুপনীয়বর্ণা

মালোক্য চম্পকলতাং কিল কম্পতেহসৌ ।

কণমধ্য দুর্শ্বনাযুক্ত প্রিয় বয়স্য ভকতু প্রসঙ্গতো জ্ঞাস্তামি তপনীয়ঃ কনকঃ
নিরঙ্কো নির্মলঃ । রাধাবর্ণস্ত সাদৃশ্য কুঙ্কমস্ত তৎ সাদৃশ্য চম্পক লতায়।

উপভোগ বিষয়ে বিরক্তি লাভ করিয়াছে ॥

(অগ্রে অবলোকন করিয়া মনে মনে) হায় ! বয়স্য
মধুমঙ্গল রঙ্গণ পুষ্পের মাল্য আনয়ন করিবার নিমিত্ত
গমন করিয়া কেন এত বিলম্ব করিতেছে ॥

মধুমঙ্গল । মাল্য হস্তে আগমন করিয়া (মনে মনে) ॥ ৩৩ ॥

অদ্য প্রিয় বয়স্যকে দুর্শ্বনা দেখিতেছি কেন, যাহা হউক,
প্রসঙ্গ ক্রমে ইহার বৃত্তান্ত অবগত হই, এই বলিয়া ভ্রমণ
পূর্বক কৃষ্ণকে অবলোকন করত (মনে মনে সংস্কৃত
ভাষায়) বিকসিত কুঙ্কম সমূহ শালিনী স্বর্ণবর্ণা চম্পক-
লতা নিরীক্ষণ করিয়া প্রিয়বয়স্য কম্পিত হইতেছেন,

শঙ্কে নিরঙ্ক নব কুঙ্কুমপঙ্কগৌরী

রাধান্য চিত্তফলকে তিলকী বভূব ॥

ইতুপস্থত্য ভো গেহু ইতি মালাং নিবেদয়তি ॥ ৩৪ ॥

কৃষ্ণঃ । অনাকর্ণিতকেনৈব ।

কনকাদ্রি নিকেত কেতকী

কলিকাকম্প কলেবরদ্যুতিঃ ।

হৃদি সা মুদিরালি মেতুরে

চপলা মাং কিমলং করিষ্যতি ॥

স্তামপি দৃষ্ট্বা কম্পান্তে অহৌ রাগোজ্জেক ইতি ভাবঃ ॥ ৩৪ ॥

মুদিরালি মেতুরে মেঘশ্রেণী স্নিগ্ধে হৃদি বক্ষসি । চপলা বিদ্যাং পক্ষে
চঞ্চলারা স্তম্ভা ক্ষণমাত্র স্পর্শেপি মম কৃতার্থত্বমেবেতি ভাবঃ । কলিতং

অতএব বোধ করি, নির্মল নূতন কুঙ্কুম পঙ্কের মত গৌর
বর্ণা শ্রীরাধা ইহার চিত্তরূপ পটে তিলক স্বরূপ হই-
য়াছেন ॥

(নিকটে গমন পূর্বক) প্রিয়বয়স্য ! মালা গ্রহণ কর
এই বলিয়া মালা নিবেদন করিলেন ॥ ৩৪ ॥

কৃষ্ণ । (শ্রবণ না করিয়া) কনকপর্বত প্রভূত কেতকী
কলিকার ন্যায় কান্তিমতী সেই শ্রীরাধা রূপ চপলা
আমার এই স্নিগ্ধ হৃদয় সদৃশ মেঘমালাতে সমাসীন
হইয়া আমাকে কি অলঙ্কৃত করিবেন অর্থাৎ সেই প্রিয়-
তমা ক্ষণকাল আমার বক্ষে অবস্থিত হইলেই আমি
কৃতার্থ হইব ॥

মধুমঙ্গলঃ । স্বগতং । ফলিদং মে তর্কেণ । প্রকাশমূচ্চৈঃ ।

ভোঃ প্রিয়বয়স্য সম্মুখে বিক্ৰোশস্তং কীম মং নপেচ্ছসি ।
কৃষ্ণঃ । সাবহিৎখং । সখে চম্পকলতায়্য লাবণ্যাকৃষ্টেন
ময়া নোপদৃষ্টোহসি ॥ ৩৫ ॥

মধুমঙ্গলঃ । সচ্চং চেঅ ভণাসি কিন্তু সঞ্চারিণীএ চম্পক-
লদাএ ।

কৃষ্ণঃ । সখে কামমসম্ভাব্যচম্পকলতায়্যঃ সঞ্চারঃ ॥ ৩৬ ॥

মধুমঙ্গলঃ । বয়স্য ক্ষণং বিরমেচ্ছ বন্ধতং উজ্জ্বলং কহেহি

মে তর্কেণ । ভোঃ প্রিয়বয়স্য সম্মুখে বিক্ৰোশস্তং মাং কস্মিন্ন পশ্চসি ॥ ৩৫ ॥

সত্যমেব ভণসি কিন্তু সঞ্চারিণ্যাচম্পকলতায়্যঃ ॥ ৩৬ ॥

বয়স্য ক্ষণং বিরমতু বন্ধতং স্বজুঃ কথং কথং শূভহৃদয়োহসীতি ॥ ৩৭ ॥

মধুমঙ্গল । (মনে মনে) আমি পূর্বের যাহা বিচার করিয়াছি,
তাহাই ফলিল । (প্রকাশ পূর্বক উচ্চস্বরে) অহে প্রিয়
বয়স্য ! আমি তোমার সম্মুখে চিৎকার করিতেছি,
তথাপি তুমি কি নিমিত্ত আমাকে দেখিতেছ না ? ।

কৃষ্ণ । (ভাবগোপন পূর্বক) সখে ! আমি চম্পকলতার
লাবণ্য দর্শনে আকৃষ্ট হৃদয় হইয়াছি, একারণ তোমাকে
দেখিতে পাই নাই ॥ ৩৫ ॥

মধুমঙ্গল । প্রিয়বয়স্য ! চম্পক লতার লাবণ্য দর্শনে তুমি
যে আকৃষ্ট হৃদয় হইয়াছ ইহা সত্যই বটে, কিন্তু ঐ
চম্পকলতার গতি শক্তি ত সম্পূর্ণ অসম্ভব ॥ ৩৬ ॥

মধুমঙ্গল । বয়স্য ! ক্ষণকাল বক্রতা বিরাম প্রাপ্ত হউক, সরল

কহং স্তম্ভ হি গওসি ত্তি ।

কৃষ্ণঃ । সন্মিতং । সখে মালাং বিনা ॥ ৩৭ ॥

মধুমঙ্গলঃ । বালেতি ভণ ।

কৃষ্ণঃ । মুধেয়ং তে বিশঙ্কা ॥

মধুমঙ্গলঃ । সংস্কৃতেন ।

ন জানীমে মূর্খশ্চ্যুতমপি শিখণ্ডং যদখিলং

ন কণ্ঠে যন্মালাং কলয়সি পুরস্তাং কৃতমপি ।

তদুন্নীতং বৃন্দাবন কুহর লীলা কলভ হে

ক্ষুটং রাধানেত্র ভ্রমর বরবীৰ্য্যোন্নতিরিয়ং ॥

বালাং বিনেতি ভণ । ভ্রমরোহি দানগন্ধ লোলুপো গণ্ডে বসন্ হস্তিন
মুদেজয়তীতি লোক প্রসিদ্ধিঃ । অলং প্রত্যাৰ্য্যোতি অলং খন্ডোঃ প্রতিসেধয়োঃ

ভাবে বল দেখি, কি প্রকারে শূন্যহৃদয় হইলা ॥

কৃষ্ণ । (জীবৎ হাস্য করিয়া) সখে ! মালা ব্যতিবেকে ॥ ৩৭

মধুমঙ্গল । মালা কেন, বালার নিমিত্ত এই কথা বল না ।

কৃষ্ণ । তোমার এ বৃথা আশঙ্কা ।

মধুমঙ্গল । (সংস্কৃত ভাষায়) বন্ধো ! তোমার মস্তক হইতে

ময়ূর পুচ্ছ সকল ভূমিতে পতিত হইয়াছে, তাহাও তুমি

অবগত নহ এবং এই মাত্র যে তোমার কণ্ঠে মালা অর্পণ

করিয়াছি, তাহাও তুমি জানিতে পারিতেছ না ? ।

হে বৃন্দাবনগুহাবিলাসি মাতঙ্গ ! আমি নিশ্চয় জানিয়াছি

শ্রীরাধার নেত্র রূপ ভ্রমর যুগলই তোমাকে এরূপ বিহ্বল

করিয়াছে ॥

কৃষ্ণঃ । স্বগতং । কথং নিখিলমেব তর্কিতং ধূর্তেন তদলং
প্রত্যক্ষ্য । ৩৮ ॥

প্রকাশঃ । সখে যথার্থমাখ তদাকর্ষণ ।

নম রাধা নিসর্গস্থং প্রতীপমনয়ননঃ ।

মহাজৈষ্ঠীব সহসা প্রবাহং সৌরসৈন্ধবং ॥ ৩৯ ॥

প্রাচ্যঃ জ্যোতিষ প্রত্যয়ঃ প্রতারণা ন কর্তব্যমিত্যর্থঃ । যদা হু প্লবন তরণয়ো
রিত্যস্মাৎ ঘাৎ প্রত্যয়ঃ প্রতারণেনালমিতি বা ॥ ৩৮ ॥

প্রতীপমনয়নং অসুস্থমকরোদিত্যর্থঃ । সুরসিদ্ধু গঙ্গা সিদ্ধু নী সরিদিতি
দ্বিরামিত্যমর স্তম্ভাঃ প্রবাহং মহাজ্যৈষ্ঠী বধা প্রতীপং নয়তি অত্র পূর্ণিমাভ্য
স্তদ্বিনে সমুদ্রস্ত ক্ষোভোদ্রেকেন উদ্বেলন্তে তরঙ্গাবঘাতিত্যাঃ গঙ্গায়াঃ
শ্রোতঃ পরাবর্ততে ॥ ৩৯ ॥

কৃষ্ণঃ । (মনে মনে) এ ধূর্ত কি প্রকারে সমুদায় কর্ম জানিতে
পারিল, যাহা হউক, আর ইহার সঙ্গে প্রতারণার প্রয়ো-
জন নাই ॥ ৩৮ ॥

(প্রকাশ করিয়া) সখে ! যথার্থ বলিয়াছ, অতএব
শ্রবণ কর ॥

মহাজ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা যজ্ঞপ সহসা গঙ্গাশ্রোতের গতির
বিপরীত করে অর্থাৎ ঐ দিন সমুদ্রের ক্ষোভাতিশয়
প্রযুক্ত জল বৃদ্ধি হইয়া জোয়ার নিবন্ধন যেমন গঙ্গা
শ্রোতের পরিবর্ত হয়, তাহার ন্যায় শ্রীরাধা আমার প্রকৃ-
তিস্থ মনকে অসুস্থ করিয়াছেন ॥ ৩৯ ॥

মধুমঙ্গলঃ । গুণং অচ্ছীগং দে পাচকখী ভূতা এসা ।

কৃষ্ণঃ । অথ কিং । সুবলতঃ সা পরিচিক্যে চ । ইত্যোৎ-
সুক্যমভিনীয়ঃ ।

ভ্রমদ্রবল্লীকৈঃ প্রতিদিশমপাঙ্গস্ত বলনৈঃ

কুরঙ্গীভ্যো ভঙ্গীভরমুপদিশন্তীমিব দৃশো ।

ততস্তাং বিশ্লেষ্ঠীং কলয়তি ময়ি ক্রোধবিকটো

মনোজন্মা পোষ্পং ধনুরনুপমং সজ্যামকরোৎ ॥ ৪০ ॥

মধুমঙ্গলঃ । অবি নাম সংবৃত্তং অগ্নৌল্লং দংনণং ।

নুনং অক্লোন্তে প্রত্যক্ষী ভূতা এষা ॥ ৪০ ॥

অপি নাম সংবৃত্তমন্তোত্ত দর্শনং ॥ ৪১ ॥

মধুমঙ্গল । নিশ্চয় এই রাধা তোমার নয়নের প্রত্যক্ষী ভূতা
হইয়াছেন ।

কৃষ্ণ । তবে কি । সুবল হইতে তাঁহার পরিচয় হইয়াছে
(এই বলিয়া ঐশ্বর্য্য অভিনয় করত)

সখে ! সেই শ্রীরাধা আপনার প্রতিদিকে বিলাস বিশিষ্ট ভ্র-
লতার দ্বারা কুরঙ্গীগণকে যেন ভঙ্গীভর উপদেশ দিতে
ছিলেন, অনন্তর আমি স্বীয় নেত্র যুগলে ঐ বিশ্লেষ্ঠীকে দর্শন
করিতে কন্দর্প ক্রুদ্ধ হইয়া আমার প্রতি আপনার অনু-
পম পুষ্প ধনু সজ্জীভূত করিয়াছিলেন ॥ ৪০ ॥

মধুমঙ্গল । বোধ করি তোমাদের গরম্পর অবলোকন হই-
য়াছে ॥

কৃষ্ণঃ । নহি নহি ।

তস্যাঃ সখে মুখতুষার মযুখবিশ্বে

দূরান্মগাক্ষিপদবীমধিক্রুতমাত্রে ।

নির্বন্ধতঃ শপথকোটিভিন্নয়্যাহং

নীতঃ ক্ষণাদহহ সন্মানি ভোজনায় ॥ ৪১ ॥

মধুমঙ্গলঃ । বঅস্ স চিট্ঠন্তি বহলাও বল্লবসুন্দরীও তহকি
কীস তুমং একাএ রাহীএ নিত্তরং অণুরঞ্জসি ।

কৃষ্ণঃ । সখে রাধায়ামসাধারণী কাপি মাধুরী ।
তথাহি ।

তস্ত্যাঃ কান্তদ্যুতিনি বদনে মঞ্জুলে চাক্ষিয়ুগ্মে

তত্রাস্মাকং বদবধি সখে দৃষ্টিরেবা নিবিষ্টা ।

তিষ্ঠন্তি বহলা বল্লব সুন্দরী তথাপি ত্বং একস্তাঃ রাধায়াঃ নির্ভরনমুরজ্যসি

কৃষ্ণ । না না, সখে ! দূর হইতে শ্রীরাধার মুখচন্দ্রমণ্ডলে
আমার নয়ন যুগল অধিক্রুত হইবা মাত্র, তৎকালীন
জননী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং তিনি যত্ন
সহকারে কোটি কোটি শপথ দিয়া ক্ষণকালের নিমিত্ত
ভোজন করাইতে আমাকে গৃহে লইয়া গেলেন ॥ ৪১ ॥

মধুমঙ্গল । বন্ধো ! অনেক গোপিকাইত সুন্দরী আছে, তবে
কেন তুমি একা শ্রীরাধাতেই অতিশয় অনুরক্ত হইয়াছ ॥
কৃষ্ণ । সখে ! শ্রীরাধাতে কোনএক অসামান্য মাধুরী আছে ॥

আহা ! সেই শ্রীরাধার কান্তিমতি বদনে ও মনোহর
নয়ন যুগলে যে অবধি আমার দৃষ্টি নিবিষ্ট হইয়াছে,

সত্যং ক্রম স্তদবধিভবেদিন্দুমিন্দীবরক

ভাঃ কাস্তেতি বদন সাদৃশ্যার্থঃ ইন্দুং স্বস্তা হৃগীয়া লজ্জা ঘৃণা বা ॥ ৪২ ॥

আমি সত্য বলিতেছি, সেই হইতে চন্দ্র ও ইন্দীবরকে
স্মরণ করিয়া স্মরণ করিয়া মুখকুটিলতাকারিণী লজ্জা বা
ঘৃণা আসিয়া উপস্থিত হয় ॥ ৪২ ॥

যথারাগ ॥

রাই ভ্রু ভঙ্গিমা ঠাগ, কামের সমান ভান, নাচয়ে সঘন
অনুপাম । অপূর্ব নয়ন ভঙ্গী, শিখায় কুরঙ্গ রঙ্গী, অপাঙ্গ
কাছনী যেন বাণ ॥ সখা হে হেরইতে ব্রজজন নারী,
সেই কালে ক্রোধে কাম, সাজে ধনু অনুপাম, বরিশে
কুশুম সরসারি ॥ ধ্রু ॥ বটু কহে দৌহ দৌহা, দরশনে
দৌহ হিয়া, দংশন হইল অনুমানি । কৃষ্ণ কহে নহি নহি,
শুনহ নিশ্চয় কহি, যে রূপে দেখিল তাঁরে আমি ॥ চন্দ্র
বিশ্ব স্নানীতলা, মুখচন্দ্র মনোহরা, দূর হইতে দেখিতে
তঁাহারে । মাতা কহে হেন কালে, মোর দিব্য দিগ্ধা
বলে, নঞা গেল অন্ন খাইবারে ॥ বটু কহে ব্রজস্থানে,
আছেয়ে সুন্দরীগণে চাতুর্য্য বৈদক্ষী নাহি ওর । তবে
কেন একা রাধা, লাগিয়া পাইছ বাধা, নির্ভরানুরাগে চিত্ত
তোর ॥ কৃষ্ণ কহে রাধিকার, মাধুর্য্যের নাহি পার, রূপের
তুল না নহি আনে । সে সুন্দর মুখ বাম, স্তম্ভুল ছন-
য়ান, দেখি কাম হয়গে গয়ানে ॥ যে হৈতে দেখিল
তাঁরে, চন্দ্র আর ইন্দীবরে, অতি তুচ্ছ করি হয় জ্ঞান ।

স্মারং স্মারং মুখ কুটিলতা কারিণীয়াং হ্রীয়া ॥ ৪২ ॥
 ধুমঙ্গলঃ । দংসণাদো পটমং জ্জিব্ব তথ তুজ্জ্বরাও মএ
 তক্কিদোখিতা কিত্তি লাবণ্ণো বাহিও ভি ভণাসি ।
 ষঃ । নখে নত্যা মাখ স্বচিন্তাভিনিবেশাদেব তন্যাং
 কোপি মহিমোন্মাহঃ প্রতীয়তে ॥ ৪৩ ॥
 তথাহি ।
 যত্র প্রকৃত্যা রতিকল্পমানাং তত্রানুমেয়ঃ পরমোহনুভাবঃ ।

দর্শনতঃ প্রথমেনেব তত্র তব রাগো নয়। তর্কিতঃ তৎ কিমিতি লাবণ্যো-
 দক ইতি ভণসি ॥ ৪৩ ॥

যত্র ইতি প্রকৃত্যা স্বভাবেন এব নতু গুণাহুপাধিভিঃ উত্তমানামেব নত্ব-

সে মুখ নমন যুগে, দিতে উপমার যোগে, কুটিলতা লজ্জা
 পায় মন । সে রহে অন্তরে পশি, না জানয়ে নিশি দিশি,
 সমাধি লাগিল আঁখি মোর । দাস যত্ননন্দন, চিত্তে
 করে এই মন, নব লেহ রসে ভেল ভোর ॥ ৪২ ॥

নধুমঙ্গল । আমি অনুমান করিয়াছি, প্রথম দর্শন হইতেই
 তোমার তাঁহার প্রতি অনুরাগ জন্মিয়াছে, অতএব আর
 কেন তাঁহার লাবণ্যের আধিক্য বর্ণন করিতেছ ॥

কৃষ্ণ । নখে! নত্যা বলিতেছি, আমি স্বীয় চিত্ত অভিনিবেশ
 দ্বারাই শ্রীরাধাতে কোন মহিমাধিক্য প্রতীতি করি-
 য়াছি ॥ ৪৩ ॥

উক্তার্থের প্রমাণ ॥

উত্তম পুরুষদিগের স্বত ই যাহাতে অনুরাগ বৃদ্ধি পায়,

নৈসর্গিকী কৃষ্ণমৃগানুবৃত্তিঃ দেশস্য বিজ্ঞাপয়তি প্রশস্তিঃ ॥
নেপথ্যে ।

সখি সারিএ দিট্ঠো তুএ এথ বল্লবিন্দনন্দণো ।

কৃষ্ণঃ । সখে নেদীয়ানয়ং স্কুমারীকণ্ঠধ্বনিরুদঞ্চতি তদব্রু
তুষীমাশ্বহে ॥

ততঃ প্রবিশতো ললিতা বিশাথে ॥ ৪৪ ॥

ললিতা । পেক্খ এসো দিট্ঠিআ পুরদো কহো তা উবস-

সুরপ্রকৃতিনাং কৃষ্ণমৃগশ্চ অনুবৃত্তিঃ সঞ্চারঃ নৈসর্গিকী নতু কেনাপি বলাৎ
কারিতা । সখি সারিকে দৃষ্টে স্ময়াত্র বল্লবেন্দ্রনন্দনঃ ॥ ৪৪ ॥

ললিতে পশু এষ দিষ্ট্যা পুরতঃ কৃষ্ণঃ তদুপসর্গাবঃ ॥ ৪৫ ॥

তাহাতে কোন পরম পদার্থ আছে এমত অনুমান করিতে
হইবে, কারণ স্বভাবতই কৃষ্ণসার হরিণ যে দেশে বিচরণ
করিয়া থাকে, সে দেশের প্রশস্ততা ত অবশ্যই অনুমিত
হয় ॥

বেশ গৃহে ॥

সখি সারিকে ! তুমি কি ব্রজেন্দ্রনন্দনকে দেখিয়াছ ? ॥

কৃষ্ণ । সখে ! এই স্কুমারীর কণ্ঠধ্বনি নিকটবর্তি বোধ
হইতেছে, অতএব আমরা তুষীশ্রাব অবলম্বন করি ॥

(অনন্তর ললিতা ও বিশাখার প্রবেশ) ॥ ৪৪ ॥

ললিতা । সখি ! কি সৌভাগ্যের বিষয়, ঐ দেখ কৃষ্ণ আমা-
দের অগ্রেই দণ্ডায়মান, অতএব চল আমরা নিকটে যাই ।

(এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন পূর্বক) গোকুলা-

স্বপ্ন ইত্যুভে তথা কৃত্বা জয়তু জয়তু গোউলাগন্দো ॥

কৃষ্ণঃ । ললিতে ইত্যহং শঙ্কে মনোহারি কুসুমপত্রমাদাতুং
অদ্য বৃন্দাটীবীগর্ত্তে হবতীর্ণসি ॥ ৪৫ ॥

ললিতা । বিগ্লাদং বি গুণং আআরেণ সঙ্গোবেসি জং দাতুং
ভি ন ভগাসি তা গেহু নং কল্লিআর কোরঅ পত্তং ইত্য-
নঙ্গলেথং কৃষ্ণকরে অর্পয়তি ॥

কৃষ্ণঃ । স্বগতং চেতঃ সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি । ত্বদভীষ্ট
বীজস্যাকুরোহয়মিতি শঙ্কে ॥ ৪৬ ॥

বিজ্ঞাতমপি নুনমাকারেণ সংগোপয়সি যৎ দাতুমিতি ভগাসি । তৎ
গ্রহণ এতৎ কর্ণিকার কোরক পত্রং আকারেণেতি দাতুমিতি পদপূর্বে
আ ইত্যাসর্গেণাধিকেন অথ চকারেণ ঈদ্রিতেন বাক্ চাতুর্ঘ্যেণেত্যর্থঃ ।
আকারবিশ্লেষে ঈদ্রিতমিত্যমরঃ । উভায়পার্থো প্রাকরনিকৌ ॥ ৪৬ ॥

নন্দের জয় হউক, জয় হউক ॥

কৃষ্ণ । ললিতে ! আমি মনে করিয়াছিলাম, তুমি মনোহর
কুসুম পত্র গ্রহণ জন্য বৃন্দাবন পর্ত্তে অবতীর্ণ হইয়াছ ॥ ৪৫

ললিতা । জ্ঞাত বস্তুও আকার দ্বারা গোপন করিতেছ,
যে হেতু দিবার নিমিত্ত আনিয়াছি এ কথা না বলিলা
কেন ? অতএব এই কর্ণিকার কুসুমের কোরক পত্র গ্রহণ
কর, এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের করে অনঙ্গলেখ অর্পণ করিলেন ॥

কৃষ্ণ । (মনে মনে) চিত্ত ! আশ্বস্ত হও, আশ্বস্ত হও, বোধ
করি এই পত্র খানি তোমার অভীষ্ট বীজের অঙ্কুর
স্বরূপ ॥ ৪৬ ॥

মধুমঙ্গলঃ । ভো ললিতে কিং ইমিণা অক্ষরাণং পত্রেণ সৰ্ক-
রাণং পত্রং সমপ্নেহি ।

কৃষ্ণঃ । সখে বাচয় পত্রং কদাচিদেতন্নঃ কর্ণরসায়নশ্চ পাত্রী
ভবেৎ ॥ ৪৭ ॥

মধুমঙ্গলঃ । ভো বসস্ দিট্ঠা তুস্ম গোআলাজাদিপো-
বদগ্নদা । এং অস্ম বস্মাণ জাদিং জ্জেকব গোরএণ বন্দেমি
জং তাহিং দিঅহে জগ্নিঅ বস্মাণীহিং চউবিবহেণ অগ্নেণ
ভোইদস্ম ইতি লেখং বাচয়তি ।

ললিতে কিমেতেন অক্ষরাণং পত্রেণ সৰ্করাণাং পত্রং সমর্পয় ॥ ৪৭ ॥

দৃষ্টা যুদ্ধদোগোপজাতে বদান্ততা এনং তস্মাদ্ভ্রাতৃগণ জাতিমেব গৌরবেণ
বন্দে যং তস্মিন্ দিবসে যাজ্ঞিকব্রাহ্মণীতিচতুর্বিধেনাম্নেন ভোজিতাঃ স্ম
ইতি । গৃহা প্রতিচ্ছন্দগুণং সুন্দর মম মন্দিরে যং বসসি । তথা তথা

মধুমঙ্গল । ললিতে ! এ অক্ষর সকলের পত্র দ্বারা কি হইবে,
সৰ্করা পত্র সমর্পণ কর ॥

কৃষ্ণ । সখে ! পত্রখানি পাঠ করত ! এ কি আমাদের কর্ণ-
রসায়নের পাত্রী হইবে ? ॥ ৪৭ ॥

মধুমঙ্গল । 'অহে বয়স্য ! তোমাদের গোপজাতির এই ত
বদান্যতা দেখিলাম, গৌরব পূর্বক আমাদের ব্রাহ্মণ
জাতিকে বন্দনা করি, যে হেতু সেই দিবস যাজ্ঞিক
ব্রাহ্মণী সকল কেমন আমাদিগকে চতুর্বিধ অন্ন দ্বারা
ভোজন করাইয়াছিলেন ॥

এই বলিয়া পত্র পড়িতে লাগিলেন ।

ধরিঅ পড়িচ্ছন্দগুণং সুন্দর

মহ মন্দিরে তুমং বসসি ।

তহ তহ রুক্সসি বলিঅং

জহ জহ চইদা পলাএন্নি ॥ ৪৮ ॥

কৃষ্ণঃ । সথে দুরধিগমার্থা তাবদিয়ং গাথা তেন পুন
ভর্গ্যতাং ॥

মধুমঙ্গলঃ । তথা করোন্তি ।

কৃষ্ণঃ । সানন্দং স্বগতং ।

কুলস্ত্রিয়োহি ধর্মভীরবো ভবন্তি । তদুপেক্ষয়া ভাব

রুগংসি বলিতং যথা যথা চকিতা পলায়ে । প্রতিচ্ছন্দগুণং চিত্র পট রূপং
তৎ সূত্রম্ ॥ ৪৮ ॥

তেন পুন ভর্গ্যস্তামিতি তস্তা বাস্তবদুর্ভাগ্যত্বা পুনরাবাদনার্থং প্রকটবর্ণ
ঐদ্যাসিত্য ব্যঙ্গনার্থং । সমাত্র ঝটিভাসুসন্ধানমপি ন ভবতীতি জ্ঞাতুং ॥ ৪৯ ॥

যথা । হে সুন্দর ! তুমি চিত্রপট অবলম্বন করিয়া প্রতিদিন
আমার মন্দিরে বাস কর এবং আমি চকিতা হইয়া যে
দিকে যে দিকে পলায়ন করি, তুমি সেই সেই দিকে
আমাকে রোধ কর ॥ ৪৮ ॥

কৃষ্ণ । সথে ! এই শ্লোকের অর্থ বুঝিতে পারিলাম না, অত
এব পুনরায় পাঠ কর ॥

মধুমঙ্গল । পুনরায় পাঠ করিলেন ॥

কৃষ্ণ । (আনন্দের সহিত মনে মনে) কুলস্ত্রী সকল ধর্ম
ভীরু হইয়া থাকে, একারণ উপেক্ষা দ্বারা ইহাদের ভাবের

নিষ্ঠাং নিকটকীয়ামি ইতি সংরম্ভমভিনীয় প্রকাশং হংহো
পশ্য পশ্য ॥

স্নিগ্ধৈরেভিঃ সখিভিরথিলৈর্ধেনুসুন্দানুসারী
নারীবর্ত্তা বিমুখ হৃদয় কাননান্তে চরামি ।
মাং স্নৈরিণ্য শুদপি যদিমা দুষয়ন্তি প্রকামং
তদ্বিজ্ঞপ্তিং দ্রুতমিহ জরদোপগোষ্ঠ্যাং করিম্যে ॥
ইতি কৃত্রিমামর্ষণে দ্রুতং পরিত্রাসতি ।

মধুমঙ্গলঃ । স্মিতমাবৃত্য ॥ ৪৯ ॥

ভো ব্রহ্মচারি সিহামণে ক্ষণং নিবর্ত্তিঅ ইমাও দুস্মুহ
গোইআও পচ্ছুত্তরেণ গিজ্জিত্তিঅ বিড্ডাবেহি । অহং

ভো ব্রহ্মচারি শিখামণে ক্ষণং নিবর্ত্ত্য ইমা দুস্মুখ গোপিকাঃ প্রত্যুত্তরেণ

পরাকাষ্ঠা অবগত হই (এই বলিয়া ত্বর। অভিনয় পূর্ব্বক
প্রকাশ করিয়া) সখে ! দেখ দেখ । আমি নিখিল সখা
গণ সঙ্গে ধেনুসুন্দরের অনুসরণ করিয়া কানন মধ্যে বিচরণ
করি, আমার হৃদয় কখন নারীবর্ত্তায় উন্মুখ হয় না,
তথাপি যদি ঐ সকল স্বেচ্ছাচারিণী আসিয়া আমাকে
যথেষ্ট রূপে দূষিত করে, তাহা হইলে আমি শীঘ্র গমন
করিয়া প্রাচীন গোপদিগের গোষ্ঠীতে নিবেদন করিব ।
এই বলিয়া সক্রোধে দ্রুতগমন করিতে লাগিলেন ।

মধুমঙ্গল । হাস্য সম্বরণ করিয়া ॥ ৪৯ ॥

অহে ব্রহ্মচারি শিরোমণি । ক্ষণকাল নিবর্ত্ত হইয়া প্রত্যু-
ত্তর দ্বারা নির্জয় করত এই সকল দুস্মুখা গোপিকাদিগকে

কথু এদং সৰ্বং ধিট্ঠাণং বৃত্তন্তং গোউলেশ্বরীএ বিধ-
বিসং ইতি পাণৌ ধ্বহা ব্যাবর্তয়তি ।

উভে । পরস্পরমবেক্ষ্য বৈলক্ষ্যং নাটয়তঃ ।

কৃষ্ণঃ । সখি বিশাখিকে চাতুরক্ষিকং প্রেক্ষণমপি নাস্তি ।

কুতস্তাবৎ পরিতো ধাবনং তদুন্নয়ামি কেনাপ্যপরেণ নাগ-
রেণ তস্তাঃ স্মান্তযুচ্চালিতং ॥ ৫০ ॥

বিশাখা । সংস্কৃতমাশ্রিত্য ।

কস্তাবৎ ব্রজমণ্ডলেহ্য বলতে শক্যো গরীয়ানসৌ

নির্জিতা বিদ্রাবয় । অহং ধলু ইদং গুপ্তানাং বৃত্তান্তং গোকুলেশ্বর্যো বিজ্ঞাপ-
নিস্যামীতি । বৈলক্ষ্যং চাতু রক্ষিকং স্বয়োদ্বৈয়ারক্ষে ভবমিতি চাতুরক্ষিকং
অধ্যাত্মাদিত্বাদিত্বার্থক ॥ ৫০ ॥

তাড়াইয়া দাও কিন্তু আমিও গোকুলেশ্বরীর নিকটে গিয়া
এই সকল প্রগল্ভাদের বৃত্তান্ত নিবেদন করিব । এই
বলিয়া ক্রীকৃষ্ণের হস্তধর ধারণ পূর্বক ফিরাইয়া আনি-
লেন ॥

নলিতা বিশাখা । পরস্পর অবলোকন করিয়া বিস্ময় প্রকাশ
করিলেন ।

কৃষ্ণ । সখি বিশাখে । পরস্পর চক্ষুতে চক্ষুতে দর্শনও নাই,
তবে কি রূপে সকল দিকে রোধ করিলাম, অতএব
আমার অনুমান হয়, অন্য কোন নাগর আসিয়া চঞ্চল
করিয়াছে ॥ ৫১ ॥

যেনোচ্চালয়িতুং বলাৎ কুলবতীচেতো গিরিগ্রামণীঃ ।

ইত্যস্মাভিরবক্র বিক্রম বলাহুংক্ষিপ্তগোবর্দ্ধনো

হেতুস্ত্বং কিল পঙ্কজাক্ষ পটুভিস্তত্রাসি নিষ্কঙ্কিতঃ ॥

মধুমঙ্গলঃ । অই বাচালিঞ চিট্ঠ চিট্ঠ দিছোমএ উক্খিও

দণ্ডমণ্ডলেহিং গোবেহিং গোঅড্ঢণো ধরিদো তুমং কীস

একং জেজব পিঅবঅস্ং সঙ্কানেসি ॥

কৃষ্ণঃ । ললিতে অলমতি প্রসঙ্গেন তন্নিবর্তন ॥ ৫১ ॥

চেত এব গিরিগ্রামণীঃ গিরিশ্রেষ্ঠঃ । অয়ি বাচালিকে তিষ্ঠ তিষ্ঠ দৃষ্টং ময়া
উৎক্ষিপ্ত দণ্ডমণ্ডলে গোপৈ গোবর্দ্ধনো ধৃতঃ । ত্বং কস্মাদেকমেব প্রিয়
বয়স্তং সংভাবয়সি ॥ ৫১ ॥

বিশাখা । অহে পদ্মনেত্র ! এই ব্রজমণ্ডলে তোমার মত
কে বলশালী গরিষ্ঠ পুরুষ আছে যে, সে বল দ্বারা কুল-
বতীর চিত্তরূপ গিরিরাজকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয়,
কারণ, তুমি যখন স্বাভাবিক বিক্রম বলে গোবর্দ্ধন উত্তো-
লন করিয়াছিলে তখন আমরা সতীন্দ্রী সকল তোমাকেই
হেতুরূপে নিশ্চয় করিয়াছি ॥

মধুমঙ্গল । অয়ি বাচালিকে ! থাক থাক, আমি সাক্ষাতে
দেখিয়াছি, গোপ সকল দণ্ড উত্তোলন করিয়া গোবর্দ্ধন
ধারণ করিয়াছিল, অতএব তুমি কি করিয়া একা প্রিয়
বয়স্যের প্রশংসা করিতেছ ॥

কৃষ্ণ । ললিতে ! আর অধিক প্রসঙ্গের প্রয়োজন নাই কান্ত
হও ॥ ৫১ ॥

ললিতা । সুন্দর সৰ্ব গোউল শুভআরিণোবি তুঅন্তো কথং
সা একা জেজব দুখং অরিহদি বরীয়সী ॥

কৃষ্ণঃ । সঙ্গী মে মধুমঙ্গলো ন সহতে ধৰ্ম্মাধ্বনো বিচ্যুতিং
শ্রীদামা পরিমার্গয়ন্মম নহি ছিদ্দানি নিদ্রায়তে ।

কংসঃ শাস্তি খলঃ ক্ষিতিং কথগিতো মুঞ্চে বিধেয়ং ময়া
নিঃশঙ্কং কুলসুন্দরী পরিভব জ্বালা মহাসাহসং ॥

ললিতা । সামৰ্ষং সংস্কৃতমাপ্রিত্য ॥ ৫২ ॥

অন্তঃ ক্লেশকলঙ্কিতাঃ কিল বয়ং যামোদ্য যাম্যোং পুরং

সুন্দর সৰ্ব গোকুল শুভকারিণোহপি স্বতঃ কথং সা একৈব দুঃখমহতি
বরীয়সী ॥ ৫২ ॥

অন্তঃ ক্লেশেন কলঙ্কিতাঃ চিক্লিতাঃ সত্যঃ । যুতোৱনন্তরমপ্যয়ং ক্লেশঃ

ললিতা । হে সুন্দর ! তুমি যখন সকল গোকুলবাসিরই
শুভকারী তখন তোমার নিকট হইতে কি প্রকারে একা
বরীয়সী রাখাই দুঃখ ভাগিনী হইবেন ? ॥

কৃষ্ণ । ললিতে ! সঙ্গী মধুমঙ্গল আমার ধৰ্ম্ম পথ হইতে
বিচ্যুত হওয়া সহ্য করিতে পারে না, শ্রীদাম আমার
ছিদ্দাশ্বেষণ বিষয়ে সৰ্ব্বদাই জাগরুক হইয়া রহিয়াছে এবং
খল কংসও ক্ষিতিমণ্ডল শাসন করিতেছে, অতএব
হে মুঞ্চে ! বল দেখি আমি কিপ্রকারে নিঃশঙ্কে কুলসু-
ন্দরীদিগের পরিভব জ্বালা রূপ মহাসাহস বিধান করিব ॥

ললিতা । (ক্রোধের সহিত সংস্কৃত ভাষা আশ্রয় করিয়া) ॥৫২
রাধে ! আমরা আন্তরিক ক্লেশে কলঙ্কিত হইয়াছি, একারণ

নায়ঃ বঞ্চননঞ্চয়প্রণয়িনঃ হাসং তথাপ্যজ্ঞাতি ।
 অগ্নিন্ সংপুষ্টিতে গভীর কপটেরাভীরপল্লীবিটে
 হা মেধাবিনি রাধিকে তব কথং প্রেমা গরীয়ানভূৎ ॥ ৫৩
 ইতি রোদিতি ॥

মধুমঙ্গলঃ । অগ্নি মুখে সঅল সখ বিসারও জস্ অক্ষারিসো
 অমচ্চো হোই সোবি কিং এদং ধম্মং অদিকমিস্ সদি তা
 অলং অরম্ম রুদিএণ ॥

বিশাখা । স্বগতং । এং রাহীএ গুঞ্জাবলীং কহুস্ দেন্তী
 স্থান্ত্যেবেতি ভাবঃ । হাসঃ তথাপীতি অকারুণ্যঃ ব্যজ্ঞাতে অন্ত্যাসং প্রেমা
 ভবত্ কৰ্ম্মাকীকৃতধিয়াং মেধাবিত্যন্তব ন যুজ্যত ইতি ভাবঃ ॥ ৫৩ ॥

অগ্নি মুখে সকল শাস্ত্র বিশারদো যন্ত্যাসাদৃশোহনাত্যো ভবতি সোহপি কিং
 ইসং ধম্মমতিক্রম্য তদলং বনরুদিতেন । এনং রাধায়া গুঞ্জাবলীং কৃষ্ণায়
 দদতীতি ঐঙ্গিতং লক্ষ্যামি ।

আজি যমপুরে গমন করিব, তথাপি ইনি বঞ্চনা রূপ হাস্য
 পরিত্যাগ করিলেন না, হে বুদ্ধিমতি ! কি প্রকারে এই
 কপট পরিপূরিত গোপিকাকানুকে তোমার প্রেম গরীয়ান্
 হইল ॥ ৫৩ ॥

এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন ।

মধুমঙ্গল । অগ্নি মুখে । সৰ্ব্বশাস্ত্র বিশারদ মাদৃশ জন যাঁহার
 তামাত্য হইয়াছে, সেও কি ধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিতে
 পারে ? অতএব আর তোমার অরণ্য রোদনের প্রয়োজন
 নাই ॥

বিশাখা (মনে মনে) শ্রীরাধার এই গুঞ্জামালা কৃষ্ণকে দিয়া

ইঙ্গিদং লক্ষ্মেমি । প্রকাশং সংস্কৃতেন ।

উদগীর্ণরাগেণ করষিতান্তরা

পরিস্ফুরং কৃষ্ণমুখী গুণাঙ্কিতা ।

গুঞ্জাবলী মঞ্জুরাবলম্বতাং

সা রাধিকেয়ং তব কণ্ঠসঙ্গমং ॥

ইতি কণ্ঠে স্বয়ং সমর্পয়তি ॥ ৫৪ ॥

উদগীর্ণো উদগতো যো রাগঃ রক্তিমা প্রেমাচ তেন করষিতঃ প্রাপ্তঃ
অন্তরং বহিঃ পক্ষে অন্তঃকরণঞ্চ যন্তাঃ । অন্তরমবকাশাবধি পদ্ধিধানাক্তি
ভেদ তাদর্থ্যে । ছিদ্ৰাশ্রীয়া বিনা বহিরবসর মধ্যে হস্তরাশ্রয়ি চেত্যমরঃ ।
পরিতঃ স্ফুরন্ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণবর্ণঃ কৃষ্ণেতি নামচ মুখে যন্তাঃ । সূত্রেণ অঙ্কিতা ।
সারেণ অধিকা পক্ষে সা প্রমিতা রাধিকা তব কণ্ঠে সঙ্গমং গুঞ্জাবলী ব মঞ্জুরা
সতী অবলম্বতাং ॥ ৫৪ ॥

অভিপ্রায় বুঝি ।

(প্রকাশ পূর্বক সংস্কৃত ভাষায়) কৃষ্ণ ! যাহার
সর্বদা লোহিত বর্ণ ও মুখভাগ শ্যামাকর, এবং যাহা
সূত্র গুণ্ধিত প্রযুক্ত অধিক সার বিশিষ্ট ও মনোহর হই-
য়াছে সেই গুঞ্জমালা তোমার কণ্ঠদেশ অবলম্বন করুক ॥

উক্ত শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, কৃষ্ণ ! যাহার চিত্ত
অনুরাগে পরিপূর্ণ ও মুখে কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হইতেছে,
এবং যিনি গুণশালিনী ও মনোজ্ঞা, সেই শ্রীরাধা মুক্তা
বলীর ন্যায় তোমার কণ্ঠদেশে সংলগ্না হউন ॥

(এই বলিয়া স্বয়ং কৃষ্ণ কণ্ঠে মালা সমর্পণ করি-
লেন) ॥ ৫৪ ॥

কৃষ্ণঃ । স্মিত্বা সকপটেৰ্ষং ।

রাগিণমপি সুকঠোরং সুবৃন্দমপি মুহুরদীর্ণ মালিণ্যং ।

যুবতীনাং ভাবং নহি গুঞ্জাহারমিচ্ছামি ॥

ইত্যজানন্নিব কঠাদবতার্য্য রঙ্গণমালামর্পয়তি ॥

বিশাখা । স্বগতং । ইমস্ স ভমো বি অজ্ঞাণং মঙ্গলো
সংবৃত্তো । ইতি বস্ত্রেণ সংবরণোতি ॥ ৫৫ ॥

সুকঠোরমিতি দৃষ্টান্ত পক্ষে বহিঃ প্রকাশ্যভাবেন জ্ঞাতুমশক্যং মালিণ্যং
বক্রিমা ॥ এতত্ত্ব ভ্রমোপি অস্মাকং মঙ্গলং সংবৃত্তঃ ॥ ৫৫ ॥

কৃষ্ণ । (ঈষৎ হাস্য প্রকাশ পূর্বক কপট ঈর্ষার সহিত)

এই গুঞ্জাহার লোহিত বর্ণ হইলেও অতিশয় কঠিন এবং
সুন্দর বর্ত্তুলাকার দেখাইলেও বহুতর মালিণ্য যুক্ত,
অতএব- যুবতিদিগের ভাবের ন্যায় এই হারকে গ্রহণ
করিতে ইচ্ছা করি না, যুবতিগণের দৃষ্টান্ত এই যে যুবতি
সকল অনুরাগবতী হইলেও তাহাদের অনুরাগ অন্তরেই
থাকে বাহ্যে দেখা যায় না, কেবল কাঠিন্যই দৃষ্ট হয়
এবং তাহারা সরল স্বভাবা হইলেও তাহাদের বাহ্যে
বক্রতা প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥

এই বলিয়া না জানার মত কণ্ঠহইতে রঙ্গণ মালা
অবতরণ পূর্বক বিশাখার হস্তে সমর্পণ করিলেন ॥

বিশাখা । (মনে মনে) ইহাঁর ভ্রমও আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত
হইল । এই বলিয়া বস্ত্রদ্বারা রঙ্গণ মালা সংগোপন
করিলেন ॥ ৫৫ ॥

ললিতা । হলা গোবিণ্ডা কোড়ি ভুজঙ্গস্ ইমস্ অক্খ-
লিদং অচ্চরিঅং বন্ধাচারিঅং দিট্ঠীঅ পঅড়ীভূতং । তা
অম্মোবি গহুঅ তং অথাগানু রাইণীং রাহিঅং নিবট্টাবেন্ধা ।
বিশাখা । সহি জুত্তং নন্তেসি ইত্থাভে পরিক্রামতঃ ॥ ৫৬ ॥
ললিতা । বিসাহে তুমং গহুঅ ইমাএ রঙ্গণ মালিএ পিঅ
সহিং আসাসেহি । অহং কখু এদং বুত্তং ভঅবদীএ
নিবেদিস্ সং । ইতি নিজ্জাস্তে ॥ ৫৭ ॥

গোপিকা কোটি ভুজঙ্গ এতন্ত অস্থলিতং আশ্চর্য্যং ব্রহ্মচর্য্যং দিষ্টা প্রকটীভূতং
তদ্বয়মপি গত্বা ত্বাং অস্থানানুরাগিণীং রাধিকাম্ নিবর্তয়ামঃ । বিশাখা সখি-
যুক্তং মন্ত্রয়সি অয়ন্তাবঃ । যদ্যন্তা অন্তরো রাগো বর্ততে তদা নিবর্তয়াব
ইত্যাকু। আবয়োগর্মনে সতি এতন্ত বৈকল্যং ভবিষ্যতি । ততশ্চ আবাসঃ
পর্যবর্তনিস্যথে কিম্বা স্বয়মেব তন্তা আলয়ং অনুসরিস্যাতীতি ॥ ৫৬ ॥

বিশাখে ত্বং গত্বা এতয়া রঙ্গণ মালিকয়া প্রিয়সখী মাখসিহি অহং খলু
ইদং বুত্তং ভগবতৌ নিবেদয়িস্যামি ॥ ৫৭ ॥

ললিতা । সখি ! কোটি গোপিকাকামূকের অস্থলিত আশ্চর্য্য
ব্রহ্মচর্য্য স্ব চক্ষে দেখিলা ত, অঁতএব চল আমরাও গিয়া
সেই অস্থানানুরাগিণী রাধাকে নিবৃত্ত করি ॥
বিশাখা । সখি ! ভাল মন্ত্রণা করিয়াছ, এই বলিয়া উভয়ে
গমন করিতে করিতে ॥ ৫৬ ॥

ললিতা । কহিলেন, সখি বিশাখে ! তুমি গিয়া এই রঙ্গণ
মালা দ্বারা প্রিয়সখীকে আশ্বাস প্রদান কর, আমি গিয়া
ভগবতী পৌর্ণমাসীকে এই বৃত্তান্ত নিবেদন করি ।
(এই বলিয়া উভয়ের প্রস্থান) ॥ ৫৭ ॥

মধুমঙ্গলঃ । ভোঃ বঅস্ স আদরিজ্জন্তং বি অগ্নাণং কীস
আদরাবেসি ইদং ক্খু পচাদবপবদাহিরোহনস্ অহি-
রোহিণী নিম্মাণং দাব ।

কৃষ্ণঃ । সথে সত্যং ত্রবীসি সাহসিক্যং হসিতে নৈবানু-
ষ্ঠিতং ॥

মধুমঙ্গলঃ । পেক্খ গোইজুঅলং গেষপহং অদিক্যমিদং ॥ ৫৮

কৃষ্ণঃ । সানুতাপং ।

শ্রদ্ধা নিষ্ঠুরতাং মমেন্দু বদনা প্রেসাক্কুরং ভিন্দতী

ভো আদ্রিয়মানমপি আত্মানং কস্মাদাদরয়সি । ইদং খলু পশ্চাত্তাপ
পৰ্বতাক্ষিরোহণস্তাহি রোহিণী নির্মাণং তাবৎ নিঃশ্রেণি স্বধিরোহিণী
তামরঃ ॥ ৫৮ ॥

সাহসিক্যং সহসা প্রবর্তনং পশু গোপীযুগলং নেত্রপথমতিক্রান্তং তৎ

মধুমঙ্গল । অহে বয়স্য ! তোমাকে ত আদরই করিতেছে,
তবে কেন তুমি আর আপনার আদর বৃদ্ধি করাইতেছ,
পশ্চাতে তোমাকে যে সম্ভাপ পৰ্বতে আরোহণ করিতে
হইবে তাহার এই সোপান স্বরূপ হইল ॥

কৃষ্ণ । সথে ! সত্য বলিয়াছ, আমি হাসিতে হাসিতে হঠাৎ
একটা সাহসের কার্য্য অনুষ্ঠান করিলাম ॥

মধুমঙ্গল । দেখ গোপিকা দয় আমাদের নেত্রপথ অতীত
হইয়াছে অতএব তাহাদের প্রত্যাবর্তনই বা কি রূপে
সম্ভবে ॥ ৫৮ ॥

কৃষ্ণ । (অনুতাপের সহিত) আহা ! সেই ইন্দুবদনা আমার

স্বাস্তে শান্তিধূরাং বিধায় বিধুরে প্রায়ঃ পরাক্ষিষ্যতি ।

কিন্মা পামর কাম কাম্মুক পরিভ্রস্তা বিমোক্ষাত্যনুন্

হা মৌক্ষাৎ ফলিনী মনোরথলতা মুদ্রী ময়োন্মূলিতা ॥ ৫৯ ॥

পরাবর্তনার্থং সংপ্রতি ন বক্তব্যমিতি ভাবঃ ॥ ৫৯ ॥

নিষ্ঠুরতা শ্রবণ করিয়া হয় ত প্রেমাকুর ছেদন পূর্বক
দুঃখিত হৃদয়ে ধৈর্য্য বিধান করত ব্যথিতা হইবেন, না হয়
পামর কন্দর্পের ধনুর শব্দে ভীতা হইয়া প্রাণ সকলই
বিসর্জন করিবেন, হায় ! আমার কি কুকর্ম্ম করা হইল,
আমি মূঢ়তা প্রযুক্ত কোমল ফলবতী মনোরথ লতাকে
একেবারে উৎপাটিত করিয়া ফেলিলাম ॥ ৫৯ ॥

যথারাগ ॥

শুনিয়া নিষ্ঠুর, বচন আমার, সে চান্দবদনী রাধা ।
বাঢ়ল প্রেমের, অঙ্কুর সুন্দর, ভাঙ্গে পাঞা পাছে বাধা ॥
কি কহিব আর তোরে । কেন পরিহাস, বচন নৈরাশ,
কহিল হইয়া ভোরে ॥ ৬০ ॥ কিন্মা সেই ধনী, ধৈর্য্যধরে
জানি, অন্তরে ধরিয়া ব্যথা । পাছে সে ব্যথায়ে, সে তনু
জারয়ে উপায় কি করি এথা ॥ কিন্মা সুদারুণ, কামের
কামান বিস্কয়ে বিষম শরে । শিরিসের ফুল, জিনিয়া
কোমল, সে কি সহিবারে পারে ॥ তাহে সে মুগধি,
রূপের অবধি, ফলিনী মনোরথ লতা । ইহা কেন হেন,
বাঞ্ছনা বচন, কহি কৈনু উন্মূলিতা ॥ অমৃত পুতলী,
রূপের আগলি, না জানি কি জানি হয় । এ যত্ননন্দন,
দাম তহি ভণ, দরশে পরাণ রয় ॥ ৬১ ॥

মধুমঙ্গলঃ । দাগীং কিং এথ শরণং ।

কৃষ্ণঃ । সখে প্রত্যনঙ্গলেখং বিনা নান্যৎ পশ্যামি শরণং ।

মধুমঙ্গলঃ । কিং এথ লেহসাহং ।

কৃষ্ণঃ । বশীকার ক্রিয়া প্রশস্তো রাগবান্ জবানির্ঘাসঃ ।

মধুমঙ্গলঃ । এহি ওড়ু মহাডুই মণ্ডিদং নাদিদূরে পক্খন্দণ
তিথং গচ্ছন্না ইতি নিজ্জান্তো ॥

ততঃ প্রবিশতি বিশাখয়া প্রবোধ্যমানা রাধা ।

রাধা । সখেদং সংস্কতেন ।

যন্তোৎসঙ্গ সুখাশয়া শিথিলিতা গুৰ্ব্বা গুরুভ্যস্তপা

প্রাণেভ্যোহপি স্নহতমাঃ সখি তথা যুয়ং পরিক্লেশিতাঃ ।

ইদানীং কিমত্র শরণং কিং লেখসাধনং । এহি ওড়ু মহাটবী মণ্ডিতং

মধুমঙ্গল । এক্ষণে উপায় কি ?

কৃষ্ণ । সখে ! অনঙ্গ পত্রিকার প্রত্যুত্তর ভিন্ন অন্য কোন
উপায় দেখি না ।

মধুমঙ্গল । এস্থলে লিখিবার উপকরণ কি ? ।

কৃষ্ণ । বশীকরণ কার্য্যে প্রশস্ত লোহিত জবা পুষ্পের নির্ঘাস ।

মধুমঙ্গল । আইস, অদূরে জবা পুষ্পবনশালী প্রস্কন্দন তীর্থ
আছে আমরা গমন করি ।

(এই বলিয়া দুইজনে চলিয়া গেলেন)

অনন্তর বিশাখা কর্তৃক প্রবুধ্যমানা শ্রীরাধার প্রবেশ ।

শ্রীরাধা । (খেদের সহিত সংস্কৃত ভাষায়) হে সখি ! যাঁহার

ক্রোড়দেশে নিবাস রূপ সুখাশায় গুরুজন সকাশাৎ

ধৰ্ম্মঃ সোপি মহান্ময়া ন গণিতঃ সাধ্বীভিরধ্যাসিতো
ধিক্ ধৈর্য্যং তদুপেক্ষিতাপি যদহং জীবামি পাপীয়সী ।

নাতিদূরে প্রস্কন্দন তীর্থং গচ্ছাবঃ ॥ ৬০ ॥

লজ্জাকে শৈথিল্য করিয়াছি, তোমরা যে প্রাণ অপেক্ষাও
প্রিয়তম তথাপি তোমাদিগকে কত ক্লেশ দিয়াছি এবং
সাধ্বীগণের অনুষ্ঠিত মহান্ ধৰ্ম্মকেও আমি গণনা করি
নাই অতএব এই পাপীয়সী আমি যখন কৃষ্ণ উপেক্ষিত
হইয়াও জীবন ধারণ করিতেছি তখন আমার ধৈর্য্যকে
ধিক্ । এই বলিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন ॥ ৬০ ॥

যথারাগ ॥

যার সঙ্গস্থখ আশে, কৈনু ধৰ্ম্ম কৰ্ম্ম নাশে, তেয়াগিনু
গুরু লজ্জাগণ । যত সখীগণ তোরা, প্রাণ হইতে অধিক
মোরা, দুঃখ দিল যাহার কারণ ॥ সখি হে রহ ধৈরজ
আমার । সে কৃষ্ণ উপেক্ষা শুনি, তুভু রহে পাপপ্রাণী,
কিবা চাহে করিবারে আর ॥ ধ্রু ॥ যাহার লাগিয়া সতী,
ধৰ্ম্ম তেয়াগিনু অতি, না গণিনু দুর্জন বচন । দুকূলে
কলঙ্ক হইল, তাহা নাহি মনে কৈল, সে রূপে মগন
কৈনু মন ॥ যাহার লাগিয়া কত, গুরুর গঞ্জন যত,
করিয়া লইনু হিয়া হার । এতেক কহিতে রাই, মূর্ছা
পাইঞা সেই ঠাঞি, পড়ি রহে জ্ঞান নাহি আর ॥
বিশাখা সম্ভ্রমে যাইঞা, তাঁরে কহে ধরি লঞা, ধৈর্য্য
হও না ভাব অসার । ইহা শুনি পোড়ে মনে, দাস যদু

ইতি মূচ্ছতি ॥ ৬০ ॥

বিশাখা । সমস্ত্রমং । সহি সমস্‌সম সমস্‌সম । ইতি
রঙ্গণমালাং স্রাণেহর্পয়তি ।

রাধিকা । সংজ্ঞাং লব্ধ্বা হলা কিং এদং অচ্চরিঅং জং সংমো-
হণং বি পবোহেদি ।

বিশাখা । মালাং নিবেদ্য সংস্কতেন ॥ ৬১ ॥

অঙ্গোত্তীর্ণ বিলেপণং সখি সমাকৃষ্টিক্রিয়ায়াং মণি
মন্ত্ৰো হন্ত মুহূর্বশীকৃতিবিধৌ নামাস্ত্র বংশীপতেঃ ।

সখি সমাস্থসিহি সমাস্থসিহি । সখি কিমিদমাশ্চর্য্যং বৎ সংমোহনমপি
প্রবোধয়তি ॥ ৬১ ॥

অঙ্গোত্তীর্ণেতি আসাং মণিমন্ত্র মহৌষধীনাং কঃ পরমাচিন্ত্য্যং প্রভাবাবলীঃ
ন গৃণাতি অপিতু সর্ব্ব এব । এবং শুণেন অনেন উপেক্ষিতমপি এণং হত

নন্দন, মুখে বাক্য না হয় সঞ্চার ॥ ৬০ ॥

বিশাখা । (সস্ত্রমের সহিত) সখি ! স্থির হও, স্থির হও,
এই বলিয়া রঙ্গণ মালা নাসিকায় অর্পণ করিলেন ॥

শ্রীরাধা । (চেতন পাইয়া) সখি । একি আশ্চর্য্য বস্তু,
এ যে মূচ্ছিতকেও চেতন করিল ॥

বিশাখা । (মালা সমর্পণ পূর্ব্বক সংস্কৃত ভাষায়) ॥ ৬১ ॥

সখি ! বংশী বদনের অঙ্গোত্তীর্ণ বিলেপন আকর্ষণ
ক্রিয়ায় মণি স্বরূপ, নাম বশীকরণ বিষয়ে মন্ত্র সদৃশ, আর
এই নির্মালা মালা অন্তঃকরণের মোহন বিষয়ে মহৌষধি

নিশ্চাল্যস্রগিয়ং মহৌষধিরিহ স্মান্তস্ম সংমোহনে

নাসাং কস্তিস্থণাং গৃণাতি পরমাচিন্ত্যাং প্রভাবাবলীং ॥

রাধিকা । স্বগতং । এবং গুণেণ ইমিণা উবেক্খিদং বি
গং হৃদ সরীরং কথং অজ্জবি নীলজ্জাহং ধারেমি তা
কালিঅ হৃদ পবেসো বাঅং অণুসরিস্-সং ।

প্রকাশং । বিসাহে বিগ্গবেহি গুরুঅণং জং বারহাদিট্ঠ
তিথং গদুঅ সূরং অচ্চিহু কামান্নি ॥ ৬২ ॥

বিশাখা । সাহু স্মমরাইদং পিঅসহীএ জং অজ্জাএ জড়িলাএ

শরীরং কথমদ্যাপি নিলজ্জা ধারয়ামি তং কালিয় হৃদ প্রবেশোপায়মনুসরি-
য়ামি । বিশাখে বিজ্ঞাপয় গুরুজনং যং দ্বাদশাদিত্য তীর্থং গত্তা সূর্য্যমর্চ-
য়িতু কামান্নি ॥ ৬২ ॥

সাপ্ত আরিতং প্রিয়সখা! যং আৰ্য্যয়া জটিলয়্যাপি ইদমেব ইদানীমাদি-

স্বরূপ, অতএব হে রাধে! এই তিন মণি মন্ত্র মহৌষধির
পরম আশ্চর্য্য প্রভাব কে না কীর্তন করে?

শ্রীরাধা । (মনে মনে) আমি কি নিল্লজ্জ, ঈদৃশ গুণশালি
কর্তৃক উপেক্ষিত এই হত শরীর এখন কি প্রকারে
ধারণ করিব, অতএব কালিয় হৃদ প্রবেশের উপায় অনু-
সরণ করি । (এই বলিয়া প্রকাশ পূর্বক) বিশাখে!
তুমি গুরুজন নিকটে গিয়া তাঁহাদিগকে জানাও যে
আমি দ্বাদশাদিত্য তীর্থে গমন করিয়া সূর্য্যদেবের অর্চনা
করিতে ইচ্ছা করিয়াছি ॥ ৬২ ॥

বিশাখা । প্রিয়সখি! ভাল স্মরণ করিয়া দিলা, যে হেতু

বি এদং জেব্ব দাণিং আদিট্ঠন্নি তা এহি ইত্তাভে
পরিক্রামতঃ ।

রাধিকা । সব্যামোহং ॥ ৬৩ ॥

মং পরিহরই মুউন্দো তহবি ছুরাসা বিরোধিনী ভহই ।

ষ্টান্নি । তদেহি ॥ ৬৩ ॥

মাং পরিহরতি মুকুন্দঃ তদপি ছুরাশা বিরোধিনী দহতি । মম সখি

আর্য্য। জটীলাও এক্ষণে আমাদিগকে ইহাই আদেশ করি-
য়াছেন, তবে আইস । এই বলিয়া দুই জনে গমন
করিতে লাগিলেন ।

শ্রীরাধা । (মোহের সহিত) সখি ! মুকুন্দ আমাকে পরি-
ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি বিরোধিনী ছুরাশা
আমাকে দগ্ধ করিতেছে, হে সখি ! এক্ষণে আর আমার
অন্য আশ্রয় নাই, গভীর জলশালিনী যমভগিনী যমুনাই
একমাত্র আশ্রয় দেখিতেছি ॥

যথারাগ ॥

মোরে তেয়াগিল, শ্যামল সুন্দর, শুনিল এসব কাণে ।
ছুরাশা বিরোধি, হঞা নিরবধি, তথাপি দগ্ধে মনে ॥
সই দড়াইলু এই সার । সে হরি দুর্লভ, না হয় সুলভ,
মরণে সে প্রতিকার ॥ ধ্রু ॥ কালিন্দী গভীর, জলের
ভিতর, প্রবেশ করিব আমি । তবে সে পিরিতি, রহয়ে
কি রীতি, নিশ্চয় আমিহ তুমি ॥ বিশাখা শুনিয়া, দুঃখ
ভেল হিয়া, বুঝিয়া ধৈরজ রহ ॥ এমতে রাধিকা, ব্যাকুলা

মহ সহি গহীরনীরা সরণং বহিনী কিদান্তস্ ॥

বিশাখা । হলা পেক্খ পথাণে মঙ্গল সূঅণাইং সউণাইং
তা একং মা ভণ ॥

রাধিকা । পুরো দৃক্কা । ৬৪ ॥

হলা কথং এসা পূব্ব দিসাগুহে অআলিঙ্গ সঞ্ঝা দীসই ।

বিশাখা । এ ক্খু সঞ্ঝা পেক্খ পক্খন্দণে সুরস্ বল্লহা
পরিফুল্লিদা ওড্ডুরাই রেহদি । তা ইমস্ অগ্ঘকাছুং
এণং অবচিণ্ণুমা ॥ ৬৫ ॥

গহীর নীরা সরণং ভগিনী কৃতান্তত্ব । হলা পশু প্রস্থানে মঙ্গল সূচনানি
শুকুনানি তদেবং মা ভণ ॥ ৬৪ ॥

হলা কথমেমা পূর্বদিগ্গুখে আকালিকী সন্ধ্যা দৃশ্যতে ন খলু সন্ধ্যা
প্রস্কন্দনে সূর্য্যস্ত বল্লভা ওডুরাজী রাজ্জিতি । তদন্ত অর্ঘ্যং কর্ত্তুং এতদব
চিহ্নঃ ॥ ৬৫ ॥

অধিকা, ভাবের তরঙ্গে ভাসে । অনুরাগে মন, ধৈর্য্য
নহে পুন, ভণে যত্ননাথ দাসে ॥

বিশাখা । সখি ! আর একথা বলিও না, ঐ দেখ তোমার
প্রস্থানের মঙ্গলসূচক পক্ষি সকল শব্দ করিতেছে ॥

ত্রিরাধা । (অগ্রে দৃষ্টিপাত করিয়া) ॥ ৬৪ ॥

সখি ! কি প্রকারে পূর্বদিকে এই আকালিকী সন্ধ্যা
দেখিতেছি ॥

বিশাখা । সখি ওত সন্ধ্যা নয়, পূর্বদিকে সূর্য্যপ্রিয় জবা
কুম্মম সকল প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তবে চল সূর্য্যদেবের
অর্ঘ্য নিমিত্ত ঐ সকল কুম্মম চয়ন করি গিয়া ॥ ৬৫ ॥

ইত্যাভে তথা কুরুতঃ ।

ততঃ প্রাবিশতি বটুনা সহ কৃষ্ণঃ ।

কৃষ্ণঃ । সখে সেয়ং রাধাধর কান্তি তস্করী জবা রাজিঃ ।

মধুমঙ্গলঃ । অদো গং গিপ্পীড়িঅ গিন্মাহি পচ্চগঙ্গ লেহং ।

কৃষ্ণঃ । পরিক্রম্য সবিস্ময়ং ।

এষা নান্তিকবর্তিনী সুরগিরে রৈলারুতী হন্ত ভু

রগ্রে কিং কলয়ামি কাঞ্চনরুচামুদগার গৌরীর্দিশঃ ।

আং জাতং মণিনুপুর ধ্বনিভরাদালী জনালঙ্কতা

অতএতং নিষ্পিড্য নিশ্মাহি প্রত্যানঙ্গ লেখং । সুরগিরে: সুমেরো: ।

ঐলারুতী ইলারুত সম্বন্ধিনী ভুরেবা হন্ত নিশ্চিতং ন ভবতি তং কিং কাঞ্চন
কান্তীনাং উদগারেণ গৌরী: পীতবর্ণা: দিশ: কস্মাৎ পশ্যামি নিশ্চিত্যাহ

এই বলিয়া দুইজনে কুসুম চয়ন করিতে লাগিলেন ।

(অনন্তর মধুমঙ্গলের সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ । সখে ! শ্রীরাধার অধর কান্তি অপহরণকারিণী সেই
এই জবা শ্রেণী ।

মধুমঙ্গল । তাইত, সখে ! জবা কুসুম নিষ্পীড়ন করিয়া অন-
ঙ্গলেখার প্রত্যন্তর লিপি নির্মাণ কর ॥

কৃষ্ণ । (প্রদক্ষিণ পূর্বক বিস্ময়ের সহিত) সখে ! এত
সুমেরু সমীপবর্তি ইলারুত বর্ষ সম্বন্ধীয়া ভূমি নহে, তবে
কি প্রকারে সম্মুখে দিগ্ভ্রাণ্ডলকে স্বর্ণকান্তি উদগীরণকারি
গৌরবর্ণ দেখিতেছি । অতএব মণি নুপুরের ধ্বনি দ্বারা
নিশ্চয় জানিলাম, সখিগণ সমভিব্যাহারে কান্তি সকলের

কান্তীনাং কুলদেবতা বিলসিতুং বৃন্দাটবীং বিন্দতি ॥ ৬৬
মধুমঙ্গলঃ । হস্ত ভোঃ মগ্গিজ্জন্তুকি বাউরা সাহণে কুরঙ্গী
সঅং হথং গদা ॥

কৃষ্ণঃ । সানন্দং । সখে সাধু বিজ্ঞাতং । তদত্র বৃক্ষান্ত-
রিতৌ শুণুবঃ কিমসৌ প্রস্তোতি ইতি তথাস্থিতৌ ॥ ৬৭ ॥
শ্রীরাধা । বিশাখামালিন্য সাশ্রং । হলা এসৌ জনো কথা
পসঙ্গে সঅং স্মরিদবেবা ॥

আং জ্ঞাতমিত্যাदि ॥ ৬৬ ॥

ভো মৃগ্যামানে বাগুড়া সাধনে কুরঙ্গী স্বয়ং হস্তং গত । বাগুড়া মৃগ-
বন্ধনীত্যমরঃ ॥ ৬৭ ॥

এষ জনঃ কথা প্রসঙ্গে স্বয়ং স্মর্তব্যঃ । সখি অক্ষীণ ধীরত্বাদি শুণা ত্বং
ভগ্যসে তৎ কিমিতি এবমুদ্বিগ্নাসি । সখি নিগুণীকৃতান্মি তেন ধূর্তেন ।

কুলদেবতা বিলাসার্থ বৃন্দাবন পর্য্যটন করিতেছেন ॥ ৬৬
মধুমঙ্গল । তাহে ! অন্বেষণ করিয়া বাগুড়া দ্বারা যে কুরঙ্গীকে
ধরিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে, সেই কুরঙ্গী স্বয়ং আসিয়া হস্ত
গত হইল ॥

কৃষ্ণ । (আনন্দের সহিত) সখে ! ভাল জানিয়াছ, তবে
চল আমরা দুইজনে বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া ইনি কি
বলেন শ্রবণ করি । এই বলিয়া দুই জনে সেই রূপে
অবস্থিত হইলেন ॥ ৬৭ ॥

শ্রীরাধা । (বিশাখাকে আলিঙ্গন পূর্বক সাশ্রনেত্রে)
সখি ! কথার প্রসঙ্গে মাদৃশ জনকে স্মরণ করিও ॥

বিশাখা । সবাঙ্গং । সহি অচ্ছীগ ধীরত্ত্বাদি গুণা ভগিজ্জসি
তা কিত্তি এবং উবিসগ্গাসি ।

রাধিকা । সহি গিগ্গুণী কিদম্মি তিণা ধুত্তেণ । ইত্তি
সংস্কতেন ।

যশোর স্থলমণ্ডলং ধ্বতিনদীরোধক্রিয়াপণ্ডিতং

বভ্ৰেন্দু কুলধর্মপঙ্কজবনী সঙ্কোচদীক্ষাব্রতী ।

যশোর ইতি উদ্বিগ্নঃ চিরব্রীড়ায়্য অভিচার অধরো বাভ্যাং দৃশোভঙ্গী

বিশাখা । (অশ্রু মোচন করিতে করিতে) সখি ! তোমাকে
লোকে সম্পূর্ণ ধৈর্য্যগুণ শালিনী বলিয়া থাকে, তবে কেন
তুমি এ প্রকার উদ্বিগ্ন হইতেছ ? ॥

শ্রীরাধা । সখি ! সেই ধূর্তইত আমাকে গুণহীনা করিয়াছে
(এই বলিয়া সংস্কৃতভাষায়) সখি ! যাঁহার বিশাল বক্ষঃ-
স্থলকুলস্ত্রীদিগের ধৈর্য্য নদী রোধ করিতে স্পণ্ডিত, যাঁহার
মুখচন্দ্র কুলধর্মরূপ পঙ্কজ বনকে সঙ্কোচ করিবার নিমিত্ত
দীক্ষা পূর্বক ব্রত ধারণ করিয়াছে এবং যাঁহার বাহুদ্বয়
উন্নত লজ্জা বিনাশ জন্য অভিচার রূপ যজ্ঞের যুগ সদৃশ
অর্থাৎ যজ্ঞীয়পশু বন্ধন নিমিত্ত কাষ্ঠ বিশেষ । হা কষ্ট
হে সখি ! অধিক কি বলিব, যাঁহার লোচন ভঙ্গী রূপ
ভুজঙ্গী কুলস্ত্রীদিগের সমুদায় ধর্ম গ্রাস করিয়া ফেলি-
য়াছে ॥ ৬৮ ॥

যথারাগ ॥

যার পরিসর বুক, জাগয়ে সকল স্থখ, হরে কুলনারী

দোষুপৌ নিতরামুদঙ্কিত চিরব্রীড়াভিচারাদ্বরৌ
 হা কক্ষং নিখিলঙ্গিলা সখি দৃশোৰ্ভঙ্গী ভুজঙ্গীতু সা ॥ ৬৮
 কক্ষঃ । প্রিয়ে তন্মাধুর্য্যেণ মাধবশ্চ জড়ীকৃত্য নিগুণামবস্থাং
 নীতোহয়ং ॥

ভুজঙ্গীতু নিখিলঙ্গিলা নিখিলঙ্গিলতি ॥ ৬৮ ॥

ভো বকীহস্তঃ পুতনাধাতিন্ বাল্যমারভ্যেব স্ত্রীবধে অভ্যাগো বৰ্ত্ততে এব
 ইত্যর্থঃ । গৃহান্তরিতি । বদিচ এতাং দশাং নীতা বয়ং তথাপি ঐধুনা উদা-

গণ চিত । তাহার মাধুরী ভাল, যত কুলাঙ্গনা জাল,
 ধৈর্য্য নদী ধোরণ পণ্ডিত ॥ সখি হে কহ এবে কি করিব
 আমি । সুন্দর মধুর নায় মাধুর্য্য মুরলী গান, তাতে
 ধৈর্য্য ধরে কেবা প্রাণী ॥ ৬৯ ॥ বদন চান্দের ছান্দ, মদন
 দেখিয়া ধান্দ, অথও নলিনী নিশি দিনে । কুলাঙ্গনা
 ধর্ম্ম যত, পঙ্কজ বনের মত, তাহা সঙ্কোচিত করে হিমে ॥
 কক্ষঃ বাহু দুই নহে, কন্দর্পের স্রব বহে, সতী লজ্জা হরি
 করে জাগে । নয়ন ভঙ্গিম ঠাম, শীতল ভুজঙ্গ ভান,
 দেখি ধর্ম্ম ভেক গণ ভাগে ॥ তাঁহা প্রতি অঙ্গতার,
 মদন বাণের জাল, অলখিতে কুলবতী চিত । বিঙ্গিয়া
 বিকল করে, প্রাণ নাহি রহে ধরে, কহে যত্ননন্দন
 এ রীত ॥ ৬৮ ॥

কক্ষঃ । প্রিয়ে ! তোমার মাধুর্য্য সঞ্চবকেও জড়ীভূত করিয়া
 নিগুণ অবস্থা প্রাপ্ত করাইয়াছে ॥

রাধিকা । আকাশে অঞ্জলিঃ বধা সংস্কতেন ।

ভোকীহন্তঃ ।

গৃহান্তঃ খেলন্ত্যো নিজ সহজ বাল্যশ্রু বলনা

দভদ্রং ভদ্রং বা নহি কিমপি জানীমহি মনাক্ ।

বয়ং নেতুং যুক্তাঃ কথমশঙ্কণাং কামপি দশাং

সীন পদবী কিং নাযা ত্রায়োচিতা তস্মাদস্মাকং বধার্থমেব ব্যবসায়
ভাবঃ ॥ ৬৯ ॥

শ্রীরাধা । (আকাশে অঞ্জলি বন্ধন পূর্বক সংস্কৃত ভাষায়)

অহে পুতনাঘাতিন্ ! অর্থাৎ বাল্য অবধিই তোমার স্ত্রী
বধে অভ্যাস আছে । যাহা হউক আমরা স্বীয় বাল্য
স্বভাব প্রযুক্ত গৃহ মধ্যে ক্রীড়া করিয়া থাকি, ভাল মন্দ
কিছুই জানিনা, ইহাতে কি তোমার আমাদিগকে
আশ্রয় শূন্য দশা প্রাপ্ত করণ উচিত, অথবা তোমার
উদাসীন পদবী অবলম্বন করাই কি যুক্তি সঙ্গত ॥

যথা ণাগ ॥

গৃহের ভিতরে হরিষ অন্তরে খেলিয়ে বিবিধ খেলা ।
সহজে আপন, বয়স যেমন, নবীম কুলের বাল্য ॥ হরি
হরি হেন না বুঝিয়ে । গৃহ ছাড়াইয়া রূপথে ফেলিয়া
উদাসীন হৈলা মোরে ॥ ৬৯ ॥ ভাল মন্দ আমি, কিছু
নাহি জানি, হেন দশা কৈলে কেনে । অতি অবিচার,
দেখিয়া ব্যভার, চমক লাগয়ে মনে ॥ উদাসীন কৈলে,
পুন তেয়াগিলে, তুমি নিদারুণ রাজ । তোহে নাহি

কথং বা ন্যায়্য। তে প্রথয়িতুমুদাসীন পদবী ॥

কৃষ্ণঃ । প্রিয়ে কঃ খলু জিজীবিষুজী বাতুভূতায়াঃ সিন্ধৌষধি
লতায়ামুদাস্তে ॥ ৬৯ ॥

রাধিকা । নিঃশ্বস্ত । হলা এসা পিআ মে একাবলী অপ্পণে
কণ্ঠে তুএ ধারণিজ্জা ইতি কণ্ঠাদেকাবলীমুত্তারয়তি ।
বিশাখা । হঠান্নিবার্য্য । হলা এবং অণুদিট্ঠন্তী কিম্ভিমং
ডহসি জং ললিতং পড়িক্খিঅ ণিরুজ্জমস্সি ইতি রোদিতি

এষা প্রিয়া মে একাবলী তয়া কণ্ঠে ধারণীয়া । হলা এবমমুত্তিষ্টন্তী কিমিতি
মাং দহসি । যৎ ললিতাং প্রতীক্ষ্য নিরুদ্যমাশ্বি ॥

ছুঃখ, মোর ফাটে বুক, জীবনে লাগয়ে লাজ ॥ শয়ন
ভোজনে, তনু বেশ গণে, তিলেক না লয়ে চিত । এ যদু-
নন্দন, দাস তহি ভণ, নবীন লেহক রীত ॥

কৃষ্ণ । প্রিয়ে ! কোন্ জন বাচিতে ইচ্ছা করিয়া জীবনৌষধি
স্বরূপ সিন্ধু ঔষধি লতাকে উপেক্ষা করিয়া থাকে ॥ ৬৯ ॥

শ্রীরাধা । (নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি ! আমার এই
প্রিয়তম একাবলী হার গাছটী তুমি আপনার কণ্ঠে ধারণ
কর, এই বলিয়া স্বীয় কণ্ঠ হইতে একাবলী হার উত্তারণ
করিলেন ॥

বিশাখা । (হঠাৎ নিবারণ করিয়া) সখি ! এপ্রকার অনু-
ষ্ঠান করিয়া কেন আমাকে দগ্ধ করিতেছ, যে হেতু
আমি ললিতাকে প্রতীক্ষা করিয়া নিরুদ্যম হইয়া রহি-
য়াছি । এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন ॥

রাধিকা । সংস্কৃতেন ।

অকারুণ্যঃ কৃষ্ণো যদি ঐয়ি তবাগঃ কথকিদং

মুখা মারোদীর্মে কুরু পরশ্চিন্মাত্তর কৃতিং ।

তমালশ্চ স্কন্ধে সখি কলিত দোৰ্বলরিরিয়ং

যথা বৃন্দারণ্যে চিরমবিচলা তিষ্ঠতি তনুঃ ॥ ৭০ ॥

কৃষ্ণঃ । সাস্রং । সখে দৃষ্টানুরাগস্য সাধিষ্ঠতা ।

রাধিকা । স্বগতং ভুবরাবেদি মং কাবি ঘণুক্ঠা । প্রকাশং ।

হলা সূরং অচ্চিঅ কিম্পি অত্তথিহু কামস্মি । তা জাব

অকারুণ্য ইতি উত্তরকৃতিঃ অস্তুষ্টি কৰ্ম্মঃ ॥ ৭০ ॥

সাধিষ্ঠেতি অস্তিক বাঢ়য়োনৈদ সাধাবিতি বাঢ়শ্চ সাধাদেশঃ । স্বরয়তি মাং
কাপি ঘণোৎকঠা । সখি স্বৰ্য্যমর্চয়িত্বা কিমপার্থরিতু কামাস্মি তৎ বাবৎ

শ্রীরাধা । (সংস্কৃত ভাষায়) সখি ! কৃষ্ণ যদি আমার প্রতি

অকরণ হইলেন, তাহাতে তোমার কোন দোষ নাই,

আর বৃথা রোদন করিও না, তমাল বৃক্ষের শাখায় বাহু-

লতা আবদ্ধ করিয়া বাহাতে বৃন্দাবন মধ্যে চিরকাল অবি-

চলভাবে আমার এই দেহ অবস্থিত থাকে এমন করিয়া

আস্তুষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করিও ॥ ৭০ ॥

কৃষ্ণ । (অশ্রু মোচন করিতে করিতে) সখে ! অনুরাগের

আতিশয্য দেখিলে ? ।

শ্রীরাধা । (মনে মনে) যমুনা প্রবেশ নিমিত্ত গাঢ় উৎকণ্ঠা

আমাকে ত্বরান্বিত করিতেছে । (প্রকাশ করিয়া)

সখি ! সূর্য্যদেবকে অর্চনা করিয়া কোন বিষয় কামনা

সিগাণং কহুঅ গিবুত্তা ভবে তাব তুমং এথ পুপ্পং অব-
চিগেহি ইতি তীর্থাভিমুখং দ্বিত্রাণি পদানি গত্তা পুনরাজ
গতং ।

হস্ত হস্ত সৌ তিল্লোক মোহন মুহচন্দ্রো পুণো মএ ণ দিট্ঠা
ইতি সোৎকণ্ঠং নিবৃত্ত্য প্রকাশং ।

হলা পসীদ পসীদ দংসেহি ণং পড়িচ্ছন্দঅং ।

বিশাখা । সহি গথি এথ চিত্রফলঅং ।

রাধিকা । সব্যথং । তদো গণিহাণেণ ণং পচ্চকুখী করিস্সং ।

জ্ঞানং কৃত্বা নিবৃত্তা ভবেয়ং তাবত্তং অত্র পুষ্পমবচিনু । হস্ত স ত্রৈলোক্য
মোহন মুখচন্দ্রো ময়া পুন ন দৃষ্টঃ । হলা প্রসীদ দর্শন এনং প্রতিচ্ছন্দকং ।
সখি নাস্ত্যত্র চিত্র ফলকং ততঃ প্রণিধানেন এনং প্রত্যক্ষী করিষ্যামি ॥ ৭১ ॥

করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, অতএব যাবৎ আমি জ্ঞান না
করিয়া আইসি, তাবৎ তুমি পুষ্পচয়ন কর, এই বলিয়া
যমুনাভিমুখে দুই তিন পদ গমন পূর্বক (পুনরায় মনে
মনে) হায় ! সেই ত্রৈলোক্য মোহন শ্রীকৃষ্ণের মুখ চন্দ্র
পুনরায় আর আমি দেখিতে পাইলাম না ? (এই বলিয়া
সোৎকণ্ঠে প্রত্যাবর্তন পূর্বক প্রকাশ করিয়া) সখি !
প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও, আর একবার আমাকে সেই চিত্র-
পটখানি দেখাও ॥

বিশাখা । সখি ! এখানে ত চিত্রফলক নাই ॥

শ্রীরাধা । (বাথার সহিত) তবে ধ্যান করিয়া ইহাঁকে
প্রত্যক্ষ করিব ॥

ইতি ধ্যানং নাটয়তি ॥ ৭১ ॥

কৃষ্ণঃ । সখে পীতমপীত পূৰ্ব্বং উন্মাদকং শ্রোত্র মাধবীকং ।

তদগ্রতো গচ্ছাব ইত্যুভৌ তথা কুরুতঃ ।

বিশাখা । বিলোক্য সানন্দ সংভ্রমঃ । সহি দিট্ঠিআ তুজ্জ্বা

সুহজ্জ্বাণেণ ফলিদং । তা ঝত্তি উগ্ঘাড়েহি লোঅণং ।

রাধিকা । দৃশৌ দরোন্মীল্য চমৎকারং নাটয়তি ॥

বিশাখা । সংস্কৃতেন ॥ ৭২ ॥

যদর্থং সঙ্কীর্ণে তপসি হত কন্দর্প কদনে

মুদুং বা দুর্ব্বারে জ্বলয়সি তনুং প্রেমদহনে ।

সখি দৃষ্ট্যা তব শুভ ধ্যানেন ফলিতং তং ঝাট্ঠি উদ্বাটয় লোচনং ॥ ৭২ ॥

যদর্থমিতি অথগেণ আপীড়ং শিরোহবতংসং কলয়ন্ ধারয়ন্ ॥ ৭৩ ॥

এই বলিয়া ধ্যান মুদ্রা অভিনয় করিলেন ॥ ৭১ ॥

কৃষ্ণ । সখে ! পূর্ব্বে কখন যাহা শ্রবণ কর নাই এমত কর্ণ

রমায়ন বাক্য শ্রবণ করিলা ত, তবে আইস আমরা অগ্রে

গমন করি । এই বলিয়া দুইজনে চলিয়া গেলেন ॥

বিশাখা । (অবলোকন করিয়া আনন্দ সম্ভ্রম সহকারে)

সখি ! কি ভাগ্যের বিষয়, তোমার শুভ ধ্যান সফল

হইল, অতএব শীঘ্র লোচন যুগল উন্মোচন কর ॥

শ্রীরাধা । জীষৎ নয়ন উন্মীলন করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করি-

লেন ॥ ৭২ ॥

বিশাখা । (সংস্কৃত ভাষায়) সখি ! তুমি যাহার জন্য

নিবিড় কন্দর্প পীড়ায় পতিত হইয়াছ এবং যাহার নিমিত্ত

অথগুণাপীড়ং সখি নব শিখণ্ডেন কলয়ন্
 বিলাসী সোহয়ন্তে স্ফুরতি পুরতো জীবিতপতিঃ ॥ ৭৩ ॥
 রাধিকা । অন্মহে সিবিগস্ স মাহুরী ।
 বিশাখা । অবিসন্ধে এসো দে অউরুসো সিবিণো যো
 গিন্দাএ বিণাবি গিপ্পণো ॥
 কৃষ্ণঃ । অসৌ দৃগ্ভঙ্গীভিঃ কুসুমশরমঙ্গীকৃতশরং
 সৃজনী দন্তীন্দ্র ক্রমণ কমনীয়ালস গতিঃ ।
 অদূরে রন্তোরুরিহ বদন বিন্ধস্য সুষমা

অহো স্বপ্নস্য মাধুরী । অবিশ্রম্যে তে এষঃ অপূৰ্ণ স্বপ্নঃ যো নিদ্রয়া
 বিনাপি নিষ্পন্নঃ ॥ ৭৪ ॥

দুৰ্দ্ধার প্রেমানল তোমার যুদ্ধ কলেবর দগ্ধ করিতেছে,
 সেই অথগু নব ময়ূরপুচ্ছধারী বিলাস শীল সেই এই
 তোমার জীবিতপতি অগ্রে দণ্ডায়মান ॥ ৭৩ ॥
 শ্রীরাধা । অহো ! স্বপ্নের কি আশ্চর্য্য মাধুরী ।
 বিশাখা । অবিশ্বাসিনি ! এ তোমার আশ্চর্য্য স্বপ্ন, যে হেতু
 নিদ্রা ব্যতিরেকেও নিষ্পন্ন হইয়াছে ॥
 কৃষ্ণ । কি আশ্চর্য্য ! অদূরবর্ত্তিনী এই গুরু নিতম্বিনী আপ-
 নার সুমন্দ গতি দ্বারা মত্ত করীন্দ্রের গতিকে ন্যাকার
 করিয়া দৃগ্ভঙ্গী দ্বারা সশর কুসুমশরকে সৃজন করিতেছেন
 এবং স্বীয় বদন বিম্বের শোভা দ্বারা প্রফুল্ল কমলের
 মধুরিমাকেও দমিত করিতেছেন ॥

সমারম্ভাদন্তোরহ মধুরিমাণং দময়তি ॥

রাধিকা । কৃষ্ণে দৃগন্তং নর্তয়ন্তী স্বগতং ॥ ৭৪ ॥

সাহু রে হিঅঅ সাহু দিট্ঠিআ মুহুত্তং বিলম্বিতং ।

কৃষ্ণঃ । শ্রিত্বা ধূর্তে বিশাখিকে সমস্তান্মৃগ্যমানা দিক্টিয়া
ত্বমত্র দৃষ্টাসি । যদদ্য ভবত্যা রূপ সাদৃশ্যাদপাকিম গুঞ্জা-

সাধু রে হৃদয় সাধু সাধু দিষ্ট্যা মুহুত্তং বিলম্বিতং ॥ ৭৫ ॥

যথারাগ ॥

দীঘল নয়ন ভঙ্গী, করে শর বররঙ্গী, অঙ্গীকার করয়ে
সজ্জন । মন্তর গমনী ধনী রমণীর শিরোমণি, গজপতি
করয়ে দমন ॥ ধনি ধনি এই রূপ অতি নিরূপমা । বিজুরী
ঝলকে অঙ্গ, লাবণি অমিয়া ভঙ্গ, যে কহয়ে স্নেহে কেহো
সমা ॥ ধ্রু ॥ রাম রম্ভাগণ জিনি, উরুযুগ স্তবলনী, উন্নত
নিতম্ব মনোহরা । উচ্চ কুচ যুগ শোভা, নাজা হীন
কেশরি লোভা, তাতে নব যৌবনের ভরা ॥ বদন কমল
বন, দমন মাধুরীপণ, তাহাতে মধুর মুছ হাস । শোভা
দেখি স্তব্ধ মন, হৈল কৃষ্ণ সেই ক্ষণ, দেখি যছনন্দন
উল্লাস ॥

শ্রীরাধা । (নয়ন প্রাপ্ত নৃত্য করাইয়া মনে মনে) ॥ ৭৪ ॥

সাধু রে হৃদয় ! ভাল ভাল, বড় সৌভাগ্যের বিষয়,
তুই ক্ষণকাল বিলম্ব করিলি ।

কৃষ্ণ । (ঈষৎ হাস্য করিয়া) হে ধূর্তে বিশাখিকে ! আমি
চতুর্দিকে অবেষণ করিয়া, অদৃষ্ট বশতঃ তোমাকে এই

হারেণ মাং প্রত্যাখ্য দুর্লভা মে রঙ্গমালিকাহপনীতা ॥ ৭৫
 মধুমঙ্গলঃ । ভো ৭২ রাহীএ কণ্ঠাদৌ দীপস্তীং অঙ্গণো রঙ্গম
 মালিঅং সঅং জেবব আঅড্ডিঅ গেহু ॥

কৃষ্ণঃ । সখে জানতাপি ভবতা কিমিদমনায্যমুপন্যস্তং ।
 ন খলু ময়া স্বপ্নেহপি কামিনী স্পর্শ স্মর্য্যতে ॥

রাধিকা । স্বগতং । ইমস্ স পরিহাসো বি এসো শঙ্কিতাএ
 মহ সচ্চো পতিভাদি ॥ ৭৬ ॥

বিশাখা । বিহস্য অই বরাজ্জণাতরঙ্গিণীগং মহাসাঅর চিট্ঠ

ভো রাধায়াঃ কণ্ঠতো দৃশ্যমানং আত্মনো রঙ্গমালিকাং স্মরমেবাকৃষ্য
 গৃহাণ । এতস্য । পরিহাসোহপি এষ শঙ্কিতায়া সম সত্যঃ প্রতিভাতি ॥ ৭৬ ॥

অগ্নি বরাজ্জনা তরঙ্গিণীং মহাসাগর তিষ্ঠ তিষ্ঠ ইদানীমপি ইমানি

খানে দেখিতে পাইলাম । যাহা হউক তুমি আজি
 রূপের সৌন্দর্য্য প্রযুক্ত অপেক্ষ গুঞ্জাহার দ্বারা আমাকে
 প্রতারণা করিয়া আমার দুর্লভ রঙ্গমাল্য লইয়া গিয়াছ । ৭৫
 মধুমঙ্গল । সখে ! তোনার এই রঙ্গমাল্য শ্রীরাধার কণ্ঠে
 দেখিতেছি অতএব স্মরণ আকর্ষণ করিয়া গ্রহণ কর ।

কৃষ্ণ । সখে ! তুমি ত সকলই জান, তবে কেন আমাকে
 অনায্য কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইতেছ, নিশ্চয় বলিতেছি, আমি
 স্বপ্নেও কখন কামিনী স্পর্শ স্মরণ করি না ॥

শ্রীরাধা । (মনে মনে) ইহার পরিহাসও শঙ্কিত চিত্তা
 আমার সম্বন্ধে সত্যবৎ প্রতীত হইতেছে ॥ ৭৬ ॥

বিশাখা । (হাস্য করিয়া) অহে বরাজ্জনা তরঙ্গিণী গণের

চিট্ঠ দাগিং বি ইমাইং দীসন্তি তুজ্ব অঙ্গৈহু ভাণং
চিহ্নাইং ইতি সংস্কর্তেন ॥ ৭৭ ॥

আকৃষ্টানি কটাক্ষভঙ্গিভিরলং গোপাঙ্গনানাং স্বরা
রক্তাশ্রুত মনাংসি যানি নিমিষোন্মুক্তানি নেত্রান্যপি ।
তান্যোতানি ভবান্ নবাজনতনো গুঞ্জাবলীনাং ছলাং
পিঞ্জানাঞ্চ সদা প্রসাধন ধিয়া সঙ্কারয়ন্নন্দতি ॥

দৃশ্যন্তে তব অঙ্গে তাঙ্গাং চিহ্নানি ॥ ৭৭ ॥

আকৃষ্টানিতি হে নবাজনতনো গুঞ্জাবলীনাং ছলাং রক্তানি মনাংসি ।
পিঞ্জানাঞ্চ ছলাং নির্মিষেয নেত্রাণিচ প্রসাধনং স্বাভরণং তদ্বদ্বা ধারয়ন্ ॥ ৭৮

মহাসাগর ! অর্থাৎ তুমি সুন্দরী কামিনী রূপা নদীগণের
আশ্রয় স্বরূপ সমুদ্র বিশেষ, থাক থাক, এখনও তোমার
অঙ্গে সেই সকল কামিনীদিগের এই সমুদায় চিহ্ন দেখি-
তেছি । (এই বলিয়া সংস্কৃত ভাষায়) ॥ ৭৭ ॥

হে নবকজ্জল তনো ! তুমি কটাক্ষ ভঙ্গি দ্বারা গোপা-
ঙ্গনাদিগের অনুরক্ত মন এবং অনিমিষ লোচন আকর্ষণ
পূর্বক গুঞ্জাবলী ছলে ও ময়ূরপুচ্ছে অলঙ্কার বুদ্ধিতে
ঐ দুইটীকে ধারণ করিয়া স্থখে বিরাজ করিতেছ ॥

তাৎপর্য্য । অনুরাগ রক্ত বর্ণ প্রযুক্ত গুঞ্জার সহিত
সাধর্ম্য থাকায় গুঞ্জাবলীর ধারণ ছলে মন হরণ করিয়াছ,
আর অনিমিষ লোচনে শিখিচন্দ্রকের তুল্যতা হেতু অলঙ্কার
বুদ্ধিতে আপনাতে ঐ চক্ষু ধারণ করিয়াছ অর্থাৎ গোপ-
রামাদিগের মন ও চক্ষু তোমাতেই আশ্রিত হইয়াছে ॥

কৃষ্ণঃ । সহর্ষমাস্বগভং ।

প্রমদরস ভরঙ্গশ্শেরগণ্ড স্থলায়াঃ

অরধনুরমুবন্ধি জ্বলতা লাস্যভাজঃ ।

মদকলচল ভঙ্গীভ্রান্তি ভঙ্গী দধানো

হৃদয়মিদমদাজ্জীং পক্ষ্মলাক্ষ্যাঃ কটাক্ষঃ ॥ ৭৮ ॥

নেপথ্যে । গভিগি বিসাহে ॥

কৃষ্ণঃ । কথমকাণ্ডে জরাপাণ্ডুরেয়ং জটিল ।

প্রবিশ্য জটিল পুরো দৃষ্ট্বা স্বগতং ।

কহং এথ কহো । প্রকাশং । বিসাহে কিত্তি ইমাইং

ধূঅ গন্ধ রক্ত চন্দণাইং তুএ বিস্মরদিদাইং ।

নেপথ্যে নপ্ত্রি বিশাথে কথমত্র কৃষ্ণঃ । বিশাথে কমিত্যেতানি ধূপগন্ধ
রক্তচন্দনানি তুরা বিস্মৃতানি ॥

কৃষ্ণ । (হর্ষের সহিত মনে মনে) ষাঁহার আনন্দ রস নিব-

ন্ধন হান্ত দ্বারা গণ্ড স্থল প্রফুল্ল হইয়াছে, ষাঁহার কন্দর্প

ধনু সদৃশ জ্বলতা নৃত্য করিতেছে, সেই সলোমাক্ষী

শ্রীরাধার মত্ততানিবন্ধন মধুরভাষিণী চঞ্চল ভঙ্গীর ভ্রান্তি

সম্পাদক কটাক্ষ আমার হৃদয়কে দংশন করিল ॥ ৭৮ ॥

নেপথ্যে । হে নপ্ত্রি বিশাথে !

কৃষ্ণ । কি করিয়া অনবসরে জরাপাণ্ডুরবর্ণা জটিল আসিল ? ।

জটিল । (প্রবেশ পূর্বক অগ্রে দৃষ্টিপাত করিয়া মনে মনে)

কৃষ্ণ আবার এখানে কেন ? (প্রকাশ করিয়া) বিশাথে !

তুমি যে ধূপ, গন্ধ ও রক্তচন্দন সকলই বিস্মৃত হইয়াছ । ।

কৃষ্ণঃ । স্বগতং ।

চন্দ্রিকাং চন্দ্রলেখায়শ্চকোরে পাতুমুদাতে ।

পিধানং বিদধে হস্ত শরদস্তোধরাবলী ॥

প্রকাশঃ । মাতুমাতুলানি প্রণমানি ॥ ৭৯ ॥

জটিল। । মোহন বল্লভ কিসোরী উলে অবজ্ঞ দিট্ঠী হোহী ।

মধুমঙ্গলঃ । বিহস্ত ভো দহীচীহড্ড কক্সেসে এসো সর্বদা

উদার দিট্ঠী চ্চেঅ মজ্জা পিঅবঅস্ সো তুমং ক্খু কেঅ-
রচ্ছী তা অঙ্গাণং আসিসেহি ॥ ৮০ ॥

চন্দ্রিকানিতি শরদস্তোধর স্থানীয়া জটিল। ॥ ৭৯ ॥

মোহন বল্লবকিশোরীকূলে অবজ্ঞ দৃষ্টি উব। ভো দধিচ্যস্থি কক্সে
বজ্রাদপি কঠোরৈতার্থঃ । এব সর্বদা উদার দৃষ্টিরেব মম প্রিয় বয়স্তঃ হং খলু
কেকরাক্ষী তদাঅনং আশিষয় ॥ ৮০ ॥

কৃষ্ণ । (মনে মনে) হায় ! চকোর চন্দ্রকলার চন্দ্রিকা

পান করিতে প্রবৃত্ত হইবামাত্রই শারদীয় শ্বেত মেঘ

মালা আসিয়া চন্দ্রকলা অচ্ছাদন করিল । (প্রকাশ

করিয়া) মাতুমাতুলানি ! প্রণাম করি ॥ ৭৯ ॥

জটিল। । মোহন ! গোপকিশোরী কূলে তোমার অবজ্ঞ
দৃষ্টি হউক ॥

মধুমঙ্গল । (উচ্চ হাস্য করিয়া) হে দধিচ্যস্থিকক্সে !

অর্থাৎ তুমি বজ্র অপেক্ষাও কঠিনা, আমার এই প্রিয়-

বয়স্য সর্বদা উদার দৃষ্টি, তুমিই ত বজ্র দৃষ্টি অর্থাৎ টেরা

চোখো অতএব আপনাকে আশীর্বাদ কর ॥ ৮০ ॥

জটিল।। তো কিশোরীভূজঙ্গ কীদু তুমং আঅদোসি ।

কৃষ্ণঃ । আৰ্য্যে লোকোত্তরানুরাগ চমৎকারিণীয়ং স্নজবা
লক্ষ্মীঃ কং বা নাকর্ষতি ॥ ৮১ ॥

জটিল।। স্বগতং । গুণং ভাবদীএ বিজ্ঞাপ্তহাব সংভাবিতা
ইমস্ স এত্থ উবসন্তী । প্রকাশং । মোহন বাতি ইদো
গচ্ছেহি ॥ ৮২ ॥

তো কিশোরীভূজঙ্গ কস্মাত্তং আগতোসি স্মৃষ্টু জবানাং ওজ্জু পুষ্পাণাং
লক্ষ্মীঃ শোভা পক্ষে স্মৃষ্টু যবো যশোব্যঞ্জক চিহ্ন বিশেষো যন্তাঃ সা ইয়ং রাধা
এব লক্ষ্মী স্তত্ত্বল্যাত্মাং যদা শোভাময়ীত্মাং কিদৃশী লোকোত্তরো বোহুগতো
রাগঃ রজ্জিমা তেন চমৎকারিণী পক্ষে স্পষ্টঃ ॥ ৮১ ॥

নুনং ভগবত্যা বিদ্যা প্রভাব সংভাবিতা অস্ত্র অত্রোপসত্তিঃ । মোহন বাটিতি
ইতো গচ্ছ ॥ ৮২ ॥

জটিল।। অহে কিশোরীকামুক ! তুমি কি কারণে এখানে
আসিয়াছ ? ।

কৃষ্ণঃ । আৰ্য্যে ! এই লোকাতে রক্তগুণশালিনী জবা
পুষ্পের মনোহর শোভা কোন্ জনকে আকর্ষণ না করে ॥

পক্ষে অলৌকিক অনুরাগবতী যশঃ প্রকাশক যব চিহ্ন
ধারিণী লক্ষ্মী রূপা এই রাধা কোন্ ব্যক্তিকে আকর্ষণ
না করিয়া থাকেন ? ॥ ৮১ ॥

জটিল।। (মনে মনে) নিশ্চয় বোধ হইতেছে ভগবতী
পৌর্ণমাসীর বিদ্যার প্রভাবেই ইহার এ স্থলে আগমন
হইয়াছে । (প্রকাশ পূর্বক) মোহন ! শীঘ্র এ খান
হইতে প্রস্থান কর ॥ ৮২ ॥

কৃষ্ণঃ । অয়ি জগ্নাকি বৃদ্ধে কিমিত্যাকুলাসি স্বচ্ছন্দতো
গচ্ছেয়ং ॥

জাটলা । কুটিলং বিলোক্য সংস্কৃতেন ।

নির্দোতানানখিল ধরুণী মাধুরীণাং ধুরীণা

কল্যাণী মে নিবসতি বধুঃ পশ্চ্য পাশ্বে নবোঢ়া ।

অন্তর্গোষ্ঠে চটুল নটয়নত্র নেত্রদ্বিভাগং

নিঃশঙ্কস্তং ভ্রমসি ভবিতা নাকুলতং কুতো মে ॥

কৃষ্ণঃ । যুয়াশঙ্কিনি বৃদ্ধে মা প্রলাপং কৃথাঃ ।

যাবদেতাং তে বধুমাकर्णয়ং তাবন্মান্যাং ভাবয়ামি ।

নির্দোতানাং সারভূতানাং মায়াং মাননীয়াঃ । পক্ষে মা অস্ত্রাং ন অনা-
দীয়াং স্বীয়মেবেত্যর্থঃ ॥

কৃষ্ণ । অয়ি বাচালিকে বৃদ্ধে ! আপনি কেন ব্যাকূলা হই-
তেছেন, আমি ইচ্ছানুসারে গমন করিব ॥

জাটলা । (কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্বক সংস্কৃত ভাষায়)

কৃষ্ণ ! অবলোকন কর, যাহার রূপ মাধুর্য্যে নিখিল জগ-
তের মধুরতা তিরস্কৃত হইতেছে, সেই নবোঢ়া বধু আমার
পাশ্বে অবস্থিতি করিতেছে এবং তুমিও এই গোকুল মধ্যে
মনোহর নেত্র প্রান্ত নৃত্য করাইয়া নির্ভয়ে ভ্রমণ করিতেছ,
সুতরাং ইহাতে আমার ব্যাকূলতা না হইবে কেন ? ॥

কৃষ্ণ । হে বৃদ্ধে ! আপনি কৃথা আশঙ্কা করিয়া প্রলাপ
করিবেন না, যে অবধি আপনার বধু আমার কর্ণগোচর
হইয়াছেন, সেই হইতে ইহাকে মান্ত জ্ঞান করিয়া থাকি ॥

জটিল।। বিসাহে কিত্তি এত্তিঅং বিলম্বিদাসি।

বিশাখা। স্নিহ্বা অজ্জেনং অগ্গদো দুল্ললিদং কুরঙ্গং পেক্-
খন্তী বিন্দিদাম্মি। ইতি দৃষ্টিক্ষেপং ॥ ৮৩ ॥

অকরণ মুক্তিঅ চঙ্গং কুরঙ্গ পোন্মোণ সঙ্গদং হরিণীং।

বিহ্বলং কুন্দণ চড়ুলো ত্তুমং বণাদো বণং ভমসি।

বিশাখে কিমিতি এতাবৎ বিলম্বিদাসি। অজ্জ ইতি সাপদেশং বচনং
কৃষ্ণং প্রতি। আর্যো এনং দুল্ললীতঃ কুরঙ্গঃ পশুন্তী বিন্দিদাম্মি। পক্ষে
কুৎসিতঃ রঙ্গং বস্ত্র তং ॥ ৮৩ ॥

অকরণ তাত্ত্বা চঙ্গাঃ কুরঙ্গ প্রেমা সঙ্গতাঃ হরিণীঃ। বিহ্বলং কুন্দন
চটুলম্বঃ বনাদ্বনং ভ্রমসি। চঙ্গলঙ্গো মনোহরে ইতি কোষঃ। অস্থান

জটিল।। বিশাখে! তুমি এত বিলম্ব করিলে কেন? ॥

বিশাখা। (ঈশং হাস্য করিয়া) আর্যো! আমি দুর্দান্ত
কুরঙ্গ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। পক্ষে কুৎসিত রঙ্গ-
শীল কৃষ্ণকে দেখিয়া বিস্মিতা হইয়াছি (এই বলিয়া দৃষ্টি
নিক্ষেপের সহিত) ॥ ৮৩ ॥

অহে অকরণ কুরঙ্গ! প্রেম বশতঃ সমীপবর্তিনী
মনোজ্ঞা কুরঙ্গীকে পরিত্যাগ করিয়া বৃথা মনোহর কুন্দন
করত বনে বনে ভ্রমণ করিতেছ ॥

পক্ষান্তরের অর্থ। কৃষ্ণ! তোমার করুণামাত্র নাই,
অনুরাগ বশতঃ সমীপবর্তিনী সুন্দরী রাধাকে উপেক্ষা
করিয়া গমনভঙ্গি বিস্তার করত বৃথা কেন বনে বনে ভ্রমণ
করিতেছে, এই শ্রীরাধাকে অঙ্গীকার কর ॥

জটীলা । অখাগ ছুরগ্গ্ৰহে মুঞ্চ কুরঙ্গরঙ্গ কোদুহলং ।
মধুমঙ্গলঃ । পিঅবঅঙ্গ পেক্খ এসো সতিশো বি কীর
জুআণো এং মত্তরং দাড়িমীং এ পড়িবজ্জই ॥ ৮৪ ॥

কৃষ্ণঃ । স্মিতা ।

হৃদি তাড়িতোহপি দাড়িমি
স্মনো রাগেণ তে রুচিং বহতা ।
পক্খিম রসাসি কিম্বা
নেতি শুকঃ শঙ্কয়োদাস্তে ॥

ছুরাগ্ৰহে মুঞ্চ কুরঙ্গ রঙ্গকোতুহলং । মধু প্রিয়বয়স্ পশু এষ সতৃষ্ণঃ কীরম্বা
ইমাং মধুয়াং দাড়িমীং ন প্রতিপদাতে ॥ ৮৪ ॥

স্মনোরাগেণ পুষ্পস্ত রক্তিমা পক্ষে স্তম্ভ মনসো রাগেণ প্রেম্যা কীদৃশেন
ক্লান্তিঃ হরতা । হৃদি তাড়িতোহপি বস্ত্রিতোহপি তেন বদা পুষ্পিত্ত্ব ভ্রমাসী
স্তম্ভবধি শুকস্ত ত্বরি ওদাসীন্তঃ নাস্তি কিঃ পুন রিদানীঃ ফলিতায়ামিতি ভাবঃ ।

জটীলা । অয়ি অস্থানছুরাগ্ৰহে ! কুরঙ্গ কোতুহল পরিত্যাগ
কর ॥

মধুমঙ্গল । প্রিয়বয়স্ ! অবলোকন কর এই সতৃষ্ণ যুবক
শুক পক্ষী এই মধুরা দাড়িমীকে গ্রহণ করিতেছে না ॥ ৮৪
কৃষ্ণ । (জৈষং হাস্য করিয়া) হে দাড়িমি ! তোমার মনো-
হর কাস্তিধারি কুসুম দেখিয়াই শুক বশীকৃত চিত্ত হই-
য়াছে, কিন্তু এক্ষণে তোমার রসের পরিপাক দশা
উপস্থিত হইল কি না এই বিবেচনায় শুক ওদাসীন্ত ভাব
অবলম্বন করিতেছে ॥

বিশাখা । সদৃগ্ভঙ্গং রাধিকামবলোকতে ॥ ৮৫ ॥

রাধিকা । স্বগতং । হিঙ্গতঃ সমস্‌সমঃ সমস্‌সমঃ ইতি সখেদ
মপবার্য্য সংস্কৃতেন ।

পীতং নবাগম্বতমত্র হরেরশঙ্কং

ন্যস্তং ময়াশ্চ বদনে নদৃগ্ভঙ্গলক্ষ্যং ।

রম্যে চিরাদমসরে সখি লক্ষ্মণাত্রে

হা দুর্বিধির্বিধিরুধে জরতীচ্ছলেন ॥

সদৃগ্ভঙ্গমিতি কৃষ্ণাভিপ্ৰায়ঃ কচ্চিদবগম্যতে ইতি ॥ ৮৫ ॥

হৃদয় সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি । অগবার্য্যোন্তি রহস্তঃ কথ্যতেহগ্ৰস্ত পরা-

বিশাখা । দৃগ্ভঙ্গির সহিত শ্রীরাধার প্রতি অবলোকন করিতে
লাগিলেন অর্থাৎ নেত্রভঙ্গি দ্বারা শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের
অনুরাগ প্রকাশ করিলেন ॥ ৮৫ ॥

শ্রীরাধা । (মনে মনে) হৃদয় ! আশ্রয় হও, আশ্রয় হও
(এই বলিয়া খেদের সহিত হস্তাবরণ দিয়া সংস্কৃত
ভাষায়) আমি কখন শ্রীকৃষ্ণের বাক্যমৃত শ্রবণ পূর্ণ
করিয়া পান করিতে পাই নাই এবং কখন নিবিশঙ্কচিত্তে
তদীয় বদন কমলে নয়নাঞ্চল নিক্ষেপ করি নাই,
হে সখি ! চিরকালের পর অদ্য রমণীয় অবসর উপস্থিত
হইলেও, হায় ! হত বিধি জরতীচ্ছলে বিরোধ করিল ॥
যথারাগ ॥

অযুত বদন, মধুর বচন, শ্রবণ যুড়ায় যাতে । হেন
বাণীগণ, ভরিয়া শ্রবণ, না শুনিলা ভাল রীতে ॥ সেই গো

জটিল। স্বগতঃ । অন্মহে কহঁ দিট্ঠিণে মহাপ্পং জং
বহ্এ সো উবসগ্গো তহ গথি । প্রকাশং । বিসাহে
পেক্খ অদিক্খমদি মজ্জাণ্ণো তা তুরীঅং সূরমণ্ডবং পরি-
সঙ্গ ইতি তিস্সো নিজ্জান্তাঃ ।

বৃত্তাপবাসিতং । অহো কৃষ্ণদৃষ্টৈর্মহাত্মাং যংবধ্বাঃ স উপসর্গ স্তথা নাস্তি ।
বিশাথে পশু অতিক্রমতে মধ্যাহ্ন স্তব্ধরিতং সূর্য্যমণ্ডলং প্রবিশামঃ কোমু-
দীয়মিতি তস্তা এবাধীনা রাধেয়মিতার্থঃ ॥ ৮৬ ॥

চিরদিন অবসরে । এ হরি মিলিল, বিধি বৈরী ভেল,
দারুণ জরতী ছলে ॥ ধ্রু ॥ মুখ নিরমল, জিনিঞা কমল,
হাসির অক্ষুর তায় । এ মোর নয়ান, হইতে বয়ান,
বিধি কৈল অন্তরায় ॥ মরকত মণি, দরপণ জিনি, ও গণ্ড
যুগল শোভা । তাহাতে সুন্দর, মকর কুণ্ডল, দোলে
মনমথ লোভা । ও ভাঙ ভঙ্গিম, নয়ান বঙ্কিম, তেরছ
সঙ্কানে চায় । এ যদুনন্দন, কহে ধনী পুন, মিলায়ব
শ্যাম রায় ॥

জটিল। (মনে মনে) আহা ! কৃষ্ণদর্শনের কি আশ্চর্য্য
মহিমা, যে হেতু আমার বধূর উপস্থিত উপসর্গ আর সে
রূপ দেখিতেছি না । (প্রকাশ পূর্ব্বক) বিশাথে । অব-
লোকন কর, মধ্যাহ্ন সময় অতিক্রান্ত হইল, অতএব শীঘ্র
গিয়া সূর্য্যমণ্ডপে প্রবেশ করি । এই বলিয়া তিন জনে
চলিয়া গেলেন ॥

কৃষ্ণঃ । সখে কোমলীয়ং পৌর্ণমাসীমনুবর্ততে ।

তদেহি তামেব প্রপদ্যেবহীতি নিজ্জাস্তো ॥

ইতি নিজ্জাস্তাঃ সৰ্কে ॥

॥ * ॥ মন্থথলেথো নাম দ্বিতীয়োহঙ্কঃ ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি দ্বিতীয়োহঙ্কঃ ॥ * ॥

কৃষ্ণ । সখে ! এই কোমলী পৌর্ণমাসীর অনুগামিনী হই-
তেছে অতএব আইস আমরা ইহাকে অবলম্বন করি ।
এই বলিয়া উভয়ের প্রস্থান ॥

এই রূপে সকলেই চলিয়া গেলেন ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নানুবাদিত বিদগ্ধমাধব
নাটকে মন্থথলেথ নাম দ্বিতীয় অঙ্ক ॥ * ॥

ততঃ প্রবিশতি ললিতয়ানুগম্যমানা পৌর্ণমাসী ।

পৌর্ণমাসী । বৎসে নুনং মতস্তপমাণো নাভিনন্দতি নন্দ-
কুমারস্তে সখীসঙ্গং ।

ললিতা । ভাবদি দুর্বোহং কখু লোকোত্তরাণং চিত্তং ন ঝড়ি
বিঅসদি ॥ ১ ॥

পৌর্ণমাসী । পুরো বিলোক্য বৎসে পশ্য পশ্য কদম্ববাটি-
কায়াং মধুমঙ্গলেন সার্কং সমঙ্গলং বর্দ্ধতে মধুমর্দনঃ ।
পুনর্নিরূপ্য ।

পরাস্কৃষ্টাঙ্কুষ্ঠ ত্রয়মসিতরত্নৈরুভয়তো ।

অঙ্কদ্বয়ে বিবৃত প্রাকৃতার্থানুসারেণৈব প্রায়ো জাত ব্যাপ্ততেরতঃ পরমঙ্ক-
পঞ্চকে যত্র যত্র বৈষম্য তত্রৈব ব্যাক্রিয়তে । দুর্বোধ্যং খলু লোকোত্তরাণাং
চিত্তং ঝড়িতি ন বিকসতি ॥ ১ ॥

উভয়তঃ শিরসি পুচ্ছেচ অঙ্কুষ্ঠত্রয় পরিমিতং প্রদেশং ব্যাপ্য অসিতরত্নৈ-

ললিতার পশ্চাৎ পৌর্ণমাসীর প্রবেশ ॥

পৌর্ণমাসী । বৎসে ! আমি আছি বলিয়া লজ্জায় নন্দকুমার
তোমার সখীসঙ্গ অভিনন্দনা করিতেছেন না ॥

ললিতা । ভগবতি ! লোকোত্তর ব্যক্তিদিগের চিত্ত অতিশয়
দুর্বোধ্য, সহসা প্রকাশ পায় না ॥ ১ ॥

পৌর্ণমাসী । (অগ্রে অবলোকন করিয়া) বৎসে ! দেখ
দেখ, কদম্ব কাননে মধুমঙ্গলের সহিত মধুসূদন সমঙ্গলে
বৃদ্ধিশীল হইতেছেন । (পুনরায় নিরূপণ করিয়া)

যাহার মুখ এবং পুচ্ছ অঙ্কুলিত্রয় পরিমিত প্রদেশ

বহন্তী সঙ্কীর্ণো মণিভিররুণৈস্তৎ পরিসরৌ ।
 তয়োর্মধ্যে হীরোজ্জ্বল বিমলজাম্বুনদময়ী
 করে কল্যাণীয়ং বিলসতি হরেঃ কেলিমুরলী ॥ ২ ॥
 ততঃ প্রবিশতি যথা নির্দিষ্টঃ কৃষ্ণঃ ।

কৃষ্ণঃ । সানুতাপং ।

অপয়া নিতরাং পরাঙ্গুখী সহসা স্মের মুখী ধূতাকলা ।
 গমিতাদ্য হঠেন রাধিকা ন কথং হন্ত ময়া ভুজান্তরং ॥
 নিঃশ্বস্ত সখে মধুমঙ্গল খঞ্জরীটদৃশঃ সবিলাস মঞ্জরী রোচ-

রিত্র নীলমণিভিঃ পরামৃষ্টা খচিতা । তৎ পরিসরৌ অরুণৈ মণিভিঃ সঙ্কীর্ণো ।
 শিরোঃস্পৃষ্ট ত্রয়াস্তরমঙ্গুষ্ঠত্রয়ং ব্যাপ্য পৃচ্ছাস্পৃষ্ট ত্রয়াৎ পূর্বমঙ্গুষ্ঠ ত্রয়ং ব্যাপ্য
 যৌ যৌ পরিসরৌ তৌ বাপোত্যর্থঃ । তয়োর্মধ্যে তথৈব ব্যাখ্যায়ং হীরৈ-
 রুজ্জ্বলং যৎ বিমলং জাম্বুনদং কনকং তন্ময়ী ॥ ২ ॥

ব্যাপিয়া ইন্দ্রনীলমণি দ্বারা খচিত ও অরুণ বর্ণ মণি দ্বারা
 পরিসর দেশ সঙ্কীর্ণ তথা উভয়ের মধ্য উজ্জ্বল হীরক ও
 বিমল স্বর্ণে সুশোভিত, সেই এই কল্যাণময়ী কেলিমুরলী
 হরিকরে বিরাজ করিতেছে ॥ ২ ॥

অনন্তর নির্দিষ্ট স্থানে কৃষ্ণ আসিয়া প্রবেশ করিলেন ॥

কৃষ্ণ । (অনুতাপের সহিত) শ্রীরাধা নিতান্ত লজ্জায় পরা-
 ঙ্গুখী হইয়া হাস্য বদনে হাস্য মুখী বিশাখার অঞ্চল ধারণ
 করিয়াছিলেন, হায় ! আজি আমি হঠ পূর্বক তাঁহাকে
 ভুজান্তরে ধারণ না করিলাম কেন ? ।

(নিখাস পরিত্যাগ পূর্বক)

য়তি মে চিত্ত চঞ্চরীকং । ইতোঽংশুকাং নাটয়ন্ ।

ছিন্নঃ প্রিয়ো মণিসরঃ সখি মৌক্তিকানি

বৃত্তান্তহং বিচিনুয়ামিতি কৈতবেন ।

মুগ্ধং বিবৃত্য ময়ি হন্ত দৃগন্ত ভঙ্গীং

রাধা গুরোরপি পুরঃ প্রণয়াদ্ব্যতানীং ॥ ৩ ॥

পৌর্ণমাসী । দূরত এব কৃষ্ণং নির্বণ্য শাশঙ্কং ।

অক্ষৌর্হৃন্দং প্রসরতি দরোদবুর্নতারং মুরারেঃ

শ্বাসাঃ কলপ্তাঃ কিল বিচকিলৈর্মালিকাং শ্লাপয়ন্তি ।

চিত্ত চঞ্চরীকং চিত্ত ভ্রমরং মণিসরো হারঃ ॥ ৩ ॥

বিচকিলৈ মল্লিকা পুষ্পৈঃ যয়া রমণ্যা অয়ং শ্রীকৃষ্ণোহপি এতাং দ্যান
নিষ্ঠাঃ নীতঃ প্রাপিতঃ প্রধান কৰ্ম্মণ্যাভিধেয়েতাদীনাং তু দ্বিকৰ্ম্মণামিতি

সখে মধুমঙ্গল ! খঞ্জনাঙ্গী শ্রীরাধার বিলাস মঞ্জরী আমার
চিত্তভ্রমরকে মুগ্ধ করিয়াছে । (এই বলিয়া ঔঃশুক্য
প্রকাশ করত) সখি ! আমার প্রিয়তর মণিহার ছিন্ন
হইয়াছে অতএব ভূমি পতিত মুক্তাগুলি চয়ন করি, এই
বলিয়া কোঁতুক সহকারে শ্রীরাধা গুরুজনের সমক্ষেও
প্রণয় বশতঃ আমার প্রতি মনোহর কটাক্ষ ভঙ্গী বিস্তার
করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

পৌর্ণমাসী । (দূর হইতে কৃষ্ণকে নিরীক্ষণ করিয়া শঙ্কার
সহিত) কৃষ্ণের নয়ন যুগলের তারা ঈষৎ ঘূর্ণিত দেখি-
তেছি, ইহাঁর নিশ্বাস সকল পরিহিত মল্লিকা মালাকে
শ্লাপ করিতেছে, যাহা হউক এই গোকুলে এমত ধন্যা

কেয়ং ধন্যা বসতি রমণী গোকূলে ক্ষিপ্ৰমেতাং

নীত স্তীত্রা ময়মপি যয়া কামপি ধ্যাননিষ্ঠাং ॥

অথবা কৃতং সন্দেহেন বৎসা রাধিকৈব খঙ্কত্র নিদানং ॥

কৃষ্ণঃ । পৌর্ণমাসীং পশ্চান্নুপস্থত্যা ভগবতি প্রণমামী ॥ ৪ ॥

পৌর্ণমাসী । নাগর গোপীস্তনতটীষলং পটীভব ।

কৃষ্ণঃ । কিঞ্চিদ্ধিহস্ম কৃতং পিষ্ট পেষণীভিরাশীৰ্ভি র্দহ

মেব গোপীতি প্রসিদ্ধাং শ্রামাং বল্লীমপি পাণি পল্লবেন

প্রধান কৰ্ম্মণি কৃষ্ণে ক্র প্রত্যয়ঃ ॥ ৪ ॥

অলম্পটীভব লম্পটো মাত্ত্বঃ । গূঢ়ার্থমাহ অলং অতিশয়েন পটীভব
পটারমানঃ সদা ভিষ্টেতার্থঃ । গূঢ়ার্থবোধ ব্যঞ্জকং কিঞ্চিদ্ধিহসনং । একটার্থ
নাদায় প্রত্যাহ । কৃতং পর্যাগুং অলমিত্যর্থঃ । গোপী শ্রামা শারিবা শ্রাদন-

রমণী কে বাস করিতেছে যে, সে ইহাকে শীত্র অতিশয়
ধ্যান পরায়ণ করিল ।

অথবা সন্দেহের কোন প্রয়োজন নাই, নিশ্চয় বোধ
হইতেছে, বৎসা শ্রীরাধাই এই বিষয়ে নিদান ॥

কৃষ্ণ । (পৌর্ণমাসীকে অবলোকন পূর্বক সমীপে গমন
করিয়া) ভগবতি ! প্রণাম করি ॥ ৪ ॥

পৌর্ণমাসী । নাগর ! গোপীদিগের স্তন তটে অলম্পট হও,
পক্ষান্তরে স্তনতটে বস্ত্রের ন্যায় অতিশয় রূপে সংলগ্ন
হইয়া থাক ॥

কৃষ্ণ । (কিঞ্চিং হাস্য করিয়া) এ পিষ্টপেষ আশীর্বাদের
প্রয়োজন নাই, যে হেতু আমি গোপী নামে প্রসিদ্ধা

ন স্পৃশামি ॥

মধুমঙ্গলঃ । বিহস্য কিং অস্মাণং সা মএ গৌরী জ্জ্বব মগ্গি-
জ্জই ।

পৌর্ণমাসী । স নস্মস্মিতং ।

গোপেশ্বরস্য তনয়োহসি নয়োপপন্নঃ

খাতস্তথা ব্রজকূলে ভুজযোর্বলেন ।

লীলাশতৈ স্তদপি কিং কুলযোষিতস্ত

মুন্মাদমুদ্রহসি মাধব রাধিকায়্যাঃ ॥ ৫ ॥

মধুমঙ্গলঃ । অই বিবরীদ বাদিনি বুড়্টিএ চিট্ঠ চিট্ঠ তুজ্জ
রাহিআএ জ্জ্বব এসো অস্ম পিঅবঅস্‌সো উন্মাদিও ।

স্তেভ্যমরঃ । কিং অস্মাকং শ্রাময়া । গোৰ্যোব মৃগাতে । নয়েন বিনয়ে
নোপপন্নঃ ॥ ৫ ॥

হে বিপরীতবাদিনি বুদ্ধে তিষ্ঠ তিষ্ঠ তব রাধিকয়া এব এষ অস্মং প্রিয়বয়ন্তঃ

শ্যামা লতাকেও কর দ্বারা স্পর্শ করি না ॥

মধুমঙ্গল । (উচ্চ হাস্য করিয়া) আমাদের শ্যামার প্রয়ো-
জন কি, গৌরী অব্বেষণ করিতেছি ॥

পৌর্ণমাসী । (পরিহাসের সহিত ঈষৎ হাস্য করিয়া)

মাধব ! তুমি গোপরাজনন্দন এবং ন্যায়পরায়ণ, শত শত
লীলা বিস্তার করিয়া ভুজবলে এই গোকুল মধ্যে বিখ্যাত
হইয়াছ, তবে কেন কুলরমণী শ্রীরাধাকে উন্মাদ দশা
প্রাপ্ত করাইলা ॥ ৫ ॥

মধুমঙ্গল । অয়ি বিপরীতবাদিনি বুদ্ধে ! থাক থাক, তোমার
শ্রীরাধাই প্রিয়বয়স্যকে উন্মত্ত করিয়াছে, যে হেতু

জং সেহর সিঙ্গ বেভাইং দাগীং কহিং বিত্তুটাইং ভি ৭
জাগদি ॥

কৃষ্ণঃ । সলজ্জং । আর্যো বাচাটোহয়ং বটু মূৰ্বা জম্পতি ।
কিন্তু নিশ্চিতং তে ব্যাহরামি । ন তাস্মৈ মচ্চিত্ত রাগ
স্তদগোপীষু । তদত্র তত্ত্বতঃ পৃচ্ছ্যতাময়ং ॥

মধুমঙ্গলঃ । অজ্জৈ সচ্চং সচ্চং অন্ধ পিঅবঅস্ সস্ স হিঅ-
অস্ স অজ্জ বি রাও তুন্ধ গোইআণং অঙ্গেষু মএ ৭
দিট্ঠোহথি পচ্চুদ তাণং অঙ্গরাও জ্জৈব ইমস্ স হিঅএ

উদ্ভাদিতঃ । যং শেখর শৃঙ্গবেত্রাদি ইদানীং কুত্র বিলুপ্তানীতি ন জানাতি ॥ ৬
বাচাটো বহু গহ্ববাগিত্যমরঃ । আর্যো সত্যং সত্যং অস্ম্যং প্রিয়বয়স্ স্ত
হৃদয়স্ত অদ্যাপি রাগঃ তব গোপিকানাং অঙ্গেষু ন ময়া দৃষ্টোহস্তি প্রত্যুত
তাসাং অঙ্গরাগ এব অস্ত হৃদয়ে দৃশ্যতে অঙ্গরাগঃ কস্তুরী কুঙ্কুমাদি লেপ

সম্প্রতি ইহাঁর চূড়া শৃঙ্গ বেত্র কোথায় যে পড়িয়া গিয়াছে
তাহা জানিতে পারিতেছেন না ॥ ৬ ॥

কৃষ্ণ । (লজ্জার সহিত) আর্যো ! এই বাচাল ব্রাহ্মণ
বালকটা মিথ্যা কথা কহিতেছে, কিন্তু আমি আপনাকে
নিশ্চয় বলিতেছি ত্বদীয় গোপীসকলে আমার চিত্তের
অনুরাগ নাই, অতএব এ কথা সত্য কি মিথ্যা যথার্থ
রূপে এই বটুকে জিজ্ঞাসা করুন ॥

মধুমঙ্গল । আর্যো ! সত্য সত্য, এই কারণেই আমি প্রিয়বয়
স্কের হৃদয়ের রাগ তোমার গোপিকা সকলের অঙ্গে দেখি
নাই, কিন্তু তাহাদের অঙ্গরাগ অর্থাৎ কস্তুরী কুঙ্কুমাদি

দীসই ।

কৃষ্ণঃ । সপ্রণয়রোষং । ধিদ্ভূৰ্থ বিশ্রদ্ধাদাদৃতোহপি জিহ্বতাং
ন জহাসি ॥

পৌর্ণমাসী । সত্যমাহ বটুঃ ॥ ৭ ॥

তথাহি ॥

কামং সদৃগুণ মণ্ডলাশ্রয়তয়া তব্ধমহিষ্ঠাং রুচিং
বৈচিত্রী ভরভাক্ সদা শুভদশা শ্রেণীশ্রিয়াম্পাদং ।

বিশেষঃ ॥ ৭ ॥

কামমিতি হে কংস নিহৃদন অদ্য এনীদৃশাং দেহেষু গেহেষুপি বাসঃ স্বয়া
শিথিলতাং শৈথিলাং নীয়তে । সাস্তং নপুংসকং বস্ত্রপৰ্য্যায়ং অদন্তং পুংলিঙ্গং
বসতি পৰ্য্যায়ঞ্চ বাস ইতি পদং বংশাঃ যা হৃকৃতি স্ত্রীলয়া লীলামাত্রৈ-
ণেত্যর্থঃ । কীদৃশং বাসঃ সতাং শোভনানাং শুণানাং বন্যগুলঃ তদাশ্রয় তয়া

বিলেপন ইহাঁর হৃদয়ে দেখিতেছি ॥

কৃষ্ণ । (প্রণয় ক্রোধের সহিত) ধিক্ মূৰ্খ ! বিশ্বাস করিয়া
আদর করিলেও কুটিলতা ত্যাগ কর না ? ॥

পৌর্ণমাসী । বটু সত্য বলিতেছে ॥ ৭ ॥

উক্ত বিষয়ের প্রমাণ যথা ॥

হে কংসনাশন ! যে সকল হরিণাক্ষী গোপীদিগের
পরিধেয় বস্ত্র শোভনগুণের আশ্রয় রূপে মহতী কাস্তি
বিস্তার করিতেছিল, এবং যে বাসগৃহ ধন ধান্যাদি
সম্পত্তি ও অভিজ্ঞান কোলিন্যাদি এই সমুদায়ের তথা
শুভ্র, নীল, রক্ত প্রভৃতি অক্ চন্দ্রনাতি সস্তোগের রোচ-

বংশীছক্কতি লীলয়া শিথিলতামেনীদৃশাং নীয়তে

বাসঃ কংসনিসূদনাদ্য ভবতা দেহেষু গেহেষপি ॥ ৮ ॥

মধুমঙ্গলঃ । অজ্ঞেজ্জ কিম্পি ন জানাসি জং বংশীছক্কদি লীলা-
এ ত্তি ভণাসি দিট্ঠং মএ তহিং দিঅহে কল্পআণং তীর
ট্ঠিদাইং অম্বরাইং অগ্নণো হথেণ উক্খিবিঅ ইনিণা

মহিষ্ঠাং রুচিং কান্তিং তম্বং বিস্তারয়ং । কীদৃশো বাসঃ সন্তো যে গুণা
ধন ধাত্তাদি সম্পত্তি অভিজ্ঞন কোলীচ্ছাদয়ঃ তেষাং বস্তুগুণং তদাশ্রয় তয়া
মহিষ্ঠাং রুচিং রোচকতাং তম্বন্ বিস্তারয়ন্ । বৈচিত্রীং গুরু নীল রক্তাদিভিঃ
স্বচ্ছন্দনাদিভিঃ সংভোগানাং বিবিধ প্রকারভাচ্ছ বাস পক্ষে বিবিধ গৃহাদিভিঃ
পরিচিহ্নতভাচ্ছ । শুভা যা বস্ত্রশূ দশা শ্রেণী তত্র না শ্রিয়ঃ শোভা স্ত্যামা-
স্পদমাশ্রয়ঃ । শুভাগ্রহাণাং গুরু শুভ্রাদীনামেব বা দশান্তদশা তত্তাঃ বাঃ
শ্রেণ্যঃ পরম্পরা স্ত্যাহ বা শ্রিয়ঃ তৎ শাস্ত্রপ্ৰোক্তাঃ সম্পত্তয়ঃ ॥ ৮ ॥

আর্য্যে কিমপি ন জানাসি বং বংশী ছক্কতি লীলয়েতি ভণ্যসে । দৃষ্টং
ভক্ত দিবসে কন্যাকানাং তীক্ষ্ণস্থিতানি অম্বরানি আত্মনো হস্তেন উৎকৃণ্য

কতা বিস্তার করিতেছিল, তুমি আজি বংশীর ছক্কতি
লীলা দ্বারা তাহাদের দেহ গৃহের বাস শিথিলতা প্রাপ্ত
করাইয়াছ অর্থাৎ তোমার বংশী ছক্কতার মৃগাক্ষীগণের
দেহ গেহ উভয় স্তম্ভকেই শৈথিল্য করিয়াছে ॥ ৮ ॥

মধুমঙ্গল । আর্য্যে ! আপনি কি কিছুই জানেন না বংশীর
ছক্কতি বলিতেছেন কেন ? । সে দিন আমি প্রত্যক্ষ
দেখিয়াছি প্রিয়বয়স্ক ব্রজকুমারীগণের যমুনা তীরস্থ বস্ত্র
সকল স্বহস্তে উত্তোলন করিয়া কদম্ব বৃক্ষের স্কন্ধে স্থাপন

ক্খক্ষে নিক্খিতাইং ॥

কৃষ্ণঃ । স ভ্রাতৃস্বং বটুমারিষ্য । আর্যো হুঙ্কারাদপি তথা
ভাবান্দ্রবদগোপিকানামভিব্যক্তঃ সাধ্বীভাবঃ ॥

ললিতা । সংস্কৃতেন ।

কেনাপি ধূর্তপতিনা খলু শিক্ষিতোমি

মন্ত্রং বশীকরণ কারণমৌষধং বা ।

পুণ্যোজ্জ্বলানুখিল গোপবিলাসিনীনাং

যেন ত্রয়া গৃহস্থখানি বিলুণ্ঠিতানি ॥

মধুমঙ্গলঃ । সচ্চং কহেদি ললিতা । অল্পধা মন্ত্রাদি মন্তরেণ
পবনহুতুঙ্গা মহাদানবা নবেন্দীবরাদোবি সৌম্য সীদল

অনেন স্বন্ধে নিক্ষিপ্তানি । সত্যং কথয়তি ললিতা । অতথা মন্ত্রাদি মন্তরেণ

করিয়াছিলেন ॥

কৃষ্ণঃ । (ভ্রাতৃস্বের সহিত বটুকে নিবারণ করিয়া) আর্যো !

ঐ প্রকার হুঙ্কার হইতেই তোমার গোপিকাদের সাধ্বী-
ভাবের প্রভাব প্রকাশ পাইয়াছে ॥

ললিতা । (সংস্কৃত ভাষায়) কৃষ্ণ ! তুমি কোন ধূর্তপতির
নিকট বশীকরণ কারক মন্ত্র বা ঔষধ শিক্ষা করিয়াছ,
তদ্বারাই তোমা কর্তৃক নির্মূল গোপসুন্দরীদিগের পবিত্র
উজ্জ্বল গৃহ স্থল সমুদায় লুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, অতএব
তাহাদিগের দোষ কি ? ।

মধুমঙ্গল । ললিতা সত্যই বলিতেছে, এ যদি মন্ত্রোষধির
বল না হইবে তাহা হইলে, নব ইন্দীবর হইতে সৌম্য

পইদিগা কথং ইমিগা সংহরিজ্জন্তি ॥ ৯ ॥

ললিতা । অজ্জ জস্স স্মরণং বি তথা সন্সাবণং ।

ত এদং অণ্ণগো পিঅবঅস্সং মা কখু সীদলং ভণ ।

মধুমঙ্গলঃ । ভো বঅস্স পইদি সীদলো বি তুমং গোই
আহিং উণ্ণো ভণিজ্জসি । তা প্ফংসিঅ জ্জানিস্সং ইতি
কুঞ্চবক্ষসি হস্তবিন্যাস্য সসম্ভ্রমং । অহো সচ্চং জ্জিব্ব
কহেদি ললিতা ক্ষণং বিমুশ্য । ললিতে বিঘ্নাদং বিঘ্নাদং

পৰ্বতোত্তুঙ্গা মহাদানবা নবেন্দীবরতোহপি সৌম্য শীতল প্রকৃতিনা কথং
অনেন সংস্রমন্তে । মহাবলিষ্ঠ মায়াবিদৈত্যা বধাদৌ মন্ত্রোষধাদীনাং সামর্থ্যা
সম্ভাবনামন্বয়স্ত প্রকৃতিরেবেয়ং নারীগণমনোহারিণীতি দ্যোতিতং ॥ ৯ ॥

আর্য্য যন্ত স্মরণমপি তথা সন্তাপনং অনেন সখ্যাঃ প্রেমাতিশয়ো বাঞ্ছিতঃ ।
তংইদং আত্মনো বয়স্তঃ মা থলু শীতলং ভণ । ভো বয়স্ত প্রকৃতি শীতলোহপি
স্বং গোপিকাভিষ্ট উষ্ণো ভণ্যসে তং পৃষ্ট্বা জানামি । সত্যমেব কথয়তি

শীতল প্রকৃতি কুঞ্চ গিরিসদৃশ দানবগণকে কি রূপে
সংহার করিবেন ॥ ৯ ॥

ললিতা । যাহার স্মরণও সন্তাপ স্বরূপ, সেই তোনার প্রিয়
বয়স্তুকে শীতল বলিয়া বর্ণন করিও না ॥

মধুমঙ্গল । ভো বয়স্ত ! তুমি স্বভাবত শীতল হইলেও গোপিকা
সকল তোমাকে উষ্ণ বলিতেছে, অতএব একবার তোমাকে
স্পর্শ করিয়া দেখি । (এই বলিয়া কুঞ্চবক্ষে হস্ত নিক্ষেপ
পূর্ব্বক সম্ভ্রমের সহিত) অহো ! ললিতা সত্যই বলিতেছে
(ক্ষণকাল বিবেচনা করিয়া) ললিতে ! জানিলাম জানি-

তুহ রাহিআ ক্ষেঅ গুণঃ উল্লা জাএ হিঅঅবটিণীএ চন্দ-
কোড়ি সীঅলো এসৌ উল্লীকিও ॥ ১০ ॥

ললিতা । অঙ্জ এথ রাঅপট্টপথর স্তন্দরে হিঅএ তাএ ছরস্ত
পেম্ম সৌকুমাজ্জ হোদাএ মহ সর্হীএ কুদো পবেসৌ সং-
ভাবীঅদি ॥ ১১ ॥

মধুমঙ্গলঃ । সরোমং চবলে অক্ষ বঅস্‌সৌ তদৌ বি তুন্না

ললিতা । ললিতে বিজ্ঞাতঃ বিজ্ঞাতং । তব রাধিকা এব নুনঃ উক্ষা । যয়া
হৃদয় বর্তিতা চন্দ্রকোটি শীতলোহপি এবং উল্লীকৃত হৃদয় বর্তিতা ইত্যনেন
ততোহপি মদয়ন্ত প্রেমভর ইতি ব্যঞ্জিতং ॥ ১০ ॥

ললিতা আৰ্য্য অত্র রাজপট্ট প্রস্তর স্তন্দরে হৃদয়ে তন্তা ছরস্ত প্রেম সৌকু-
মার্যা ভূতায়্য মম সখ্যাঃ কৃতঃ প্রবেশঃ সংভাব্যতে তেন বজ্রত্বা নেতন্ত
হৃদয়ঃ কথং তন্তাং প্রেম বর্ততে ইতি জ্ঞাতব্যমিতি প্রম্নৌ বাজাতে ॥ ১১ ॥

মধু সরোমং ইতি ব্রাহ্মণ স্বাভাব্যেন বিদূষকস্তাপি পর্যাবসানে বৈদগ্ধ্য
বর্ণনস্তানৌচিত্যাৎ নাটকে প্রকৃতি বিপর্যায় দোষাপত্তেচ্চ বাঞ্ছনা বৃত্তিঃ

লাম, তোমার রাধিকাইত উক্ষা, ইনি হৃদয় মধ্যে প্রবেশ
করিয়া কোটি চন্দ্র অপেক্ষা সূশীতল আমার বয়স্তুকে
উত্তপ্ত করিয়াছেন ॥ ১০ ॥

ললিতা । আৰ্য্য । এই রাজপট্ট প্রস্তরের ন্যায় সৌন্দর্য্য-
শালি হৃদীয় বয়স্যের হৃদয়ে ছরস্ত প্রেম স্কুমারী আমার
সখীর কি রূপে প্রবেশ সম্ভাবনা হয় ॥ ১১ ॥

মধুমঙ্গল । (রোষের সহিত) চপলে ! আমার বয়স্য
তোমার সখী অপেক্ষা স্নেহ ভরে অতিশয় স্ককোমল,

নিভুরং সিংহ কোমলো জং এসো বন্ধিদগিন্দো জোইন্দো।

বিঅ একগুং চিত্তো গং জেজব সর্বদা চিত্তেই ॥

কৃষ্ণঃ । সাপত্রপং । ধিখাচাল কৃতমলীকেন নর্ম্ম পুঞ্জেন ॥

ললিতা । স্বগতং দিষ্ট্টিআ বড্‌টদি পিঅসহী ॥ ১২ ॥

পৌর্ণমাসী । সুন্দর বিশ্রামাতু নর্ম্মমুদ্রা সমাকর্ণয় মদ্বিবন্ধিতং ॥

হিত্তা দূরে পথি ধবতরো রন্তিকং ধর্ম্মসেতো।

ভাক্তা অভিধরৈব ললিতা ব্যঞ্জিত প্রাশোশোত্তরমাহ । চপলে অশ্রুদয়ন্তঃ
ততোপি যুগ্মং সখীতো নির্ভরং স্নেহ কোমলঃ । যৎ এব বন্ধিত নিদ্রো যোগীক্ৰ
ইব একাগ্র চিত্তঃ এনামেব সর্বদা চিত্ততে । দিষ্ট্যা বর্দ্ধতে প্রিয়সখী ॥ ১২ ॥

হে কৃষ্ণার্ণব রাধিকাবাহিনী রাধিকা নদী ত্বাং লেভে । কিং কৃত্বা ধবতরো
নির্কটমপি দূরে পথি হিত্তা ধব বৃক্ষা যত্র স্ত্য স্ততো নদ্যো ন নিঃসরন্তীতি

যে হেতু ইনি নিদ্রাজয়ী হইয়া যোগীন্দ্রের ন্যায় একাগ্র

চিত্তে সর্বদা এই শ্রীরাধাকেই চিন্তা করিয়া থাকেন ॥

কৃষ্ণ । (লজ্জার সহিত) ধিক্‌ মূর্খ ! অলীক পরিহাস

পুঞ্জের প্রয়োজন কি ? ॥

ললিতা । (মনে মনে) যাহা হউক, ভাগ্য বশতঃ প্রিয়সখী

বুদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছেন ॥ ১২ ॥

পৌর্ণমাসী । সুন্দর ! পরিহাস মুদ্রা বিরাম পাউক অর্থাৎ

আর পরিহাস ভঙ্গীর প্রয়োজন নাই, আমি যাহা বলি

শ্রবণ কর ।

হে কৃষ্ণার্ণব ! ধর্ম্ম সেতু ভঙ্গ সমর্থ্য নবরসবাহিনী

রাধানদী ধব (পতি) তরুর সমীপ দূর পথে পরিত্যাগ

ভঙ্গোদগ্ৰা গুরু শিখরিণং রংহসা লজ্জয়ন্তী ।

লেভে কৃষ্ণার্ণব নবরসা রাধিকাবাহিনী ত্বাং

বান্ধীচিভিঃ কিমিব বিমুখীভাবমস্তা করোষি ॥ ১৩ ॥

মধুমঙ্গলঃ । অই শুদ্ধ বুদ্ধিএ অজ্জবি এদং চেঅ পুচ্ছসি ।

পেক্খ কুয়ন্তাণং হদ কোইলাণং কিস্তাসণথং মএ এদং

পুপ্ফকোঅণ্ডং নিম্মিৎ ॥

প্রসিদ্ধে: পক্ষে এষ ধবো ভর্তা । ধর্ম এব মেতু স্তস্ত ভঙ্গে উদীর্ণসগ্রঃ যন্তাঃ ।
গুরঃ বিশালঃ শিখরিণঃ গুরুজনঞ্চ শিখরিতুলা কঠোরং । গুরুজনমেব
শিখরিণমিতি বা রংহসা বেগেন নবো নূতনঃ রসো জলীয় স্বাদুভুং শ্রোতোভিঃ
কাপি অপৰ্য্যুষিতত্বাৎ । নব শাস্ত শৃঙ্গারাদয়ো রসা যন্তাঃ কচিদ্ভিল্লষাদৌ
নির্দোষাদি স্থায়িত্বেন শাস্তাদীনা মুদোপাৎ । ভুঞ্চ সমুদ্র ইব বাগ্ভিরেব
বীচীভিঃ কিমিতি বৈমুখ্যং করোষীতি ॥ ১৩ ॥

অগি শুদ্ধ বুদ্ধে অদ্যপি ইদমেব পৃচ্ছসি । পশু কুজস্তানাং হত কোকি-
লানাং বিভ্রাসনার্থং ইদং পুপ্পকোদণ্ডং নির্মিতং । তেন বাচা প্রাতিক্ষুলা
চরণমস্ত ন বাস্তবং ত্বরা ভ্ৰেয়ং প্রত্যা ততস্ত দীদৃশীঃ দশামোলোচ্য স্মরং এব
ত্বং শীঘ্রং তৎ প্রাপ্তুপারং চিন্তয়েতি দ্যোতিতং । সাপীত্যপিকারেণাভিব্য-

পূর্বক গুরুজন রূপ পর্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া তোমাকে
প্রাপ্ত হইয়াছে, তবে তুমি কেন বাক্য রূপ তরঙ্গ দ্বারা
ইহাকে বিমুখী করিতেছ ॥ ১৩ ॥

মধুমঙ্গলঃ । অগি শুদ্ধবুদ্ধে ! এখনও ইহাই জিজ্ঞাসা করি-
তেছ । দেখ কুজনরবকারি হত কোকিলগণের ত্রাস
নিমিত্ত আমি এই পুপ্পধনু নির্মাণ করিয়াছি ॥

পৌর্ণমাসী । চন্দ্রানন সাপি বৎসা ।

আলীনাং প্রতিহাররোধনবিধৌ বীক্ষ্য প্রযত্নাবলীং

বালা তর্কিত মাধবী পরিমল স্ফুর্তির্ভয়াদ্বৈপতে ।

কিঞ্চালোক্য সুধাংশুকান্তসলিলসুন্দানলিন্দেক্ষণা

দেনাক্ষৌদয় শঙ্কিনী বিকলতামাতস্বতী মুচ্ছতি ।

কৃষ্ণঃ । স্বগতং । হন্ত কঠোরোহয়ং দশাবিবর্তঃ ।

পৌর্ণমাসী । হন্ত সুন্দর ।

প্রণয়িসু মিলিতেষু প্রেমভাজমুপেক্ষা

ঘটয়তি কটুপাকানুচ্চকৈ দূষণানি ।

জ্যমানমর্থ মঙ্গীকৃত্যাহ আলীনামিতি । প্রতিহারস্ত দ্বারস্ত সুধাংশুকাস্তেতি চন্দ্রকান্ত শিলাভৌ গলিতান্ জলবিন্দুনিভার্থঃ । প্রণয়িষিতি । কটুপাকানি কটুঃ পাক উদকৌ যেষু তাৎপৰ্য্যাহ দিনমণিরিতি নিখিলমিতি অশ্রুদাদি ললিতা প্রভৃতিকং প্রাপয় সমস্ত গোকুলমেব সন্ধ্যা স্থানীয়া রাধা দিনমণি

পৌর্ণমাসী । চন্দ্রবদন ! তিনিও বৎসা, সখীগণের দ্বার রোধ বিষয়ে যত্নাতিশয় দেখিয়া ঐ বালা মাধবীর প্রসরণ শীল সৌরভভরে কম্পিত হইতেছে, অপর অলিন্দের (চান্দনীর) প্রতি দৃষ্টিপাত হওয়াতে চন্দ্রকান্তমণি হইতে জলক্ষরণ দেখিয়া চন্দ্রৌদয় আশঙ্কায় ব্যাকূলতা বিস্তার পূর্বক মুচ্ছিত হইয়া পড়িতেছে ॥

কৃষ্ণঃ । (মনে মনে) হায় ! এত কঠোর দশার পরিপাক ॥

পৌর্ণমাসী । অহে সুন্দর ! প্রণয়জন সকল মিলিত হইলে প্রেমি ব্যক্তিদিগের যে উপেক্ষা তাহা কটুপাক রূপ গুরুতর দোষ সকল ঘটনা করিয়া দেয়, যেমন অনুরাগী

দিনমণিরনুরাগী প্রোজ্জ্বল্য সন্ধ্যাং হি রক্তাং

তমসি নিখিলমুগ্রে মজ্জয়ত্যেব লোকং ॥ ১৪ ॥

কৃষ্ণঃ । সলজ্জং নত্বী ভবতি ।

পৌর্ণমাসী । পুন নির্ভাল্য সানন্দং স্বগতং । দিক্টিয়াং
স্মিতালিঙ্গিতমিঙ্গিতমঙ্গী কুব্ধন দক্ষিণং ত্রমীলয়দীক্ষণং ।
প্রকাশং । গোকুলানন্দ পুরস্তাদিয়ং মাকন্দবেদী স্বয়মলং
কর্তব্য্য । যথা নিমীলতি হেলিবিম্বে সখ্যোরেকতরা
তামভীক্শদেদেঃ প্রাপয়তি ॥

স্থানীয় মাঙ্গানঞ্চ হি কারাং সমুচ্চয়াবধারণার্থকাং ॥ ১৪ ॥

দক্ষিণং ত্রমীলয়দিতি বিক্ষোদক্ষিণ নেত্রস্ত সূর্য্যাস্তান্ত্রিমীলনে সন্ধ্যা
মঙ্কেত কাল ইতি সূচয়তি । হেলিবিম্বে সূর্য্যবিম্বে ॥ ১৫ ॥

দিনমণি রক্ত সন্ধ্যাকে পরিত্যাগ করিয়া নিখিল লোককে
ঘোরান্ধকারে নিমগ্ন করেন তদ্রূপ ॥ ১৪ ॥

কৃষ্ণ । (সলজ্জে) নত বদন হইলেন ॥

পৌর্ণমাসী । (পুনর্ব্বার নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দের সহিত
মনে মনে) কি সৌভাগ্য, ইনি হাস্তালিঙ্গিত ইঙ্গিত
অঙ্গীকার করিয়া দক্ষিণ নয়ন নিমীলিত করিলেন, যাহা
হউক, এক্ষণে ইহঁার আর বাম্য ভাব নাই । (প্রকাশ
করিয়া) গোকুলানন্দ ! তুমি স্বয়ং অগ্রবর্ত্তি এই আত্ম
বেদিকাকে অলঙ্কৃত করিবা অর্থাৎ অগ্রে এই বেদিকার
উপর উবেশন করিয়া থাকিবা । সূর্য্যবিম্ব অন্তগত
হইলে ললিতা বিশাখার মধ্যে কোন একজন তোমাকে
অভীক্শ স্থানে লইয়া যাইবেক ॥

কৃষ্ণঃ । সাপত্রপং যথাহ ভগবতীতি সবয়স্যো নিজ্জান্তঃ ।

পৌর্ণমাসী । পুন্নি ললিতে কামং নিবৃত্তাস্মি । তদেহি

রাধামনুসরাব ইত্যুভে পরিক্রামতঃ ॥

ততঃ প্রবিশতি বিশাখয়া সহ সংকথয়ন্তী রাধা ।

রাধা । সংস্কৃতেন ॥ ১৫ ॥

সখি জন্মিতং নারিকেলনীরং

স্মিত কপূরারবৃতং হরে নিপীয় ।

তনু সঙ্গ স্খাং বিনাপি তস্ম

গ্লপিতাহং গরলেন জীবিতাস্মি ॥

পুংকর মিলনাদ্বিষমিতি বৈদ্যাশাস্ত্রে প্রসিদ্ধেঃ ।

কৃষ্ণ । (সলজ্জে) যে আজ্ঞা ভগবতি ! এই বলিয়া আত্ম

বেদিকায় বয়স্যের সহিত প্রস্থান ॥

পৌর্ণমাসী । পুন্নি ললিতে ! যথেষ্ট রূপে নিরুদ্দিগ্না হই-

লাম, অতএব আইস শ্রীরাধার নিকট গমন করি এই

বলিয়া দুই জনে চলিয়া গেলেন ॥

(অনন্তর বিশাখার সহিত কথা কহিতে কহিতে

শ্রীরাধার প্রবেশ) ।

শ্রীরাধা । (সংস্কৃত ভাষায়) ॥ ১৫ ॥

সখি ! শ্রীকৃষ্ণের রাক্য নারিকেল জল এবং তদীয় হাশু

কপূর সদৃশ, এই দুই একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করায়

গরল জ্বালায় আমি কাতর হইয়াছি, তাঁহার অঙ্গসঙ্গ রূপ

অমৃত ব্যতিরেকে এ জীবন রক্ষা পাইবে না ॥

বিশাখা । অই অবিধাদ নিঅ মাহপ্পে তাদিসো তুহ
রাঅস্‌স গরিমা জেন সৌ ক্‌খু সামস্‌সন্দরো বি বাঢ়ং
রত্তীকিদো তথা বি অত্তণো মলিণং সঙ্কসি ॥

রাধিকা । পুনঃ সংস্কৃতেন ॥ ১৬ ॥

নালিকিনীং নিশি ঘনোৎকলিকামশঙ্কং

ক্ষিপ্ত্বা রতী রতনুবন্যগজঃ ক্ষুণ্ণতি ।

অত্রানুরাগিণি চিরাদুদিতৈহপি ভানৌ

বিশা । অগ্নি অবিজ্ঞাত নিজ মাহাত্ম্যে তাদৃশ স্তব রাগস্ত গরিমা যেন
স খলু শ্রাম স্‌সন্দরোহপি বাঢ়ং রত্তীকৃতঃ তথাপি আত্মানং মালিণ্যং শঙ্কসি ॥১৬

নালিকিনীঃ কমলিনীঃ অতনুঃ কন্দর্প এব বহু গজঃ । ক্ষুণ্ণতি চূর্ণয়তি ।
প্রাতর্ষদা যা জীবৎ তদা তাং স্বর্ঘ্যো বিকাশয়েৎ তত্ন ন সম্ভবতীতি ভাবঃ ।

বিশাখা । অগ্নি অবিজ্ঞাত নিজ মাহাত্ম্যে ! তোমার রাগের
তাদৃশ মহিমা যদ্বারা শ্রামস্‌সন্দরও অতিশয় রূপে অনু-
রক্ত হইয়াছেন, তথাপি তুমি আপনাকে মালিন্য আশঙ্কা
করিতেছে ? ॥

শ্রীরাধা । (পুনরায় সংস্কৃত ভাষায়) ॥ ১৬ ॥

হায় ! হে সগি ! রজনীযোগে অর্দ্ধ বিকাসোন্মখী পদ্মিনীর
লতা উন্মোচন করিয়া যদি বলিষ্ঠ গজ নির্ভয়ে তাহাকে
চূর্ণ করে, তাহা হইলে নলিন্যানুরাগী রবি প্রভাত কালে
উদিত হইয়া ঐ বরাকী পদ্মিনীর কি সুখ বিধান করিবেন ।

পক্ষান্তরের অর্থ । হায় ! রজনীযোগে উৎকণ্ঠিতা এই
শ্রীরাধার আবরণ উন্মোচন করিয়া যদি কন্দর্প রূপ গজ

হা হন্ত কিং সখি স্তখং ভবিতা বরাক্যাঃ ॥

পৌর্ণমাসী । পুরো রাধাং দৃষ্ট্বা পুত্রি ললিতে সখ্যাস্তব
 প্রেমোক্তি মুদ্রামুদ্রাটয়িতুমুৎকণ্ঠিতাস্মি । তদ্ব্যত্যা
 তুষ্ণীমেব ভবিতব্যং ॥

ললিতা । জং আনবেদি তথ হোদী ।

পৌর্ণমাসী । রাধামুপেত্য সকৈতব বিষাদং ।

ভবদঙ্গ সঙ্গ বিষয়ে প্রিয়োক্তিভি

মুহুরর্থিতোহপি মদিরাক্ষি মাধবঃ ।

মনুতে মনাগপি নহীতি হৃদ্যাথা

ততশ্চ অধুনৈব যথা মিলিত কৃষ্ণস্তথোপায়শ্চিন্ত্যতামিতি দ্যোত্যতে ।

ললি । যথা আজ্ঞাপয়তি তত্তু ভাবী ।

নির্বিশঙ্কে বিনষ্ট করে তাহা হইলে হে সখি ! প্রভাত
 কালে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া এ বরাকীর কি স্তখ বিধান করি-
 বেন অর্থাৎ প্রাণ গেলে কোন স্তখই অনুভব হইবে না ।
 পৌর্ণমাসী । (অগ্রে শ্রীরাধাকে অবলোকন করিয়া)

পুত্রি ললিতে ! তোমার সখী শ্রীরাধার প্রেমোক্তি
 মুদ্রা উদ্রাটন করিতে উৎকণ্ঠিত হইয়াছি অতএব তুমি
 কিছু বলিও না তুষ্ণীস্তাব অবলম্বন কর ॥

ললিতা । যাহা আজ্ঞা করিলেন তাহাই হইবে ॥

পৌর্ণমাসী । (শ্রীরাধার নিকট গমন করিয়া ছল পূর্বক
 বিষাদের সহিত) হে খঞ্জনাক্ষি ! তোমার অঙ্গসঙ্গ
 বিষয়ে প্রিয়োক্তি দ্বারা মাধবকে বারম্বার প্রার্থনা করিলে

প্রতিকার যুক্তিরপরা বিধীয়তাং ॥

রাধিকা । সব্যামোহং । অলং এতৎ লজ্জিদেশ ইত্যঞ্জলিং
বন্ধা ।

অন্তঃলিহ্মি ডহণে লডহং রঙ্গলদং লিহন্তুম্ ।

কাপড়িআরে জুতী মুক্খিঅ সামঘণুল্লাসং ॥ ১৭ ॥

রাধি । অলমত্র লজ্জিতেন । অবজ্জলিহে দহনে শোভনাং রঙ্গণ লতাং
লিহতি । কা প্রতিকারে যুক্তিঃ ত্যক্তা শ্রাম ঘনোল্লাসং । অল্পমাত্রস্তাপি
দহনস্ত রঙ্গণ লতাদাহ সম্ভবেপি তদর্থং মেঘ পর্য্যন্ত ব্যাপক বহ্নেরেতস্ত প্রতি-
কারঃ কিং কলসাদিভূতৈর্জলে ভবতি কিন্তু শ্রামল বর্ণো মেঘো যদি নির্ভরং
ধতি । নাশ্বথেতি ভাবঃ ॥ ১৭ ॥

ও তিনি কিঞ্চিন্নাত্রও সম্মত হইলেন না, অতএব স্বদ্বাখ্য
প্রতিকারের নিমিত্ত অন্য যুক্তি বিধান কর ॥

শ্রীরাধা । (পীড়ার সহিত) এ বিষয়ে লজ্জিত হওয়ার
প্রয়োজন কি ? (এই বলিয়া অঞ্জলি বন্ধন পূর্বক)
অল্প মাত্র অগ্নির রঙ্গণলতা দগ্ধ করিবার সম্ভাবনা সত্ত্বে
মেঘ পর্য্যন্ত ব্যাপক অগ্নির কলসের জলে কি প্রতিকার
হয়, কিন্তু শ্রামমেঘের বিপুল বর্ষণ ব্যতিক্রমে অন্য যুক্তি
নাই ॥ ১৭ ॥

যথারাগ ॥

এ ভূমি আকাশ, ভরল হতাশ, বহয়ে প্রচণ্ড জ্বালা ।
তার মাঝে যেন, কোমল রঙ্গণ, লতার বসতি ভেলা ॥
কি কহিব আমি আর । মনে বিচারিয়া, বুঝ তুমি ইহা,

পৌর্ণমাসী । জরত্যাশ্রুং নপ্ত্রী স তু কমলয়া ললিতপদঃ
 কথং কারং তস্মৈ মুহুরস্লভায় স্পৃহয়সি ।
 প্রসীদ ব্যাহারে মম রচয় চেতো দিবিচরং
 গৃহীতুং পাণিভ্যাং বিধুমহহ মাভূঃ কুতুকিনী ॥
 রাধিকা । সগদগদং সংস্কৃতেন ।

কৈছে হয়ে প্রতিকার ॥ ধ্রু ॥ মো পুনি বুঝিনু, বুঝিঞা
 জানিনু, দঢ়াই কহিয়ে সার । শ্যামঘন বিনে, ইহার
 জীবনে, উপায় না দেখি আর ॥ ১৭ ॥

পৌর্ণমাসী । রাধে ! তুমিত জরতীর নপ্ত্রী কিন্তু তিনি
 লক্ষ্মীর লালিত পদ অর্থাৎ লক্ষ্মী তাঁহার পদসেবা করিয়া
 থাকেন, তবে তুমি কি প্রকারে সেই অস্লভ বস্তুতে
 বারম্বার অভিলাষ করিতেছ ? অতএব আমার বাক্যের
 প্রতি চিত্ত অভিনিবেশ করিয়া প্রসন্না হও, গগণচর
 চন্দ্রকে দুই হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিতে কুতুকিনী হইও না ॥
 যথারাগ ॥

কহে ভগবতী, শুনিঞা এমতি, আরতি বচন তার ।
 তুমি সে স্পৃহা মুখরা নাতিনী, সে হরি ভুবন সার ॥ কমলা
 লালিত, পদ সুললীত, স্লভ না হয় সে । আমার বচন
 শুনহ এখন, হৃদয়ে বাস্কহ থে ॥ আকাশের চাঁদে, ধরি-
 বার সাধে, হাত পসারহ কেন । এ সব কৌতুকে, ক্ষমা
 দেহ বৃকে, বিচারিয়া নিজ মনে ॥

শ্রীরাধা । (গদগদ স্বরে সংস্কৃত ভাষায়) দেবি ! আমি

ময়া তে নির্বন্ধান্মুরবিজয়িনি রাগঃ পরিহতো
 ময়ি স্নিগ্ধে কিন্তু প্রথয় পরমাশী স্তুতিমিমাং ।
 মুখামোদোদগারে গ্রহিলমতিরদ্যৈবহি যতঃ
 প্রদোষারন্তে স্যাং বিমল বনমালা মধুকরী ॥
 ইতি বৈবশ্যং নাটয়তি ॥

হে ময়ি স্নিগ্ধে অদ্যৈবহি তত্রাপি প্রদোষারন্তে এব নতু কালবিলম্বঃ
 সোঢ়ুং সকাঃ । মধুকর্যাশ্চ বনমালামুশীলনে যোগ্যতা ভবেদिति ভাবঃ ।
 অধুনৈব প্রাণত্যাগে তদাশীর্ভবেদिति মনসি কৃষ্ণা প্রাণাঃ স্ত্যাকু মুপক্রামন্তীঃ
 রাধামভিপ্রেত্য সবৈকলামাহ ।

আপনার আশ্রয়েই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ পরিত্যাগ
 করিলাম, কিন্তু হে স্নিগ্ধে ! আপনি আমার প্রতি এই
 সমুদয় আশীর্ব্বাদ বিস্তার করুন, আমি যেন অদ্য সেই
 আশীর্ব্বাদের বলে সন্ধ্যা উপস্থিত মাত্রই তদীয় মুখো-
 দগারে মনো নিবেশ করিয়া বিমল বনমালায় মধুকরী
 হই । (এই বলিয়া বিবশতা প্রকাশ করিলেন, ॥

যথা রাগ ।

এ বচন শুনি, কহে সুবয়নী, হৃদয়ে পাইয়া ব্যথা । অতি
 গদগদ, আধ আধ পদ, মুখে না নিকসে কথা ॥ শুন ভগ-
 বতী, এই মোর মতি, নির্বন্ধ কহিনু তৌহে । এ মোর
 পরাণ, ভেল পরাধীন, তা বিনু না রহে দেহে ॥ সে হরি
 বদন, সৌরভ সদন, হরিল সে মতি মোর । সে তনু
 মাধুরী, বচন চাতুরী, কে কহু তাহার ওর ॥ শুন ভগবতী

বিশাখা । ভগবতি পরিত্রাহি পরিত্রাহি ইয়ং উত্তানিদ গেভা

কিম্পি দারুণং দশাবিসেসং লহেদি রাহী ॥

পৌর্ণমাসী । সোদ্বৈগং । হা ধিক্ কেয়ং বলাদাকুষ্ঠা মহা-
বিপৎ কাল সপৌঁতি সদয়ং রাধামালিন্য বৎসে সমাশ্বসিহি

বিশা । ভগবতি পরিত্রাহি পরিত্রাহি ইয়ং উত্তানিত নেত্রা কিমপি দারুণং
দশা বিশেষং লভাতে রাধা । হে স্ততমু কিং অভিষ্টুবে কিং স্তোমি তনুঃ
ক্ষীণঃ ॥ ১৮ ॥

আশীষহ অতি, করহ চিত্তের সনে । সে হরি গলায়ে,
ও নব মালায়ে, মধুকরী হুঙ মেনে ॥ গোধূলি সময়ে,
গোরজ ভরয়ে, গোবিন্দ অলকা কেশে । সে রূপ ভাবিতে
আপনার চিতে, না হয় ধৈরজ লেশে ॥ এই সব বাণী,
কহিতে স্তধনী, আবেশ হইল গায় । আকুল হইয়া,
কহয়ে ডাকিয়া, বিশাখা দেখিয়া তায় ॥

বিশাখা । ভগবতি ! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, শ্রীরাধা যে
নয়ন স্থির করিয়া কি দারুণ দশা বিশেষ লাভ করিলেন ॥
যথারাগ ॥

দেখ ভগবতি, ধনি আনমতি, লভিল দারুণ দশা ।
উত্তান নয়ন, হইল এখন, কহয়ে কেমন ভাষা ॥ এ দশা
হইতে, তরাহ ত্বরিতে, চরণে ধরিয়ে তোরা । দেখি
পৌর্ণমাসী, অতি বেগে আসি, রাধিকা করিল কোর ॥
পৌর্ণমাসী । (সত্বরে) হা ধিক্, একি আমি বল পূর্বক
মহা বিপদ রূপ কাল সর্পিণীকে আকর্ষণ করিলাম ?

ললিতা । সংস্কৃতেন ॥

তদ্বাত্তোত্তরগীতগুপ্তিতমুখো বেণুঃ সমস্তাদভূৎ

ত্বদ্বেশোচিতশিল্পকল্লনময়ী সৰ্ব্বা বভূব ক্রিয়া ।

ত্বমামানি বভূবুরস্য সুরভীরুন্দানি বৃন্দাটবী

রাধে ত্বম্ভয়বল্লিমণ্ডলঘনা জাতাদ্য কংসদ্বিষঃ ।

রাধিকা । সমাশ্রম্য স্বগতং । চঞ্চল চিত্ত অজ্জবিণ

রাধি । চঞ্চলচিত্ত অদ্যাপি ন প্রত্যাগমসি ।

ললিতা । (সংস্কৃত ভাষায়) সুন্দরি ! শ্রীকৃষ্ণের মুরলী

সৰ্ব্বদা তোমার চরিত্র গানে গ্রন্থিত মুখ হইয়াছে,

তোমার সদৃশ বেশ রচনা করিতে শ্রীকৃষ্ণের সমুদায়

শিল্পী কৰ্ম্ম দেখিতেছি, এবং গাভী সলকে আহ্বান

করিতে হইলে ভ্রমে তিনি তোমারই নামোল্লেখ করিয়া

আহ্বান করিয়া থাকেন, অতএব হে রাধে ! অধিক কি

বলিব কংসারির সম্বন্ধে লতাসমূহশালি বৃন্দাবন তোমা-

রই স্বরূপে স্ফুৰ্ত্তি পাইতেছে ॥

যথা রাগ ॥

তোমার চরিত, গায়ে অবিরন্ত, বেণু করি নিজ মুখে ।

তোমার সমান, করে বেশ গণ, তোমা মানে আপনাকে ।

ডাকে ধেনুগণে, ভরমে সেখানে, লইয়া তোমার নাম ।

শয়নে স্বপনে কিবা জাগরণে, তোরে নিরিখয়ে শ্যাম ॥

এ ভূমি গগণ, তরু লতাগণ, তোমায় মানয় হরি । এ

যত্নন্দন, কহয়ে নবীন, অনুরাগ বলিহারি ॥

শ্রীরাধা । (আশ্বাসিত হইয়া মনে মনে) অরে চঞ্চল হৃদয় !

পত্তিআএসি ।

পৌর্ণমাসী । পুত্রি ললিতৈ বাঢ়ং প্রগল্ভাসি তদ্বিশাখা যাব-
ম্বাকন্দমূলান্মুকুন্দেন সহ প্রত্যাবর্ততে তাবদত্র সঙ্কেতিতে
কর্ণিকার কুঞ্জে গোপায় ত্বং গোপালিকাভ্যো রাধিকাং ।
ময়াতু স্বকৃত্যায় গন্তব্যমিতি তিস্রো নিক্রান্তাঃ ।

বিশাখা । দূরং পরিক্রম্য সো মাকন্দো এসো পুরো দীপই
জথ কহ্নো ॥

ততঃ প্রবিশতি কৃষ্ণঃ ।

কৃষ্ণঃ । সোৎকণ্ঠং প্রতিচীমবলোক্য ।

বিশা । মাকন্দ এষ পুরো দৃশ্যতে যত্র কৃষ্ণঃ । অন্তঃ গচ্ছতঃ স্বর্ঘ্যস্ত রোচ-

এখনও তুই প্রত্যয় করিতেছিস্ না ? ॥

পৌর্ণমাসী । পুত্রি ললিতে ! তুমি অতিশয় প্রগল্ভা, অতএব
যাবৎ আত্ম মূল হইতে মুকুন্দের সহিত বিশাখা প্রত্যা-
গত না হয়, তাবৎ তুমি এই সঙ্কেতিত কর্ণিকার কুঞ্জে
গোপালিকাগণ হইতে শ্রীরাধাকে রক্ষা কর, আমি স্বীয়
প্রয়োজন সাধন নিমিত্ত গমন করি, এই বলিয়া তিন
জনে প্রস্থান করিলেন ॥

বিশাখা । (কিঞ্চিদূর গমন করিয়া) এই যে সেই আত্মতরু
অগ্রে দেখিতেছি, বোধ হয় এই খানেই কৃষ্ণ আছেন ॥

অনন্তর কৃষ্ণের প্রবেশ ।

কৃষ্ণ । (উৎকণ্ঠার সহিত পশ্চিমদিকে দৃষ্টিপাত করত)

সদ্যস্তপ্তহিরণ্য পিণ্ডমধুরং চণ্ডভিষো মণ্ডলং
 সঙ্গং হন্ত তরঙ্গিণীরতিগুরোরঙ্গী চকারান্তসি ।
 দ্রাগেতান্যপি ঘূকনেত্র পটলী সিদ্ধাঞ্জনকোদতাং
 বিভ্রান্তি দ্বিপবিভ্রমাণি রুরুধু ধ্বান্তানি বৃন্দাবনং ॥
 নৌৎসুক্যং পস্থানমুদ্বীক্ষ্য কথমদ্যপি সখী কাচিম্নেত্রা-
 ধ্বনি মে নাবততারেতি । পরাবৃত্য প্রাচীং পশ্যন্ ।
 সান্দ্ৰাঃ স্তপ্ত কুমুদ্বতী কুলবধু নিদ্রাভিদাঃ কোবিদাঃ ।
 কুর্বাণাঃ কলুষ শ্রিয়ং পরিভবাতঙ্কেন পঙ্কেজনীং ।
 সংরস্তাদভিসারিকান্তিরসকৃদ্যাক্রুয়ামাণোদগমা

কত্বোপচায়েণ মধুরমিতি পদমুপন্যস্তং । তরঙ্গিণীরতিগুরোঃ সমুদ্রস্ত । ঘূকাঃ
 পেচকা স্তেবাঃ । নেত্র সমূহানাং সিদ্ধাঞ্জনচূর্ণত্বং প্রাপ্তানি ধ্বান্তানি
 দ্বিপানাং হস্তিনামিব বিভ্রমো যেষাং ॥

হায় ! এক্ষণে তপ্ত স্বর্ণ পিণ্ডের ন্যায় উজ্জ্বল প্রচণ্ড সূর্য্য
 মণ্ডল নদীপতির জলে সঙ্গত হওয়াতে শীঘ্র পেচকনেত্র
 সমূহের সিদ্ধাঞ্জন চূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া ধ্বান্তরাশি হস্তি-
 বৃন্দের ভ্রান্তি ধারণ করত বৃন্দাবনকে অবরোধ করিল ॥
 (উৎকণ্ঠার সহিত পথের প্রতি দৃষ্টিপাত করত) কই
 এযাবৎ একটি সখীও ত আমার নেত্রপথে উপস্থিত
 হইল না (এই বলিয়া পশ্চাৎভাবে পূর্বদিকে দৃষ্টি পাত
 পূর্বক) আহা ! কুমদিনী রূপ কুলবধুগণের নিদ্রা ভঙ্গে
 স্তপণ্ডিত চন্দ্রসমূরশি হ সূর্যের পরাশ্রয় শঙ্কিনী পদ্মিনীকে

ভাসঃ পীতকরস্ত হস্ত হরিতং পূর্বাং পরিস্কূৰ্বতে ॥ ১৯ ॥

ইতি বৈয়গ্র্যং নাটয়ন্ ॥

ধ্যাত্বা ধর্ম্যং ধৃতিমুদয়িনীং কিং ববন্ধাদ্য রাধা

তীব্রাক্ষেপৈঃ কিমুত গুরুভিলস্তিতা বা নিবৃত্তিঃ ।

কিন্বা কষ্টমভজত দশাং তামবিস্পন্দমন্দা

মিন্দৌ বিন্দভ্যদয়মপি যম্মাজগামাদ্য দূতী ॥

হরিতং দিশং ॥ ১৯ ॥

মলিন শ্রী বিধান করত জুহুয়া অভিসারিকাগণ কর্তৃক
তিরস্কৃত হইয়া পূর্বদিক অলঙ্কৃত করিতেছে ॥ ১৯ ॥

(এই বলিয়া বাগ্রতা অভিনয় করত) শ্রীরাধা কি ধর্ম
চিন্তা করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন, অথবা তিনি গুরু-
জনের কঠোর তাড়না ভয়েই কি নিবৃত্ত হইলেন, কিন্বা
তঁাহার স্পন্দন শূন্য মন্দ কোন কষ্ট দশাই বা উপস্থিত
হইল, যাহা হউক চন্দ্র উদিত হইলেন তথাপি এখনও
দূতী আসিল না কেন ? ॥

যথা রাগ ॥

সতী কুল কাজ, দুকুলের লাজ, ধরম দেখিয়া কে বা ।
ধৈরজ উদয়, হইল হৃদয়, রাধিকা অধিক সে বা ॥ কিন্বা
গুরু জন, তর্জন বচন, কহিয়া নিবৃত্তি কৈল । কিন্বা
অতিশয়, ক্ষীণ তনু হয়, চলিবারে না পারিল ॥ নহিলে
বা কেনে, স্বেচ্ছা গগণে, উদয় হইল অতি । তবু এত
ক্ষণে, শঙ্কেত ভবনে না মিলল সখী দূতী ॥

বিশাখা । লতান্তরে সৌদগ্রীবিকং এসো নৃণং উক্ঠাএ মহ
জ্জব পঅবীং বিলোএদি কঁহো । তা ক্খণং পরিহ-
সিসং ।

কৃষ্ণঃ । সানন্দং । ইয়ং বিশাখাপি চঞ্চলং পঞ্চ শাখা সখী
মিলিতা ইতুপসৃত্য সখি তবোপলস্তাত্তামেব রন্তোরুং
লক্কামবৈমি । যদ্বিশাখা রাধয়োরদ্বৈতং ॥ ২০ ॥

বিশাখা । মুখমানময়া মৌনমালম্বতে ।

বিশা । লতান্তরে এষ নৃনং উৎকৃষ্টয়া মটমব পদবীং বিলোকয়তি কৃষ্ণঃ ।
তৎ ক্ষণং পরিহসিষ্যামি চঞ্চলঃ পঞ্চশাখঃ পাণি যন্তাঃ পঞ্চশাখঃ শয়ঃ পাণি
রিত্যমরঃ । পক্ষে বিগত শাখাপি চঞ্চলন্ত্যঃ পঞ্চ শাখা যন্ত ইতি বিরোধঃ ।
বিশাখা রাধয়োরদ্বৈতমিতি রাধা বিশাখা পুষ্যদ্বিত্যমরঃ ॥ ২০ ॥

বিশাখা । (লতার অন্তরালে থাকিয়া গ্রীবা উত্তোলন
পূর্বক উৎকৃষ্টা বশতঃ) এই যে কৃষ্ণ আমারই পথের
প্রতি দৃষ্টি পাত করিয়া রহিয়াছেন, অতএব ক্ষণ কাল
পরিহাস করি ॥

কৃষ্ণ । (আনন্দের সহিত) এই যে বিশাখাও হস্ত কম্পিত
করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইল । (এই বলিয়া
নিকটে গমন করত) সখি ! তোমার আগমনেই সেই
রন্তোরু শ্রীরাধাকে প্রাপ্ত হইলাম এমত বিবেচনা করি,
যেহেতু তোমাতে এবং শ্রীরাধাতে পরস্পর অদ্বৈত ভাব
অর্থাৎ তোমাদের দুই জনে পরস্পর ভিন্নতা নাই ॥ ২০ ॥

বিশাখা । নত বদনে মৌনাবলম্বন করিলেন ।

কৃষ্ণঃ । সখি কিমত্র তুষ্টীকাসি ।

বিশাখা । চন্দ্রমুখ মন্দভাগিণি ক্ষি তা কিং বিগ্ধবিস্ং ।

কৃষ্ণঃ । সশঙ্কং কিমর্থমিদং ।

বিশাখা । সুন্দর এ মে সরস্‌সই গিস্‌সরদি হোতু তথাবি
সম্বরিতুং এ জুভমিদং । ইতি মুখ বৈকুণ্ঠ্যমভিনীয় । ভো
ভট্টিদারঅ সা পিগসহী অহিমগ্ধুণা হদাসেণ মতুরা পত-
গক্ষি ইত্যাক্ষোক্তে শুক্ণং রোদিতি ॥ ২১ ॥

তুষ্টীঃ শীলন্ত তুষ্টীক ইত্যমরঃ ।

বিশা । চন্দ্রমুখ মন্দভাগিণি । তৎ কিং বিজ্ঞাপয়িষ্যামি ।

বিশা । সুন্দর ন মে সরস্বতী নিঃসরতি সরস্বতী বাণী । ভবতু তথাপি
সম্বরিতুং ন যুক্তমিদং । ভো ভর্তৃদারক সা প্রিয়সখী অভিমন্যুনা হতাশেন
মথুরাপত্তনে ইতি শেষঃ । নাট্যোক্তো রাজপুত্রো ভর্তৃদারক শব্দে
নোচ্যতে ॥ ২১ ॥

কৃষ্ণ । সখি বিশাখে ! তুষ্টীভূত হইয়া রহিলে কেন ? ॥

বিশাখা । চন্দ্রবদন ! আমি মন্দভাগিনী হইয়াছি, অতএব
তোমাকে আর কি নিবেদন করিব ॥

কৃষ্ণ । (সশঙ্কে) এ কথা বলিতেছ কেন ? ॥

বিশাখা । সুন্দর ! আমার মুখ হইতে বাক্য নিঃসরণ
হইতেছে না, তথাপি সম্বরণ করা উপযুক্ত নহে । (এই
বলিয়া মুখ বিকৃতি করত) অহে রাজপুত্র ! অভিমন্যু
হতাশ হইয়া প্রিয়সখীকে মথুরা নগরীতে এই পর্য্যন্ত
অর্দ্ধোক্তি করিয়া শুক্ণ রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥

কৃষ্ণঃ । সব্যথং কদা নীতা নাম ।

বিশাখা । জদা ভাবদী তুচ্ছা সর্ভাসং লক্ষা ।

কৃষ্ণঃ । সখেদং । বিশাখে কথং কারং নীতা ।

বিশাখা । তুচ্ছা ভাং তক্ষিঅ ।

কৃষ্ণঃ । সব্যথং । স কথং তর্কিতঃ ।

বিশাখা । লোণ্ডত্তরী হোন্তো অথো ণ কস্স তক্কণিজ্জো
হোদি ॥

কৃষ্ণঃ । গ্লপয়তি বপু ছুঃশীলো মে বলান্মলয়ানীলো

বিকিরতি করৈরিন্দুঃ ক্ষোদং তুষারাগ্নিভরং রুশা ।

যদা ভগবতী তব সকাশং লক্ষা তব ভাবং তর্ক্য । লোকোত্তরী ভবন্নর্থো
ন কস্ত তর্কণীয়ে ভবতি ।

কৃষ্ণ । (ব্যথার সহিত) কবে লইয়া গেল ? ॥

বিশাখা । যখন ভগবতী তোমার নিকটে আসিয়াছিলেন ॥

কৃষ্ণ । (খেদের সহিত) কেন লইয়া গেল ? ॥

বিশাখা । তোমাতে ভয় আশঙ্কা করিয়া ॥

কৃষ্ণ । (ব্যথার সহিত) সে কি রূপে জানিল ? ॥

বিশাখা । তোমার লোকোত্তর ভাব দেখিয়া কাহার না তর্ক
গোচর হয় ! ॥

কৃষ্ণ । একে ছুঃশীল মলয় পবন বল পূর্বক আমার শরীরকে
ক্লিষ্ট করিতেছে, তাহাতে আবার চন্দ্র ক্রোধ প্রকাশ
করিয়া অগ্নি চূর্ণ সদৃশ তুষার বর্ষণ করিতেছেন, এ দিকে
আবার হত মদন অলি হৃক্কৃতি দ্বারা স্পর্শ রূপে তর্জন

মদন হতক স্তূৰ্জত্যেষ স্ফুট্টৈরলি ছঙ্কতৈ
 স্তূট্টিরপি বিনা রাধা^৩নেতুং যয়া নহি শক্যতে ॥
 ইতি ব্যামোহং নাটয়তি ॥

বিশাখা । সখেদং সংভ্রমং । গোউলানন্দ সমস্ সমস্ সমস্ সমস্

গোকুলানন্দ সমাশ্বসিহি সমাশ্বসহি ময়া খলু পরিহসিতং সা তপস্বিনী ভয়া

করিতেছে, হায় ! আমি যে শ্রীরাধা ব্যতিরেকে ক্ষণকাল
 ও যাপন করিতে পারিতেছি না ॥ (এই বলিয়া মূচ্ছিত
 হইয়া পড়িলেন)

যথা রাগ ॥

মলয় পবন, এ নব কুশুম, বহয়ে সৌরভ যত । সুখ
 দিয়াছিল, দুঃখদায়ি ভেল, এ দুঃখ সহিব কত ॥ সখি হে
 কি আর কহিব তোরে । সে রাধা বিহনে, আমার
 জীবনে, শরীরে না রহে জোরে ॥ ধ্রু ॥ চন্দ্রের কিরণ,
 কৈল প্রসারণ, দেগিতে জ্বলয়ে তনু । আমারে দহন,
 করিতে মদন, তুষানল জ্বালে তনু ॥ দারুণ মদনে,
 করে তরজনে, ভ্রমর বাস্কার করি । কহত কেমনে,
 তিলেক ইহাতে, রহিয়ে ধৈরজ ধরি ॥ এতেক কহিতে,
 হঞা মূরছিতে, পড়িল সেখানে হরি । বিশাখা দেখিয়া,
 সংভ্রম হইয়া, কহয়ে আশ্বাস করি ॥ শুনহ গোবিন্দ
 গোকুল আনন্দ ধৈরজ ধরহ চিত । পরিহাস তোহে,
 কৈল কেন তাহে, মরমে বাসহ ভীত ॥

বিশাখা । (খেদের সহিত সস্ত্রম প্রকাশ করিয়া) গোকু-

মএ ক্খু পরিহসিদং । সা তবস্‌সিণী তাএ রঙ্গণমালিআএ
রক্খিদ পরাণ থি ॥ ২২ ॥

কৃষ্ণঃ । সমাশ্বস্য ধূর্তে ভদ্রেণ কদর্থিতোহস্মি ।

বিশাখা । অস্পগো গুণং ন স্মরসি ।

কৃষ্ণঃ । সখি বর্ণ্যতাং প্রেমামক্শঃ প্রিয়ায়াঃ ।

বিশাখা । সংস্কৃতেন ।

দূরাদপ্যনুসঙ্গতঃ শ্রুতিমিতে তুমামধেয়াক্ষরে

সোন্মাদং মদিরেক্ষণা বিরুবতী ধত্তে মুহু বেষপথুং ।

রঙ্গণ মালিকয়া রক্ষিত প্রাণান্তি ॥ ২২ ॥

আত্মনো গুণং ন স্মরসি । পূৰ্ব্বঃ স্মিষ্টৈরেভি রিত্যাদি ন বায়ঃ তাদৃশঃ
কদর্থিতা ইতি ভাবঃ । তং নবাস্তোধরং ॥ ২৩ ॥

লানন্দ ! আশ্বস্ত হও, আমি পরিহাস করিয়াছি, তপস্বিনী
রাধা সেই রঙ্গণ মালিকা দ্বারা জীবন রক্ষা করিতে-
ছেন ॥ ২২ ॥

কৃষ্ণ । (আশ্বাস প্রাপ্ত হইয়া) ধূর্তে ! ভাল ব্যথা প্রদান
করিলা ।

বিশাখা । তুমি আপনার গুণ মনে কর না ।

কৃষ্ণ । সখি ! প্রিয়ার প্রেমচিহ্ন বর্ণন কর ।

বিশাখা । (সংস্কৃত ভাষায়) কৃষ্ণ ! এসঙ্গাধীন দূর হইতে
তোমার নামাক্ষর কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে অমনি খঞ্জনাঙ্গী
উন্মাদ ভাব লাভ করত চীৎকার করিতে করিতে কম্পিত
হইতে থাকেন, হা কন্ট ! আর অধিক কি বলিব, দৈবাৎ

আঃ কিম্বা কথনীয়মনাদসিতৈ দৈবান্নবাস্তোধরে
দৃষ্টে তং পরিরন্ধুমুৎকমতিঃ পক্ষদ্বয়ীমিচ্ছতি ॥

যদি অসিত বর্ণ নবজলধর দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে উৎকর্ষিত চিত্তে তৎক্ষণাৎ আলিঙ্গন নিমিত্ত পক্ষ দ্বয় ইচ্ছা করেন ॥

যথা রাগ ॥

অনুসঙ্গ দূর হইতে, তুয়া নাম শুনাইতে, খঞ্জন নয়নী ধনি রাই ! অতি উন্মত্ত হইয়া, কান্দে বহু বিলপিয়া, পুন পুন কাঁপে ক্ষমা নাই ॥ শুন কৃষ্ণ ভাল তুয়া রীতে । অখণ্ড কুলের নারী, কৈলে তুমিসুখাউরী, যেন ভেল কুলটা চরিতে ॥ ধ্রু ॥ বহু কি কহিব আর, দেখিয়া মেঘের জাল, উড়িবারে চাহে পাখা করি । দলিত অঞ্জন দেখি, সঘনে বাড়এ আঁখি, শ্যামা সখী নিজ কোড়ে করি ॥ গহন বনেতে যাঞা, তমালেরে কোলে লঞা, মনে মানে তোমা কৈল কোর । অতিশয় হরষিতে, গাঢ় আলিঙ্গন রসে, ধনী রহে হইয়া বিভোর ॥ সুনীল বসন পড়ে, নীল মণি হার ধরে, নেহারয়ে কালিন্দীর নীর । এই রূপে অনুক্ষণ, নাহি হয়ে অশ্রু মন, তিলেক না রহে গৃহে স্থির ॥ সদাই কদম্ব বন, করাইতে নিরীক্ষণ, পুলক ভরয়ে প্রতি অঙ্গে । বদন না তেজে হাত, সঘন অবনী মাথ, অকারণে হাসে কত ভঙ্গে ॥ অঙ্গে অতিশয় তাপ, পরশিল নহে তাত, বরণ হইল যেন আন । কেহ লখিবারে নারে,

কৃষ্ণঃ । তদেহি সত্বরমেব প্রেয়সীং প্রেক্ষেবহীতি পরিভ্রামতঃ ॥

ততঃ প্রবিশতি ললিতয়ানুরাধ্যাণানা রাধা ।

রাধা । সখেদং সংস্কৃতেন ।

প্রভূত্বাহেন পরাহতা কিমভবদাস্তং সখী ন ক্ষমা

তস্তাঃ কিম্মু নিবেদিতে নহি হরি বিপ্রশস্তমভ্যাঘযৌ ।

হা হস্ত প্রতিকূলতাং ময়ি গতঃ কিম্বা বিধির্দারুণো

যদু রাধনমালিকা পরিমলোপদ্যাপি নাসাদ্যতে ॥

কি ব্যাধি হইল বোলে, কেবা জানে নিগূঢ় বিধান ॥ কি
শুণ করিলে তুমি, জানি লাও এবে আমি, তেঁঞিসে তাঁহার
হেন কায় । কতেক কহিব আর, যতেক দেখিল তার,
দুকূলে হইয়া গেল লাজ ॥ না করে ভোজন পান, নিন্দ
গেল অন্তস্থান, না শুনয়ে বচন কাহার । এ যদুনন্দন
ভগে, নাজীনিয়ৈ এতক্ষণে, কি জানি হইয়া রহে আর ॥

কৃষ্ণ । তবে আইস শীঘ্র গিয়া প্রেয়সীকে দর্শন করি, এই
বলিয়া দুই জনে ফিরিয়া চলিলেন ॥

অনন্তর ললিতা কর্তৃক আরাধিতা হইয়া শ্রীরাধার
প্রবেশ ॥

শ্রীরাধা । (খেদের সহিত সংস্কৃত ভাষায়) হয় ত বিশাখা

বিঘ্ন দ্বারা পরাহত হইয়াই গমন করিতে পারে নাই,
অথবা শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিয়া নিবেদন করিয়াছিল
কিন্তু তিনি তাহাতে বিশ্বাস করেন নাই, হায় ! কিম্বা
দারুণ বিধি আমার প্রতি প্রতিকূলই বা হইলেন, নতুবা
দূর হইতে অদ্যাপি বনমালার পরিমল প্রাপ্ত হইতেছি না

বিশাখা । পুরোহনুস্মৃত্য সংস্কৃতেন ॥ ২৩ ॥

নত্মীকৃত্য শিরো মল্লী স্তরুরতামালোকতে বত্ন'নী

মুখায় ক্ষণমাসনাং পুনরহো ভ্রান্তা নিষীদত্যসৌ ।

দ্বিত্রাণ্যেত্য পদানি বীক্ষ্য ললিতাং ভূয়ঃ পরাবর্ততে

বত্ন'নীং পস্থানং ॥ ২৪ ॥

কেন ? ॥

যথা রাগ ॥

হেন নয় মন, সখীর গমন, বিদ্বিল নহিল তথা । কিম্বা
নিবেদন, শুনি হরিমন, বিশ্বাস নহিল কথা ॥ হাহা
প্রিয়সখি কি করি বিচার আর । ধৈরজ ধরিতে, নাহি
পারি চিতে, না হয়ে দুঃখের পার ॥ ১ ॥ কিম্বা প্রতি
কূল, দূর বিধি হৈল, আসিতে নারিল হরি । সে বনমালার,
অঙ্গ পরিমল, না পাইল নাশা ভরি ॥ সে দিষ্ঠী চাতুরী,
সে মুখ মাধুরী, হাসির হিল্লোল তায় । নয়ান আরাতি
বাড়িল যে মতি, সদা দেখি বারে যায় ॥ বান্ধুলী অধর
আন পরিমল, কহে স্নমধুর বাণী । এ যদুনন্দন, কহে সে
বচন, শুনিতে যুড়ায় প্রাণী ॥

বিশাখা । (অগ্রে গমন করিয়া সংস্কৃত ভাষায়) ॥ ২৩ ॥

হে কৃষ্ণ ! শ্রীরাধার প্রেমের চেক্টা আর কি বর্ণন করিব,
ঐ দেখ অগ্রে নত বদনে বারম্বার বক্ষাবৃত মার্গের প্রতি
দৃষ্টি পাত করিতেছেন, ভ্রান্তা হইয়া ক্ষণ কাল আসন
হইতে উত্থিত হইয়া পুনরায় আবার তাহাতেই উপবে-
শন করিতেছেন এবং দুই তিন পদ আগমন করিয়া

পশ্চাৎ তব সঙ্গমোৎসুকতয়া রাধা পরিক্রাম্যতি ॥ ২৪ ॥

কৃষ্ণঃ । বদনদীপ্তি বিধূত বিধূদয়া ৫

কুমুদধামধুরা মধুরস্মিতা ।

নখজিতোড়ুরিয়ং হরিণেক্ষণা

তৃণয়তি ক্ষণদামুখমাধুরীং ॥ ২৫ ॥

রাধিকা । সকাतर्याং সংস্কৃতেন ।

দৃগ্ভঙ্গীনাং কিমুপরিমলৈঃ প্রেয়সীভি নিরুদ্ধঃ

বদনস্ত দীপ্ত্যা বিধূতো বিখণ্ডিতো বিধূদয়ো যথা । কুমুদ ধামধুরা কুমুদ-
কান্তীনাশ্রয়ো মধুর স্মিতং যজ্ঞাঃ নৈথৈবেব জিতা উড়বো যয়া ক্ষণদামুখঃ
প্রদোষ স্তম্ভ মাধুরীং তৃণয়তি তৃণীকরোতি তত্তৎ শোভা রূপাণাং চন্দ্র কুমুদ
নক্ষত্রাণাং তিরস্কারাৎ ॥ ২৫ ॥

ললিতাকে নিরীক্ষণ করত পুনর্ব্বার চলিয়া যাইতেছেন,
হা কষ্ট ! তোমার সঙ্গ বিষয়ে উৎসুক হইয়াই ইনি অতি-
শয় ক্লিষ্ট হইতেছেন ॥ ২৪ ॥

কৃষ্ণ । আহা ! যাঁহার বদনের দীপ্তি অবলোকন করিয়া
চন্দ্রোদয়কে ঘৃণা বোধ হয়, যাঁহার মধুর হাস্ত কুমুদকান্তি
মকলের আশ্রয় স্বরূপ এবং যিনি স্ময় নখ কান্তি দ্বারা
নক্ষত্র গণকে পরাজিত করিতেছেন সেই এই হরিণাক্ষী
রাধার আশ্চর্য্য মাধুর্য্য প্রদোষ কালীন মধুরিমাতে তৃণ
বৎ করিয়াছে ॥ ২৫ ॥

শ্রীরাধা । (কাতরতার সহিত সংস্কৃত ভাষায়) হায় !
প্রেয়সীগণ কি নয়ন ভঙ্গী দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে নিরুদ্ধ করিল,

কিন্মাস্বৈরী ময়ি বিহিতবানুদ্ধতায়ামুপেক্ষাং
হা চান্দ্রীতিতু্যতিশিরভিতো গ্রন্থমানেহপি লোকে
প্রাপ্তো নায়ং যদিহ লতিকামন্দিরে নন্দসূনুঃ ॥

কৃষ্ণঃ । পুরোহনুসৃত্য অহো সাধীয়ান্ প্রসাদঃ পৌর্ণমাস্তাঃ
যদিয়মামোদয়তি কৌমুদী ॥

রাধিকা । চমৎকৃতিমভিনীয় স্বগতং । হুঁ এন্ডিঅ ভাঅধেআণং
বি ভাঅণং সংবুত্তো এসো জণো ইতি বৈবশ্যমালম্বতে ॥

হুঁ এতাবৎ ভাগধেয়ানাং ভাগ্যানাং বিভাবনং সংবৃত্তঃ এষো জনঃ ।
অগ্রে ধত্তা ইতানেন সৰ্ব্বাভ্যোহপি অস্তাঃ স্থায়ি প্রেমাতিশয় ইতি কৃষ্ণে
ব্যজ্যতে ॥

অথবা তিনি স্বেচ্ছাচারী, আমি উদ্ধত হইয়াছি বলিয়াই
বা আমার প্রতি উপেক্ষা করিলেন, হায় ! এক্ষণে যে
চন্দ্র কিরণে লোক সকল পরিপূর্ণ হইল, এ যাবৎ লতা
মন্দিরে নন্দনন্দন কৈ আগমন ত করিলেন না ॥

কৃষ্ণ । (অগ্রে গমন করিয়া) অহো ! পৌর্ণমাসীর কি
অত্যাৎকৃষ্ট প্রসন্নতা, যাহাতে কৌমুদী অতিশয় রূপে
আমোদিত করিতেছে । পক্ষান্তরে পৌর্ণমাসী দেবীর
কি প্রসন্নতা, যাহার প্রসাদে এই চন্দ্রকান্তি শ্রীরাধা
আমোদ প্রদান করিতে লাগিলেন ॥

শ্রীরাধা । (বিস্ময় প্রকাশ পূর্বক মনে মনে) আহা ! মৎসদৃশ
জনের কি এ প্রকার ভাগ্য উপস্থিত হইল ! (এই
বলিয়া বিবশতা অবলম্বন করিলেন)

বিশাখা । সংস্কৃতেন ॥

অহো ধন্যা গোপ্যঃ কলিত নব নর্মোত্তিভিরলং

বিলাসৈরানন্দং দধতি মধুরৈর্ধা মধুভিদঃ ।

ধিগন্তু স্বং ভাগ্যং মম যদিহ রাধাপ্রিয়সখী

পুরস্তম্ভিন্ প্রাপ্তে নিবিড় জড়িমাঙ্গী বিলুষ্ঠতি ॥

ললিতা । অই লজ্জালুএ রাহি অগ্গদো দে মানস হংসহরো

ণাঅরো তা মা কখু সজ্জবসেন ভেঙ্কলা হোহি । জং

পগত্তদা জেব্ব অজ্জ কজ্জসাহিনী ইতি রাধাং বলাদিবা-

কুষ্য কুম্ভান্তিকমাসাদ্যশ্চ সংস্কৃতেন ॥

ললি । অয়ি লজ্জাশীলে রাধে অগ্রত এব তে মানস হংসহরো নাগরঃ ।

তং মাখলু সাধবগেন বিহ্বলা ভব । যং প্রগল্ভতা এব অদ্য কার্যাসাধিনী ॥২৬

বিশাখা । (সংস্কৃত ভাষায়) আহা ! যে সকল গোপী

মধুর বিলাস বিশিষ্ট নব নর্মোত্তি দ্বারা অতিশয় রূপে

মুরারির আনন্দ বিধান করিতেছে, তাহারাই ধন্য, কিন্তু

আমার ভাগ্যকে ধিক্, যেহেতু ঐ কৃষ্ণ সম্মুখে আসিলেও

আমার প্রিয়সখী শ্রীরাধা নিবিড় জড়িমা অবলম্বন পূর্বক

ভূমিতলে লুষ্ঠিত হইতে লাগিলেন ॥

ললিতা । অয়ি লজ্জাশীলে রাধে ! যিনি তোমার মানস হংস

হরণ করিয়াছেন সেই নাগর অগ্রে উপস্থিত, অতএব

ইহাকে দেখিয়া আর ভয়ে বিহ্বলা হইও না, এক্ষণে

প্রগল্ভতা অবলম্বন কর, তদ্বারাই আজ কার্য সাধন

হইবে । (এই বলিয়া বল পূর্বক শ্রীরাধাকে আকর্ষণ

বিদূরাদালোক্য প্রবলতর তৃষ্ণা তরলিতঃ

সখী চেতোহংসস্তবদনপদ্মে নিপতিতঃ ।

ভ্রমদ্রুপাশাভ্যাং কিতব তমবধাদিহ ভবান্

কিমস্মাস্থ ন্যায়্য ব্যবসিতিরিয়ন্তে বিসদৃশী ॥ ২৬ ॥

কৃষ্ণঃ । স্নিহা ললিতে মদ্রিধাঃ খল্ববলার্থং হারিণো ন ভবন্তি ॥

বিশাখা । ধর্ম্মিণ সচ্চং সচ্চং ভদ্রকালীতীর্থ কদম্বো চ্ছেঅ
এথ পমাণং ।

কৃষ্ণঃ । সখি ললিতে মদ্রিশুদ্ধৌ কথং বঃ প্রতীতিঃ ।

বিশা । ধার্ম্মিক সত্যং সত্যং ভদ্রকালীতীর্থ কদম্ব এব অত্র প্রমাণং ।

করত শ্রীকৃষ্ণের নিকট লইয়া গিয়া সংস্কৃত ভাষায়)

কৃষ্ণ ! দূর হইতে তোমাকে অবলোকন করিয়া আমার

প্রিয়সখীর চিত্ত হংস প্রবলতর তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া

তোমার বদন পদ্মে গিয়া পতিত হইয়াছিল, তুমি কি না

তাহাকে দ্রুপাশ যুগল দ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিয়াছ,

যাহা হউক, হে শঠ ! আমাদের প্রতি কি তোমার

এই প্রকার বিসদৃশ ভাব ন্যায় সঙ্গত হয় ! ॥ ২৬ ॥

কৃষ্ণ । (ঈষৎ হাস্য করিয়া) ললিতে ! আমার মত ব্যক্তি

গণ কখন অবলার সম্পত্তি হরণ করে না ॥

বিশাখা । অহে ধার্ম্মিক ! সত্য সত্য, এ বিষয়ে ভদ্রকালী

তীর্থস্থ অর্থাৎ কাত্যায়নী পূজাস্থলীয় কদম্ব বৃক্ষই প্রমাণ ।

কৃষ্ণ । সখি ললিতে ! আমার শুদ্ধিতা বিষয়ে তোমাদের

কি রূপে প্রতীতি হইবে ? ॥

ললিতা । ছইল্ল পরিক্খা বিহাণেণ ॥

কৃষ্ণঃ । বামে কামং কথ্যতাং পরীক্ষা সম বিজিষ্ণুরয়ং কীর্ত্তি

শুভ্রাংশু নর্ম্মষা কলঙ্কীকর্ত্তুং শক্যতে ॥

ললিতা । সংস্কতেন ।

তুম্মদে রাধাস্তন কনক কুস্তান্তরমিল

তনুজালী কালোরগযুবতিমূর্দ্ধপ্রণয়িণি ।

যদি ক্ষোভোন্মুক্তঃ কলয়সি করং নায়কমণৌ

ততস্তে ধ্বস্তাঙ্কঃ প্রচরতি যশোমণ্ডল শশী ॥ ২৭ ॥

কৃষ্ণঃ । কৃত্রিমদ্রাসমভিনীয় । হস্ত নিষ্ঠুরে নান্নৈব ললিতাসি

ললি । ছটল বিদগ্ধ পরীক্ষাবিধানে । তুম্মদে ইতি রাধায়াঃ স্তন
কুস্তরোরস্তরে মধ্যে মিলঙ্কী যা তনুজালী রোমালী সৈব কালোরগ যুবতি
স্তুমূর্দ্ধ প্রণয়িনী নায়কমণৌ ॥ ২৭ ॥

ললিতা । অহে বিদগ্ধ ! পরীক্ষা করিলে ।

কৃষ্ণ । হে বক্র চিত্তে ! যথোচিত পরীক্ষা বল, আমার

নির্ম্মল কীর্ত্তিচন্দ্রকে কখন মিথ্যা কলঙ্কী করিতে সমর্থ
হইবা না ॥

ললিতা । (সংস্কৃত ভাষায়) কৃষ্ণ ! শ্রীরাধার স্তন রূপ

কনককুস্তদ্বয়ের অন্তর্গত নায়কমণি যাহা তদীয়
নাভি হইতে উত্থিত লোমাবলী রূপ কালসর্পযুবতির
মস্তকে মণি সদৃশ বিরাজ করিতেছে, তুমি যদি অক্ষোভ
চিত্তে সেই নায়কমণিতে হস্তার্পণ করিতে পার, তাহা
হইলে তোমার অকলঙ্ক যশচন্দ্র প্রচারিত হইবে ॥ ২৭ ॥

কৃষ্ণ । (কৃত্রিম দ্রাস অভিনয় করিয়া) হা কষ্ট ! হে নিষ্ঠুরে !

১

যদল্লীয়সি তাবদর্থো গরীয়সীং সর্পঘটাখ্যাং পরীক্ষায়ুপ
ক্ষিপসি ॥

রাধিকা । সপ্রণয়েষ্যং । ললিদের চিট্ চিট্ ইতি সজ্জভঙ্গ
মবলোকতে ॥

ললিতা । বিসাহে গট্ ষনুদেসআরিণীং কীস মং তজ্জদি
রাহিআ ॥ ২৮ ॥

বিশাখা । ললিদের ইমাএ হিঅঅট্ঠিদং আউদং মএ জানীঅদি ॥
ললিতা । তং কধেহি স্নগিস্ মং ।

বিশাখা । সংস্কৃতমাশ্রিত্য ।

রাধি ললি বিশাখে নষ্টধনোদ্দেশকারিণীঃ কস্মান্মাং তর্জিত রাধিকা ॥ ২৮

তোমার নামই কেবল ললিতা, যেহেতু অস্পৃশ্য
কার্যে গুরুতর সর্পঘট পরীক্ষ্য বিধান করিতেছে ॥

শ্রীরাধা । (প্রণয় সৈর্য্যার সহিত) ললিতে ! থাক থাক, এই
বলিয়া ভ্রভঙ্গের সহিত দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন ॥
ললিতা । বিশাখে ! আমি নষ্ট ধনের উদ্দেশকারিণী অর্থাৎ
এই শ্রীরাধার মানস হংস অপহৃত হইয়াছে, আমি তাহা-
রই উদ্দেশ করিতেছি, তবে ইনি কেন আমাকে তজ্জর্ন
করিতেছেন ? ॥ ২৮ ॥

বিশাখা । ললিতে ! আমি শ্রীরাধার মনোগত ভাব জানিতে
পারিয়াছি ।

ললিতা । সেই ভাব কি, বল শ্রবণ করি ।

বিশাখা । (সংস্কৃত ভাষা অবলম্বন করিয়া) সখি ! যিনি

স্পৃশন্তঃ যো মেঘানঘমনঘকর্মা তমবধী

দ্বিষজ্জ্বালাজালোন্মদনদময়ং কান্দিয়মহিং ।

অকার্ষীদেগোপেন্দ্রক্রহমজগরং দিব্যপুরুষং

ভুজঙ্গাচার্যোহস্মিন্ কিমিব ঘটতে পন্নগঘটঃ ॥ ২৯ ॥

ললিতা । বিহস্ত হলা রাহে অন্নণো পরিকর রূবাএ গ

জাণাসি মাহপ্পং ইমাএ পেক্খ ॥

তথাহি ॥

অবি গরুড়স্ম সিহামণিমুরগবহু গত্তহারি বিরুদস্ম ।

বিশা । অস্তা হৃদয়স্থিতং আকৃতং ময়া জ্ঞায়তে । ললি তৎ কথং
শ্রোষ্যামি । অজ্জো হুঃখ বাসনেষ্বমিত্যমরঃ । অনঘকর্মা হুঃখ কর্মা ॥ ২৯

ললি রাধে আত্মনঃ পরিকর রূপায়াঃ ন জানাসি মাহাত্ম্যং অস্তাঃ তনু-
জালায়াঃ পশু । তথাহি । অপি গরুড়শ্চ শিখামণিঃ উরগবধু গত্তহারি বিরু-
তশ্চ প্রভবতি সখি মোহয়িতুং তব নব রোমাবলী ভুজগী । গরুড় শিখামণিঃ
গরুড়বাহন মপি ভঙ্গ্যা ক্লমমিতি । গরুড়শ্চ কীদৃশশ্চ উরগেত্যাদি । রাধি

গগণ স্পর্শি অঘাসুরকে সংহার করিয়াছেন । যিনি বিষজ্জ্বা-
লায় জাজ্জ্বলামান কালিয় নাগকে দমন করিয়াছেন এবং
যাঁহা কর্তৃক নন্দগ্রাসকারি অজগর সুদর্শন নামক দিব্য
পুরুষ বপু প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই অক্লিষ্ট কর্মা ভুজঙ্গা
চার্যে কি রূপে সর্পঘট পরীক্ষা সম্ভব হয় ॥ ২৯ ॥

ললিতা ! (হাস্য করিয়া) সখি রাধে ! আপনার সঙ্গিনী
রূপা লোমাবলী ভুজঙ্গিনীর সহিমা জান না ? । দেখ
বাহার রবে সর্পবধুদিগের গর্ভ পাত হয় সেই গরুড়ের

পহবই মোহেছুং তুহ ণঅ রোমাওলী ভুজগী ॥
রাধিকা । সপ্রণয় রোষক্ । অই ধিট্ঠে ললিতে এথ আণা-
বিঅ মং বিড়ম্বেসি তা গদুঅ বুড্টিআণং গোইণং বিগ্গবি-
স্‌সং ইতি গন্তুমিচ্ছতি ॥
ললিতা । অই মুক্কে ণং সাহুং বা চোরং বা জ্ঞানিঅ জাহি
ইতি পটাঞ্চলমাদঘ্ণাতি ॥ ৩০ ॥
কৃষ্ণঃ । চণ্ডে ললিতে যদ্যতো দূরাগ্রহান্ন বিশ্রান্তাসি ততঃ
করবাণি পরীক্ষামিতি রাধামনুসৰ্পতি ।

অগ্নি ধুটে ললিতে অত্র অনীয় মাং বিড়ম্বয়সি । তদগত্বা বুদ্ধাং গোপীং বিজ্ঞা-
পয়িষ্যামি । ললি মুক্কে এণং সাধুং বা চোরং বা জ্ঞাত্বা বাহি ॥ ৩০ ॥

শিখামণি শ্রীকৃষ্ণকে মুগ্ধ করিতে তোমার লোমাবলী
সমর্থ হইয়াছে ॥

শ্রীরাধা । (প্রণয় রোষের সহিত) অগ্নি নিল্লজ্জ ললিতে !
তুমি আমাকে এখানে আনিয়া বিড়ম্বিত করিতেছ, থাক
আমি গিয়া বুদ্ধা গোপীকে বলিয়া দিচ্ছি (এই বলিয়া
গমনোদ্যত হইলেন) ॥

ললিতা । মুক্কে ! কৃষ্ণ সাধু কি চোর ইহা জানিয়া গমন
করা উচিত । (এই বলিয়া শ্রীরাধার বস্ত্রাঞ্চল ধারণ
করিলেন) ॥ ৩০ ॥

কৃষ্ণ । হে চণ্ডস্বভাবে ললিতে ! তুমি যদ্যপি এই দূরাগ্রহ
হইতে ক্ষান্ত না হইলা, তবে আমি পরীক্ষা প্রদান করি ।
(এই বলিয়া শ্রীরাধার নিকট গমন করিলেন)

ললিতা । বিলোকা হুঁ ছইল চিট্ঠ চিট্ঠ বিজ্ঞান ইতি

সংস্কৃতেন ॥

প্রারন্ধে পুরতঃ পরীক্ষণ বিধৌ ত্রাসানুবিন্দ্যস্ত তে
সিন্নোহয়ং কর পল্লব স্তরলতাং কম্পোদগমৈঃ পুষ্যতি ।

রোমাঞ্চং শিগিপিঞ্জচূড় নিবিড়ং মূর্ত্তিচ্চ ধত্তে ততো

জ্ঞাতস্ত্বং ননু পশ্চতোহরপুরী সাম্রাজ্য ধোরেয়কঃ ॥

কৃষ্ণঃ । সঙ্কুচমত্রীভূয় হন্ত ধীগৌরবং গৌরীণাং । যদহং
চৌরীকৃতো স্মি ॥ ৩১ ॥

ললি ছইল তিষ্ঠ তিষ্ঠ বিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতঃ প্রারন্ধ ইতি তব কর পল্লবঃ
কম্পোদগমৈ হেতুভি স্তরলতাং তরলতাং পুষ্যতি আধিকোন প্রকটয়তি
পশ্চতোহরপুরীণাং সাম্রাজ্যস্ত ধোরেয়ক আশ্রয়ঃ ধীগৌরবং ধিয়াং গৌরবঃ ॥ ৩১

ললিতা । (দেখিয়া হস্কর করত) নাগর ! থাক থাক,
জানিয়াছি, জানিয়াছি । (এই বলিয়া সংস্কৃত
ভাষায়) অহে শিগুচুড় ! পরীক্ষা আরম্ভ না হইতে
হইতেই ত্রাস বশতঃ তোমার করপল্লব ঘর্ম্মাক্ত ও
কম্পিত হইতে লাগিল, তথা মূর্ত্তিও নিবিড় রোমাঞ্চ
সকল ধারণ করিল, অতএব এতদবলোকনে তোমাকে
চৌরপুরী সাম্রাজ্যের অধীশ্বর রূপে পরিজ্ঞাত হইলাম ॥

কৃষ্ণ । (সঙ্কোচ এবং নত্রীভূত হইয়া) অহো ! গৌরাস্ত্রী
দিগের কি আশ্চর্য্য বুদ্ধির গরিমা, যেহেতু ইহারা
আমাকে চৌর বলিয়া স্থির করিল ॥ ৩১ ॥

ললিতা । ছইল দিট্ঠিআ অঙ্গণো মুহেণ অঙ্গীকিদং ।

কৃষ্ণঃ । সখি সৌহৃদ্যেণোপদিষ্টতাং মে শ্রেয়সঃ পত্ন্যঃ
যেনাহমপরাধী ভবন্ন ব্রজামি ।

ললিতা । সংস্কৃতমাশ্রিতা ॥

গতানাং রাধায়া স্তনগিরিতটে যোগমভিতো

বিবিক্তে মুক্তানাং তুমিহ তরলী ভূয় তরসা ।

বিশুদ্ধানাং মধ্যে প্রবিশ শরণার্থী সহৃদয়া

ললি ছইল দিষ্ট্যা আঙ্গণো মুখেন অঙ্গীকৃতং । অপরাধী ভবন্ পক্ষে
রাধায়াঃ অপরাধঃ তথা ভবন্ । স্তন গিরি তটে যোগং যোগাভ্যাসং যোগঞ্চ
মুক্তানাং প্রাপ্ত মোক্ষাণাং মুক্তানাঞ্চ তরলীভূয় চঞ্চলীভূয় পক্ষে তরলো হার-
মধাগ স্তথাভূয় শরণার্থী আশ্রয়ার্থীচ । এতদেবার্থান্তরোপত্তাসেনাহ । সহ-
দয়াঃ সাধবঃ প্রকৃতে হৃদয়েন সহ বর্তমানাঃ মুক্তা এব সাদৃশ্যাৎ স্পষ্টং
প্রকৃতে উত্তমসূত্র প্রোতত্বাৎ পৃথুলাঃ পুষ্টা দোষা যন্ত । প্রকৃতে পৃথুলো

ললিতা । নাগর ! কি সৌভাগ্যের বিষয়, আপনার মুখেই
আপনি স্বীকার করিলে ॥

কৃষ্ণ । সখি ! বন্ধুভাবে আমাকে মঙ্গলের পথ উপদেশ দাও
যাহাতে আমি নিরপরাধে গমন করিতে পারি ॥

ললিতা । (সংস্কৃত আশ্রয় করিয়া) কৃষ্ণ ! যে সকল
বিশুদ্ধ প্রকৃতি মুক্ত পুরুষ শ্রীরাধার স্তন গিরির নির্জন
প্রদেশে সর্বতো ভাবে যোগ যুক্ত হইয়া অবস্থিতি করি-
তেছেন, তুমি শরণার্থী হইয়া শীঘ্র তাঁহাদের মধ্যে গিয়া
প্রবেশ কর, তাহা হইলে নির্দোষী হইবা, কারণ সহৃদয়

ভজন্তে সাদগুণ্যাদপি পৃথুলদোষং হি পুরুষং ॥ ৩২ ॥
কৃষ্ণঃ । সখি সাধুপদিকং ত্বয়েতি সানন্দমুপস্থত্যা রধাং পাণৌ
দধাতি ॥

রাধিকা । সগদগদং । সুন্দর অজুতং তুজবা এদং ।

ইতি পাণিমাচ্ছিন্য শাখিনা তিরোদধাতি ।

দোমৌ ভূজৌ যত্র তং ত্রাং ॥ ৩২ ॥

বাক্যমর্থ মপাদায়াহ সাধুপদিস্থিতি । রাধি সুন্দর অযুক্তং তবেদং ।
শাখিনা বৃক্ষেণ অন্তর্দধে ।

ব্যক্তির সদ্গুণ দেখিলে বিপুল দোষ শালি পুরুষকেও
অঙ্গীকার করিয়া থাকেন ॥

পক্ষান্তরে । কৃষ্ণ ! শ্রীরাধার স্তন গিরির মধ্য গত নিবিড়
প্রদেশে যে সকল বিশুদ্ধ মুক্তা গ্রথিত হইয়া সর্বতো
ভাবে মালা রূপে বিরাজ করিতেছে, তুমি যদি আশ্রয়ার্থী
হইয়া নায়কমণি রূপে তাহাদের মধ্যে প্রবেশ কর তাহা
হইলে বিশুদ্ধ প্রকৃতি ব্যক্তি বিশাল ভূজশালি পুরুষকে
অঙ্গীকার করিবেন ॥ ৩২ ॥

কৃষ্ণ । সখি ! তুমি ভাল উপদেশ করিয়াছ, এই বলিয়া
আনন্দ সহকারে গমন করত শ্রীরাধার হস্ত ধারণ করি-
লেন ॥

শ্রীরাধা । (গদগদ স্বরে) সুন্দর ! এ তোমার উপযুক্ত
নয়, এই বলিয়া হস্ত ছাড়াইয়া বৃক্ষের অন্তরালে লুকায়িত
হইলেন ॥

কৃষ্ণঃ । রাধামপ্রেক্ষ্য সশঙ্কং হন্ত সখ্যো ক বাং প্রিয়সখী ।
উভে ! মোহণ নিরুবিজ্ঞ ভগিস্ সন্ধা । ইতি শাখি পৃষ্ঠ
মাসাদ্য হলা রাহি গম্ম শীলং কহুং পরিহসিতুং লক্কো
ওসরো । তা কথং সাবহিত্থা হোহি ॥

রাধিকা । সব্যাজং ভ্রুবৌ বিভূজ্য । ললিতে পরিহসিতুং
ত্তি কিং ভগাসি । জং ঈরিসং সাহসং গ কখু মারিসীএ
জুতং তা পখিদম্মি ।

ললিতা । কৃষ্ণমভ্যুপেত্য চন্দ্রানন অক্ষা সহী কিম্পি বিগ্নু

উভে মোহন নিরুপ্য ভগিস্যাবঃ সখি রাধিকে নন্দ্রশীলঃ কৃষ্ণঃ পরিহসিতুং
লক্কোহবসরঃ । তং ক্ষণং সাবহিত্থা ভব । রাধি ললিতে পরিহসিতুং ইতি
কিং ভগ্যসে যদীদৃশঃ সাহসং ন খলু মাদৃশ্যঃ যুক্তঃ তং প্রস্থিতাম্মি ।

ললি চন্দ্রানন অস্ম্যং সখী কিমপি বিজ্ঞাপয়িতুকামা বিভেতি ।

কৃষ্ণ । (শ্রীরাধাকে দেখিতে না পাইয়া শঙ্কার সহিত)

অহে সখীদ্বয় ! তোমাদের প্রিয়সখী কোথায় ? ॥

ললিতা বিশাখা । মোহন ! অশ্বেষণ করিয়া বলিব । (এই
বলিয়া বৃক্ষের পশ্চাৎ দেশে গমন করত) সখি রাধে !
নন্দ্রশীল কৃষ্ণকে পরিহাস করিবার এই অবসর, অতএব
ক্ষণকাল গোপনভাবে অবস্থিতি কর ॥

শ্রীরাধা । (ছল সহকারে ক্রৈয়ুগল বক্র করিয়া) ললিতে !

পরিহাস করিতে এ কথা বলিতেছ কেন ? এ প্রকার
সাহসিক পুরুষের সহিত আমার পরিহাস করা উপযুক্ত
নহে, অতএব আমি এখান হইতে চলিলাম ॥

ললিতা (কৃষ্ণের নিকট আগমন করিয়া) চন্দ্রানন ! আমা-

বিদু কামা বিভাএদি ।

কৃষ্ণঃ । সখি বশবর্তিনি জনে ন খলু ভীতিরবকাশং লভতে ।

তমিকামমাজ্ঞাপয়তু ॥

ললিতা । সংস্কৃতমাত্রিত্য ।

চেতস্তাম্যতি মে ভয়োগ্নিভিরলং পাণিদ্বয়ং কম্পতে

কণ্ঠঃ সজ্জতি হস্ত ঘূর্ণতি শিরঃ স্নিধ্যন্তি গাত্রান্যপি ।

গোষ্ঠাথগুণ চণ্ডসাহসবিধৌ তেনাস্মি নাহং ক্ষমা

যদু রাদভিসারিতো নিশি ভবানেতন্মম ক্ষাম্যতু ॥

সজ্জতি শব্দো ভবতি বাঙ্ ন নিঃসরতীতার্থঃ ।

দেব প্রিয়সখী কোন এক বিষয় জানাইতে ইচ্ছা করিয়া
ভয় করিতেছেন ॥

কৃষ্ণ । সখি ! বশবর্তি জনে ভয় ত অবকাশ প্রাপ্ত হয় না,
অর্থাৎ অধীন জনের নিকট মনোভাব প্রকাশ করিতে
ভয় কি ? অতএব ইচ্ছানুরূপ আজ্ঞা করুন ॥

ললিতা । (সংস্কৃত আশ্রয় করিয়া) কৃষ্ণ ! ভয়াতিশযো
আমার চিত্ত স্তব্ধ হইয়াছে, হস্তদ্বয়ের কম্প উপস্থিত,
কণ্ঠ রোধ হইয়া গিয়াছে, মস্তক অনবরত ঘূর্ণিত হইতেছে,
অধিক কি, ভয়ে সর্বদাশে ঘণ্টোদগম হইতে আরম্ভ হইল,
অতএব হে গোষ্ঠেন্দ্র ! এই গুরুতর সাহসের কার্য্যে আমি
অক্ষম হইলাম, তবে যে আমি তোমাকে রাত্রিকালে দূর
হইতে অভিসার করাইয়াছি, আমার এই দোষ মার্জন
কর ॥

কৃষ্ণঃ । স্বগতং । ন জানে নশ্মতো বায়ং গিরাং গরিমা ।
রাধিকা । কিঞ্চিদাবিভূয়ী । সহি তুগ্ধং পথাবেহি গং জাব
কোবি গ পেচ্ছই ।

কৃষ্ণঃ । সখেদমাগ্নগতং । চপলপ্রেমাণো হি বালারমণ্যঃ
তং কিমিবাসংভাব্যং নাম ॥ ৩৩ ॥

প্রকাশঃ । তুয়াহুতঃ পার্শ্বে প্রণয় নিকুর্ষেণ রভসা
দসিদ্ধার্থো রাধে ভবিতুমিহ যুক্তঃ কথমহং ।

রাধি সখি তুগ্ধং প্রস্থাপয় এনাং মাং যাবৎ কোপি ন পশুতি ॥ ৩৩ ॥

অয়কান্ত শিলরা লোহকান্ত মণিনা কর্জ্যা শ্রিয়া করণয়া আকৃষ্টঃ কৃষ্ণায়স
মণি লোহং কর্জু তাং অয়কান্ত শিলাং অস্পৃষ্টা । কিমদূরে স্থগিততাং ভজতি ।
অপিতু শীঘ্রং স্পৃষ্টা । তস্তাঃ সন্তমেব তিষ্ঠতি । অহমপি তথা ভবেয়মিতি

কৃষ্ণ । (খেদের সহিত মনে মনে) জানিতে পারিলাম না,
পরিহাস নিমিত্তই কি এ রূপ বাগ্ভঙ্গী ।

শ্রীরাধা । (কিঞ্চিৎ প্রকাশ হইয়া) সখি ! শীঘ্র আমাকে
লইয়া চল, যেন কেহ দেখিতে না পায় ॥

কৃষ্ণ । (খেদের সহিত মনে মনে) বালা রমণী সকলের
প্রেম অতিশয় চপল, অতএব তাহাদের কিছুই অসম্ভব
নহে ॥ ৩৩ ॥

(প্রকাশ করিয়া)

রাধে ! তুমি অতিশয় প্রণয় বশতঃ আমাকে স্বীয় পার্শ্ব
দেশে আহ্বান করিয়াছ, তবে আমি পার্শ্বদেশে থাকিতে
অসিদ্ধার্থ হইব কেন ? । দেখ চুশকমণি স্বীয় শোভন

শ্রিয়াকৃষ্ণঃ কৃষ্ণায়সমগি রয়স্কান্ত শিলয়া

স্ফুটং তামস্পৃষ্টা ভজতি কিমদূরে স্থগিততাং ॥ ৩৪ ॥

ললিতা । গোউলানন্দ রাহিঅং কীস উবালহেসি ।

গং ধর্মহদঅং চেঅ উবালহেহি । জো ক্খু হদাসো

দোগং নিত্তরাণুরত্তাণং অন্তরে পড়িবঙ্গী হোদি ॥ ৩৫ ॥

কৃষ্ণঃ । পশ্য পশ্য ।

সখি নির্ভরমনুরক্তাঃ প্রণয়িন

মনুষ্যান্তি ধম্মনপি হিত্বা ।

দৃষ্টান্তার্থঃ ॥ ৩৪ ॥

ললি গোকুলানন্দ রাধিকাঃ কস্মাৎ উপালভসে এনং ধর্ম হতকমেব উপা-
লভস্ব । যঃ খলু হতাশো দ্বয়ো নির্ভরানুরক্তয়োঃ সম্মুখে প্রতিবন্ধী ভবতি ॥ ৩৫

ইন্দ্রো অতৈশ্বর্যবানপি নাগঃ স্বামী পালকো যশাঃ সা প্রাচী দিক্ ।
ইয়মিতি তজ্জগ্ৰা নির্দিষ্টমানা ভবতীৰ বিধুং চন্দ্রঃ বিষ্ণুমিবচেতি তস্মাত্তথৈ-

গুণে লৌহ মণিকে আকর্ষণ করিলে সেই লৌহমণি কি

তাহাকে স্পর্শ না করিয়া দূরে স্থগিত থাকে ? অবশ্য

তাহাতে গিয়া সংলগ্ন হয় ॥ ৩৪ ॥

ললিতা । গোকুলানন্দ ! শ্রীরাধাকে কেন তিরস্কার করি-

তেছ, এই হত ধর্মকে তিরস্কার কর, যে হেতু ঐ আশা

বিরহিত ধর্ম পরস্পর গাঢ়ানুরক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের অন্তরে

প্রবিষ্ট হইয়া প্রতিবন্ধী হয় ॥ ৩৫ ॥

কৃষ্ণ । দেখ দেখ । সখি ! অত্যন্ত অনুরক্ত ব্যক্তিগণ ধর্মকেও

পরিত্যাগ করিয়া প্রণয়িজনের অনুগামী হইলেন । ইহার

ইয়মতি রাগিণী প্রাচী

চুম্বতি বিধুমিন্দ্রনাথাপি ॥

ললিতা । তুম্বাণং পউরুত্তরে কা গাম পহবাদ তা ইদো বিজ-
অন্ত সামিপাদাঃ ॥ ৩৬ ॥

রাধিকা । সাকূতমনুষ্যত্যা । ললিতে অপ্পাণে

মুহেণ কিম্পি বিগ্নবিআ গং গিবট্টাবয়িস্ সং ।

ইতি ললিতামালোক্য সংস্কতেন ।

সমন্তান্মে কীর্ত্তিমুখরিত সতীমণ্ডলমুখা

কলঙ্কেনোন্মুক্তং কুলমবিকল শ্রীরপি পতিঃ ।

বোচিত্যমান্তামিতি ভাবঃ ।

ললিতা । খুয়াকং প্রতুত্তরে কা নাম প্রভবতি তদিত্তো বিজয়ন্ত স্বামি
পদাঃ ॥ ৩৬ ॥

রাধিকা । ললিতে আত্মনো মুখেন কিমপি বিজ্ঞাপ্য এনং নিবর্ত্তয়িষ্যে ।

দৃষ্টান্ত এই যে পূর্বদিক্ আপনার পতি ইন্দ্র সত্ত্বেও

অতিশয় অনুরাগিণী হইয়া চন্দ্রকে চুম্বন করিয়া থাকে ॥

ললিতা । তোমার কথার উত্তর দিতে কে সমর্থ হইবে

অতএব তুমি গমন কর এবং শ্রীরাধাও চলিয়া যাউন ॥ ৩৬

শ্রীরাধা । (অতিপ্রায়ের সহিত নিকটে গিয়া) ললিতে !

নিজ মুখে কিছু নিবেদন করিয়া ইহাঁকে নিবর্ত্ত করি ।

(এই বলিয়া ললিতার প্রতি দৃষ্টিপাত করত সংস্কৃত

ভাষায়) সখি ! চতুর্দিকে সতী স্ত্রী সকল আমার কীর্ত্তি

কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, আমার পিতৃকুল ও পতিকুল

চলচ্ছিন্নী লীলাজিত মদনধ্বোদ্ধতিরিয়ং

তদস্মিন্নারন্ধ্রে হৃদয়মকলং বিক্লবয়তি ॥

কৃষ্ণঃ । রাধাং নিরুপ্য সোচ্ছ্বাসমাত্মগতং ॥ ৩৭ ॥

ধাবন্ত্যাঃ শ্রুতিশঙ্কুলী পরিসরং সঙ্গাদপাঙ্গশ্রিয়ো

ধন্তে হীরকমণ্ডলং মরকতোত্তং স দ্যুতিং স্তম্ভবঃ ।

বাগন্তঃ স্মিতভাষিভাতি তদিদং শঙ্কে সখীশিক্ষয়া

সমস্তাদিতি চলন্ত্যো নিশ্চিন্ত্যো ব্রুবো লীলয়া জিতা মদনস্ত ধ্বনো ধ্বনুঃ
উদ্ধৃতিঃ উদ্ধৃতাং যেন তথা ভূতঃ সন্ স্ব হৃদয়ং ॥ ৩৭ ॥

ধাবন্ত্যা ইতি অপাঙ্গ শ্রিয়ঃ অপাঙ্গ শোভায়াঃ সঙ্গাৎ । হীরক কুণ্ডলং
হীরকময় কুণ্ডলঃ কর্ণ মরকতময় কর্ণ ভূষণশ্চেব দ্যুতিং শ্রাম কাস্তিঃ ধন্তে
কীদৃশ্চা অপাঙ্গ শ্রিয়ঃ শ্রুতি শঙ্কুলী পরিসরঃ কর্ণকুহর প্রাপ্ত স্থানঃ প্রাতি-

কোন কুলেই কলঙ্ক নাই এবং পতিও আমার পরম
সুন্দর, তবে কেন ইনি আমার প্রতি মদনধনুর উদ্ধৃতি
জয়কারি স্বীয় চঞ্চল দ্রুত লীলা বিস্তার করিয়া আপনার
হৃদয়কে বৃথা কষ্ট দিতেছেন ॥

কৃষ্ণ । (শ্রীরাধাকে নিরীক্ষণ করিয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ
পূর্বক মনে মনে) ॥ ৩৭ ॥

আহা ! শ্রীরাধার কর্ণ পর্যন্ত ধাবমান অপাঙ্গ শোভার সঙ্গ
বশত হীরককুণ্ডল মরকত কর্ণ ভূষণের কাস্তি ধারণ
করিয়াছে এবং বাক্যও অন্তরে হাস্ত প্রকাশ করিতেছে,
অতএব বোধ হয় সখীর শিক্ষাধীনই ইহার এই কৃত্রিম
বৈমুখ্যভাব প্রকাশ পাইতেছে, বাহা হউক অরে মন তুই

বৈমুখ্যং কিল কৃত্রিমং বিকসতি ক্লান্তিং মনো মান্য গাঃ ॥ ৩৮
ললিতা । কৃষ্ণমালোক্য জনাস্তিকং । বিসাহে ইঙ্গিদেণ
লক্খেমি উন্নীদং ইমিণা অক্ষাণং রহস্ং ।

বিশাখা । অধ ইং ॥ ৩৯ ॥

কৃষ্ণঃ । সস্মিতং । ললিতে কৃতমত্র বঞ্চন চাতুরী প্রপঞ্চেণ ।
নহি লুতয়া প্রসারিতা স্তম্ভবোগন্ধসিঙ্কুরস্ত বন্ধনায়
প্রভবাতি ॥

ধাবন্ত্যাঃ ॥ ৩৮ ॥

ত্রিপতাকা করেণান্নানপবার্যাস্তরা কথা । যা মিথঃ ক্রিয়তে ষাভ্যাং
তজ্জনাস্তিকমুচ্যতে ।

ললিতা । বিশাখে ঈঙ্গিতেন লক্ষ্যামি উন্নীতং অনুমিতমনেনাস্মাকং
রহস্তং । বিশাখা অথ কিং ॥ ৩৯ ॥

লুতয়া উর্গনাভিকীটেন গন্ধসিঙ্কুরস্ত মত্তহস্তিনঃ ।

আর বৃথা কষ্ট স্বীকার করিস্ না ॥ ৩৮ ॥

ললিতা । (শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া হস্তাবরণ পূর্বক) বিশাখে !
ঈঙ্গিতে বুঝিতে পারিলাম, কৃষ্ণ আমাদের রহস্ত অনুমান
করিয়াছেন ।

বিশাখা । তবে কি ॥ ৩৯ ॥

কৃষ্ণ । (ঈষৎ হাস্তের সহিত) ললিতে ! বঞ্চন চাতুরী
বিস্তারের প্রয়োজন নাই, মাকড়সার বিস্তৃত সূত্র জাল
কখন মত্ত করীন্দ্রকে বন্ধন করিতে সমর্থ হয় না ॥

বিশাখা । সহি রাহে গিপ্ফলং বিলম্বেসি ঝাতি কিদখী কুণ
অপ্পণো পিঅং জনং ॥

কৃষ্ণঃ । সান্নুরাগং ॥

কর্ণদ্বন্দ্বমিদং রুতৈরিহ কুহ কণ্ঠস্য কুণ্ঠীকৃতং

সদ্যঃ কোমলভারতী পরিমলেনোল্লাঘয় শ্লাঘয়া ।

নিঃশঙ্কং কিল শিতলীকুরু পরিভ্ৰেণ রন্তোরু মে

বিশাখা । সহি রাধে নিষ্ফলং বিলম্বসে ঝাতি কৃতার্থী কুরু আত্মনঃ
প্রিয়ং জনং । উল্লাঘয় নির্ব্যাধী কুরু । উল্লাঘো নির্গতো গদাদিত্যমরঃ ॥

বিশাখা । সহি রাধে ! নিষ্ফল বিলম্ব করিতেছ কেন ?

শীঘ্র আপনার প্রিয় জনকে কৃতার্থ কর ॥

কৃষ্ণ । (অনুরাগের সহিত) রাধে ! কোকিলের কুহু রবে
আমার কর্ণদ্বয় কুণ্ঠিত হইয়াছে, সম্প্রতি তুমি কোমল
বাক্যের সৌরভে ঐ কর্ণদ্বয়কে নির্ব্যাধি কর, অপর আমার
অঙ্গ সকল গভীর কন্দর্পানল তাপ তরঙ্গের পাত্র হইয়াছে
অতএব হে রন্তোরু ! তুমি নিঃশঙ্ক চিত্তে গাঢ় আলিঙ্গন
দ্বারা এই অঙ্গ সমুদায়কে শুশীতল কর ॥

যথা রাগ ॥

শুনিয়া কোকিল গান, কুণ্ঠিত হইল কান, শুন রাধে
স্বমধুর ভাস ॥ কোমল বচনগণ, কহ শুনি এই শ্রবণ,
যাতে হয় কর্ণের উল্লাস ॥ শুনহ সুন্দরী ধনী রাধে ।
সরস পরস রস, রূপ গন্ধাধর রস, লাগি পঞ্চেন্দ্রিয় ভেল
সাধে ॥ ধ্রু ॥ চন্দ্র উতপল মোর, তপু কৈল দিষ্ঠী জোর

গম্ভীর স্মরবহ্নিতাপলহরী পাত্ৰাণি গাত্ৰাণ্যপি ।

বিশাখা । সুন্দর এসা উত্তরদী লজ্জা জেজব রাহিআ রুবেণ
ওদীপ্তা তা জাব এং চাটুবন্ধেণ সম্মুখী কতুঅ সমপ্পেক্ক

বিশাখা । সুন্দর এষা ভগবতী লজ্জা এব রাধিকা রূপেণাবতীর্ণা । তৎ
যাবদেনাং চাটুবন্ধেণ সম্মুখী কৃত্বা সমর্পয়াম তাবদ্ব্যবহা সৌম্য শীতল বৃত্তিনা
ভবিতব্যং ।

এবে তুয়া বদন নয়ান । দরশন দিঞা আঁখি, যুড়াও
আমার সখী, তেজি নিজ কৈতব বিধান ॥ পুষ্পবৃন্দ পরি-
মলে, নাশার ঘূর্ণন কৈলে, নিজ সুখ সাজ দেহ হরে ।
যাতে সুখী হয় নাশা, সেই গন্ধ তাপনাশা, বহু কি কহিব
আর তোরে ॥ গম্ভীর মদনানলে, স্ততাপ লহরী চলে,
তাপ পায়ে এ শরীর মোর । নিজ তনু সঙ্গ রঙ্গ, স্নগন্ধ
চন্দন পঙ্ক, দেহ এবে স্নশীতল করে ॥ মোর জিহ্বা
পিকরাজ, রসাল পল্লব সাজ, তৃষ্ণা বাড়াইলে অতিশয় ।
তুয়া নিজাধর রসে, কত তার তৃষ্ণা নাশে, তবে সে রসনা
সুখী হয় ॥ এ কথা শুনিঞা রাই, লজ্জা পাইল অধি-
কাই, বাপা তনু সংভ্রমে ঝাপয়ে । বিদগ্ধ শেখর বাণী,
সকল রসের খনী, এ যত্ননন্দন মনে কহে ॥

বিশাখা । সুন্দর ! ভগবতী লজ্জাই রাধিকা রূপে অবতীর্ণ
হইয়াছেন, অতএব যাবৎ আমি চাটুবাচ্য দ্বারা ইহাকে
সম্মত করিয়া তোমাকে সমর্পণ না করি, তাবৎ তুমি
সৌম্য শীতলভাব অবলম্বন করিয়া থাকিবা, কোন মতে

তাব ভবন্তেণ সম্মো নীঅল বুদ্ধিণা হোদকঃ ॥

কৃষ্ণঃ । সাদরঃ ।

অয়মত্র মিসর্গ শীতলঃ সখি রাধাকুচয়োরবস্থিতিং ।

নবকাঞ্চনকুস্তয়োরহং ক্ষুরদিন্দীবরদামবদুজ্জ্বলং ।

ইতি মন্দং মন্দং রাধামনুসর্পতি ।

রাধিকা । কিঞ্চিদপসৃত্য সহি বিসাহে স্তর্জিতু ভীদঙ্গি তা
কিষ্টিমং উবেকখসি ।

ললিতা । রাহে এসা বিসাহে তি বিক্খাদা কথং তুমং পচ্ছা-
দিঅ রক্খিছুং পহবছ তা রক্খণ কথমং গং বণমালিঅং

রাধিকা । সখি বিশাখে স্তর্জিতু ভীতান্মি তং কিমিতি মা সুপেক্ষসি ।

ললিতা । রাধে এষা বিশাখেতি বিখ্যাতা কথং ত্বাং প্রচ্ছায়া রক্খিতুং

যেন উগ্রতা প্রকাশ না হয় ॥

কৃষ্ণ । (আদরের সহিত) সখি ! এ ব্যক্তি স্বভাবতই
শীতল, অতএব আমি শ্রীরাধার নব কাঞ্চন কুস্ত সদৃশ
কুচদ্বয়ে ইন্দীবর দাম তুল্য হইয়া অবস্থিতি ভজনা
করিব । (এই বলিয়া মন্দ মন্দ পদ সঞ্চারে শ্রীরাধার
নিকটে আগমন করিলেন) ।

শ্রীরাধা । (কিঞ্চিদূরবর্তী হইয়া) সখি বিশাখে ! আমি
অতিশয় ভীত হইয়াছি অতএব তুমি আমাকে উপেক্ষা
করিতেছ কেন ? ॥

ললিতা । সখি রাধে ! এ যে বিশাখা বলিয়া বিখ্যাত অর্থাৎ
ইহার শাখা নাই, তবে এ কি প্রকারে তোমাকে আচ্ছা-

জ্জব ভজেহি জং এসা আঅড্টিদ সিলীমুহা দীসই ।
রাধিকা । সপ্রণয় রোষং । অই দুস্মুখি ললিতে সিদ্ধাও চেঅ
তুজ্জ্বা মণোরথা তহবি ণ নিবুত্তাসি ।

প্রভবত্ । তৎ রক্ষণ কমাং এনাং বনমালামেব ভজ । বদেধা আকৃষ্ট শিলী-
মুখা দৃষ্টতে । অলি বার্ধৌ শিলীমুখাবিত্যমরঃ । বাণযুক্তং বনসমূহং ভজ
ইত্যর্থঃ । হৃদ্রবেশদ্বাং স দ্বাং রক্ষিত্যভিত্যর্থঃ । পক্ষে ভ্রমরযুক্তাং কৃষ্ণবর্ণ
মালাং ॥

রাধিকা । অয়ি দুস্মুখি ললিতে সিদ্ধা এব মনোরথাঃ তথাপি নিবুত্তাসি ॥

দন করিয়া রক্ষা করিবে অতএব রক্ষণ সমর্থ। এই বন-
মালাকে ভজন কর, যেহেতু এই বনমালা শিলীমুখ (ভ্রমর)
গণকে আকর্ষণ করিতেছে দেখিতেছি । অর্থাৎ তুমি
যদি গিয়া বনমালায় সংলগ্ন হও তাহা হইলে বনমালীই
তোমাকে রক্ষা করিবেন । *

শ্রীরাধা । (প্রণয় রোষের সহিত) অয়ি দুস্মুখি ললিতে ।
তোমার মনোরথ সকলত সিদ্ধ হইয়াছে, তথাপি নিবৃত্ত
হইতেছ না কেন ? ॥

* অর্থান্তর । বনমালা শব্দে বন শ্রেণী, শিলীমুখ শব্দে ভ্রমর এবং বাণ,
বাণ শব্দের অর্থ বন সমূহ । অর্থাৎ হে রাধে ! তুমি বন শ্রেণীর আশ্রয় গ্রহণ
কর, যে হেতু ঐ বন শ্রেণী বন সমূহে পরিপূর্ণ স্তত্রাং অগ্ন লোকের হৃদ্রবেশ
প্রযুক্ত তোমাকে কেহ দেখিতে পাইবে না স্বচ্ছন্দে লুকাইত হইয়া থাকিতে
পারিবে ॥

বিশাখা । হলা রাহি সৰ্বাণং গোউল জগাণং অভয় দাণসত্তে

দীক্ষিদো কল্পো তা ইদো কিত্তি ভাএসি ॥

কৃষ্ণঃ । সুন্দরি রাধে ত্বমেব স্তম্ভু বলিষ্ঠাসি তৎ কথং যত্ত

স্তব ভীতিঃ ॥ ৪০ ॥

তথাহি সাম্প্রতং ।

অহীণো দ্রুগুচ্ছঃ কুটিল বলনৈর্বৈক্যয়তি মাং

খরন্তে নেত্রান্তো ময়ি বিতনুতে তাড়নবিধিং ।

বিশাখা । সখি রাধে সর্বেষাং গোকুলজনানাং অভয় দান সত্তে
দীক্ষিতঃ কৃষ্ণঃ । তদিতঃ কিমেতি বিভেসি সত্তং যজ্ঞং ॥ ৪০ ॥

অহান ইতি অহীণাং ইনঃ স্বামী কালিয়ঃ পক্ষে পৃথুলঃ । খরো ধেনুক
স্তীক্লশ্চ । দ্রুগুচ্ছোহস্তুরঃ লম্বমানশ্চ বলং মম দ্রাতরং সত্তমঃ । ময়া জিতৈ-

বিশাখা । সখি রাধে ! সমস্ত গোকুলবাসির অভয়দান

নিমিত্ত যজ্ঞে কৃষ্ণ দীক্ষিত হইয়াছেন অতএব তাঁহাকে

দেখিয়া ভয় করিতেছ কেন ?

কৃষ্ণ । সুন্দরি রাধে ! তুমিও ত আমা অপেক্ষা অতিশয়

বলবতী, তবে আমা হইতে তোমার ভয় কি ? ॥ ৪০ ॥

উক্তার্থের প্রমাণ এই ।

হে সুন্দরি ! যে সকল শত্রু আমার নিকট পরাজিত

হইয়াছিল তাহারা ই এক্ষণে তোমাকে আশ্রয় করিয়া

আমার প্রতি বৈরনির্ঘাতন করিতেছে, দেখ কালিয় নাগ

তোমার দ্রু গুচ্ছ রূপ কুটিল ভঙ্গী দ্বারা আমাকে বেষ্টন

করিতেছে, খর অর্থাৎ ধেনুকাস্তুর ত্বদীয় নেত্রান্তে অব-

প্রলম্বঃ কেশাস্তো হরতি হঠবৃত্য। মম বলং

ভজন্তিস্ত্র্যামেতৈ রহমিহ জিতৈরস্মি বিজিতঃ ॥ ৪১ ॥

ললিতা । কহু কুদো ইমাএ বলিট্ঠত্তণং জং অগ্নগো ধনং তু

অত্তো মোআবিদুং ৭ সমথা ॥

বিশাখা । সংস্কতেন ।

নিধন্তে কংসারিঃ সখি পরমহংসালিষু রতিং

মনোহংসেন্দ্রং তে কথমপি ন নির্মোক্ষ্যতি ততঃ ।

বিধানামুং সদ্য স্তমপি ভুজবল্লী বিলসিতৈঃ

রপ্যোতৈশ্চ শত্রুভিষ্ঠাং ভজন্তিঃ সত্তিরহং বিজিতঃ । তেন সতস্ত তব বলং
দুজ্জয়মেব ॥ ৪১ ॥

ললিতা । কৃষ্ণ কৃত এতস্ত বলিষ্ঠত্তং যদাঅনো ধনং তত্তো মোচয়িতুং
ন সমর্থ্য । পরমহংসালিষু পক্ষে ভক্তশ্রেণীষু ।

স্থিতি করিয়া আমার প্রতি তাড়না বিধি বিস্তার করি-

তেছে, এবং প্রলম্বদানব তোমার কেশ অবলম্বন করিয়া

আমার বল হরণ করিয়াছে অতএব হে রাধে ! তুমি আমা

অপেক্ষা বলবতী না হইবা কেন ? ॥ ৪১ ॥

ললিতা । কৃষ্ণ ! শ্রীরাধার বলিষ্ঠতা কোথায় ? যে হেতু

ইনি তোমার নিকট হইতে স্বীয় ধন মুক্ত করিতে সমর্থ

হইলেন না ।

বিশাখা । (সংস্কৃত ভাষায়) সখি ! কংসারি পরম হংস

শ্রেণীতেই রতি বিধান করিতেছেন, তবে তোমার মনো-

হংসকে কেন না মুক্ত করিবেন ? অতএব এক্ষণে তুমিও

শঠে কঃ ক্ষেমার্থী সখি নহি শাঠ্যঃ ঘটয়তি ॥
রাধিকা । সাভ্যসুয়ং ।

পাবে বিশাহিএ তুমং বি ললিতাএ বিসলদাএ মারুদেন
দুষিদাসি ॥ ৪২ ॥

কৃষ্ণঃ । সখি ললিতে স্ব প্রসাদায়ুতে কামমদভাবগাহনয়া
কথমদ্যপি তটস্থীকৃতোহস্মি রাধয়া ॥

ললিতা । কহু মুঞ্চ চাতুরী বিস্তারং ন কখু চন্দ্রাবলী
বিঅ বতি বাআমেত্তেণ সুলহস্সাদা অস্স পিঅসখী ॥

পাপে বিশাধিকে তুমপি ললিতায়া বিষলতায়ঃ মারুতেন দুষিতাসি ॥ ৪২
ললিতা । কৃষ্ণ মুঞ্চ চাতুরী বিস্তারং ন খলু চন্দ্রাবলী বতি বাআমেত্তেণ
সুলভ প্রসাদা অস্স প্রিয়সখী ।

ভুজবল্লী বিলাস দ্বারা ইহাঁকে বন্ধন কর, হে সখি ! বল
দেখি কোন্ কল্যাণার্থী শঠে শাঠ্য বিধান না করিয়া
থাকে ? ॥

শ্রীরাধা । (অনূয়ার সহিত) হে পাপরূপে বিশাধিকে !

তুমিও ললিতা রূপ বিষলতার বায়ুতে দূষিত হইয়াছ ॥ ৪২
কৃষ্ণ । সখি ললিতে ! শ্রীরাধা স্বীয় প্রসন্নতা রূপ অয়ুতে
আমাকে যথেষ্টরূপে অবগাহিত না করাইয়া এ যাবৎ
তটস্থ করিয়া রাখিলেন কেন ? ॥

ললিতা । কৃষ্ণ ! চাতুরী বিস্তার পরিত্যাগ কর, চন্দ্রাবলী
যেমন বাক্য সাত্রেই প্রসন্ন হয়, তাহার ন্যায় আমাদের
প্রিয়সখীর প্রসাদ সুলভ নহে ॥

কৃষ্ণঃ । কথং সুলভস্তে সখী প্রসাদঃ ।

ললিতা । সেবা সন্তোষণ ।

কৃষ্ণঃ । সানন্দং রাধাং পশ্যন্ ।

কিং চন্দনে কুচায়ো রচয়ানি চিত্র

মুক্তং সয়ামি কবরীং তব কিং প্রসূনৈঃ ।

অঙ্গানি রঞ্জিতরঞ্জি করেণ কিম্বা

সংবাহয়ান্নতনুখেদ করাম্বিতানি ॥

ইত্যগ্রে পরিক্রাম্যতি ॥

রাধিকা । সলীলমুপক্রম্য সাজ্জলিতর্জনং ।

পামরি স্মরিস্ সসি ওসরে তা এসা ঘরং গচ্ছন্তী

ললিতা । সেবা সন্তোষন ।

রাধিকা । পামরি স্মরিয়ামি অবসরে তৎ এষা এহং গচ্ছন্তী দ্বিজাণাং

কৃষ্ণ । কি প্রকারে তোমার সখীর প্রসাদ সুলভ ? ॥

ললিতা । নিরন্তর সেবা করিলে ।

কৃষ্ণ ! (আনন্দ চিত্তে শ্রীরাধার প্রতি দৃষ্টিপাত করত)

হে রঞ্জিত রঞ্জি রাধে ! আমি কি চন্দন দ্বারা তোমার
কুচ যুগলে চিত্র করিব, কি পুষ্প সমূহ দ্বারা কবরী বন্ধন
করিয়া দিব, অথবা কন্দর্প ব্যথায় ব্যথিত ত্বদীয় অঙ্গ সকল
কর দ্বারা সম্বাহন করিব । এই বলিয়া অগ্রে গমন
করিলেন ।

শ্রীরাধা । (লীলা প্রকাশ পূর্বক অঙ্গুলি দ্বারা তর্জন করত)

পামরি ললিতে ! অবসরে স্মরণ করিও, এক্ষণে গৃহে

জিহ্বাণং তুচ্ছাণং হৃথাদো অঙ্গাণং মোআবইস্মং ॥ ৪৩ ॥
 ললিতা । পটাঞ্চলমাকুষ্য সহি রাহি জীহি ন ঘরং পরহথ্যে
 পথিদেক্সি গিঅ হংসে অই রাহি বহিরে হিরণ্মং দেসি কথং
 অঞ্চলে গাঠিঃ ॥

রাধিকা । মুঞ্চেহি মুঞ্চেহি অঞ্চলং ইতো গদুঅ অজ্জিঅং
 বিণুবিস্মং ॥ ৪৪ ॥

নেপথ্যে । হন্ত গত্তিগি ললিদে কহিং দে পিঅসহী

মুদ্দাকং হস্তাং আত্মানং মোচয়িষ্যামি ॥ ৪৩ ॥

ললিতা । সখি রাধে যাহি ন গ্রহং পর হস্তে গ্রস্থিতেহস্মিন্ নিজ হংসে ।
 অগ্নি রাধে বহির্হিরণ্যং । দদাসি কথমঞ্চলে গ্রস্থিং ।

রাধিকা । মুঞ্চ অঞ্চলং ইতো গতা আৰ্য্যাকাং বিজ্ঞাপয়িষ্যামি ॥ ৪৪ ॥

নপ্ত্রি ললিতে কুত্র তে প্রিয়সখী রাধিকা ।

গমন করিয়া ভবাদৃশ কুটিল ব্যক্তিগণের হস্ত হইতে
 আপনাকে মুক্ত করিব (এই বলিয়া গমনোদ্যত হই-
 লেন) ॥ ৪৩ ॥

ললিতা । (বস্ত্রাঞ্চল ধারণ পূর্বক) সখি রাধে ! পর হস্তে
 মানসহংস থাকিতে গৃহে গমন করিও না, কি আশ্চর্য্য !
 বাহিরে স্বর্ণ নিক্ষেপ করিয়া কি রূপে অঞ্চলে গ্রস্থি প্রদান
 করিতেছ ? ॥

শ্রীরাধা । অঞ্চল পরিত্যাগ কর, অঞ্চল পরিত্যাগ কর, আমি
 এখন গিয়া আৰ্য্যাকে বলিয়া দিব ॥ ৪৪ ॥

বেশ গৃহে ॥

নপ্ত্রি ললিতে ! তোমার প্রিয়সখী রাধা কোথায় ? ।

রাহিয়া ।

ললিতা । হস্ত এসা অজ্জিআ মুহরা ইধ জ্জেক্স আঅচ্ছেদি ।

কৃষ্ণঃ । সশঙ্কং । ততো দবীয়ান্ ভবিতান্মি ইতি তথা স্থিতঃ ।

প্রবিশ্য মুখরা পুরো দৃষ্টিং নিক্ষিপ্য শাশঙ্কমাত্মগতং ।

জ্যোক্তুং তুরদো কো বি নীলিম পুঞ্জো মরুতথাক্ষং বিড়-
ম্বন্তো দিট্টিং মে আড্ঢদি গুণং সো এসো কহো ভবে
জং অরুবং কিম্পি সোরস্তং পসপ্পই ॥

ইতি কৃষ্ণান্তিকমনুসর্পতি ॥ ৪৫ ॥

ললিতা । হস্ত এষা আৰ্ঘ্যা মুখরা ইতি এষা গচ্ছতি । দবীয়ান্ দূরতরঃ ।

মুখরা । যঃ খলু দূরতঃ কোহপি নীলিমপুঞ্জো মরুত স্তম্ভং বিড়ম্বয়ন্ দৃষ্টিং
মে কর্ষতি । নুনং এষো কৃষ্ণো ভবেৎ যং অপূৰ্ণং কিমপি সৌরভঃ প্রস-
প্তি ॥ ৪৫ ॥

ললিতা । হায় ! আৰ্ঘ্যা মুখরা যে এই খানেই আসি-
তেছেন ॥

কৃষ্ণ । (শঙ্কার সহিত) তবে আমি দূরে অবস্থিতি করি
(এই বলিয়া দূরস্থ হইয়া রহিলেন) ॥

মুখরা । (প্রবেশ পূর্বক অগ্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত আশঙ্কার
সহিত মনে মনে) এই দূর হইতে যে কোন নীলিমাপুঞ্জ
মরুত মণি স্তম্ভকে বিড়ম্বিত করিতে করিতে আমার
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে, নিশ্চয় এ কৃষ্ণ হইবে, যে হেতু
ঐ স্থান হইতে কোন অপূৰ্ণ সৌরভ আসিতেছে । এই
বলিয়া কৃষ্ণের নিকট যাইতে লাগিল ॥ ৪৫ ॥

কৃষ্ণঃ । আর্য্যে মুখরে ইত্যর্দ্ধোক্তে ।

মুখরা । সকপটাক্রোশং । কো কখু অজ্জৈ অজ্জৈত্তি খুল
খুলাবেদি ।

কৃষ্ণঃ । আর্য্যে মুখরে স্তুগং বর্দ্ধসে ।

মুখরা । মোহন জাবত্তহ বংসিআএ মুঅত্তণং ৭ সংবৃত্তং তাব
কুদো অক্সাণং স্তুঅং ।

কৃষ্ণঃ । সন্মিতং আর্য্যে কিন্তে অপরাধ্যতি বংশী ।

মুখরা । পুচ্ছ ইমাও সবর গোউল বালিআও জাও কধসীহং
পবিসন্তুক্ষি বংসিআ ফুক্কারারন্তে বারং বারং নিবারিঅজ্জ-

মুখরা । খলু আর্য্যে আর্য্যে ইতি খুট খুটায়তে । অব্যাক্তানুকরণং
করোতি ।

মুখরা । মোহন যাবত্তব বংশিকার্য্য মুকত্তং ন সংবৃত্তং তাবৎ কুতো ইম্মাকং
স্তুগং । পুচ্ছ ইমাঃ সর্ক গোঁকুল বালিকার্য্যঃ যাঃ কর্ণসীমানং প্রবিশতি বংশীকা-

কৃষ্ণঃ । আর্য্যে মুখরে ! (এই অর্দ্ধোক্তির পর) ।

মুখরা । কপট ক্রোধের সহিত) কে ও আর্য্য্য আর্য্য্য বলিয়া
খুট খুট করিতেছে ।

কৃষ্ণঃ । আর্য্যে মুখরে ! ভাল আছেন ত ? ।

মুখরা ! মোহন ! যত দিন তোমার বংশীর মুকত্ত্ব না হইবে
তাবৎ আমাদের স্তুথ কোথায় ! ।

কৃষ্ণঃ । (ঈষৎ হাস্যের সহিত) আর্য্যে ! বংশী তোমার কি
আপরাধ করিল ।

মুখরা । এই সমুদায় গোঁকুলবালিকা দিগকে জিজ্ঞাসা কর,
কর্ণ কুহরে বংশীবর প্রবেশ মাত্র ইহার্য্য বারম্বার নিবারিত

স্ত্রীও বি বণে ধাঅস্তি ॥ ৪৬ ॥

কৃষ্ণঃ । বিহস্য মুখরে সত্যং যথার্থ নামাসি ।

মুখরা । মোহন পদোমে তুজ্বা এথ পবেমো মং সঙ্কাতলং
করেদি ॥

কৃষ্ণঃ । মুখরে কৃতমত্র শঙ্কয়া । যদদ্য পৌর্ণমাস্তা মে বর্ণিতং
তবাত্র চতুরাঙ্কে চংক্রমীতি কাপ্যত্বুতা হরিণীতি ॥

মুখরা । গাঅর পহাদে পেচ্ছিস্সসি গং দাগিং সাহেহি ।

ফুৎকারারস্তে বারং বারং নিবার্যমানা অপি বনে ধাবন্তি ॥ ৪৬ ॥

মুখরা । মোহন প্রদোষে সঙ্কায়্যং তবাত্র প্রবেশো মাং শঙ্কাকূলাং করোতি
মুখরা । নাগর প্রভাতে প্রেক্ষিষ্যসে এনাং ইদানীং সাধয় ষাহি ।

হইয়াও বনের দিকে দৌড়িয়া যায় ॥ ৪৬ ॥

কৃষ্ণ । (হাস্ত করিয়া) মুখরে ! সত্য যথার্থ নাম ধারণ করি-
য়াছ অর্থাৎ সত্যই তোমার মুখরা নামের সার্থকতা
হইল ।

মুখরা । মোহন ! প্রদোষ কালে তোমার এস্থলে আগমনই
আমাকে শঙ্কাকূল করিতেছে ।

কৃষ্ণ । মুখরে ! ইহাতে কোন শঙ্কা করিও না, যেহেতু
অদ্য পৌর্ণমাসী দেবী বলিয়াছেন তোমার আঙ্গিনার মধ্যে
কোন এক অভুত হরিণী বারম্বার ভ্রমণ করিয়া থাকে ॥

মুখরা । নাগর ! প্রভাতে আসিয়া হরিণী দেখিও, এখন
গমন কর ॥

কৃষ্ণঃ । হস্ত গড্‌ডবিষাণ কঠোরে বিশ্রুমাস্যতাং এষোহহং
ব্রজামীতি শাখিনান্তর্দধাতি ।

মুখরা । ললিদের সচ্চং গদো কহ্নো ।

ললিতা । অধ ইং ।

কৃষ্ণঃ । স্বগতং ঘূর্ণাকূলেয়ং জরতী তদত্র তুষ্ণীমেত্য রাধা
পটাকুলমাকর্ষামীতি তথা করোতি ।

মুখরা । চক্ষুসী বিকাশ্য সাক্রোশং । ধিষ্টি ললিদের অগ্‌গদো
এসো দে পীদম্বরো কহ্নো রাহী সাড়ি অকলং আঅড্‌চন্তো

মুখরা । ললিতে সত্যং গতঃ কৃষ্ণঃ ।

ললিতা । অথ কিং । মুখরা ধৃষ্টে ললিতে অগ্রত এষ পীতাম্বরঃ কৃষ্ণঃ

কৃষ্ণঃ । অয়ি মুখরে ! তুমি মেঘশৃঙ্গ অপেক্ষাও কঠিনা, এক্ষণে
বিশ্বস্তা হইয়া থাক, এই আমি চলিলাম । এই বলিয়া
বৃক্ষের অন্তরালে লুকাইয়া গেলেন ॥

মুখরা । ললিতে ! কৃষ্ণ কি সত্যই গমন করিল ? ।

ললিতা । তবে কি ! ।

কৃষ্ণঃ । (মনে মনে) জরতীত ঘূর্ণারোগে আকুল হইয়াছে,
তবে আমি নিঃশব্দে গিয়া স্ত্রীরাধার বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ
করি । এই বলিয়া বস্ত্রাঞ্চল ধারণ পূর্বক আকর্ষণ করিতে
লাগিলেন ।

মুখরা । (চক্ষু উন্মীলন করত আক্রোশের সহিত) ধৃষ্ট
স্বভাবে ললিতে ! অগ্রেতে এই পীতাম্বর কৃষ্ণ রাধার
যেন বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করিতেছে এমত দেখিতেছি, তবে

বিঅ দীসই তা কীম তুমং পদারেসি মং ।

কৃষ্ণঃ । শশঙ্কং কিঞ্চিদপসর্পতি ॥ ৪৭ ॥

ললিতা । স্বগতং । রতিঅন্ধিঅং বুড়্টিঅং বঞ্চেমি । প্রকাশং
সংস্কতেন ।

মুখা শঙ্কামঞ্চে জরতি কুরুষে যামুনতটে

তমালো হয়ং চামীকরকলিত মূলো নিবসতি ।

সমীরপ্রেঙ্খোলাদতি চটুল শাখা ভুজতয়া

বয়স্য়া যেন স্তন বসনমাফালিতমভুং ॥ ৪৮ ॥

মুখরা । স্বগতং । অসচ্চং এ কহেদি ললিতা । প্রকাশং বৎসে

রাধা মাটাকলং আকর্ষন্নিব দৃশ্তে তং কস্মাৎ প্রতারয়সি মাং ॥ ৪৭ ॥

ললিতা । রাত্র্যঙ্কং বৃদ্ধাং বঞ্চয়ামি । চামীকরঃ সুবর্ণঃ সমীর প্রেঙ্খো-
লাং সমীরান্দোলনাং যেন তমালেন ॥ ৪৮ ॥

কি করিয়া তুমি আমাকে প্রতারণা করিতেছ ! ॥

কৃষ্ণ । (শঙ্কিত হইয়া) কিঞ্চিৎ দূরে গমন করিলেন ॥ ৪৭ ॥

ললিতা । (মনে মনে) রাত্র্যঙ্কা বৃদ্ধাকে বঞ্চনা করিব ।

(প্রকাশ পূর্বক ক্রোধ অভিনয় করিয়া সংস্কৃত ভাষায়)

হে রাত্র্যঙ্কে জরতি! তুমি বুঝা শঙ্কা করিতেছ কেন ? যমুনা

তটে ওটী তমালতরু অবস্থিত রহিয়াছে, তাহার মূলদেশ

স্বর্ণ বেদিকায় মণ্ডিত । বায়ুবেগে ভুজ শাখা কম্পিত

হওয়াতে তদ্বারা প্রিয়সখীর স্তন বসন আফালিত

হইতেছে ॥ ৪৮ ॥

মুখরা । (মনে মনে) ললিতা মিথ্যা বলিতেছে না ।

(প্রকাশ করিয়া) বৎসে ! আমি ঘূর্ণাকূলা হইয়াছি,

ঘুম্মাউলক্ষি তা ঘরং গদুঅ হুবিহুসং । ইতি নিষ্ক্রান্তা ॥
 বিশাখা । হলা রাহি কহুস্‌স মুহ মণ্ডলুম্মীলিদং ঘম্ম জলবিন্দু
 জালং অপ্পণো সাডিঅঞ্চলেন অবণেহি ।
 রাধিকা । স ভ্রভঙ্গং । বিসাহে তুমং জেজব অবণেহি জা কুখু
 আকোমারং ইমস্‌সিং ববদে গুগহিদ দীক্ষাসি ॥ ৪৯ ॥
 বিশাখা । রাহি কণ্ঠখিদা দে রঙ্গণ মালিআ ভণাদি মা কুপ্প

মুখরা । অসত্যং ন কথয়তি ললিতা । বৎসে ঘূর্ণাকুলান্নি তন্মাদগ্‌হং
 গত্বা স্বপ্নাসি ॥

বিশাখা । সখি রাধে কক্ষত মুখমণ্ডলোন্মীতঃ ঘর্ম্মজলবিন্দু জালং আশ্রয়নঃ
 সাট্যঞ্চলেন অপনয় ।

রাধি বিশাখে স্বমেবাপনয় যা খলু আ কোমারঃ অগ্নিন্ ব্রতে গৃহীত
 দীক্ষাসি ॥ ৪৯ ॥

বিশাখা । রাধে কণ্ঠস্থিতা তে রঙ্গণ মালা ভণতি । কিং ভণতি তত্রাহ

অতএব এখন গৃহে শয়ন করি গিয়া । এই বলিয়া প্রস্থান
 করিল ॥

বিশাখা । সখি রাধে ! শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডলে ঘর্ম্মজলবিন্দু সকল
 উদ্গত হইয়াছে, তুমি আপনার সাট্যঞ্চল দ্বারা প্রোঞ্জন
 করিয়া দাও ॥

শ্রীরাধা । (ভ্র ভঙ্গের সহিত) বিশাখে ! তোমারই অপ-
 নয়ন করা উচিত, যেহেতু শৈশব কালাবধি তুমি এই ব্রতে
 দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছ ॥ ৪৯ ॥

বিশাখা । রাধে ! তোমার কণ্ঠস্থ রঙ্গণ মালা বলিতেছে,

তুং বি তথ দিক্খা বিহাণে করিজ্জন্ত সংকল্পাসি ॥ ৫০ ॥

কৃষ্ণঃ । রঙ্গণমালাং দৃষ্ট্বা সন্নাঘঃ ।

শঙ্কে চিরং কিমপি রঙ্গণপুষ্পসজ্জঃ

পুণ্যং পুরা পরম তীর্থবরে ব্যধত্ত ।

যস্মান্মাপ্যস্থলভে মদিরাক্ষি সাক্ষা

দঙ্গীচকার তব বক্ষসি সঙ্গসৌখ্যং ।

রাধিকা । হলা বিনাহে জা কখু মহ কণ্ঠাদো বলেণ আ

অড্টিঅ নীদা তুএ অগগ্ঘা গুঞ্জাবলী সা দানিং সমপীঅতু

মাকুপা তুমপি তত্র দীক্ষা বিধানেন কার্যমান সংকল্পাসি । কার্যমানো সং-
কল্পো যয়েতি সংকল্পস্য কৰ্ম্মণঃ প্রাধান্য বিবক্ষ্যা তদ্বাচ্য প্রত্যয়ঃ নতু
প্রযুক্ত্য কৰ্ম্মণি ণান্তে কর্ত্ত্বশ্চ কৰ্ম্মণ ইতি কারিকার্যাঃ চকারাৎ প্রধানে কৰ্ম্ম-
ণাভিধেয় ইত্যতঃ প্রধানানুবৃতি বাখ্যানাৎ ॥ ৫০ ॥

রাধিকা । সখি বিশাথে যা থলু মম কণ্ঠতো বলেনাকুষ্য নীতা ত্বয়া

কোপ করিও না, তুমিও ঐ ত্রতে দীক্ষাবিধানে কৃত

সংকল্প হইয়াছ ॥ ৫০ ॥

কৃষ্ণ । (রঙ্গণ মালা দেখিয়া শ্লাঘার সহিত) হে খঞ্জনাক্ষি !

বোধ করি এই সকল রঙ্গণ পুষ্প জন্মান্তরে কোন প্রধান

তীর্থে পুণ্য উপার্জন করিয়াছিল, কেন না তোমার যে

বক্ষে আমি স্থান লাভ করিতে পরিলাম না তাহাতেই এই

পুষ্প সজ্জ সাক্ষাৎ সঙ্গস্থ অঙ্গীকার করিল ॥

শ্রীরাধা । সখি বিশাথে ! তুমি বল পূর্বক আমার কণ্ঠ হইতে

যে অমূল্য গুঞ্জাবলী আকর্ষণ করিয়া লইয়াছ, এখন তাহা

এসা শুক্লা অপ্পণো রঙ্গণ মালিআ গেহ্নিঅত্থ ।

বিশাখা । গোউলানন্দ গুঞ্জাহার কিদে মহ কুপ্পই অপ্পণো
পিঅসহী ॥ ৫১ ॥

কৃষ্ণঃ । রাধে সন্নিধেহি তব কণ্ঠে গুঞ্জাবলীমাদধামীতুপতি ।
ললিতা । সন্মিতমাত্মগতং । গুঞ্জাহার অঙ্গণ মিসেণ রাহী
কঞ্চু অঞ্চলং প্ফংসদি কহ্নো ।

রাধিকা । সন্দ্রক্ষেপং পরাবর্ততে ।

বিশা । হলা রাধে জং লদ্ধুং উৎকঠাসি তং কিং কথু লদ্ধাসি ।
অনর্যা গুঞ্জাবলী সা ইদানীং সমর্প্যতাং । এষা শুক্লা আত্মনো রঙ্গণ মালিকাং
গৃহতাং । বিশাখা । গোকুলানন্দ গুঞ্জাহার কতে মহ কুপাতি আত্মনঃ প্রিয়-
সখী ॥ ৫১ ॥

গুঞ্জাহারার্পণ মিসেণ রাধাকঞ্চু কাঞ্চলং স্পৃশতি কৃষ্ণঃ । বিশাখা । সখি
রাধে যং লদ্ধুং উৎকঠাসি তং কিং থনু লদ্ধাসি ।

প্রদান কর এবং তোমার এই শুক্ল রঙ্গণ মালা লাও ॥

বিশাখা । গোকুলানন্দ গুঞ্জাহার নিমিত্ত আমার প্রিয়সখী
আমার প্রতি কোপ করিতেছেন ॥ ৫১ ॥

কৃষ্ণ । রাধে ! নিকটে আইস তোমার কণ্ঠে গুঞ্জাবলী
অর্পণ করি । এই বলিয়া নিকটে গমন করিতে লাগি-
লেন ॥

ললিতা । (ঈষৎ হাস্যের সহিত মনে মনে) কৃষ্ণ যে গুঞ্জা-
হারার্পণ ছলে শ্রীরাধার কঞ্চুকাঞ্চল স্পর্শ করিতেছেন ॥

শ্রীরাধা । ভ্রক্ষেপের সহিত পরাবর্তিত হইলেন ।

বিশাখা । সখি রাধে ! যাহাকে পাইবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত

রাধিকা । বিদগ্ধমাধবঃ সংদগ্ধা ধিট্ঠে বিসাহে চিট্ঠ চিট্ঠ ইতি
লীলারবিন্দেন তাড়য়তি ।

বিশাখা । বিহস্ত সঅং আসঙ্কিনি মাকুপ্প গুঞ্জাহারং পুচ্ছেমি ।
কৃষ্ণঃ । ক তপস্তথা মমাস্তে লীলাবুজাহতিমবাপ্নুয়াং ।

যেন মাং চঞ্চলেন তাড়য় লোচন কমলাঞ্চলেনাপি ।

ললিতা । হরিণে সমপ্লিঅ তনুং কিবিণাসি কথং দরাবলো
অস্মি । দিগ্ধে চিন্তারঅণে ণ সংবুড়অস্মি অগ্গহো

রাধি ধুটে তিষ্ঠ তিষ্ঠ । বিশাখা । অয়মাসঙ্কিনি মা কুপ্যা । গুঞ্জাহারং
পৃচ্ছামি ।

ললিতা । হরয়ে সমর্পা তনুং কপণাসি কথং দরাবলেকে । দত্তে চিন্তা

ছিল, তাঁহাকে কি লাভ করিল ! ॥

শ্রীরাধা । (বিদগ্ধের দংশন করিয়া) ধুটে বিশাখে ! থাক থাক,
এই বলিয়া লীলা কমল দ্বারা তাড়না করিতে লাগিলেন ॥

বিশাখা । রাধে ! তুমি আপনা হইতেই আশঙ্কা করিতেছ,
আমার প্রতি কোপ করিও না, আমি বনমালাকে জিজ্ঞাসা
করিতেছি ॥

কৃষ্ণ । আমার সে প্রকার তপস্যা কোথায়, যদ্বারা লীলা
পদ্মের তাড়না প্রাপ্ত হইব, অতএব হে রাধে ! হয়
আমাকে লীলা কমল দ্বারা, না হয় নয়নাঞ্চল দ্বারা তাড়না
কর ॥

ললিতা । সখি ! হরিকে তনু অর্পণ করিয়া ঈষৎ অবলোকন
দানে কাতর হইও না, চিন্তা রত্ন দান করিয়া সম্পূর্ণের

জুতো ॥ ৫২ ॥

রাধিকা । ললিতে এবং জল্পন্তী গুরুলোএস্থ না কথু ইমং
জগৎ অবরুদ্ধং করেহি ।

বিশাখা । সহি কীস সঙ্কসি গং ভাবদীজ্জিব্ব এথ সমাহণে
দকথা ॥ ৫৩ ॥

ললিতা । সহর্ষমাত্মগতং । দিট্ঠিআ পিঅসহী হসিদা
অবাস্ত তরঙ্গেন কহুং আলিঙ্গদি ।

বিশাখা । সংস্কৃতেন ললিতে পশ্য পশ্য ।

রত্নে ন সম্পূটে আগ্রহো যুক্তঃ ॥ ৫২ ॥

রাধিকা । ললিতে এবং জল্পন্তী গুরুলোকেষু না থলু ইমং জনং অপরাধঃ
কুক্ষ ।

বিশাখা । কস্মাৎ শঙ্কসে । নুমং ভগবতী এব অত্র সমাধানে দক্ষা ॥ ৫৩ ॥

ললিতা । দিষ্ট্যা প্রিয়সখী হসিতাপাঙ্গ তরঙ্গেন কক্ষমা লিঙ্গতি ॥

নিমিত্ত আগ্রহ করা উচিত নহে ॥ ৫২ ॥

শ্রীরাধা । ললিতে ! এ প্রকার বলিয়া গুরুলোকের নিকট
মাদৃশ জনকে অপরাধি করিও না ॥

বিশাখা । সখি ! শঙ্কা করিতেছ কেন ? এ বিষয় সমাধান
করিতে ভগবতী ত দক্ষা আছেন ॥ ৫৩ ॥

ললিতা । (সহর্ষে মনে মনে) কি নৌভাগ্যের বিষয়, প্রিয়
সখী হাস্যাম্বিত কুটিল অপাঙ্গ তরঙ্গ দ্বারা কক্ষকে আলি-
ঙ্গন করিতেছেন ॥

বিশাখা । (সংস্কৃত ভাষায়) ললিতে ! দেখ দেখ । চন্দ্র

শশী ব্যোমোৎসঙ্গঃ শশিনমভিতঃ কান্তিলহরী
 পুরোবুন্দারণ্যং স্মৃতি সহসা কান্তি লহরীং ।
 হরিবুন্দারণ্যং হরিমপি কিলেয়ং তব সখী
 সখীং প্রেমঃ পুরো নিজস্বময়া মণ্ডয়দয়ং ।

ললিতা । হৃদ্বি হৃদ্বি বিশাংহে পেকুথ সসিকান্তমণি প্লস্তুদেহিং
 জল পুরেহিং সুরপূঅণ বেঈ পুরদো কিদাইং বিলুঙ্গী
 অন্তি আলেবণ মণ্ডলাইং তা এহি ণং পুপ্ককেআরিঅং

শশী ব্যোমোৎসঙ্গঃ নিজস্বময়া নিজ পরম শোভয়া অমণ্ডয়ং ভূষয়ামাস ।
 তৎ শশিনং কান্তি লহরী নিজ স্তবময়া ইত্যাদিনি পূর্ব পূর্ব কর্তুঃ পর পর
 মপেক্ষা কর্তব্যঃ ।

ললিতা । হা দিক্ হা দিক্ বিশাথে পশু শসিকান্তমণি প্রস্তুতৈর্জলপূরৈঃ
 সূর্য্য পূজন বেদী পরতঃ কৃতানি বিলুপান্তে আলেপন মণ্ডলানি তদেহি

গগণ মণ্ডলকে শোভিত করিয়া রাখিয়াছেন, চন্দ্রিকা
 আবার চন্দ্রকে ভূষিত করিয়া রাখিয়াছে । হে স্মৃতি !
 চন্দ্রিকাকে আবার অগ্রবর্তি বুন্দাবন ভূষিত করিয়াছে,
 বুন্দাবনকে আবার হরি, হরিকে আবার তোমার প্রিয়-
 সখী এবং প্রিয়সখীকে প্রেম সমূহ নিজ শোভায় সূশো-
 ভিত করিয়া রাখিয়াছে ॥

ললিতা । হা দিক্, হা দিক্, বিশাথে ! দেখ দেখ, চন্দ্রকান্ত
 মণি হইতে জল সকল নির্গত হইয়া তদীয় প্রবাহে,
 আমরা সূর্য্য পূজার নিমিত্ত যে সকল আলেপন ও ভূষণ
 প্রস্তুত করিয়াছিলাম, তৎ সমুদায় বিলুপ্ত হইল অতএব

গেহ্ন ॥ ৫৪ ॥

ইত্যাভে নিজ্ঞাস্তে ।

কৃষ্ণঃ । প্রিয়ে নেদানীমপি বাম্যাদ্বিরামস্তে ইত্যঞ্চলং গৃহ্নাতি ।

রাধিকা । মঞ্চেহি মুঞ্চেহি সহীও মং আআরেন্তি ।

কৃষ্ণঃ । হন্ত কঠোরে মম্যত্র নাস্তীকুরু ভঙ্গুরতাং ।

রাধিকা । সস্মিতং । দেই সরস্‌সই বন্দিজ্জসি জং সচ্চং

জেবব পঅড়াঅসি ।

এনং পুষ্পকেদারিকাং নয়ামঃ ॥ ৫৪ ॥

রাধিকা । মুঞ্চ মুঞ্চ সখ্যা মাঃ আল্লয়ন্তি । কৃষ্ণমতে কঠোরে ইতি
সম্বোধনং । রাধিকা মতে কঠোরে ইতি সপ্তম্যপ্তং । দেবি সরস্বতি বন্দ্যাসে
ষং সত্যমের প্রকটয়সি ॥ ৫৫ ॥

আইস, ঐ গুলি গ্রহণ করিয়া পুষ্পবাটিকায় গমন করি

এই বলিয়া উভয়ের প্রস্থান ॥ ৫৪ ॥

কৃষ্ণ । প্রিয়ে ! এ যাবৎ কি তোমার বাম্য হইতে বিরাম
হয় নাই, এই বলিয়া অঞ্চল ধারণ করিলেন ॥

শ্রীরাধা । ছাড়, ছাড়, সখীগণ আমাকে ডাকিতেছে ॥

কৃষ্ণ । অগ্নি কঠোরে ! আমার প্রতি কুটিলতা অবলম্বন
করিও না ॥

শ্রীরাধা । (ঈষৎ হাস্তের সহিত) দেবি সরস্বতি ! তোমাকে
বন্দনা করি, যে হেতু তুমি সত্য প্রকাশ করিয়াছ ।

তাৎপর্য্য ! পূর্ব্ব গদ্যে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি এই যে,
কঠোরে ময়ি ইহার অর্থ (হে কঠোরে আমাতে) শ্রীরাধা

কৃষ্ণঃ । কিঞ্চিদ্বিস্ত্র ।

পদ্মিন্যাস্তে স্তম্ভুখি পরম প্রেমসৌরভ্য পুরো
দূরোৎসর্পি যদবধি মূদা কৃষ্ণভৃঙ্গেন ভেজে ।
আক্রান্তোহয়ং তব নবমুখান্তোজমাধ্বীকপান
প্রত্যাশাভি স্তম্ভবধি রুবন্ সংভ্রমী বংভ্রমীতি ॥ ৫৫ ॥
কিঞ্চ ॥

মুক্তানামুপলভ্যমেব কুচয়োঃ সালোক্য মালোকাতে ।

মুক্তানাং প্রাপ্ত মোক্ষাণাং মৌক্তিকানাঞ্চ সালোক্যং সমান লোকং বাসং
চ আলোক্য তৎ প্রাপ্তি কামঃ সমস্ত সৃজদাঃ সঙ্গং পক্ষে আসক্তিং তাক্ষু

ইহারই অর্থান্তর কম্পনা করিয়া সপ্তমী বিভক্তিতে যোগ
করত ময়ি শব্দের বিশেষণ করিলেন অর্থাৎ কঠোর রূপ
আমাতে । শ্রীরাধা ছল পূর্বক কৃষ্ণমুখ নির্গত বাণীকে
কহিলেন দেবি সরস্বতি ! তোমাকে প্রণাম করি, শ্রীকৃষ্ণ
আপন মুখেই আপনার কঠোরত্ব প্রকাশ করিলেন ॥

কৃষ্ণ । (কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া) হে স্তম্ভুখি ! পদ্মিনীরূপা
তোমার দূরদেশবাহী সৌরভাতিশয় যে অবধি কৃষ্ণ ভৃঙ্গ
প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই হইতে তোমার মুখ পদ্মের নবীন
মধুপানের প্রত্যাশায় আক্রান্ত হইয়া সন্ত্রমে শব্দ করিতে
করিতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে ॥ ৫৫ ॥

আরও বলি ।

রাধে ! মুক্তা সকলকে তোমার কুচদ্বয়ের সমীপ-
বর্ত্তি স্থান বিশেষে সালোক্য প্রাপ্ত হইতে অর্থাৎ সমান

হিষ্টা সঙ্গমহং সমস্ত সুহৃদাং কৈবল্যমাসেদিবান্ ।

বৈষম্যং তিলমপ্যনাশ্রিতবতোঃ সাক্ষায়তস্যন্দিভি

র্মাং পূর্ণং কুরু তন্নি তূর্ণমনয়োঃ সাযুজ্যদানোৎসবৈঃ ॥

রাধিকা । লজ্জতে ।

কৃষ্ণঃ । পশ্য পশ্য ।

কৈবল্যং কেবলতাং একাকিত্বক প্রাপ্তিঃ অতএব তয়োঃ সাযুজ্য প্রাপ্তা
বহুসিদানীমধিকারীভাণঃ । কীদৃশয়ো রেতয়োঃ স্থিলা মপি অত্যল্পমপি বৈষম্য
মনাশ্রিত বতোঃ । ঈশ্বর সত্যবদ্ব্যাম্বাদিকারিণি এতয়ো বৈষম্যং নাস্তীতি
ভাবঃ । পক্ষে সমানাকার প্রমাণত্বেন কুচরোর্যতি মোন্দর্যাং ধ্বনিতং ।
সাযুজ্য দানোৎসবৈঃ কীদৃশৈঃ সাক্ষায়ত সন্দিভিঃ । অপাং পত্নাঃ সমুদ্রতঃ ।
বাসস্তিকেন বসন্ত কালীনেন কাস্তি মণ্ডলেন মণ্ডিতং মণ্ডলং যত্র তত্র ॥ ৫৬ ॥

লোকে বাস করিতে দেখিয়া আমিও তৎ প্রাপ্তি কাম-
নায় সমস্ত সুহৃদগণের সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্বক কৈবল্য
অর্থাৎ একাকিত্ব লাভ করিয়াছি অতএব এন্ধ্রণে ঐ কুচ-
দ্বয়ের সাযুজ্য অর্থাৎ সহযোগ প্রাপ্তি বিষয়ে আমি অধি-
কারী হইয়াছি, অতএব হে কৃষ্ণাপি ! যে কুচদ্বয় তিল
মাত্র বৈষম্য আশ্রয় করে নাই, তুমি তাহাদের নিবিড়
অমৃত ক্ষরণ রূপ সাযুজ্য দানোৎসব দ্বারা আমাকে পূর্ণ
কর ॥

শ্রীরাধা । লজ্জিত হইলেন ।

কৃষ্ণ । প্রিয়ে ! দেখ দেখ ।

অপাং পত্ন্যঃ পুণ্ডীকরণরসপাকঃ কুমদিনী
 কদম্বানামঙ্গজ্বরহরণ শীতৌষধি ঘটঃ ।
 যুগন্ধোহয়ং কোকী পরিষদভিচারাদ্বর ধুরা
 পুরোধা কালিন্দী পরিসর পরিস্কারমকরোৎ ॥
 তদেতাং বাসন্তিক কান্তি মণ্ডল মণ্ডিত মণ্ডলশ্চ চন্দ্রমস
 শ্চন্দ্রিকা চক্রচূড়িতাং বিচরাবো নিকুঞ্জ চন্দ্রশালিকামিতি
 নিজ্জান্তৌ ॥
 ইতি নিজ্জান্তাঃ সৰ্ব্বৌ ॥

॥ * ॥ ইতি বিদগ্ধমাধবে রাধাসঙ্গমো নাম তৃতীয়োহঙ্কঃ ॥ *

॥ * ॥ ইতি তৃতীয়োহঙ্কঃ । * ॥

সমুদ্রের পুণ্ডীকরণ রস পরিপাক বিশেষ, কুমুদিনীগণের
 অঙ্গজ্বর হরণ শীতল ঔষধ ঘট সদৃশ এবং চক্রবাকী
 সভার অভিচার বজ্রের পুরোহিত স্বরূপ চন্দ্র কালিন্দী
 কুলস্থ প্রদেশকে উজ্জ্বল করিতেছেন ॥

অতএব আগরা বসন্তকান্তি সমূহে মণ্ডিত চন্দ্রমণ্ডলের
 চন্দ্রিকা সমূহ দ্বারা স্নশোভিত নিকুঞ্জের রহস্য স্থানে
 বিচরণ করিব । এই বলিয়া উভয়ে প্রস্থান করিলেন ॥

এই রূপে সকলের প্রস্থান ॥ ৫৬ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কৃত ব্যাখ্যায় বিদগ্ধ-
 মাধব নাটকে রাধাসঙ্গমো নাম তৃতীয় অঙ্ক ॥ * ৩ ॥ * ॥

ততঃ প্রবিশতি নান্দীমুখী ।

নান্দীমুখী । ভণিদক্ষি ললিতাএ হল। নান্দীমুখি গোমণ্ডলে
গোট্ঠং পইট্ঠে এফিং কহ্লো তুবরন্ত গোঅডটনাহিমুহং
পখিদো তা তুমং তথ গদুঅ সুঅলং বিল্লবেহি জধা এসো
ওমরে ণিঅবগস্‌সস্‌স রাহিঅং সুমরাবেদি ত্তি পরিক্রম্য

অথ যৌ সপক্ষ বিপক্ষাখৌ ভেদাবেব রসপ্রদাবিত্যক্ত রীত্যা স্বপক্ষ
গত রসং পূর্বরাগামভোগাদিভি বিবৃত্য ইদানীং বিপক্ষ ভেদ মিশ্রিতজ্ঞেন
রস বিলাসঃ প্রাতুর্ভাবয়ন্ বৈশাখ পূর্ণিমাতশ্চতুর্থনক্‌তন্তন লীলাং বর্ণয়তি ।
ততঃ প্রবিশতি ইত্যাদিনা । নান্দীমুখী আহ । ভণিতাশ্চি ললিতয়া হল।
নান্দীমুখি গোমণ্ডলে গোষ্ঠে প্রবিষ্টে ইদানীং কৃষ্ণঃ সুরাবান্ গোবর্দ্ধনাভিমুখং

স্বপক্ষ বিপক্ষ ভেদদ্বয় রসপ্রদ হয় এই উক্তি অনুসারে
পূর্বরাগে অসন্তোষাদি দ্বারা স্বপক্ষগত রস বর্ণন করিয়া
এক্ষণে বিপক্ষ ভেদ মিশ্রিতত্ব প্রযুক্ত রস বিলাস প্রাতু-
র্ভাব করত বৈশাখী পূর্ণিমা হইতে চারি রাত্রির লীলা
বর্ণিত হইতেছে ॥

অনন্তর নান্দীমুখীর প্রবেশ ।

নান্দীমুখী । ললিতা আমাকে এই কথা বলিয়াছে যে, সখি
নান্দীমুখি ! গো সকল গোষ্ঠে প্রবিষ্ট হওয়াতে এক্ষণে
কৃষ্ণ সুরান্বিত হইয়া গোবর্দ্ধনাভিমুখে প্রস্থান করিয়াছেন
অতএব তুমি সেই খানে গিয়া সুবলকে জানাও, সে যেন
অবকাশ মত স্বীয় বয়স্যকে শ্রীরাধার নাম স্মরণ করায় ॥

কথং এত্থ পউমা আঅচ্ছদি ॥ ১ ॥

প্রবিশ্য পদ্মা । হলা গান্ধীমুহি কামং কুসলাসি । তা কম্পি

উবাঅং কহেহি জেণ উক্সিগ্গাং চন্দাঅলীং আসাসেমি ।

নান্দীমুখী । কিং সে উবেঅ কারণং ।

পদ্মা । হলা জাণাসি জেজব তুমং । জধা পদোসে সর্বং

কথু গোউলং বিভ্রমেণ কহো পচ্ছহং রঞ্জেদি ।

নান্দীমুখী । অধ ইং ।

প্রস্থিতঃ । তত্বং তত্র গত্বা স্রবলং বিজ্ঞাপয় । যথা এষোহবসরে নিজবরশ্চ
রাধিকাং স্মারয়তীতি কথমত্র পদ্মা আগচ্ছতি ॥ ১ ॥

পদ্মা সখী নান্দীমুখী কামং কুসলাসি তং কিমপ্যুপায়ং কথয় যেন উদ্বিগ্নাঃ
চন্দ্রাবলীমাখ্যাসয়ামি । নান্দী কিং তত্ত্বা উদ্বিগকারণং । পদ্মা সখি জানাসি
এব ত্বং । যথা প্রদোষে সর্বং গোকুলং বিভ্রমেণ কৃষ্ণঃ প্রত্যহং রঞ্জয়তি ।
নান্দী অথ কিং ।

(এই উক্তির পর ফিরিয়া যাইতে উদ্যম করিয়া)

পদ্মা কেন এখানে আসিতেছে ॥ ১ ॥

পদ্মা । (প্রবেশ পূর্বক) সখি নান্দীমুখি ! ভাল আছত ?

কোন একটি উপায় বল দেখি, যদ্বারা আমি উদ্বিগ্না

চন্দ্রাবলীকে সান্ত্বনা করিতে পারি ॥

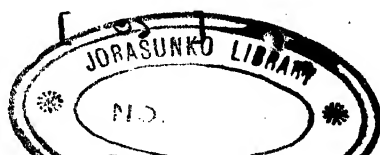
নান্দীমুখী । তাহার উদ্বিগের কারণ কি ? ।

পদ্মা । সখি ! তুমি ত জান, প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে শ্রীকৃষ্ণ

বিলাস বিভ্রম দ্বারা সমুদায় গোকুল বাসিকে অনুরক্ত

করেন ॥

নান্দীমুখী । তাহা কি প্রকার ? ।



পদ্মা । সংপদং দাবএখং দক্ষিণে গোষ্ঠে ইমস্ গন্ধো
বি দুল্লহো ।

নান্দীমুখী । হলা মা দুগেহি । ইতি সংস্কতেন ।

দৃষ্টিং বিস্থিত ধাতুচিত্র রচনং শৈব্যাললাটং ময়া

শ্যামাকুল চামরঞ্চ বিলুষ্ঠয়ন্ত্যশ্রজোড্যান্বরং ।

গুঞ্জাহার লতার্ক মঞ্জুরধুনা ভজা ভুজান্তস্তথা

পদ্মা সাম্প্রতং তাবদত্র দক্ষিণে গোষ্ঠাঙ্কে অশ্র গন্ধোহপি দুর্লভঃ ।

নান্দী সখি মা দুনা ভব । সাম্প্রতং দক্ষিণে গোষ্ঠাঙ্কে এতশ্র গন্ধোহপি
দুর্লভ ইত্যনেন উত্তর গোষ্ঠাঙ্ক সমীপবর্ত্তিভ্যাং মুখরাগৃহোপান্ত বাটিকায়াং
কর্ণিকার কুঞ্জাদৌ যমুনা তটবর্ত্তিনি একশ্রাং রাধায়ামেবাধিক্যমমুরজা অশ্রাঃ
কাচিদপায়ঃ নানুসন্ধ্যে ইত্যভিবাজ্যতে ত্বয়া । তত্ত্ব কথং সম্ভবতি যতঃ দৃষ্টং
বিস্তেত্যাদি । বিস্থিতা প্রতিবিস্তিতা সংলগ্না কৃষ্ণ সম্বন্ধিনী ধাতুচিত্র রচনা
যত্র তথাভূতং ললাটং বিলুষ্ঠন্ত্যা অর্থাৎ কৃষ্ণশ্র বহুশ্রজা উড্ডামর মুংকটং
ভুজান্তঃ স্বন্ধদেশঃ গুঞ্জাহার লতায়্য অর্ধেন গাঢ়ালিঙ্গনাহংস্কিণ্ডেন মঞ্জুরমুনো
হরঃ গোবর্দ্ধনশ্রাতিথিরিতি । তেন দক্ষিণ গোষ্ঠাঙ্কসমীপবর্ত্তিনি গোবর্দ্ধনতটাদৌ

পদ্মা । সাম্প্রতি গোকুলের দক্ষিণ পল্লীতে তাঁহার গন্ধও
দুর্লভ ।

নান্দীমুখী । দুঃখিতা হইও না । (এই বলিয়া সংস্কৃত
ভাষায়) আমি শৈব্যার ললাটে কৃষ্ণ সম্বন্ধিনী ধাতু চিত্র
রচনা সংলগ্ন দেখিয়াছি, শ্যামার চামর সদৃশ কেশ
কলাপে শ্রীকৃষ্ণের উৎকৃষ্ট বনমালা লক্ষিত হইয়াছে
এবং ভজার স্বন্ধদেশে শ্রীকৃষ্ণের অর্ধ গুঞ্জা হারের চিহ্ন

তথ্যং বিদ্ধি স্নাগরী গুরুভূদেগোবর্দ্ধনস্মৃতিথিঃ ॥ ২ ॥

নেপথ্যে ।

কৃষ্ণা বংশী নিখিল জগতী গীতসঙ্গীত ভঙ্গী

সাস্ত্রীভাব প্রথমবসতিং সঙ্গিনী বামপাণেঃ ।

এষ প্রেম্না ব্রজতি নয়নানন্দনো নন্দসূনু

মন্দং গোবর্দ্ধন শিখরিণঃ কন্দরামন্দিরায় ॥ ৩ ॥

বকুল কুঞ্জাদিষপি তস্তাদ্যা গমনং সংভবতীতি । যস্মাদেতাশ্চন্দ্রাবলী সপক্ষাঃ
সৈব্যায়া অপি অদ্য কৃষ্ণেন সংভুক্তা দৃষ্টা স্ততঃ কিমিতি একত্বাঃ রাধায়ামেবা
সক্তোহয়ং নতু চন্দ্রাবল্যামিতি ব্যঞ্জয়সীত্যর্থঃ । অত্র সৈব্যায়াঃ সপক্ষত্বাৎ
শ্রামায়া স্তটস্থত্বাৎ ভদ্রায়াশ্চ স্নহৎপক্ষত্বাৎ এতাসু স্পর্ধাভাবাৎ চন্দ্রাবল্যাং
ন বিরোধঃ অতএব রাধা ললিতা বিশাখানাঃ তিস্থগামহুক্তিঃ প্রেতিপক্ষ
ত্বাদিতি ॥ ২ ॥

কৃষ্ণা বংশীমিতি বৃন্দায়া উক্তিঃ বামপাণেঃ সঙ্গিনীঃ বংশীঃ কৃষ্ণা ব্রজতি ।
কীদৃশং অখিল জগতীষু গীতা যা সঙ্গীত ভঙ্গী তস্তাঃ যঃ সাস্ত্রী ভাব স্তস্ত
প্রথমা বসতি যত্নাৎ তেন অত্ৰ প্রায়ো গীতসঙ্গহীনমিতি ॥ ৩ ॥

দেখিয়াছি, অতএব তুমি যথার্থ জানিও, সম্প্রতি সেই
নাগরী গুরু কৃষ্ণ গোবর্দ্ধনের অতিথি হইয়াছেন ॥ ২ ॥

(বেশ গৃহে বৃন্দার উক্তি)

যে বংশী নিখিল জগতের সঙ্গীত ভঙ্গীর প্রথম আবাস
স্বরূপ, তাহাকে বাম করের সঙ্গিনী বিধান করিয়া এই
নয়নানন্দ নন্দনন্দন প্রেম সহকারে মন্দ মন্দ পাদ নিক্ষেপ
পূর্বক গোবর্দ্ধন গিরির কন্দরস্থ মন্দিরে গমন করিতে-
ছেন ॥ ৩ ॥

নান্দীমুখী । পউমে তুমং ইমিনা বৃত্তন্তেন চন্দ্রাঅলিঅং
 সুহাবেহি । অহং সুঅলং অণুসরিসং ইতি নিজ্জান্তা ।
 পদ্মা । পুরং পশ্যন্তী । এষা করালাএ অজ্জিআএ চিত্তং অণু-
 বট্টন্তী বণদেঅদা বৃন্দা চন্দ্রাঅলীঅং সচ্চলং ণিবারেদি ॥৪
 নেপথ্যে ।

কিং রাধেব দুরন্তমিচ্ছসি বলাদুন্মাদমালম্বিতুং
 মুঞ্চে মানয় মাননীয় জরতীবাক্যং বহির্মাত্রজ ।

নান্দী পদ্মে ঙং অনেন বৃত্তান্তেন চন্দ্রাবলীঃ সুখাপয় । অহং সুবলং অণু-
 সরিষ্যামি । পদ্মা এষা করালয়া আৰ্য্যায়ান্শিত্তমনুবর্তমানা বনদেবতা বৃন্দা
 চন্দ্রাবলীঃ সচ্চলং নিবারয়তি । করালা চন্দ্রাবলী মাতামহী ॥ ৪ ॥

কিং রাধে বেতি স্পষ্টং পক্ষে হে মুঞ্চে বিবক্ষিতং ব্যঙ্গমর্থঃ কচ্চিদব গচ্ছ-
 গীতি সম্বোধনপদ ব্যঙ্গং মাননীয় জরতী বাক্যং । তদাহ রাধা ইব দুরন্তমুন্মাদং

নান্দীমুখী । পদ্মে ! তুমি এই বৃত্তান্ত দ্বারা চন্দ্রাবলীকে সুখী
 কর গা । আমি সুবলের নিকট গমন করিতেছি, এই
 বলিয়া প্রস্থান করিলেন ॥

পদ্মা । (অগ্রে অবলোকন করত) এই যে বনদেবী বৃন্দা,
 আৰ্য্যা করালার অভিপ্রায়ানুসারে ছল পূর্বক চন্দ্রাব-
 লীকে নিবারণ করিতেছেন ॥ ৪ ॥

(বেশ গৃহে)

মুঞ্চে ! তুমি কি শ্রীরাধার ন্যায় বল পূর্বক দুরন্ত উন্মাদকে
 অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করিতেছ ? এমত কার্য্য করিও
 না, মাননীয়া বৃদ্ধার বাক্য শ্রবণ কর, ঐ দেখ ব্রজসুন্দরী

এষ স্মের বিলোচনাঞ্চল রুচা চাপল্যমুগ্ধাসয়
 ন্নায়াতি ব্রজসুন্দরীগণমনোমাণিক্যহারী হরিঃ ॥ ৫ ॥
 প্রবিশ্য চন্দ্রাবলী সৌঃসুকাং সমস্তাদালোক্য ।
 কথং বৃন্দাএ অলিঅং বাহরীঅদি কুদো এথ কহো । ইতি
 খেদং নাটয়তি ॥

পদ্মা । উপস্থত্য সংস্কৃতেন ।

ন সস্তাপং সাস্তাদবয়সি কথং দাববিষমং
 ঘনস্থাসৈঃ কিস্বা মলিনয়সি বিশ্বাধরমপি ।

আলম্বিতং কিং ইচ্ছসি তস্মাৎ হে মুঢ়ে বহির্মা ব্রজ ইত্যোবঃ ॥ ৫ ॥

কথং বৃন্দায়া অলীকমিব ব্যাহরতে । কুতোহত্র কৃষ্ণঃ । ন সস্তাপমিতি ।
 সখীস্থলী চন্দ্রাবলী গ্রামঃ সখীখরা ইতি খ্যাতঃ তস্মা উপশলাং সমীপং

দিগের মনোমাণিক্য হরণকারী হরি হাস্থান্বিত চঞ্চল
 লোচনাঞ্চলের চাপল্য বিস্তার করিতে করিতে আসিতে-
 ছেন, অতএব আর বাহির হইও না ॥ ৫ ॥

চন্দ্রাবলীর প্রবেশ ।

চন্দ্রাবলী । (উৎকণ্ঠার সহিত চতুর্দিক্ অবলোকন করত)
 বৃন্দা কি মিথ্যা কথা বলিতেছে, এখানে ত কৃষ্ণ নাই
 এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন ।

পদ্মা । (নিকটে গিয়া সংস্কৃত ভাষায়) সখি ! তুমি দাবানল
 সদৃশ বিষম সস্তাপ অন্তঃকরণ হইতে দূর করিতেছ না
 কেন ? কেনই বা ঘন নিশ্বাস দ্বারা বিশ্বাধরকে মলিন
 করিতেছ, হে কল্যাণি ! যদুপতি ময়ূরের কেকারব

বনান্তান্ কেকাভিঃ সখি শিখরি কক্ষে মুখরয়ন্
 সখীস্থল্যাঃ কল্যাণ্যভজদুপশল্যাং যদুপতিঃ ॥
 চন্দ্রাবলী । বিলোক্য কথং প্রিয়সখী পদ্মা ইতি গাঢ়মালিঙ্গা
 হল্য অবিণাম অকুখলিদং ভগিদাসি ॥
 পদ্মা । অধ ইং ॥ ৬ ॥

ততঃ প্রবিশতি স্রবলেনানুগম্যমানঃ কৃষ্ণঃ ।
 কৃষ্ণঃ । সখে পশ্য পশ্য ।
 অকলিত তাপস্তরণেরস্ত শিরোবীথিভিস্তিরোধানাং ।

অভজং প্রাপ্তবান্ । চন্দ্রা কথং প্রিয়সখী পদ্মা । সখী অপি নাম সম্ভাবনায়াং
 অস্থলিতঃ ভগিতাসি । পদ্মা অথ কিং ॥ ৬ ॥
 তরণেঃ সূর্যাস্ত ।

গোবর্দ্ধন মধ্যস্থ বন প্রদেশ শব্দিত করিতে করিতে সখী-
 স্থলী গ্রামের অর্থাৎ তোমার নিবাস স্থলের সমীপবর্তি
 হইয়াছেন ॥
 চন্দ্রাবলী । (অবলোকন করিয়া) এ কে প্রিয়সখী পদ্মা ।
 (এই বলিয়া দৃঢ় আলিঙ্গন করত) সখি ! এ কি সত্য
 বলিতেছ ? ॥
 পদ্মা । সত্য বই কি ! ॥ ৬ ॥

(স্রবলের সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)
 কৃষ্ণ । সখে ! দেখ দেখ । সূর্য্যের অনুক্ষতাপ ক্রমশঃ
 অস্তাচল শিখরশ্রেণীতে তিরোধান হেতু প্রদোষ কাল
 অক্ষুট তিমির বিস্তার পূর্ব্বক সম্ভাষণ প্রদান করিতে

অক্ষুট তিমির বিজৃম্বঃ প্রথয়তি তোষং নিশারম্ভঃ ॥

স্ববলঃ । বঅস্ম অজ্জ গোদোহণং বি অণবেক্খিঅ সলা-
লসো বিঅ কিত্তি এথ লদ্ধোসি ॥ ৭ ॥

কৃষ্ণঃ । সখে ময়ূরং বর্ণয়তা কেনচিৎ প্রিয়াং চন্দ্রাবলীং
স্মারিতোহস্মি তত স্তদবিলোকনায় লালসেয়ং ॥

স্ববলঃ । কেরিসং মোর বধ্ধণং ।

কৃষ্ণঃ । উন্মদেন পূরতঃ শিখণ্ডিনা
তাণ্ডবে পৃথুনি মণ্ডলীকৃতাং ।
পশ্য নিন্দিত মহেন্দ্র কাম্মুকাঃ
কৃষ্ণচন্দ্র চলচন্দ্রকাবলীং ॥



স্ববল বয়স্ম অদ্য গোদোহনমপি অপেক্ষ্য সলালস ইব কিমত্র লদ্ধোসি ॥৭

স্ববল কীদৃশং ময়ূর বর্ণনং । চলচন্দ্রকাবলীং চলানাং চন্দ্রকানামাবলীং

লাগিল ॥

স্ববল । বয়স্ম ! অদ্য গোদোহন উপেক্ষ্য করিয়া লালসা-
ষিতের ন্যায় এখানে আসিলে কেন ? ॥ ৭ ॥

কৃষ্ণ । সখে ! কোন ব্যক্তি ময়ূর বর্ণনা করিয়া আমার প্রিয়া
চন্দ্রাবলীকে স্মরণ করাইয়াছে, অতএব তাঁহাকে দেখিবার
জন্যই আমার এই লালসা ॥

স্ববল । ময়ূর বর্ণন কি প্রকার ॥

কৃষ্ণ । সখে ! কোন ব্যক্তি কহিল হে কৃষ্ণচন্দ্র ! ময়ূর
উন্মত্ত হইয়া অগ্রে বিপুল নৃত্য বিস্তার করায় উহার ইন্দ্র-
ধনু বিনিন্দিত চঞ্চল চন্দ্রকাবলী অবলোকন কর ॥

সুবলঃ । তদো আঅড্‌ঢং বংশীকলং উল্লাসেহি ।

কৃষ্ণঃ । বক্ত্রে বেণুং বিন্যস্ততি ।

চন্দ্রাবলী । নিশম্য সম্বর্ণং ॥ ৮ ॥

সর্বদা সুবলন্তীবি অসুন্দ অরী

বিঅ বিন্মাবেদি দুস্মুখী মুরলী ॥

কৃষ্ণঃ । সখে সুবল অদ্য চন্দ্রাবলী

প্রসাদে ত্বয়া মমানুকুলেন ভবিতব্যং ॥

সুবলঃ । অধ ইং ।

পদ্মা । হলা পেক্‌থ এসো বেণু সধাএ তুমং তুবরাবেদি

পঙ্‌ক্তিং । ততঃ আকর্ষণং বংশীকলয়ল্লাসয় ॥ ৮ ॥

সর্বদা শ্রয়মানাগি অশ্রুতচরীব বিন্মাপয়তি দুস্মুখী মুরলী । সুবল অথ কিং ।

পদ্মা হলা পশ্চ এষ বেণু সংজ্ঞয়া তাং ত্বরয়তি গোকুলেন্দ্রনন্দনঃ । লঘু

সুবল । তবে আকর্ষণকারি বংশীরব উল্লাস কর ।

কৃষ্ণ । বদনে বেণু অর্পণ করিলেন ।

চন্দ্রাবলী । (শ্রবণ করিয়া ঘূর্ণার সহিত) ॥ ৮ ॥

দুস্মুখী মুরলী সর্বদা শ্রুত হইলেও অশ্রুত পূর্ব্বার
ন্যায় আমাকে বিস্মিত করিতেছে ॥

কৃষ্ণ । সখে সুবল ! অদ্য চন্দ্রাবলীর প্রসন্নতা বিষয়ে

তোমাকে আমার সম্বন্ধে অনুকূল হইতে হইবে ॥

সুবল । তাহাই হইবে ॥

পদ্মা । এই দেখ গোকুলেন্দ্রনন্দন বেণুর সঙ্কেতে তোমাকে

গোউলেন্দগন্দগো ॥

চন্দ্রাবলী । বিলোক্য সংস্কৃতেন ।

সখি মুরলি বিশালছিদ্র জ্বালেন পূর্ণা ।

লঘুরতি কঠিনাত্মা গ্রন্থিলা নীরসাসি ।

তদপি ভজসি শশচ্চুস্মনানন্দ সান্দ্রং

হরিকর পরিরন্তং কেন পুণ্যোদয়েন ॥ ৯ ॥

কৃষ্ণঃ । পুরো দৃষ্ট্বা সানন্দং । স্বয়ং মম লোচনেন্দীবর চন্দ্রিকা

চন্দ্রাবলী ইতি সাদরমুপেত্য প্রিয়ে ।

চন্দ্রস্তব মুখবিস্মৃৎ চন্দ্রা নথরাগি কুণ্ডলে চন্দ্রৌ ।

লাঘববতী ॥ ৯ ॥

ত্বরাস্বিত করিতেছেন ॥

চন্দ্রাবলী । (অবলোকন করিয়া সংস্কৃত ভাষায়) সখি

মুরলি ! তুমি ত ছিদ্র জ্বালে পরিপূর্ণ, লঘু, অতিশয়

কঠিন, গ্রন্থিযুক্ত এবং রসহীনা, তথাপি কোন্ পুণ্যের

প্রভাবে নিরন্তর হরিকরের আলিঙ্গন ও তদীয় অধর-

বিস্মের চুম্বন স্তম্ভ প্রাপ্ত হইতেছে ? ॥ ৯ ॥

কৃষ্ণ । (অগ্রে দৃষ্টিপাত পূর্বক আনন্দের সহিত) এই যে

আমার নয়নেন্দীবরের চন্দ্রিকা স্বরূপ চন্দ্রাবলী স্বয়ং

আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।

(এই বলিয়া আদর পূর্বক নিকটে গমন করত)

প্রিয়ে ! তোমার মুখ মণ্ডল, নথ শ্রেণী, কুণ্ডলদ্বয় এবং

ললাট, এ সকলই চন্দ্র স্বরূপ, অতএব যথার্থই তোমার

নব চন্দ্রস্ত ললাটং সত্যং চন্দ্রাবলী ভ্রমসি ।

চন্দ্রাবলী । লজ্জতে ।

কৃষ্ণঃ । প্রিয়ে দুষ্কদানব দমনাভিনিবেশাৎ ত্বন্মুখচন্দ্র মপ্রে-
ক্যমাণস্য যাতযামা ভবন্তি মমামূৰ্খ্যামিন্যঃ ॥ ১০ ॥

চন্দ্রাবলী । সুন্দর ভ্রমরস্ম বিঅ গব গবাণুসারিণী দে পইদী
কধং চিরাসঙ্গ নিরসাস্ত পউমিগীস্তু অহিরমতু ॥ ১১ ॥

কৃষ্ণঃ । প্রিয়ে চন্দ্রাবলি প্রতিপদালোকে ত্বং সর্বেষাং নব

যাতো যামো যাসাং তা যাতযামাঃ তথা ভবন্ত্যপি ন তথা ভবন্তি ।
গচ্ছন্ত্যপি যামিত্তো দুঃখেন ন গচ্ছন্তীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

চন্দ্রা ভ্রমরশ্বেব নব নবানুসারিণী তে প্রকৃতিঃ । কথঞ্চিরাসঙ্গিনী রসাস্ত
পদ্বিনীষু অভিরমতাঃ ॥ ১১ ॥

প্রতিপদি তিথৌ আলোকে প্রতিফণালোকেচ । পদ্মা প্রিয়মথী বিরহেণ

নাম চন্দ্রাবলী ॥

চন্দ্রাবলী । লজ্জিতা হইলেন ।

কৃষ্ণ । প্রিয়ে ! দুষ্ক দানব দমন করিতে করিতে রজনী
সকল অতিবাহিত হইলেও তোমার বদন চন্দ্র দেখিতে
না পাওয়ায় আমার দুঃখের রজনী অতিবাহিত হয় নাই
এ যাবৎ অযাত যাম অর্থাৎ নূতন হইয়াই রহিয়াছে ॥ ১০

চন্দ্রাবলী । সুন্দর ! তোমার প্রকৃতি ভ্রমরের শায় নব নবানু-
সারিণী, কেন চিরভুক্তা নীরস পদ্বিনী সকলে রমণ
করিবে ॥ ১১ ॥

কৃষ্ণ । প্রিয়ে চন্দ্রাবলি ! তোমাকে যখন দেখি তখনই তুমি

নবাসি তদদ্য নির্বাপয় বিরহোত্তাপং পরিষঙ্গ রসেন ।

পদ্মা । পিঅসহী বিরহেণ কুদো ভুন্না তাবুপ্পভী ।

সুবলঃ । অই মা কখু একং ভণ । এসো চন্দাঅলী বিরহেণ
সন্তত্তো সীদলাএ জলধারাএ কচ্ছে দেহং নিকুখিবিঅ
সতিগ্হো চওরো বিঅ ণং জেজব চন্দাঅলিঅং সববদো
পচ্ছই বয়স্‌সো ॥ ১২ ॥

কুম্বঃ । প্রিয়ে শ্রয়তাং ।

বিপিনান্তরে মিলন্তী মধুরসা শীতল স্পর্শা ।

কুতস্তব তাপোৎপত্তিঃ ।

সুবল মা খলু এবস্তগ । এষঃ চন্দ্রাবলীবিরহেণ সন্তপ্তঃ শীতলায়া জল-
ধারায়ঃ কচ্ছে নিকটে দেহং নিক্ষিপ্য সতৃষ্ণচকোর ইব এনাং এব চন্দ্রাবলীঃ
সর্বতঃ পশুতি বয়ন্তঃ ॥ ১২ ॥

পক্ষে মধুরঃ শৃঙ্গারঃ অন্তঃ স্পষ্টঃ । চন্দ্রা গচ্ছ রাধামেব সেবস্ব । জাতং

নূতন অতএব আইস, আমাকে আলিঙ্গন করিয়া আমার
চিরবিরহ সন্তাপ নির্বাপন কর ॥

পদ্মা । প্রিয়সখীর বিরহে তোমার তাপোৎপত্তি কেন হইল ।
সুবল । অয়ি পদ্মে ! এ কথা বলিও না, এই বয়স্ত চন্দ্রাবলীর
বিরহে সন্তপ্ত হইয়া শীতল জল ধারার সমীপে দেহ
নিক্ষেপ পূর্বক সতৃষ্ণ চকোরের ন্যায় সর্বতোভাবে এই
চন্দ্রাবলীকে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন ॥ ১২ ॥

কুম্ব । প্রিয়ে ! শ্রবণ কর ।

আমি তোমার বিরহে অত্যন্ত অবসন্ন হইতেছিলাম,

অমৃতময়ী ত্বদ্বিরহে সমজ্জনি মম তাপনুত্তয়ে রাধা ॥

ইতি সমস্ত্রমং ধারা ধারা ॥

চন্দ্রাবলী । সাভ্যসূয়ং গচ্ছেহি রাহিঅং জ্জব্ব সেবেহি ॥

কৃষ্ণঃ । প্রিয়ে ধারেত্যবদং ॥

চন্দ্রাবলী । জাদং কথং দোম্বং বগ্গাণং বিবরীদত্তং ।

কৃষ্ণঃ । প্রিয়ে দ্বয়োর্বগ্গ'য়োঃ কর্ণয়োৰ্বা বিপরীতত্বনিত্যস্মি-
নাস্তি বিচারঃ ॥

চন্দ্রাবলী । রোষাক্রণং মুখমানমযা । অই দাণসৌণ্ড অলং

কথং দ্বয়োর্বগ্গয়ো বিপরীতত্বং । অস্তি বিচার ইতি । বর্ণয়ো বৈপরীত্যেন
ত্বয়া রাধেতি ঐতিহ্যার্থঃ ॥

অগ্নি দানশৌণ্ড দানবীর অলং এতয়া অবহিথয়া অদ্য আত্মনো ননো

অকস্মাৎ বনমধ্যে মধুর রসশালিনী, শীতল স্পর্শা, অমৃত-
ময়ী রাধা মিলিত হইয়া তদ্বিরহ জনিত তাপ সমুদায়
হরণ করিয়া লইলেন । (এই বলিয়া সতয়ে ধারা ধারা
উচ্চারণ করিতে লাগিলেন) ॥

চন্দ্রাবলী । (কৃষ্ণের মুখে রাধা নাম শ্রবণ করিয়া অসূয়ার
সহিত) যাও রাধাকে গিয়াই সেবা কর ॥

কৃষ্ণ । প্রিয়ে ! আমি ধারা বলিয়াছি ।

চন্দ্রাবলী । কি করিয়া বর্ণদ্বয়ের বৈপরীত্য হইল ।

কৃষ্ণ । প্রিয়ে ! বর্ণদ্বয়ের হউক বা কর্ণদ্বয়েরই হউক বিপরীত
ঘটিয়াছে, ইহাতে কোন বিচার নাই ॥

চন্দ্রাবলী । (ক্রোধে রক্তবর্ণ মুখ অবনত করিয়া) অহে দান-

এদাএ অবহিথাএ অজ্জ অগ্নপো মগহারিণো সুবর্ণ জুঅ-
লস্‌স বিগ্নাসাদো সাহ্‌ মাহুরী পুরিদ কল্পন্নি কিদা ॥ ১৩ ॥
কৃষ্ণঃ । যথার্থেয়ং বাণী তব চকিতসারঙ্গনয়নে
সুবর্ণালঙ্কারো মধুরয়তি যন্তে শ্রুতিযুগং ।
মুখেন্দোরন্তস্তে বহিরপি সুবর্ণচ্যুতিরিয়ং
মম শ্রোত্রদ্বন্দ্বং নয়নযুগলঞ্চাকুলয়তি ॥ ১৪ ॥

হারিণঃ সুবর্ণ যুগলস্ত বিজ্ঞাসাৎ সাধু মাধুরীপূরিতকর্ণাশ্চি কৃতা । সুবর্ণযুগলস্ত
স্বর্ণময় কুণ্ডল যুগলস্ত রাধে সুপ্তৌ বর্ণ যুগলস্তচ আত্মনো মনোহরস্ত মাধুরী
পরিতেতি বিরুদ্ধ লক্ষণয়া ॥ ১৩ ॥

হে চকিত সারঙ্গ নয়নে হে ভীত যুগনয়নে সুবর্ণালঙ্কার স্তব শ্রুতি যুগলো
তিষ্ঠ্যেব । সুবর্ণচ্যুতিস্ত মামাকুলয়তি । সাহ্‌ মুখেন্দো রন্তমধ্যাৎ মম
শ্রুতি যুগলং । অত্র সুবর্ণ শব্দঃ সোৎকর্থাঙ্করবাচী । মুখেন্দো বহিঃচ
গণ্ডদেশাদো অত্র সুবর্ণ শব্দঃ সুকান্তি বাচী ॥ ১৪ ॥

বীর ! আর অবহিথা প্রকাশ করিও না, আজ স্বীয় মনো-
হারি সুবর্ণ যুগলের বিন্যাস হেতু উৎকৃষ্ট মধুরিমায়
আমার কর্ণ পরিপূর্ণ হইয়াছে অর্থাৎ বিরুদ্ধ লক্ষণায় রাধে
এই সুন্দর দুইটি বর্ণে আমার কর্ণদ্বয় জ্বলিতেছে ॥ ১৩ ॥
কৃষ্ণ । হে চকিত যুগনয়নে ! সুবর্ণালঙ্কার তোমার কর্ণ যুগ-
লকে যে মাধুর্য্যশালি করিয়াছে একথা সত্য, কেন না
ভূদীয় মুখচন্দ্রের অন্তর এবং বাহির হইতে সুবর্ণ ক্ষরণ
হইয়া অর্থাৎ মুখ মধ্য হইতে সুন্দর অক্ষর এবং মুখচন্দ্রের
বাহির গণ্ডস্থলাদিতে স্পষ্ট কান্তি প্রকাশ হইয়া আমার
কর্ণ যুগল ও নয়নযুগল আকুল করিতেছে ॥ ১৪ ॥

পদ্মা । হলা অঙ্গণো দিট্ঠং স্মরন্তী মা থিজ্জেহি । জুতা

রাহাগুরত্তস্ ইমস্ রাহাণামমঙ্গী সংকথা ।

চন্দ্রাবলী । নিশ্চয়্য সহি পউমে এক্বং ধ্বেদং ॥

কৃষ্ণঃ । প্রিয়ে বাঢ়মাশঙ্কনীয়মেবেদং । যতঃ ॥ ১৫ ॥

তস্ম যোড়শ কলস্ম যোড়শী

বল্লভা স্মরতি যা নভস্থলে ।

রাধয়া স্মবদনে কথং তয়া

পদ্মা সখি আশ্বনো দিষ্টং স্মরন্তী মা থিদাস্ব । যুতা রাধানুরক্তাস্মা
রাধানামময়ী সংকথা । চন্দ্রা নিশ্চয়্য সখি পদ্মে এবমেতৎ ॥ ১৫ ॥

যোড়শকলস্ম চন্দ্রস্ম যোড়শী রাধা বিশাখেতি আকাশস্থয়া তয়া সঙ্গতি
ভূবিস্থিতস্ম মম কথং সংভবেদিত্যাদিনা সৈব একা ময়া জ্ঞায়তে অত্য়াকারা
অন্তীতি ভাবঃ । চতুষষ্টি কলা শালিন স্তে ন থলু মাপি যোড়শ কলবল্লভা
হল্লভা ॥ ১৬ ॥

পদ্মা । সখি ! আপনার অদৃষ্ট স্মরণ করিয়া খেদ হইতে
ক্ষান্ত হও, রাধানুরক্ত কৃষ্ণের রাধানাম কীর্তন করাই
উপযুক্ত ॥

চন্দ্রাবলী । (নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি পদ্মে ! এই
প্রকারই বটে ।

কৃষ্ণ । প্রিয়ে ! নিশ্চয় জানিও কখনই এ তোমার শঙ্কার
কারণ নহে ॥ ১৫ ॥

যে হেতু যোড়শ কল চন্দ্রের রাধানামে যোড়শী প্রিয়া
আকাশ মণ্ডলে প্রকাশ পাইতেছে, হে স্মবদনে ! পৃথি-
বীতে সেই রাধার সহিত কি রূপে আজ আমার সঙ্গতি

সঙ্গতি ভূবি মমাদ্য সংভবেৎ ॥

পদ্মা । চউস্‌স্‌ট্‌ঠি কলা সালিণো দে ণ ক্খু মা বি সোলহ
কলবল্লাহা দুল্লাহা ॥ ১৬ ॥

কৃষ্ণঃ । স প্রশ্রয়ং পদ্মামবলোক্য ।

চন্দ্রাবলী বদন পুষ্করসঙ্গিগণ্ড

চন্দ্রাবলীকতরতর্ক কলঙ্কিতাঙ্গৌ ।

শঙ্কাকুলোহত্র কলয়ন্ কমলায়তাজ্জি

শঙ্কাকু লোল হৃদয়ঃ প্রবিশামি নাহং ॥

চন্দ্রাবলী । সব্যাজ প্রসাদং ॥ ১৭ ॥

চন্দ্রাবলী বদনমেব পুষ্করমাকাশঃ তৎ সঙ্গিনৌ গণ্ড চন্দ্রৌ কলয়ন্ পশ্চন্
শঃ কল্যাণং ন প্রবিশামি ন উপালভে । কীদৃশৌ অলীক তর্কেণ কলঙ্কিত
মঙ্গঃ যয়োঃ অহং কীদৃশঃ অত্র শঙ্কাকুলঃ পুনঃ কীদৃশঃ কাকুলোল হৃদয়ঃ
কাকা লোলং হৃদয়ং যন্ত সঃ ॥ ১৭ ॥

হইবে ॥

পদ্মা ! চতুঃষষ্টি কলাশালি তোমার সম্বন্ধে ষোড়শ কল
(চন্দ্র) বল্লাভাও দুল্লাভা নহেন ॥ ১৬ ॥

কৃষ্ণ । (প্রণয়ের সহিত পদ্মাকে অবলোকন করিয়া)
হে বিকসিত পদ্মানেত্রে পদ্মে ! চন্দ্রাবলীর বদনাকাশে
উদিত অলীক তর্কে কলঙ্কিত গণ্ডরূপ চন্দ্রদ্বয়কে অবলো-
কন করিয়া শঙ্কাকুল ও কাকুবচনে চঞ্চল হৃদয় হইয়াছি
কোন ক্রমেই কল্যাণ লাভ করিতে পারিতেছি না ॥ ১৭ ॥

দেঅ গং কখু গোউল জন জীঅণভূদস্ দে সর্ব্ব সুহ
আরিদা গুণং কা হত বুদ্ধিআ গ সহদি তা নিপ্ফলেণ
সঙ্কোএণ মা সাদঙ্কো হোহি ॥

কৃষ্ণঃ । স্বগতং । গরিষ্ঠামপি অন্যমুদ্রাং ধীরেয়ং মুখ মাধু-
র্যেণ নিহুতে । প্রকাশং । প্রিয়ে কৃতমনেন গৌরব
বিষোদগারেণ রোষোত্তি মাধ্বীকমেব বরং বরিষ্ঠং ॥ ১৮ ॥
চন্দ্রাবলী । গোউলানন্দ তুঙ্গ পুরদো মুহং দংসিছুং ন পহ-

দেব নুনঃ খলু গোকুল জন জীবন ভূতন্ত তব সর্ব্ব সুখকারিতা গুণং
কা হতবুদ্ধি ন সহতে । তন্নিফলেন সঙ্কুচেন মা সাতঙ্কো ভব ॥ ১৮ ॥

চন্দ্রা গোকুলানন্দ তব পুরতঃ মুখং দর্শয়িতুং ন প্রভবাগি বং প্রগল্ভঃ

চন্দ্রাবলী । (কপট প্রসন্নতার সহিত) হে দেব ! তুমি গোকুল
বাসি জন সকলের জীবন স্বরূপ, তোমার সর্ব্ব সুখ
কারিতা গুণ কোন্ হত বুদ্ধি স্ত্রী সহ না করিয়া থাকে,
অতএব বিফল সঙ্কোচে শঙ্কাস্থিত হইও না ॥

কৃষ্ণ । (মনে মনে) এই চন্দ্রাবলী ধীরা, সুতরাং মুখ মাধুর্য্য
দ্বারা গুরুতর ক্রোধ মুদ্রাকেও গোপন করিতেছে ॥

(প্রকাশ করিয়া) প্রিয়ে ! আর আদর রূপ বিষো-
দগারের প্রয়োজন নাই, বরং ইহা অপেক্ষা আমার প্রতি
ক্রোধোত্তিই মধুরতর ॥ ১৮ ॥

চন্দ্রাবলী । গোকুলানন্দ ! অনেক বাচালতা করিয়াছি
বলিয়া অপরাধী হইয়াছি, সুতরাং আর তোমাকে মুখ

বামি জং পগত্তং বাহরন্তী অবরুদ্ধসি তা ঘরং গমিস্ং ॥
কৃষ্ণঃ । সানুনয়ং । প্রিয়ে প্রসীদ প্রসীদ বন্ধোহয়মঞ্জলিঃ ।
চন্দ্রাবলী । সুহৃৎ উজ্জ্বলং বাহরন্তীং কীস মং অলিঅং সঙ্কসি
তা অণুজাণেহি মং ভদ্রাবলী দংসণস্ং ইতি পদ্যয়া সহ
নিজ্রান্তা ॥

কৃষ্ণঃ । সখে মহানুভাবামেতাং মচ্চিত্ত মহাকাশ চন্দ্রাবলীং
চন্দ্রাবলীমপি বলীয় স্তমঃকন্দলীভিরবস্কন্দিতামালোক্য
নিরালোকোহস্মি ॥ ১৯ ॥

বাহরন্তী অপরাধ্যাস্মি তস্মাৎ গৃহং গমিষ্যামি । সুভগ ঋজুং বাহরন্তীং
কস্মান্মাং অলীকং শঙ্কসি । তস্মাদনু জানীহি অনুজ্ঞাপয় ভদ্রকালী দর্শনায় ।
তমঃ কন্দলী রাহু সমুতঃ ॥ ১৯ ॥

দেখাইতে পারিতেছি না, অতএব আমি গৃহে চলিলাম ॥
কৃষ্ণ । (বিনয়ের সহিত) প্রিয়ে ! এই অঞ্জলি বন্ধন করি-
তেছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও ॥

চন্দ্রাবলী । সুন্দর ! আমিও সরল কথাই বলিয়াছি, তবে কেন
আমার প্রতি অলীক আশঙ্কা করিতেছ, অতএব ভদ্রকালী
দর্শনে আমাকে অনুমতি প্রদান কর, এই বলিয়া পদ্যায়
সহিত গমন করিলেন ॥

কৃষ্ণ । সখে ! চন্দ্রশ্রেণী সদৃশী চন্দ্রাবলীকে ক্রোধময় রাহু
সমূহে আচ্ছাদন করায় আমার চিত্তাকাশে আর তিনি
লক্ষিত হইতেছেন না একারণ আমি চক্ষুতে অন্ধকার
দেখিতেছি ॥ ১৯ ॥

স্ববলঃ। পিঅবঅস্ স কিত্তি এবং ভণাসি সা কুখু অদক্ষিণা
ণ দিট্ঠা ॥

কৃষ্ণঃ। সখে বাঢ়ং দুৰুহা মহীয়সীনাং প্রকৃতিঃ। তদিদানীং।

অবিশত নয়নান্তে কাপি সারল্য নিষ্ঠা।

বচসিচ বিনয়েন স্তোত্রভঙ্গী শ্রবাংসীং।

অজনিচ ময়ি ভূয়ান্ সস্ত্রমস্তেন তস্মা।

ব্যবগুত হৃদি মনু্যং স্তুৰ্ঠু দাক্ষিণ্যমেব।

তদেহি মনোহারিণি তস্মিন্ কেশরকুঞ্জে নিবিশ্য চন্দ্রাবলী

স্ববলঃ প্রিয়বয়স্ কিত্তি এবং ভণাসি সা খলু অদক্ষিণা ন দৃষ্টা।

স্ববল। প্রিয়বয়স্! এমন কথা বলিতেছ কেন? আমি ত
তঁহার অদাক্ষিণ্য ভাব দেখি নাই, তোমার প্রতি অনু-
কূলই ত দৃষ্ট হইয়াছে ॥

কৃষ্ণ। সখে! মহদ্ভিগের স্বভাব অতিশয় দুজ্জৈয়। অতএব
বলি শ্রবণ কর।

চন্দ্রাবলীর নয়ন প্রান্তে কোন সারল্যভাব প্রবেশ করি-
য়াছে, তঁহার বিনয় দ্বারা বাক্য সকলে স্তোত্র ভঙ্গী বাস
করিছে এবং আমাতে তঁহার গুরুতর সস্ত্রম অর্থাৎ ভয়
জনিত ত্বরা উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব হে সখে! এই
সকল কারণে তঁহার যে স্তুৰ্ঠ দাক্ষিণ্য ভাব দেখা যাই-
তেছে তদ্বারাই তঁহার হৃদয়ে ক্রোধভাব অনুভব হই-
তেছে ॥

তবে আইস সেই মনোহর কেশর কুঞ্জে প্রবেশ করিয়া
চন্দ্রাবলীর সস্ত্রম বিষয়ক উপায় অবলম্বন করি। (এই

সঙ্গমোপায়মঙ্গীকরোমি । ইতি পরিক্রম্য । সখে মেয়ং
বকুলাবলী মঞ্জুলা নিকুঞ্জবীথিঃ ॥

পশ্য পশ্য ।

স্ব রতি সরো দক্ষিণতঃ সযো বাপী সমন্ততঃ কুল্যা ।

ইতি কেশরাটবীয়ং প্রমদং নীরাধিকা কুরুতে ॥

স্ববলঃ । স্বগতং । লক্কো মএ ওসরো । প্রকাশং । বঅস্ স
সা রাহিআ জ্জব্ব তুহ পমদং কুণই । কিত্তি নীরাহিঅ
ত্তি ভণাসি ॥

কেশরাটবী কীদৃশী নীরাধিকা নীরেণ অধিকা । লক্কো ময়া অবসরঃ ।
শব্দার্থস্বাত্মা পরি কল্পনে রাধিকামিদানীঃ স্মারয়িষ্যামি ইতি ভাবঃ ।
বয়স্য সা রাধিকা এব তব প্রমোদং করোতি কিমিতি নীরাধিকে ইতি ভণাসি ।

বলিয়া প্রদক্ষিণ করত) সখে ! দেখ দেখ, সেই এই বকুল
শ্রেণী সুশোভিত নিকুঞ্জ বীথি ।

আহা ! ইহার দক্ষিণ দিকে সরোবর, বামদিকে দীর্ঘিকা
এবং সকল দিকেই জলপ্রণালী শোভা প্রকাশ করিতেছে,
অতএব হে সখে ! এই নীরাধিকা অর্থাৎ জলময়ী কেশরা
টবী আমার আনন্দাতিশয় বিস্তার করিতে লাগিল ॥

স্ববল । (মনে মনে) যাহা হউক, আমি অবকাশ পাইলাম
অর্থাৎ ‘নীরাধিকা’ এই শব্দের অন্যর্থ কল্পনা করিয়া
হঁাকে রাধা নাম স্মরণ করাই (এই বলিয়া প্রকাশ
পূর্বক) বয়স্য ! সেই রাধিকাই তোমার প্রমোদ বিস্তার
করিয়া থাকেন, তবে কেন নীরাধিকা অর্থাৎ রাধিকা
ব্যতিরেকে এ কথা বলিতেছ ? ॥

কৃষ্ণঃ । সুবলমালিন্য সখে সত্যং ব্রবীসি । তদদ্য রাধিকা
যথেমাং কেশর নিকুঞ্জ লক্ষ্মীমলঙ্করোতি তথা মদিরা
সন্দিগ্ধতাং ললিতা ।

সুবলঃ । জং আগবেদি পিঅবস্ স ইতি নিজ্জাস্তঃ ॥ ২০ ॥

ততঃ প্রবিশতি পদ্মা মধুমঙ্গলশ্চ ।

মধুমঙ্গলঃ । পউমে সুদং মএ অজ্জ বঅস্ সেণ
চাডুআরিণা অণুগীদা বি চন্দাঅলী এ পসন্না ।
পদ্মা । অধ ইং ।

সুবলঃ বদাজ্জাপয়তি প্রিয়বয়স্ ইতি ॥ ২০ ॥

মধু পদ্যে শ্রুতঃ ময়াদ্য বয়সো ন চাটুকরিণা অনুনীতাপি চন্দ্রাবলী ন
প্রসন্না । পদ্মা অথ কিং ।

কৃষ্ণ । (সুবলকে আলিঙ্গন করিয়া) সখে ! সত্য বলিতেছ ।
তবে এখনি আমার কথানুসারে ললিতাকে আদেশ কর
যে, যাহাতে শ্রীরাধা আগমন করিয়া কেশরকুঞ্জ অলঙ্কৃত
করেন ॥

সুবল । যে আজ্জা প্রিয়বয়স্ ! (এই বলিয়া প্রস্থান) ॥ ২০ ॥

(অনন্তর পদ্মা ও মধুমঙ্গলের প্রবেশ)

মধুমঙ্গল । পদ্যে ! আমি শুনিয়াছি আজ প্রিয়বয়স্ বহু
বহু চাটু বাক্য দ্বারা চন্দ্রাবলীকে অনেক অনুন্নয় করিয়া
ছেন, তথাপি চন্দ্রাবলী প্রসন্না হই নাই ॥

পদ্মা । হাঁ সত্য বটে ।

মধুমঙ্গলঃ । গুণং বসস্ সো বিসঙ্গং বট্ঠই তা জুত্তা দোণং
সঙ্গমে অঙ্গাণং সহআরিদা ।

পদ্মা । অজ্জ অদো জ্জেক্ব তুমং মএ অণু সরিদোহসি ॥ ২১ ॥

মধুমঙ্গলঃ । পুরো দৃষ্ট্বা পউমে পেক্খ এসো পিঅবঅস্
ছপ্পদমেত্ত সহাও কেশর কুড়ুঙ্গে কিম্পি মন্তেদি ।

পদ্মা । অজ্জ লদা জালেহিং অন্তরিদা ভবিঅ স্পগাক্ক কিং
এসো ভণাতি । ইতি তথা স্থিতৌ ॥ ২২ ॥

মধু নুনং বয়স্তো বিষগ্নঃ বর্ততে । তদযুক্তা দ্বয়োঃ সঙ্গমে হৃদ্যাকং সহ-
কারিতা । পদ্মা আৰ্য্য অতএব ত্বং ময়া অনুস্থতোসি ॥ ২১ ॥

পদ্মে পশু পশু । এষ প্রিয়বয়স্তঃ বট্পদ মাত্র সহায়ঃ কেশর কুঞ্জ
কিমপি মন্তয়তে । পদ্মা আৰ্য্য লতাজালে রন্তরিতো ভূত্বা শৃণুঃ কিমেব
ভণতি ॥ ২২ ॥

মধুমঙ্গল । বোধ করি বয়স্তাও আজ বিষগ্ন হইয়া রহিয়াছেন,
অতএব ঐ দুই জনের সঙ্গম বিষয়ে আমাদের সহকারিতা
করা উপযুক্ত ॥

পদ্মা । আৰ্য্য ! এই নিমিত্তই আমি তোমার নিকট আসি-
য়াছি ॥ ২১ ॥

মধুমঙ্গল । (অগ্রে দৃষ্টিপাত করিয়া) পদ্মে ! এই দেখ প্রিয়
বয়স্য ভ্রমর মাত্র সহায় করিয়া কেশরকুঞ্জে কি মন্ত্রণা
করিতেছেন ॥

পদ্মা । আৰ্য্য ! লতাজালে লুকাইত হইয়া ইনি কি বলিতে
ছেন শুনিব । (এই বলিয়া দুইজনে তদ্রূপ অবস্থিত
হইলেন) ॥ ২২ ॥

কৃষ্ণঃ । রাধাং স্মরন্ সোৎকণ্ঠঃ ।

প্রসরতি যদ্রুচাপে শ্লথজ্যামকরোং

স্মরো ধনুঃ পোষ্পং । মধুরিম মণি

মঞ্জুসা ভূষায়ৈ মে প্রিয়া সাহস্তু ॥

মধুমঙ্গলঃ । পউমে এসো উৎকণ্ঠাএ তুজ্জ্বা পিঅসহীং চেঅ
বল্লদি । তা এহি তুরিঅং গহুঅ গং সমাণেক্স ॥

বস্তু রুচাপে প্রসরতি সতি পোষ্পং ধনুঃ শ্লথজ্য মকরোং শ্লথ্য জ্যামক তথা
ভূতং । এতদ্রুবো রগ্রে মম সজ্ঞান ধনুসা কিং কার্যামিত্যর্থঃ । মধুরিমাঃ
মণীনাং মঞ্জুসা পেটিকা । সা প্রিয়েতি রাধিকেতি কৃষ্ণহৃদয়ং । চন্দ্রাবলীতি
পদ্মা মধু মঙ্গলয়োঃ । মধু পদ্যে এষ উৎকণ্ঠয়া তব সখীমেব বর্ণয়তি । তদেহি
ত্বরিতং গহ্বা এনাং সমানয়াবঃ ।

কৃষ্ণ । (শ্রীরাধাকে স্মরণ করিয়া উৎকণ্ঠার সহিত) আহা !

যাঁহার রুদ্রনু বিস্তার হইলে কন্দর্প আপনার পুষ্পধনুর
গুণ শিথিল করিয়া থাকেন, অর্থাৎ প্রিয়ার বিস্তৃত রুদ্রনু
অবলোকন করিয়া কন্দর্প জগন্মোহন নিমিত্ত বাণ নিক্ষেপ
রথা বোধ করিয়া আর আপনার পুষ্পধনুতে জ্যারোপণ
করেন না, সেই মাধুর্য্য শালি মণিসমূহের পেটিকা স্বরূপ
প্রিয়া আমার ভূষণের নিমিত্ত হউন ॥

মধুমঙ্গল । পদ্যে ! ইনি উৎকণ্ঠা সহকারে তোমার প্রিয়
সখীকেই বর্ণন করিতেছেন, তবে আইস শীঘ্র গিয়া চন্দ্রা-
বলীকে আনয়ন করি ॥

পদ্মা । অজ্জ সুট্ঠু গিট্ঠক্কিদং সুগন্ধ জং বহুবল্লহো এসো ॥২৩
কৃষ্ণঃ । পুনঃ সৌৎসুক্যং ॥

সা মুখসুসমা নির্জিত রাকাচন্দ্রাবলী লসন্মধ্যা ।

ইত্যেকৌত্তে ॥ ২৪ ॥

মধুমঙ্গলঃ । পউমে অলং ইমাদে। পরেণ সুদেণ তুগ্গং গচ্ছেক্ক ॥

পদ্মা আৰ্য্য! সুট্ঠু নিষ্টক্কিতং শৃণুবঃ যদ্বহুবল্লভ এষঃ ॥ ২৩ ॥

সা মুখস্ত সুসমা পরম শোভা নির্জিত রাকা চন্দ্রা নিঃশেষেণ জিতো
রাকায়ঃ পৌর্ণমাত্তা চন্দ্রো যয়া বলীভিলসন্মধ্যঃ যন্তাঃ রাধিকামধিকৃত্য
কক্ষস্য বর্ণন মিদং এতাভ্যামন্যথা জাতং । সা চন্দ্রাবলী কীদংশী মুখ
সুসমা নির্জিতা রাকা ॥ ২৪ ॥

মধু পদ্যে অলমিতঃ পরেণ শ্রুতেন তুগং গচ্ছাবঃ । পদ্মা যুক্তঃ কথয়সি ।

পদ্মা । আৰ্য্য ! আগে নিশ্চয় রূপে শুনা যাউক, ইনি কাহার
নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন, যেহেতু ইনি বহুবল্লভ ॥ ২৩
কৃষ্ণ । (পুনরায় উৎকণ্ঠার সহিত) আহা ! যনি স্বীয় মুখ
মাধুর্য্য দ্বারা পূর্ণচন্দ্রকেও ঘৃণা বোধ করাইতেছেন এবং
যাঁহার মধ্যদেশে ত্রিবলীরেখায় সুশোভিত ॥

তাৎপর্য্য । শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে উপলক্ষ করিয়া বর্ণন করিলেন,
কিন্তু পদ্মা ও মধুমঙ্গলের বোধ হইল শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীকে
বর্ণন করিতেছেন, তাহার অর্থান্তর এইযে, আহা ! চন্দ্রা-
বলীর কি আশ্চর্য্য মুখশোভা যদ্বারা রাকা অর্থাৎ পূর্ণি-
মার শোভা তিরস্কৃত হইতেছে ॥

এই অর্কৌত্তিতে ॥ ২৪ ॥

মধুমঙ্গল । পদ্যে ! ইহার পর আর অবগের প্রয়োজন নাই,

পদ্মা । জুড়ং কধেসি ইত্যুভৌ জবেন দূরং পরিক্রামতঃ ।

কৃষ্ণঃ । মুছ রাধাস্মৃতি রাধা মদুরসি রসিকা কিমান্নানং ॥২৫

পদ্মা । অজ্ঞ এবং ভণামি মানিণীএ পিঅসহীএ সঅং সমা-

অমেণ লাহবং হোদি তা পরাবট্টীঅ কহুং বেগ্গবেহি ॥

মধুমঙ্গলঃ । সোহং মন্তেসি । ইতি ক্রমশ্চান্তিকমাসাদ্য

পিঅবঅন্স পচ্ছগ্গেণ ভবিঅ সবং দে আঅগ্গিদং মএ

চন্দ্রাবলীতি নাম গৃহীত্বা বর্ণয়তি কোহত্র সন্দেহ ইতি ভাবঃ । যন্তা স্মৃথ
স্বপ্না তথা ভূতা বর্ণিত লক্ষণা সা রাধা মদুরসি কিং আন্নানং ধাস্মৃতি ইদ
মুত্তরাঙ্কিঃ দূরগমনেন এতাভ্যাং ন শ্রুতং ॥ ২৫ ॥

পদ্মা আৰ্য্য এবং ভণামি । মানিত্রাঃ প্রিয়সখ্যাঃ স্বয়ং সমাগমনেন লাঘবং
ভবতি তৎপরাবৰ্ত্তা কৃষ্ণঃ বিজ্ঞাপয় । মধু শোভনং মন্তয়সি । প্রিয়বয়স্

শীঘ্র আমরা গমন করি ॥

পদ্মা । ভাল বলিয়াছ । (এই বলিয়া দুই জনে কতক দূর
গমন করিলে) ।

কৃষ্ণ । সেই রসিকা শ্রীরাধা পুনরায় কি আমার বক্ষে স্থায়
শরীর সংস্থাপন করিবেন ! ॥ ২৫ ॥

পদ্মা ! আৰ্য্য ! এই বলি, আমার প্রিয়সখী মানিনী, তাঁহার
স্বয়ং আসা উপযুক্ত নয়, তাহাতে তাঁহার লঘুতা প্রকাশ
হইবে অতএব ফিরিয়া গিয়া কৃষ্ণকে জানান যাউক ॥

মধুমঙ্গল । ভাল মন্ত্ৰণা করিয়াছ । (এই বলিয়া কৃষ্ণের
নিকট গমন পূর্বক) প্রিয়বয়স্ ! আমি প্রচ্ছন্ন ভাবে
থাকিয়া তোমার উৎকণ্ঠা বাক্য শুনিয়াছি, অতএব অনু-

উৎকর্থা বঅণং তা আগবেহি তং জ্জেকব ভূজ্বা বল্লহং
তুরিঅং সমাণেমি ।

কৃষ্ণঃ । সল্লাঘমালিঙ্গ্য সখে মদনুগ্রহেণ শীত্ৰমানয় ॥

মধুমঙ্গলঃ । পরিক্রমা পদ্ময়া সহ নিজ্জাকান্তঃ ।

কৃষ্ণঃ । অহো পরমোৎকটানাং প্রেমায়ুৎকর্থাকারিষ্বং ।

ভ্রমরেপি গুঞ্জতি নিকুঞ্জকোটরে

মনুতে মনস্ত নগিনূপুরধ্বনিং ।

অনিলেন চঞ্চতি তৃণাঞ্চলেপি

তাং পুরতঃ প্রিয়ামুপগতাং বিশক্ৰতে ।

প্রচ্ছন্নেন ভূজ্বা সর্বং তে আকর্ষিতং ময়া উৎকর্থা বচনং তদাজ্ঞাপয় তামেষ
তব বল্লভাং তুরিতং সমানয়ামি । তামেব বল্লভাং রাধামিত্যবগম্য কৃষ্ণ আহ
সখে ইতি ।

মতি কর, শীত্ৰ তোমার সেই বল্লভা স্ত্রীরাধাকে আনয়ন
করি ॥

কৃষ্ণ । (প্রশংসার সহিত আলিঙ্গন করিয়া) সখে ! আমার
প্রতি অনুগ্রহ করিয়া শীত্ৰ তাঁহাকে আনয়ন কর ॥

মধুমঙ্গল । (প্রতি নিবর্ত্ত হইয়া) পদ্মার সহিত গমন করি-
লেন ।

কৃষ্ণ । অহো ! পরম উৎকট প্রেমের কি উৎকর্থা করিতা ।

কি আশ্চর্য্য ! নিকুঞ্জ কুটীরে ভ্রমর গুঞ্জন রব করিলে
মনে লয় যেন প্রিয়ার নূপুর ধ্বনি হইতেছে এবং বায়ু
প্রবাহে তৃণাণ্ড বিচলিত হইলে অন্তঃকরণে আশঙ্কা হয়
যেন প্রিয়া অগ্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥

ততঃ প্রবিশতি পদ্মা মধুমঙ্গলাভ্যাং সঙ্গতা চন্দ্রাবলী ।

চন্দ্রাবলী । হলা পউমে কিং এসো বউলকুড়ঙ্গো দীসই ॥

পদ্মা । অধ ইং । তা তূর্ণং এহি ইতি পরিক্রামন্তি ॥

কৃষ্ণঃ । নূপুর ধ্বনিমাকর্ষণ্য হস্ত ভূরিশো ভ্রমিতোহস্মি ভ্রমরী
বাক্তারৈঃ স্তদলং বৃথা প্রভূদ্যদাম সংভ্রমেণ ইতু্যদ্বৈগং
নাটয়ন্ ।

পুরুষঃ কলায়ামাশায়াং জনঃ কামং বিদূয়তে ।

চন্দ্রা সখি এষ বকুল কুঞ্জো দৃশ্যতে ।

পদ্মা অথ কিং । তত্তূর্ণমেহীতি । পুরো অগ্রে নিকটমেব ফলং যত্র স্তথা
ভূতায়ামাশায়াং সভায়াং ।

(অনন্তর পদ্মা ও মধুমঙ্গলের সহিত মিলিত হইয়া

চন্দ্রাবলীর প্রবেশ)

চন্দ্রাবলী । সখি পদ্মে ! অগ্রে কি এই বকুল কুঞ্জ দেখা

যাইতেছে ।

পদ্মা । তাহিত বটে, তবে শীঘ্র আইস । এই বলিয়া যাইতে

লাগিলেন ॥

কৃষ্ণ । (নূপুর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া) হায় ! ভ্রমরীর ধ্বনি

সমূহে আমি অনেকবার ঘূর্ণিত হইলাম, আর অভ্যর্থনা

সম্ভ্রমের প্রয়োজন নাই । (এই বলিয়া উদ্বৈগ প্রকাশ

করত) ।

চাতক আসন্ন মেঘ দেখিয়া যেমন দ্বিগুণতর শব্দ করে

তাহার ন্যায় সম্মুখে আশা ফল উপস্থিত হইলে লোকে

আসমেহি ঘনারস্ত্রে দ্বিগুণং রৌতি চাতকঃ ।

পুনরুৎকর্ণো ভবন্ কথমভ্যর্গে ভূষণসিজ্জিতং শ্রমতে ইতি
উদ্গ্রীবিকাং দত্তা সসন্ত্রমং । সত্যমসৌ মিলিতা মে
প্রেয়সীতি তরসা চন্দ্রাবলীপার্শ্বাগত্য । হৃদভৃঙ্গ জঙ্গম
লতা মঙ্গলভারাদিকা ময়োনুদিতা । ইত্যাক্ষোক্তে ॥

চন্দ্রাবলী । সের্ষং মধুমঙ্গলমালোকতে ।

মধুমঙ্গলঃ । সহি চন্দ্রাবলি মঙ্গল ভারেণ অধিআসি ত্তি
পিঅবঅস্ সো তুমং বধ্বেদি ।

মঙ্গলাভা কাস্তির্ঘাতাঃ সা রাধিকা উৎকর্ষণাধিকোন্ মুদিতা আনন্দিতা ।
ময়া উপলব্ধেত্যাদিকমুত্তরাধিঃ বর্ণয়িতব্যঞ্চেৎ যাবদ্ব্যনসি ভাবিতমাস্তে ভাব-
চন্দ্রাবলী মঙ্গল ভারেণ অধিকাসি ইতি প্রিয়বয়স্য স্বাং বর্ণয়তি ।

আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিয়া থাকে ।

(পুনরায় কণ উদ্ধদিকে করিয়া) একি ! সম্মুখেই যে
আবার ভূষণের শব্দ শুনিতেছি (এই বলিয়া গ্রীবা উন্নত
করত সন্ত্রমের সহিত) সত্যই ত আমার প্রেয়সী আসিয়া
উপস্থিত হইলেন । (এই বলিয়া শীঘ্র চন্দ্রাবলীর পার্শ্বে
গমন করতঃ) অহে হৃদয় ভৃঙ্গ ! গতিশক্তিশালিনী
মঙ্গলাভা রাধা লতা আমা কর্তৃক অনন্দিতা হইয়াছেন,
(এই অর্ধ বাক্য উক্ত হইলে)

চন্দ্রাবলী । (জের্ষার সহিত) মধুমঙ্গলের প্রতি দৃষ্টিপাত
করিতে লাগিলেন ॥

মধুমঙ্গল । সহি চন্দ্রাবলি ! তুমি মঙ্গল ভারে অধিকা হই-
য়াছ, প্রিয়বয়স্য তোমাকে ইহাই বলিয়া বর্ণন করিলেন ।

কৃষ্ণঃ । সর্বৈলক্ষ্যমাণগতং । হস্ত কথয়নেন চন্দ্রাবলিরে-
বাভিসারিতা । ভবতু বটুনোক্তমেব নির্বাহয়ামি ।
প্রকাশং ।

সুহৃদনুরাগবিতস্ত্রা চন্দ্রাবলিরঞ্জসালস্তি ।

চন্দ্রাবলী । সলজ্জং কৃষ্ণকণ্ঠে বৈজয়ন্তীং বিন্যস্ততি ॥ ২৬ ॥

সর্বৈলক্ষ্যং সবিস্ময়ং ॥ ২৬ ॥

তাৎপর্য্য । পূর্ব্বে বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর নিকট
মঙ্গলভা রাধা আসিয়া মিলিত হইলেন এই কথা বলায়
চন্দ্রাবলী রাধা নাম শ্রবণে ঈর্ষা পূর্ণ হইয়া মধুমঙ্গলের
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, ইহাতে এই ভাব প্রকাশ হইল,
অহে বটু ! আমাকে কি বিপদেই ফেলিলা, শ্রীকৃষ্ণ রাধা-
নুরক্ত, এমন স্থলে আমার আসা উপযুক্ত নহে, ইহাতে
বটু কৃষ্ণোক্ত মঙ্গলভা রাধা এই শব্দের অন্ত্যর্থ কল্পনা
করিয়া কহিলেন সখি ! তুমি কৃষ্ণোক্তিতে বিপরীত বুদ্ধি
করিও না, তোমাকেই মঙ্গলভারা অর্থাৎ মঙ্গল প্রচুরা
ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিকা বলিয়াই প্রশংসা করিলেন ॥

কৃষ্ণ । (বিস্ময়ান্বিত হইয়া মনে মনে) হায় একি । এ যে
চন্দ্রাবলীকে অভিসার করিয়া লইয়া আসিল । যাহা
হউক, বটুর বাক্যই এখন স্থাপন করি (এই বলিয়া
প্রকাশ পূর্ব্বক) বন্ধুজনানুরাগিণী চন্দ্রাবলীকে অনায়া-
সেই প্রাপ্ত হইলাম ॥

চন্দ্রাবলী । সলজ্জং কৃষ্ণকণ্ঠে বৈজয়ন্তী অর্থাৎ পঞ্চ বর্ণ পুষ্প
নির্ম্মিত জামু পর্য্যন্ত লব্ধিতমালা অর্পণ করিলেন ॥ ২৬ ॥

কৃষ্ণঃ । সানন্দং ।

একং প্রযাতি পরিচর্যা চকোররাজী

চন্দ্রাং প্রিয়ে নিজমনোরথ পূরপূর্তিঃ ।

চন্দ্রাবলী কিমু মমাক্ষি চকোরয়ো স্তুঃ

প্রীতিং দ্বয়োরপি নধাস্যসি সেব্যমানা ॥ ২৭ ॥

মধুমঙ্গলঃ । সগর্ব্বং । ভো বহস্ স দিট্ঠা তু এ মজ্জা

বিলক্ষণা বিলক্ষণদা জো কুথু অগন্ত গুণশালিণা বি

চকোররাজী একং চন্দ্রং পরিচর্যা মনোরথ পূরণাং পূর্তিঃ প্রযাতি
প্রপোতি । তুস্ত চন্দ্রাবলী চন্দ্রশ্রেণী মমাক্ষি চকরৌ দ্বাবেব অতন্তয়োঃ প্রীতিং
কণা ন ধাস্যসি অত্র নাশ্চর্য্যামিতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

মধু ভো বয়স্ত দৃষ্টা মম বিলক্ষণা বিচক্ষণতা । যঃ খলু অনন্ত গুণশালি
নাপি ত্বয়া মোচয়িত্বং ন পারিতঃ প্রিয়সখা মান গ্রহি নচ গুণধারিণা ময়া

কৃষ্ণ । (আনন্দের সহিত) প্রিয়ে ! চকোর সমূহ এক মাত্র

চন্দ্রকে আরাধনা করিয়া স্বীয় স্বীয় অভিলাষ পূর্ণ করিয়া

থাকে, কিন্তু আমার চক্ষু রূপ চকোর দ্বয় বহু চন্দ্রময়ী

তোমাকে সেবা করিতেছে, তথাপি তুমি তাহাদিগের

প্রীতি বিধান করিতে পারিল না, অর্থাৎ তাহারা তোমাকে

যতই দেখিতেছে ততই তাহাদের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি হই-

তেছে ॥ ২৭ ॥

মধুমঙ্গল । (গর্ব্বের সহিত) অহে বয়স্ত ! তুমি আমার

বিলক্ষণ বিচক্ষণতা অর্থাৎ পাণ্ডিত্য দেখিলা ত ? । তুমি

অনন্তগুণশালি হইয়া যে প্রিয়সখীর মান গ্রহি মোচন

তুএ মো আইছং ৭ পারিদো মোপিঅসহীএ মানগণী ৭অ
গুণধারিণা মএ মোআবিদো ।

কৃষ্ণঃ । বয়স্য ত্বমুদগু কুসুমকোদগু বিলাস ষাড়্গুণ্যে মহা-
সাক্ষি বিগ্রহিকোহসি ॥ ২৮ ॥

পদ্মা । অজ্ঞ পুরো প্রফুল্লাইং পপ্ফুরন্তি তা এহি ইমাইং
গেহু ইত্যুভৌ নিজ্ঞান্তৌ ॥

মোচিতঃ । সন্ধি নী বিগ্রহো যানমাসনং দ্বৈধমাত্রয় ইতি ষড়্গুণাঃ । ষড়্গুণা এব ষাড়্গুণাঃ চাতুবর্ণ্যাদিদ্বাৎ ষাঞ্ । ষাড়্গুণ্যে ষড়্গুণেষু মধ্যে সন্ধি বিগ্রহয়ো নিযুক্তঃ সাক্ষিবিগ্রহিকঃ স চাসৌ মহাংশেচি তথা ভবতা সন্ধিঃ কথং হৃকরো ভবতীতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

তয়োর্বিলাসৌৎসুক্যমবধার্য্য মধুমঙ্গলঃ বিশকর্ষয়ন্তৌ । পদ্ময়া ছিলেন স্বয়ং নিযুক্তাতে অজ্ঞ পুরো ইতি । আৰ্য্য পুরঃ প্রফুল্লানি মল্লিপুস্পাণি প্রফুরন্তি তদেহি ইমানি গুল্লীব ইতি ॥ ২৯ ॥

করিতে পার নাই, আমি নবগুণ অর্থাৎ যজ্ঞসূত্র ধারণ
করিয়া তাহা মোচন করিলাম ॥

কৃষ্ণ । বয়স্য ! তুমি উদগু কুসুমধনু কন্দর্পের বিলাস ষড়্গুণের অর্থাৎ সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ ও আশ্রয় রূপ ষড়্গুণের মধ্যে কেবল সন্ধি বিগ্রহতেই নিযুক্ত ॥ ২৮ ॥

পদ্মা । আৰ্য্য ! অগ্রে মল্লিকা পুষ্প সকল বিকসিত হইয়া শোভা পাইতেছে, অতএব আইম ঐ গুলি গিয়া উত্তোলন করি । (এই বলিয়া ছুই জনে চলিয়া গেলেন)

কৃষ্ণঃ । সগতং । কুঞ্জেহস্মিন্নাগতমাত্রাং রাধাং তর্কয়ামি
তদন্যতঃ প্রস্থাস্যে । প্রকাশঃ । প্রিয়ে পুরস্তাস্মাতি
দূরে নাগররঙ্গোচিতা নাগকেশরাটবী তদত্রৈবানুসরাব
ইতি নিজ্জ্ঞাস্তো ॥ ২৯ ॥

ততঃ প্রবিশতি ললিতয়া সহ সং কথয়ন্তী রাধা ।

রাধা । হলা পেক্খ পেক্খ অঙ্ককারে হিং ঘোণিদং সর্ব
দিশা মুহং ।

ললিতা । পিঅসহি তিমিরাহহিসারোচিদেহিং সামল পসা-
হণেহিং মণ্ডিদো কিং কথু তুএ অম্মা ।

রাধি সখি অঙ্ককারে ঘোরিতং সর্ব দিগ্ধং । ললিতা প্রিয়সখি তিমি-
রাভিসারোচিতেঃ শ্রামল প্রসাধনৈ মণ্ডিত স্বয়া কিং থলু আত্মা ।

কৃষ্ণ । (মনে মনে) বোধ হয়, এই কুঞ্জে শ্রীরাধা আগত
প্রায় হইয়াছেন, তবে আমি অন্যত্র গমন করি ।
(প্রকাশ পূর্বক) প্রিয়ে ! কিঞ্চিদূর অগ্রে নাগকেশর
বন তথায় নাগর দিগের বিলাস সুসিদ্ধ হইয়া থাকে
অতএব এস্থল হইতে তথায় গমন করি । (এই বলিয়া
উভয়ের প্রস্থান) ॥ ২৯ ॥

(অনন্তর ললিতার সহিত কথা কহিতে কহিতে শ্রীরাধার
প্রবেশ)

শ্রীরাধা । সখি ! দেখ দেখ, সকল দিকেই ঘোর অঙ্ককার ।

ললিতা । প্রিয়সখি ! অঙ্ককারাভিসারের উপযুক্ত শ্রাম বর্ণ
ভূষণ দ্বারা আপনার শরীর ত ভূষিত করিয়াছ ? ।

রাধিকা । অধ ইং ।

ললিতা । বিলোক্য সন্মিতং সংস্কৃতেন ।

ধন্মিল্লো পরিনীলরত্ন রচিতোহারস্বারোপিতো

বিন্যস্তঃ কুচকুস্তয়োঃ কুবলয়শ্রেণীকৃতো গৰ্ভকঃ ।

অঙ্গে কল্পিতমঞ্জুনং বিনিহিতা কস্তুরিকা নেত্রয়োঃ

রাধি অথ কিং । ধন্মিল্লো পরীতি কুচকুস্তয়োরুচিত ইত্যর্থঃ । অঙ্গে ইতি

শ্রীরাধা । হাঁ তাহাই করিয়াছি ।

ললিতা । (অবলোকন করিয়া মহাশ্বে সংস্কৃত ভাষায়)

এই স্থলে অভিসারিকা *

সখি ! এ কি ? নীলরত্ন বিরচিত হার যাহা কুচকুস্তের
উপরি অর্পণ করা উপযুক্ত তাহা যে তুমি ধন্মিল্লে অর্থাৎ
খোঁপায় ধারণ করিয়াছ, এবং গৰ্ভক হার যাহা ধন্মিলে
দেওয়া উচিত তাহা যে স্তন মণ্ডলে পরিধান করিয়াছ,
অপর লোচনের অঞ্জন অঙ্গে ও অঙ্গের কস্তুরী নেত্রে

* যে নারীকা কাস্তকে অভিসার করায় অথবা স্বয়ং অভিসার করে, তাহাকে
অভিসারিকা কহা যায় । কিন্তু ঐ অভিসারিকা জ্যোৎস্না এবং অন্ধকার
গমন যোগ্য বেশ দ্বারা জ্যোৎস্না ও তামসী ভেদে দুই প্রকার হয়, অর্থাৎ
শুক্লপক্ষে শুভ্র বর্ণ পরিচ্ছদ ধারণ পূর্বক গমনকারিণীকে জ্যোৎস্নাভিসারিকা
আর কৃষ্ণ পক্ষে কৃষ্ণবর্ণ বসন ভূষণ পরিধান পূর্বক গমনকারিণীকে তমোহতি
সারিকা বলিয়া নির্দেশ করা যায় । যৎকালীন অভিসারিকার কাস্ত সমীপে
গমন হয়, তখন লজ্জা বশত স্বীয় অঙ্গ দ্বারা অঙ্গ গোপন, ভূষণ সকলের
নিঃশব্দ ও অবগুষ্ঠন করিয়া একটি মাত্র সখী সঙ্গে থাকে ॥

কংসারেরভিসারসংভ্রমভরান্মন্যে জগদ্বিস্মৃতং ॥ ৩০ ॥
রাধিকা । হলা মুঞ্জেহি পরিহাসং । তুরিদং উদ্দেশেহি
কেসর কুড়ঙ্গ মগ্গং ।
ললিতা । ইদো ইদো পিঅসহী ইতি পরিক্রামন্তী মশঙ্কং
সংস্কৃতেন ।

নেত্রয়ো কচিৎ ইত্যর্থঃ । নেত্রয়োরিতি অঙ্গে উচিতা ইত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥
রাধিকা । সখি মুঞ্জেহি পরিহাসং-স্মরিতমুদিশ কেশরকুঞ্জমার্গং ।
ললিতা । ইতঃ ইতঃ ।

প্রদান করিয়াছ, হায় ! কংসারির অভিসার সন্ত্রমাতিশয়ে
তুমি যে জগদ্বিস্মৃত হইয়া গেলে ॥ ৩০ ॥
যথা রাগ ॥

কেশের বরণ, ভ্রমর গঞ্জন, সহজে তিমির যেন । তাহে
নীলমণি, রতন গাথনী হার রচিয়াছ কেন ॥ সখি হে
হরি অভিসার কাষে । জানিল সকল, ভুবন ভুলল,
তেজিয়া ধরম লাজে ॥ ৩১ ॥ নয়ান অঞ্জন, শরীরে রঞ্জন,
কুস্তুরী রচিলা অঁাখি । উলটা বসন, চরণে কঙ্কণ, করেছে
মঞ্জীর দেখি ॥ দেখ কুবলয়, দোলয়ে হৃদয়, উলটা অকল
সাজে । এ যত্ৰ নন্দন, কহয়ে এমন, অতি হরিষের
কাজে ॥ ৩০ ॥

শ্রীরাধা । সখি ! পরিহাস ত্যাগ কর, শীঘ্র কেশরকুঞ্জের পথ
উপদেশ দাও ॥

ললিতা । প্রিয়সখি ! এই দিকে এই দিকে (এই বলিয়া

তিমিরমসিভিসম্বীতান্নাঃ কদম্ববনান্তরে
 সখি মধুরিপুং পুণ্যাত্মানঃ স্মরন্ত্যভিসারিকাঃ ।
 তবতু পরিতো বিদ্যুৎবর্ণা স্তনদ্যুতি সূচয়ো
 হরি হরি ধনধান্তান্যোতাঃ স্ববৈরিণি ভিন্দতে ॥
 রাধিকা । অলং ইমিণা উবালস্তেণ পেক্থ পচ্চাসঞ্চে বউল
 কুড়ঙ্গো । ইতি সংভ্রমাদুপসৃত্য সপরাশ্রমং সংস্কৃতেন ।

প্রিয়সখীতি তিমিরমিব মসিলেখন যোগাঃ দলিতাঙ্গনঃ তে সম্বীতান্নাঃ
 স্মরন্তি ব্রজন্তি তবতু বৈপরীতামিত্যাহ । তনুদ্যুতয় এব সূচয়ঃ ধন ধান্তাঃ
 ভিন্দতে ক্ষুটয়ন্তি তেন তনুদ্যুতীনাং নীলাশ্বর বৃত্তেহপি তত্ত্বপ্রাপ্ত স্মর-
 ক্ষেভ্যো নিগ্রহীণামপ্যতোজ্জ্বলঃ ধ্যান্তানামপি সূচিবোধযোগাৎসেবনাতিগাত্বঃ
 হে স্ববৈরিণি স্বস্তাত্মনো বৈরিণী স্বয়মেব ত্বঃ । এতাস্ত ন তথা ইতি ব্যাঙ্গস্তত্যা
 মক্ষ্যতোহবিলক্ষণং সৌন্দর্য্যং বর্ণিতমিতি ॥ ৩১ ॥

প্রদক্ষিণ পূর্বক সভয়ে সংস্কৃত ভাষায়) । হে সখি !
 তিমির নীলিমায় অঙ্গ আবরণ করিয়া যে সকল অভিসা-
 রিকা গোপনারী কদম্বকাননে মধুরিপুর নিকট গমন করে
 তাহারাই অতিশয় পুণ্যবতী । হরি হরি তুমি আপনিই
 আপনার বৈরিণী হইলা, দেখ তোমার বিদ্যুৎবর্ণ স্তন
 দ্যুতিরূপ সূচি সকল গাঢ় তিমিরকে ভেদ করিয়া দিতেছে,
 তবে তুমি কি রূপে গমন করিবা ॥

শ্রীরাধা । আর এই তিরস্কার বাক্যের প্রয়োজন নাই, দেখ
 বকুল কুঞ্জ নিকটবর্তী হইল । (এই বলিয়া সম্ভ্রমে গমন
 করত বিতর্কের সহিত সংস্কৃত ভাষায়) সখি ! কই দূর

বিদূরান্ন ত্রাণং মদয়তি মুরারিঃ পরিমলো

ন কুঞ্জোহয়ং তস্মৈ স্মরতি নখরদ্যোতনিকরৈঃ ।

ততঃ শঙ্কে কস্মিন্নপি রহসি বল্লীবলম্বিতে

পরীহাসাকাজ্জলী প্রিয়সখী নিলীনস্তব সখা ॥ ৩১ ॥

ললিতা । হলা এহি বামদো কদম্ব কুঞ্জং বিইগুক্ষ ॥

রাধিকা । তথা কুর্ব্বতী । অই ছল্ল দিট্ঠোহসি কীস

অঙ্গৈহিং অঙ্গাইং সঙ্গোবেসি ইতি সমস্তান্মৃগ্যাতি ॥

ললিতা সখি এহি বামতঃ কদম্বকুঞ্জং বিচিগ্মঃ রাধিকা অগ্নি ছইল্ল বিদগ্ধ
দৃষ্টোহসি দৃষ্টোহসি কস্মাং অঙ্গৈরঙ্গানি সংগোপয়সি ।

হইতে ত মুরারির অঙ্গ পরিমল নামাকে পরিতৃপ্ত করিতে

ছেন। এবং কুঞ্জকেও ত তাঁহার নখ নিকরের দ্যুতিদ্বারা

সুশোভিত দেখিতেছি না, অতএব অনুমান হয়, তোমার

প্রিয়সখা পরিহাস অভিলাষ করিয়া কোন নির্জন লতা

জালে লুকায়িত হইয়া থাকিবেন ॥ ৩১ ॥

ললিতা । সখি ! আইস বামদিকস্থ কদম্ব কুঞ্জে অন্বেষণ
করিগা ॥

শ্রীরাধা । (কদম্ব কুঞ্জে প্রবেশ পূর্বক অন্বেষণ করত অনু-
রাগে বন সমূহকে কৃষ্ণময় দেখিয়া কহিলেন)

অহে বিদগ্ধ নাগর ! তোমাকে দেখিয়াছি দেখিয়াছি,

তবে কেন আর অঙ্গ দ্বারা অঙ্গ গোপন করিতেছ ।

এই বলিতে বলিতে সমস্ত বন অন্বেষণ করিতে লাগি-
লেন ॥

ললিতা । সহি মুখ মগ্গগগ্গহং এহি কেলিকুঞ্জকল্পণং কুণ্ঠা ॥
রাধিকা । সংস্কতেন ।

রচয় বকুলপুষ্পে স্তোরণং কেলিকুঞ্জে
কুরু বরমরবিন্দে স্তম্পমিন্দীবরাঙ্কি ।
উপনয় শয়নান্তং সাধু মাধ্বীকপাত্রং
সহচরি হরিরদ্য শ্লাঘতাং কৌশলং তে ॥

ললিতা । সখি মুখমার্গণাগ্রহং । কেলিকুঞ্জকল্পনং কুণ্ঠা :

ললিতা । সখি অন্বেষণ বিষয়ে আগ্রহ পরিত্যাগ কর, আইস
আমরা ক্রীড়াকুঞ্জ রচনা করিগা ॥

শ্রীরাধা । (সংস্কৃত ভাষায়)

এই স্থানে বাসক সজ্জা ভাব উপস্থিত *

হে নীলোৎপল নয়নে ! তুমি বকুল পুষ্প দ্বারা ক্রীড়া-
কুঞ্জের বহির্দ্বার রচনা কর, কমল দ্বারা উৎকৃষ্ট শয্যা
প্রস্তুত করিয়া রাখ এবং শয্যার প্রান্তদেশে মধুপাত্র
সকল আনয়ন করিয়া সংস্থাপন কর, হে সহচরি ! আজ
হরি যেন তোমার শিষ্প কোশল দেখিয়া প্রশংসা
করেন ? ॥

* যে স্ত্রী ভর্তার আগমন নিশ্চয় জানিয়া অঙ্গের ভূষা ও রতি গৃহের সজ্জা
করত দ্বারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে, তাকে বাসক সজ্জা বলে ।
এই বাসকসজ্জিকা নায়িকার স্মর ক্রীড়া সংকল্প, কাস্ত পথ নিরীক্ষণ, সখীসহ
বিনোদ বার্তা এবং মুহূর্হঃ দূতীর প্রতি অবলোকন ইত্যাদি বিবিধ প্রকার
চেষ্টা ॥

ললিতা । তথা কৃত্বা হলা পেক্ষ কহো বিলম্বৈদি । তা
কুঞ্জং পরিঅণং পড়িবালেঙ্গা ॥ ৩২ ॥

ললিতা । সখি ক্রমো বিলম্বতে । তৎ কুঞ্জং প্রবিষ্টা এনং প্রতিপালয়াবঃ
প্রতীক্ষাবহি ইতি ॥ ৩২ ॥

বিহগড়া রাগ ॥

বকুল কুসুম, তুলিয়া স্মরম, কুঞ্জের বাহিরে ধনি ।
নবীন কমল, অতি পরিমল, রাখহ চৌদিকে ধরি ॥ কি
ফল চন্দন, হৃদয়ে লেপন, হিয়ার পরশ সাধে । কি
কাজ ভূষণ, নূপুর কঙ্কন, কিস্কিনী করয়ে নাদে ॥ মে তনু
পরসে, অধিক হরিষে, পুলক ভরয়ে জানি । এ লাগি
পরাণ, চমকে সঘন, কহিতে রোধয়ে বাণী ॥ এ নব
মোহন, ভ্রমরা গুঞ্জন, এ নব কোকিলা গান । হরি
কোরে সব, রজনী বঞ্চিব, অমৃতে করিয়া স্নান ॥ কি
লাগি বিলম্ব, করয়ে মাধব, না জানি কি আজি হয় ।
এ যত্ননন্দন, দাস তহি ভণ, দেখিতে লাগয়ে ভয় ॥

ললিতা । (আদেশানুজায়ি কার্য্য করিয়া) সখি ! দেখ
কৃষ্ণ বিলম্ব করিতেছেন, তবে আইস কুঞ্জে প্রবেশ করিয়া
শয্যা রক্ষা করিগা ॥ ৩২ ॥

এই স্থলে উৎকীর্ণতা নায়িকা । *

নিরপরাধ প্রিয়তম বহুকণ যাবৎ সমাগত না হইলে বিবহ বশতঃ যে
নায়িকা অত্যাধ উৎকীর্ণ চিত্ত হয় রসজ্ঞেরা তাকে উৎকীর্ণতা কহেন ।
ইহাতে স্তম্ভাপ, গাত্র কম্পন, কারণের প্রতি বিতর্ক, অস্বাস্থ্য, বাম্প মোচন
এবং আপনার অবস্থাদি কখন এই সমস্ত উৎকীর্ণতা নায়িকার চেষ্টা ।

রাধিকা । পরিক্রমোদ্বেগং নাটয়ন্তী সংস্কৃতেন ॥

রুদ্ধঃ কাপি সখীহিতার্থ পরয়া শঙ্কে হরিঃ পদ্ময়া

প্রাপ্তঃ কুঞ্জগৃহং যদেষ ন তমীযামে প্যতিক্রামতি ।

পৌলোমীরতিবন্ধু দিঙ্খু খমসৌ হা হন্ত সন্তর্পয়

মুম্বীলতাভিসারলুদ্ধ রমণীগোত্রস্য শত্রুঃ শশী ॥

তমী যামেপ্যতি ক্রামতীতি তেন বৈশাখ পৌর্ণমাস্তা অনন্তরা চতুর্থীরিয়মিতি
গমাতে । পৌলোমী শচী তস্তা রতিবন্ধুরিদ্ভস্তাদিশঃ পূর্ণস্তা মুখং সমাক্
প্রাকারেণ তর্পয়ন্ স্বদর্শন স্বকর লালনাদিভিরিতি ভাবঃ । স্বয়মিদ্ভনাযিক্যাং
পূর্বাং দিশমভিসরতি অথচ অস্ত্রাসামভিগারিকানাং শত্রুরিত্যাশ্চর্য্যং ॥ ৩৩ ॥

শ্রীরাধা । (প্রদক্ষিণ পূর্বক উদ্বেগ অভিনয় করিয়া সংস্কৃত
ভাষায়)

এই স্থলে বিপ্রলঙ্কা । *

সখি ! বোধ হয়, সখীহিতৈষিনী পদ্মা কৃষ্ণকে কোন
স্থানে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা না হইলে, এখনওত
তিনি এই অন্ধকারময় প্রথম যামে কুঞ্জে আসিলেন না,
হায় ! অভিসার লুদ্ধা রমণীগণের পরম শত্রু শশী পূর্ব
দিকের মুখ উজ্জ্বল করিয়া উদিত হইতে লাগিলেন ॥

গুজ্জরী রাগ ॥

নবীন কেশর কুঞ্জ, বাস্কার ভ্রমর পুঞ্জ, পরিমলে ভুবন

* সঙ্কেত করিয়া যদি প্রাণনাথ অনাগত হন, তাহা হইলে যে নায়িকার
অস্তর অতিশয় ব্যথাকুল হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকেই বিপ্রলঙ্কা কহেন । ইহাতে
নির্বেদ, চিন্তা, খেদ, অশ্রু, মূর্ছা ও নিশ্বাস ত্যাগ ইত্যাদি বিপ্রলঙ্কা নায়ি-
কার চেষ্টা ॥

ভরিল । শেফালিকা পুষ্প যত, খসিয়া পড়িল কত,
 তভু কৃষ্ণ এথা না আইল ॥ সখি হে বঞ্চনা করিল
 মোরে হরি । কোন সখীহিতগণ, ভুরু পাশে স্রবক্ষন,
 করিয়া রাখিল কৃষ্ণকরি ॥ ৬ ॥ কেন আইনু এত দূর,
 লজ্জিয়া আপন কুল, ধিক্ জিউ কুলের কামিনী । কেনে
 বানাইনু বেশ, কুসুমে রচিয়া কেশ, কেন কৈনু ভূষণ
 সাজনি ॥ সন্দেশ পাইয়া সার, না গণিলাঙ সারাৎসার,
 ভাল মন্দ বিচার হৃদয় । এ ঘোর রজনীকালে, বিষধর
 গণ খেলে, তাহারে ঠেলিয়া আইল পায় ॥ মনোরথ
 কত শত, করিয়া আইল যত, সকলি হইল মোর আন ।
 বিধি বৈরী হইল মোরে, মিলিতে না দিল তারে, ধিক্ রহু
 বিধির বিধান ॥ কৃষ্ণের অঙ্গ দেখি, ত্যাগ কৈল নিজা
 সখি, এত দোষ গুণগণ মিতে । রজনী চলিয়া গেল,
 আশা মোর না তেজিল, ঘূরে মন তাহারে মিলিতে ॥
 ক্ষীণ হইল সব দেহ, ভাবিতে নবীন নেহ, অনুরাগ তভু
 না ছাড়য় । অতেব জানিল কাজ, কি আর করিলে
 লাজ, গুন সখি মনে যেই লয় ॥ সাজহ কুসুম শেষ,
 তাহাতে অনল ভেজ, হরণ করহ মলয়জে । কৃষ্ণ নাম
 মন্তুরাজ, পড়হ পাবন কাজ, দেহ দিব সে অনল মাঝে ॥
 যাতে কৃষ্ণ গুণ গান, কি জানি করিছে প্রাণ, করিব যমুনা
 পরবেশ । দাস যত্ননন্দন, কহে ধৈর্য্য কর মন, ~~জিন্দা~~
 শ্যাম নাগরেশ ॥

ইত্যাভে নিজ্জান্তে ॥ ৩৩ ॥

ততঃ প্রবিশতি কৃষ্ণঃ ।

কৃষ্ণঃ । সমন্তাদালোক্য ॥

আসঙ্গঃ কুমুদা করেষু শিখিলো ভৃঙ্গাবলী নামভূ

দ্বীক্ষ্যন্তে নিজ্জকোটরাক্ষিতমগ্নী ক্ষৌণীরুহং কৌশিকাঃ ।

সঙ্কোচোন্মুখতাং প্রযাতি শনকৈরৌত্তানপাদে দ্যুতিঃ

কিং ভানুনু পূর্ব পর্বত তটীমারোঢ়ুমুৎকণ্ঠতে ॥ ৩৪ ॥

ইতি পরিক্রম্য ।

ন জানে নবীন বিপ্রলস্তেন সংভূত নির্ভর সংরস্তা কিং

কৌশিকা পেচকা ঔত্তানপাদে ধ্রুবস্ত নক্ষত্রাকারস্ত ॥ ৩৪ ॥

ন বিনা বিপ্রলস্তেন প্রথম বিরোগেন সম্ভূত সংরস্ত নির্ভর সংরস্তা ধ্রুতা-

এই বলিয়া উভয়ের প্রস্থান ॥ ৩৩ ॥

অনন্তর কৃষ্ণের প্রবেশ ॥

কৃষ্ণ । (চতুর্দিক্ অবলোকন করতঃ)

ভ্রমর নিকরের কুমুদ বনের প্রতি ক্রমশঃ আশক্তি

শিখিল দেখিতেছি, পেচকগণ স্ব স্ব কোটরাবৃত বৃক্ষ

সকল নিরীক্ষণ করিতেছে এবং অল্পে অল্পে ধ্রুব নক্ষত্রের

জ্যোতিঃ প্রকাশ হীন হইতেছে, তবে কি ভানু পূর্ব

পর্বত তটে অধিরোহণ করিতে উৎকণ্ঠিত হইতে-

ছেন ? ॥ ৩৪ ॥

(প্রত্যাবর্তন করিয়া)

হায় ! জানিতে পারিলাম না, নবীন বিচ্ছেদে অতি-

নাম প্রতিপৎস্রতেহদ্য রাধা । বিষ্ময়া ভবতু কেশরেণ নাগ
কেশরং প্রতিপাদয়িষ্যে তদমুনি নাগকেশরাণি বিচুন-
য়ামীতি তথা কৃৎস্না পুরোহিতুসর্পন ।

কপটী সো লতাকুটীমিমাং সখি নাগাদধুনাপি মাধবঃ ।

ইতি জম্পপরীতয়া তয়া ক্লমদীর্ঘা গমিতা কথং তনী ॥

পরিক্রম্য বকুলকুঞ্জং পশ্যন্ সবিসাদং ॥ ৩৫ ॥

তান্মূলং ঘনসার সংস্কৃতমদঃ ক্ষিপ্তং পুরো রাধয়া

তিশয় কোপা ॥ ৩৫ ॥

ঘনসারেণ কর্পূরেণ সংস্কৃতং হারী মনোহারী হরিণাণিভি স্তবকিভো ॥ ৩৫ ॥

শয় কোপবতী হইয়া শ্রীরাধা আজ কি করিবেন ।
(বিতর্ক করিয়া) যাহা হউক অদ্য প্রিয়াকে কেশরের
সহিত নাগকেশর পুষ্প প্রদান করিব, তবে গিয়া এই
পুষ্পগুলি চয়ন করি । (এই বলিয়া নাগকেশর পুষ্প
চয়ন করত অগ্রে গমন করিতে করিতে) সখি ! মাধব
অত্যন্ত কপটাশালী, এ যাবৎ কৈ তিনি ত আগমন করি-
লেন না, এই কথা বলিয়া শ্রীরাধা দুঃখ জনিত দীর্ঘতমা
রজনী কি রূপে যাপন করিলেন ॥

(অনন্তর প্রত্যাবর্তন পূর্বক বকুল কুঞ্জ দেখিতে
দেখিতে বিষাদের সহিত) ॥ ৩৫ ॥

এই যে শ্রীরাধা কর্পূর রস সংস্কৃত তান্মূল ভূমিতে
নিষ্ক্রেপ করিয়াছেন, পরে কতক দূর অগ্রে গিয়া দেখেন
নীলকান্তিমণি গুচ্ছহার ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছে, ত/

হারী হস্ত হরিগ্গণি স্তবকিতো হারো হয়মুৎসারিতঃ ।

পোপ্পী চেয়মুদার সৌরভময়ী চূড়া নথৈঃ খণ্ডিতা

তস্তাঃ শংসতি বিপ্রলস্ত জনিতং কুঞ্জো হয়মন্তঃ ক্লমং ॥ ৩৬

ইত্যগ্রেতো গম্য ইয়মেব রাধায়াঃ সূর্য্যারাদনবেদিকা তদস্যা

পাশ্বমাসাদরানীতি পরিক্রামতি ততঃ প্রবিশতি সখীভ্যা

মনুগম্যমানা রাধা পুরো বিলোক্য হল্য ললিতো পেক্ষ

বেইয়া গিদিট্টে সো ভুজ্বা ছইল্লো ॥

ললিতা । কঞ্চণ পড়িনেব কঠোরা হোহি ।

কঠো হারঃ । কুঞ্জ ইতি এতাদৃশ লক্ষণ বিশিষ্ট ইত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

রাধিকা । সখি ললিতে গম্য বেদিকা নেদিষ্টে স তব বিদগ্ধঃ ।

ললিতা । সখি কাঞ্চনপ্রতিমেব কঠোরা ভব ।

কিঞ্চিদূরে গিয়া দেখিতে পাইলেন, মনোহর সৌরভ
ময় পুষ্প নির্ম্মিত চূড়া নথ দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়া
রহিয়াছে, বাহা ইউক এই সকল দ্বারা এই বকুল কুঞ্জ
প্রিয়তমার অন্তর্বেদনা প্রকাশ করিতেছে ॥ ৩৬ ॥

(আর কতক দূর গিয়া) এইত শ্রীরাধার সূর্য্য পূজার
বেদি, তবে ইহার পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করি (এই বলিয়া
প্রত্যাবর্তন করিলেন) ॥

(অনন্তর ললিতা ও বিশাখার সহিত শ্রীরাধার প্রবেশ)
রাধা । (অগ্রে অবলোকন করিয়া) সখি ললিতে ! ঐ দেখ
নিকটে তোমার সেই বিদগ্ধ নাগর ॥

কাঞ্চন প্রতিমার স্তায় কঠোরা হও ॥

কৃষ্ণঃ । পুরস্তাদেষ্য স পরিবারা প্রিয়া তদিদমুট্টকয়ানীত্য-
পস্তুত্য ললিদের সাধু সাধু দৃষ্টং তব গরিষ্ঠমত্র দুঃখজ্ঞ তন্ত
চর্যায়ামাচার্য্যকং যদদ্য ভবতা কেশরনিকুঞ্জ বেদ্যামহ
মুজ্জাগর ব্রতদীক্ষাং পরিগ্রাহিতোহস্মি ॥

ললিতা । সংরম্ভং সংস্কৃতেন । অহো বৈপরীত্যং বৈপরীত্যং ।

কেশর নিকুঞ্জ কুহরে কুহক বসন্তী সখী ভ্রম্মা রহিতে ।

শ্রিত নব পল্লবতল্লা ক্রটিমপি কম্পাধিকাং মেনে ॥ ৩৭ ॥

কৃষ্ণঃ । কপটেনাটোপং নাটয়ন্ । অহো দম্ভ ভরারম্ভেয়

দৃষ্টা মন্ত্রা যেষু এবং ভূতং যতন্তং তন্ত চর্য্যয়াং আচার্য্যকং আচার্য্যকং
উপদেশাভিকর্তা ভূমিতার্থঃ মনোজ্ঞাদিত্বাদু এঃ ॥ ৩৭ ॥

আটোপমিতি প্রতিভাং অরতিং খেদং ॥ ৩৮ ॥

কৃষ্ণ । অহো ! সম্মুখে যে পরিবারবর্গের সহিত প্রিয়তমা ।

(তবে আমি ইহাই প্রকাশ করি এই বলিয়া নিকটে গমন
করত) ললিতে । ভাল ভাল তোমার দুর্ভ মন্ত্রণা ময়
তন্ত্রাচার্য্যে গুরুতর আচার্য্যত্ব দেখিলাম, যে হেতু আজ
তুমি আমাকে কেশর কুঞ্জ বেদিকায় জাগরণ ব্রতে দীক্ষিত
করিয়াছ ॥

ললিতা । (ক্রোধের সহিত সংস্কৃত ভাষায়) হায় । কি

বিপরীত, অহে কুহক । সখী যে তোমা বিরহিত কেশর
কুঞ্জে অবস্থিত হইয়া নব পল্লব শয্যায় শয়ন করত, ক্রটি
মাত্র কালকেও কম্পাধিক করিয়া মানিয়াছেন ॥ ৩৭ ॥

কৃষ্ণ । (কপট সহকারে অহঙ্কার প্রকাশ পূর্বক) অহো

গান্ধীৰ্য্যমস্যাঃ । ইতি নাগকেশরানুদঘাটা দর্শয়ন্ ।

অরতিং মম নিশি পশ্যন্ ক্লাম্যমাগকেশরোপ্যসকুৎ ।

বিগলমধুভিঃ কুসুমৈরেভিনেত্রৈরিবোদস্রৈঃ ॥ ৩৮ ॥

ললিতা । অস্মহে ধূতভগং জং বউল বাইণা কেশরেণ দাণিং
নাগকেশরো বিক্খাবীঅদি ।

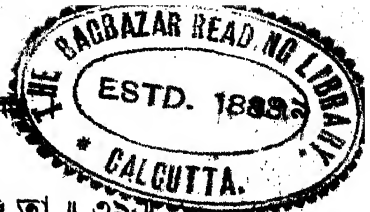
কৃষ্ণঃ । সব্যাজ্জ নিক্বেদং । ললিতে বিশ্রাম্যতু তবেয়ং

ললিতা অহো ধূতভঃ যদ্বকুল বাচিনা কেশরেণ ইদানীং নাগকেশরো
বিখ্যাপ্যতে । সন্ধেতস্ত কেশরকুঞ্জে সচ কেশর শব্দো বকুলবাচী । অথ
কেশরে বকুল ইত্যভিধান সিদ্ধেঃ । নাগকেশরেতু প্রসিদ্ধাভাবাদিত্তি ললিতা-
ভিপ্রায়ঃ । শব্দার্থস্ত চেতি চাম্পয়ঃ কেশরো নাগকেশরঃ কাঞ্চনাঙ্ঘ্রম
ইত্যভিধানেন স্বরূপ বৈরূপ্যভাবেনৈব বৃদ্ধে স্তথা ভীমো ভীমসেন সত্য।
সত্যভামা ইতি স্ত্রায়েন কেশর শব্দস্তার্থো নাগকেশর এব তৎ কুঞ্জ এব
মমভিপ্রৈতঃ ভবত্যাভ বকুল কুঞ্জ ইত্যন্তার্থ কল্পনেন মদ্বকনং প্রভারগমেব
ক্রিয়তে তেনৈব স্বং খ্যাতাসীত্যর্থঃ । তেন বিস্তৃষ্টকুলাবিতি চঞ্চুল
প্রত্যয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

ইহার দস্তাতিশয় কার্য্যে কি গান্ধীৰ্য্য । (এই বলিয়া
উদঘাটন পূর্বক নাগকেশর পুষ্পগুলি দেখাইয়া) হায় !
নিশি জাগরণে আমার ক্লেশাতিশয় দেখিয়া নাগকেশরও
নিরন্তর মধু ক্ষরণ শীল কুসুম রূপ নয়ন সমূহ দ্বারা অশ্রু
মোচন করিতে করিতে অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়াছে ॥ ৩৮ ॥

ললিতা । অহো ! তোমার আশ্চর্য্য ধূর্ততা, বকুল বাচি
এব পুষ্পে নাগকেশর বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছ ! ॥

(এক আপনার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া)



শব্দার্থান্ত্রাণ্থা কল্পনেন বচন চক্ষুত ॥ ৩৯ ॥
অথবা কস্তে দোষঃ । দৃষ্টদোষান্তিরপি, গৌরাজীভিঃ
সৌহার্দমভিলসাতা ময়েবাপরাক্ষং ।

বিশাখা । কো কথু গৌরাজীগাং দিট্ঠে তুএ দোমো ।
কৃষ্ণঃ । পশ্য পশ্য ।

নব রসধারিণি মধুরে ধরণীসন্তাপহারি বিম্বুরণে ।

বিশাখা । কঃ খলু গৌরাজীগাং দৃষ্ট স্বয়া দোষঃ । নবরস ধারিণি
অভিনব জলধারিণি পক্ষে শাস্তোহপি নবমো রস ইতি ব্রীত্যা শৃঙ্গারাদি নব
রসান্তরে কৃষ্ণবর্ণে মূদিরে মেঘে পক্ষে কৃষ্ণোহয়ং মূদির ইবেতি ব্যাভ্রাদিভ্যাং
সমানঃ । ক্ষণরোচিষো বিদ্যাতঃ পক্ষে ক্ষণমাত্রা রোচিঃ কাস্তির্ষাসাং তদানী-

ললিতে ! তোমার শব্দার্থের অন্ত্রাণ কল্পনা দ্বারা বাক্
পটুতা বিশ্রাম করুক ॥ ৩৯ ॥

অথবা তোমারই বা দোষ কি ! গৌরাজীদিগের দোষ
দেখিয়া যখন আমি তাহাদিগের সহিত সৌহার্দ করিয়াছি
তখন এ আমারই অপরাধ ॥

বিশাখা । অহে ! তুমি গৌরাজীদিগের কি দোষ দেখিলা ॥
কৃষ্ণ । দেখ দেখ, ধরণী সন্তাপহারি নব রস (জল) ধারি
কৃষ্ণবর্ণ মেঘ উদিত হইলে গৌরবর্ণা ক্ষণপ্রভা বিদ্যাতঃ
কখন স্থৈর্য্য অবলম্বন করে না ॥

পক্ষান্তরের অর্থ । ধরণীসন্তাপহারি শৃঙ্গারাদি নব রস
ধারি মেঘকান্তি কৃষ্ণ আগমন করায় ক্ষণমাত্র কালি
গৌরাজীগণ কোন ক্রমেই স্থিরতা অবলম্বন ক-

বিদধতি ন কৃষ্ণমুদিরে গোঁয়াঃ ক্ষণরোচিষঃ স্থৈর্য্যং ॥ ৪০ ॥
 বিশাখা । তস্মিৎ কুলিসকুড় কঠোর চিট্ঠিদি তানং কোম-
 লাং জুতা জ্জের তথা পউত্তী ॥

ললিতা । বিসাহে স্খাহি কিম্পিগাহঃ ইতি ভুঙ্গং দর্শ-
 যন্তী ॥ ৪১ ॥

চম্পকলতাং সিলিক্তং গম কঞ্চন কান্তি কুসুম গৌরাদীঃ ।

মুক্খিঅ ধাবই ভ্রমরো চবলাবিঅ সামলা হোন্তি ॥ ৪২ ॥

যেব রমণানুরাগ স্তদানৌমেব বিরাগেণ বৈপরীত্যমিতি ভাবঃ । অত্র গোঁয়া
 ইতি বিশেষণ পদং ॥ ৪০ ॥

বিশাখা । তস্মিন্ কুলিশ কুট কঠোর চেষ্টিতে তাসাং কোমলানাং যুগ্মেব
 তথা প্রকৃতিঃ ।

ললিতা । বিশাখে শৃণু কমপি গানং ॥ ৪১ ॥

চম্পকলতাঃ স্নিগ্ধাং নবকাক্ষনদ্যাতি কুসুম গৌরাদীঃ ত্যক্তা ধাবতি
 ভ্রমরচপলা ইব শ্রামলা ভবন্তি ॥ ৪২ ॥

অর্থাৎ তখনই রমণানুরাগ এবং তখনই মান ভরে বিবর্ণা
 হইয়া বিরাগ প্রকাশ করিতেছে ॥ ৪০ ॥

বিশাখা । সেই বজ্র অপেক্ষা কঠোর চেষ্টাশালিতে স্কুমারী
 দিগের ঐ প্রকার হওয়া উপযুক্ত বটে ॥

ললিতা । বিশাখে ! কোন একটী গান শুন । (এই বলিয়া
 ভ্রমরকে দেখাইয়া) স্নিগ্ধ স্বভাবা নবকাক্ষন কান্তি সদৃশী
 কুসুম গৌরাদী চম্পকলতাকে পরিত্যাগ করিয়া ভ্রমর
 ধারমান হইতেছে, চপলা জন সকলই শ্রাম বর্ণা হয় ॥ ৪২

কৃষ্ণঃ । স্মিত্বা সত্যং বাগ্মিনামসি রাজ্ঞী ।

ললিতা । অপবার্থ্য্য । হলা হুটু নীসঙ্কেণ বঅণাডোবেণ

অণবরদ্ধং জ্জেক্ব ৭ং তকে ম ।

কৃষ্ণঃ । বাম্যান্তবেম্ম বিরতি ন বযৌবনানাং

বামজ্রবামিতি জনশ্রুতিরবালীকা ।

চাটুনি কর্ত্তমুচিতানি বিমুচ্য থিন্নং

মাং প্রত্যুতাদ্য যদমূরপবঞ্জয়ন্তি ॥ ৪৩ ॥

ললিতা । অববার্য্য হলা সচ্চং উজ্জাগর থিন্নো কহ্লো তা

ললিতা । হুটু নিঃশঙ্কেন বচনাটোপেন অনপরাধ মেনং তর্কগ্রামি ।
কর্ত্তমুচিতানি চাটুনিভুক্তা প্রত্যুত মাং অপবঞ্জয়ন্তি হঃখয়ন্তি কটু বদন্তি
ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

ললিতা । সত্য মুজ্জাগর থিন্নঃ কৃষ্ণঃ তৎ প্রসাদ ।

কৃষ্ণ । (ঈষৎ হাস্য করিয়া) সত্যই তুমি বাচালদিগের রাজ্ঞী
হইয়াছ ॥

ললিতা । (হস্তাবরণ করিয়া) সখি ! শোভন সদর্প বচনে
ইহাকে নিরপরাধি বলিয়া বিবেচনা করি ॥

কৃষ্ণ । শোভন ভ্রূ নবযৌবনাদিগের কুটিলতা হইতে কখনই
বিরতি হয় না, এই যে জনশ্রুতি ইহা মিথ্যা বোধ হই
তেছে না, যে হেতু এই সকল গৌরাজ্ঞী কখন যোগ্য
মিষ্ট বাক্য পরিত্যাগ করিয়া আমাকে অননুরাগী করি
উদ্যত হইয়াছে ॥ ৪৩ ॥

ললিতা । (হস্তাবরণ দিয়া) সখি ।

পসীদ পসীদ ।

রাধিকা । কুম্ভমপাঙ্গেনাবলোক্য মুদ্ধাণং বঞ্চকলা বিঅ-
ড্‌টোহসি ॥

কুম্ভঃ । সানন্দং ফুলকেশর কলাপেনামুনী ধম্মিল্ল শ্রীসুতবাং
ক্রিয়তাং বক্ষ্যতাং না বিন্দতুমম প্রয়াসঃ । ইতি পুটি-
কামুদ্যাট্য প্রিয়ে পশ্যামুনিঃ স্নগন্ধিনামগ্রেসরাণি কেশ
রাণি যৈরহং সদ্য সুবাসিতোহস্মি ॥

রাধিকা । স নর্ম্মস্মিতং গুণং চন্দ্রাবলী পরিমলেণ বাসিদো-
সি তুমং ॥

রাধিকা । মুদ্ধানাং বঞ্চন কলা বিদগ্ধোসি । সনর্মেতি মিথ্যা দোষা-
রোপণাং নুনং চন্দ্রাবলী পরিমলেণ বাসিতোহসি ত্বং ।

ব্রতে গিল্ল হইয়াছেন, অতএব প্রসন্ন হও ॥

শ্রীরাধা । (অপাঙ্গ দ্বারা কুম্ভকে অবলোকন করিয়া
অহে । তুমি মুদ্ধা রমণীদিগের বঞ্চনা বিষয়ে অতিশয়
সুপণ্ডিত ॥

কুম্ভ । (আনন্দের সহিত) কেশর কুম্ভম দ্বারা ধম্মিল্ল শ্রী-
তোমাকে অলঙ্কৃত করুক, আমার চেষ্টা যেন বিফলতা
প্রাপ্ত না হয় । (এই বলিয়া পুটিকা অর্থাৎ আচ্ছাদন
উদঘাটন করত) প্রিয়ে ! স্নগন্ধি সকলে অগ্রসর এই
কেশর কুম্ভমগুলি অবলোকন কর, ইহারই দ্বারা আজ
আমি সৌরভশালী হইয়াছি ।

শ্রীরাধা । (পরিহাসের সহিত ঈষৎ হাস্য করিয়া) অহে
নিশ্চয় তুমি চন্দ্রাবলীর সৌরভে সুবাসিত হইয়াছ ॥

কৃষ্ণঃ । প্রিয়ে পরিহাসিকান্যপি তে বচাংসি ন কদাচিদপি
ব্যভিচরন্তি । যদদ্য মদঙ্গতশ্চন্দ্রাবলী সৌরভ্যমুদকৃতি ॥
রাধিকা । সের্বং পরাবৃত্য ললিত্যে কিং মুদ্দিককণাসি ॥

কৃষ্ণঃ । স্মিত্বা প্রিয়ে কথমক্ষর সাম্যাদক্ষমাসি যদদ্য কপূরা-
বলিং বর্ণয়ামি ॥

রাধিকা । সন্মিতং । সমপ্পেহি পুপফাইঃ ইতি পটাকলং
প্রসারয়তি ॥

কৃষ্ণঃ । রাধামুখং প্রেক্ষ্য স্বগতং । হস্ত বিভ্রম যণ্ডিতস্য
চিল্লিকোদণ্ডস্য তাণ্ডবকলা ॥ ৪৪ ॥

ললিতে কিং মুজিত কর্ণাসি সমর্পয় পুষ্পানি । চিল্লিকোদণ্ড জঘন্যঃ ॥ ৪৪

কৃষ্ণঃ । প্রিয়ে ! তোমার পরিহাস বাক্য সকলও কখন
মিথ্যা হয় না, যে হেতু আজ আমার অঙ্গ হইতে চন্দ্রা-
বলীর সৌরভ উদগত হইতেছে ॥

শ্রীরাধা । (ঈর্ষ্যার সহিত মুখ ফিরাইয়া) ললিতে ! ভূমি
কি বধির হইয়াছ ? ।

কৃষ্ণঃ । (ঈষৎ হাস্য করিয়া) প্রিয়ে ! অক্ষরের সমতা
প্রযুক্ত কেন অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিতেছে, যেহেতু আমি
কপূর সমূহের বর্ণন করিয়াছি ॥

শ্রীরাধা । (ঈষৎ হাস্যের সহিত) পুষ্প প্রদান কর । (এই
বলিয়া বস্ত্রাঞ্চল বিস্তৃত করিলেন) ॥

কৃষ্ণঃ । (শ্রীরাধার স্নেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মনে মনে)
বিভ্রম ভূষিত জ্র ধনুকের কি কোশল ॥ ৪৪ ॥

বিশাখা । জনান্তিকং । ললিতে পেক্ষ পেক্ষ । সম্মোহণ
রাহিএ কড়ক্খ বাণেণ লক্খীকিদো পুপ্ফু পুড়িআএ সদ্ধং
অঞ্চলে দিল্লং যি বেণুং গ জাগাদি কহো ॥

ললিতা । সংস্কৃতেন ॥

নিদ্রাগমেহপি সখি নন্দস্ততস্ত্য হর্তুং

যা শকু বস্তি ন পরাঃ পশুপালবালাঃ ।

ধন্যা কটাক্ষ কলয়া কিল মোহয়ন্তী

তাং রাধিকাদ্য পুরতো মুরলীং জহার ॥

বিশাখা । ললিতে পশু পশু । সংমোহনেন রাধায়াঃ কটাক্ষ বাণেন
লক্ষীকৃতঃ বুদ্ধিঃ পুষ্প পুটিকয়া সাক্ষিঃ অঞ্চলে দত্তমপি বেণুং ন জানাতি কৃষ্ণঃ
দৃষ্টো যুগ্মাভিঃ প্রিয়বয়স্তুঃ ।

বিশাখা । (হস্তাবরণ দিয়া সম্ভোপনে) ললিতে ! দেখ দেখ
শ্রীরাধার সম্মোহন রূপ কটাক্ষ বাণে বিদ্ধ হইয়া কৃষ্ণ
পুষ্পপুটিকার সহিত মুরলীও অঞ্চলে প্রদান করিয়াছেন
কিন্তু তিনি তাহা জানিতে পারেন নাই ॥

ললিতা । (সংস্কৃত ভাষায়) সখি ! অন্য গোপকুমারী
সকল নন্দতনয়ের নিদ্রিতাবস্থাতেও যে মুরলী হরণ
করিতে সমর্থ হয় না, ধন্য রাধিকা কটাক্ষ বাণে কৃষ্ণকে
নিমোহিত করিয়া তাঁহার সম্মুখ হইতে সেই মুরলী হরণ
করিয়া লইলেন ॥

বিভাষ ।

নিন্দের আবেশে, রহয়ে হরিষে, বেণু করে ধরি হরি ।

রাধিকা । অপবার্থ্য সংস্কৃতেন ।

যা নিশ্চ্যাসিতি নিকেত কৰ্ম্মরচনারস্তে করস্তস্তনং

রাত্রৌ হস্ত করোতি কর্ণবিধিং যা পত্ন্যরক্ষাদপি ।

গৌরীণাং কুরুতে গুরোরপি পুরো যা নীবি বিধ্বংসনং

ধূর্তা গোকুল মঙ্গলস্য যুবলী সৈয়ং মমাত্মদ্বশা ॥

নেপথ্যে । অরে কুরঙ্গও দিট্ঠো তুম্মেহিং পিঅবঅস্ম ॥

গোপাঙ্গনা গণে, কতেক সঙ্কানে, না পারে করিতে চুরি ॥

ধনি ধনি দেখ রাধিকা কটাক্ষ খেলা । সে বেণু হরিলো,

গোবিন্দ মোহিলা, কি জানি মোহিনী দিলা ॥ ধ্রু ॥

শ্রীরাধা । (হস্তাবরণ দিয়া সংস্কৃত ভাষায়) সখি ! গৃহ

কৰ্ম্ম করিতে আরম্ভ করিলে যে করস্তস্ত করিয়া দেয়,

রাত্রিতে পতিক্রোড়ে শয়ন করিয়া থাকিলে যে তথা

হইতে আকর্ষণ করিয়া লইয়া আইসে এবং যে গুরুজন

সমক্ষে গৌরঙ্গীদিগের নীবিমোচন করিয়া দেয়, সেই গোকু-

লানন্দের ধূর্তা যুবলী আজ আমার বশতাপন্ন হইয়াছে ॥

বিভাষ ॥

ব্রজনারী কর, যেই করে জড়, করিতে গৃহের কাজ ।

আগে গুরুজন, এ নিবী বন্ধন, ছিড়িয়া যে দেয় লাজ ॥

রজনী সময়ে, আপন আলয়ে, পতি কোলে থাকে নারী ।

তারে যে হরিল, সে বেণু পাইল, যতনে রাখহ ধরি ॥

যে বেণু সঘন, করে বিড়ম্বন, খসায় কুন্তল পাশ ।

হরয়ে যুবতি, গণের যে মতি, পাশরায়ে গৃহ বাস ॥ হরিণী

কৃষ্ণঃ । কথং মিলতোষ মধুমঙ্গলঃ ।

প্রবিশ্য মালাহস্তো মধুমঙ্গলঃ ।

সুদং মএ সুঅলমুহাদো জং অজ্জ গিউজ্জ মজ্জো রাহিআ
জাঅরিদাআসি তা গদুঅ এং পোচ্ছাহইসং ইডুপসুত্যা
সংস্কৃতেন ॥ ৪৫ ॥

মধু শ্রুতং সুবল মুখতঃ যদদ্য নিকুঞ্জ মধ্যে রাধিকা জাগরিতাসীৎ তদগত্বা
এমাং প্রোৎসাহয়িষ্যামি ॥ ৪৫ ॥

সকল, মুখের কবল, খাইতে না দেয় যেই । নদীগণ জল,
যে করে পাথর, শীলা করে জলমই ॥ যাহার ধ্বনিতে
নারীগণ চিতে, করয়ে মদন জ্বালা । ধৈরজ ধরম, করিয়া
ভরম, হরয়ে কুলের বালা ॥ সে বেণু পাইলা, মঙ্গল
হইলা, অমঙ্গল দূরে গেলা । এ যতু নন্দন দাস তহি ভণ,
সতী কুল বহি গেলা ॥

নেপথ্যে ॥

অহে কুরঙ্গ সকল ! তোমরা কি প্রিয়বয়স্য কৃষ্ণকে
দেখিয়াছ ॥

কৃষ্ণ । এ মধুমঙ্গল আসিল না কি ? ॥

(মালাহস্তে মধুমঙ্গলের প্রবেশ)

মধুমঙ্গল । আমি সুবলের মুখে শুনিয়াছি, আজ নিকুঞ্জ মধ্যে
শ্রীরাধা জাগরিত ছিলেন, তবে গিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত
করি । (এই বলিয়া নিকটে গমন পূর্বক সংস্কৃত
ভাষায়) ॥ ৪৫ ॥

অবিরল বনমালালঙ্কৃত স্নিগ্ধমূর্তিঃ

স্ফুরতি কটককান্তি ধাতুভির্গৈরিতাঙ্গঃ ।

অখিল ভুবন ভূঙ্গো নেত্রভঙ্গ্যা বিকৃষ্টঃ

কথমিব সখি রাধে কৃষ্ণশৈল স্তয়াভূৎ ॥ ৪৬ ॥

রাধিকা । বিস্ময়তে ।

কৃষ্ণঃ । প্রিয়ে বেত্তি মে তমন্তুনীমন্তবং বয়স্যোহয়ং ।

রাধিকা । অজ্ঞ দংসিদং অজ্ঞ সিংহে দাক্ষিণ্যং যং কাস্তার

বিরলয়া বনমালায়া বনশ্রেণ্যাচ অলঙ্কৃতা স্নিগ্ধ মূর্তি র্ষত্ৰ সঃ । কটকানাং
বলয়ানাং নিতম্বানাঞ্চ কটকং বলয়োহঙ্গিয়াং কটকোহঙ্গী নিতম্বোহঙ্গে রিতা-
ময়ঃ । ধাতুভির্গৈরিতাদ্যৈঃ ॥ ৪৬ ॥

তমি সংভবতমঃ রাত্রাবুদ্ভুতং হুঃখং ।

রাধি আৰ্য্য দর্শিতমন্য স্নেহ দাক্ষিণ্যং যংকাস্তার সিন্ধু সন্তার কোশলানি

সখি রাধে ! যিনি নিবিড় বনমালায় অলঙ্কৃত হইয়া
স্নিগ্ধ মূর্তি ধারণ করিয়াছেন, যাহাতে বলয়া সকলের
কান্তি স্ফূর্তি পাইতেছে, যাহার অঙ্গ গৈরিক ধাতুতে
ভূষিত, সেই নিখিল জগতের উপরি বিরাজমান কৃষ্ণ-
শৈলকে কি রূপে তুমি কটক দ্বারা আকর্ষণ করিল। ॥ ৪৬

শ্রীরাধা । জেয়ং হাস্য করিলেন ।

কৃষ্ণ । প্রিয়ে ! এই বয়সাই আমার রাত্রি জনিত ক্লেশ
অবগত আছে ॥

শ্রীরাধা । আৰ্য্য ! আজ ভাল স্নেহের সরলতা প্রদর্শিত
হইল, যে হেতু দুর্গম সমুদ্র সন্তরণের কোশল সকল

সিদ্ধু সন্তার কোসলাইং সিক্খাবিদগ্ধি।

মধুমঙ্গলঃ। নহি সাহু অন্ধে উবালহিজ্জঙ্গ জেহিং চলন্তীং

বি বল্লীং তুমং তক্খিঅ বণে বসন্তেহিং সাদক্কং জাগরিদং।

তুন্নে ক্খু সলাবইজ্জই জাহিং পিঅবঅস্ স সণাহং বি

কুঞ্জং অনিবন্ধেণ সুত্তং মল্লিঅ ঘরে পবিসন্তীহিং নিরাতক্কং

সুত্তং ॥ ৪৭ ॥

রাধিকা। অজ্জ কিং এববং ভণাসি ইতি সংস্কৃতেন ॥

নিকুঞ্জং কংসারে বঁত নখর চন্দ্রাবলিরুচি

শিক্ষিতানি।

মধু সখি সাধু নয়ঃ উপালভ্যামহে যৈরস্মাভিশ্চলন্তীমপি বল্লীং ত্বাং তর্ক-
য়িত্বা বনে স্তম্ভিঃ সাতক্কং জাগরিতং যুয়ং শ্লাঘ্যধেব বাভিঃ প্রিয়বয়স্ সনাথ
মপি কুঞ্জমনির্বন্ধেন শূন্তং মহা গৃহে প্রবিশন্তীতি নিরাতক্কং সুত্তং ॥ ৪৭ ॥

রাধি আৰ্য্য কিলমেবং ভণসি। নখরা এব চন্দ্রা স্তেষামাবলিঃ পঙক্তি

শিক্ষা করাইলে ॥

মধুমঙ্গল। সখি! তোমারা ভাল রূপে আমাদিগকে তির-
স্কার করিলা, আমরা বনে অবস্থিত থাকিয়া বায়ুবেগে
লতা বিচলিত হইলে তোমাকে অনুমান করত সাতক্কে
জাগরণ করিয়াছি, এখন তোমরা সাধু হইতেছে, প্রিয়
বয়স্য কুঞ্জে থাকিতেও তোমরা ঐ কুঞ্জকে শূন্য জ্ঞান
করিয়া গৃহে গমন পূর্বক নিরাতক্কে শয়ন করিয়া-
ছিলে ॥ ৪৭ ●

শ্রীরাধা। এরূপ বলিতেছ কেন? (এই বলিয়া সংস্কৃত
ভাষায়) হা ককট! আমি যখন বারম্বার নিরীক্ষণ করি-

ছটাগ্রস্তং নাগ্রে মুহুরপি যদা প্রেক্ষিতমভূৎ ।

তদা সদ্যঃ প্রেদ্যোদ্বিধুহতকবিক্রান্তিহতয়া

ময়া লঙ্কারণ্যে ক্লমনিবহ পূর্তা পরিণতিঃ ॥ ৪৮ ॥

মধুমঙ্গলঃ । স্বগতং । অহো কথং কুড়ঙ্গ সঙ্গদা চন্দ্রাবলি
বিরাহিণীএদিট্টাখি তা বঞ্চণং মুক্তিঅণং উকরিসইসংসং ।
প্রকাশং সংস্কৃতেন ॥

ক্রান্তেন তে বদন চন্দ্রমনাকলযা

স্তম্ভাঃ কচি ছটাভিঃ কান্তিছটাভিঃ গ্রস্তং মুহুরপি নিকুঞ্জঃ প্রেক্ষিতঃ দৃষ্টং
নাভূৎ ॥ ৪৮ ॥

খরা ক্রুরা বা চন্দ্রাবলি স্তম্ভাঃ কচি ছটাগ্রস্তং কংসারে মুহুরপি
বারম্বারমপি যদা প্রেক্ষিতং নাভূৎ অপি প্রেক্ষিতমেষাং সত্যোবমর্থং
নির্দায়া স্বগতং পরামুশতি অহো ইত্যাদি । কুঞ্জ সঙ্গদা চন্দ্রাবলাপি রাধি-
কয়া দৃষ্টান্তি । তদঞ্চনং তাস্থা এনাং উৎকর্ষয়িষ্যামি । ক্রান্তেনেতি চন্দ্রা-

য়াও কংসনাশনের নখরচন্দ্রের চন্দ্রিকায় নিকুঞ্জকে
অলোকময় দেখিলাম না, তখনি সদ্যঃ উদিত হত চন্দ্রের
রশ্মি দ্বারা আহত হইয়া অরণ্য মধ্যে এই ক্লেশ সমূহের
পরিণতি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৪৮ ॥

মধুমঙ্গল । (মনে মনে) হায় ! কুঞ্জ মিলিতা চন্দ্রাবলীকেও
শ্রীরাধা দেখিয়াছেন, তবে এক্ষণে বঞ্চনা পরিত্যাগ
করিয়া ইহার প্রশংসা করি । (এই বলিয়া সংস্কৃত
ভাষায়)

হে কল্যাণি ! গোকুলেন্দ্র নন্দন তোমার বদনচন্দ্র

কল্যাণি গোকুলপুরন্দর নন্দনেন ।

চন্দ্রাবলীত্যর্দোক্তে ॥

কৃষ্ণঃ । হ্রৈ ভঙ্গতয়া নিবারয়তি ।

সর্বাঃ । পরস্পরং সাকূতমালোকয়ন্তি ।

মধুমঙ্গলঃ । সগতং । হস্ত হস্ত কিদং মএ বন্ধগ বড়ুওচিদং
চাপলং ।

কৃষ্ণঃ । বিভাব্য বিভাবরী ভবং মে বরীয়ঃ কক্টং বাস্পরুদ্ধ-
কর্ঠোহয়ং সংবৃত্তঃ তদহমেব বাক্যং সমাপয়ামীতি স্মিত্বা ।

বলী যা অলপ্তি সাপাতি হ্রঃখায়েব অস্ত অভূদিত্তি উত্তরাঙ্কে বিবক্ষিতং ।
কৃষ্ণঃ মম ব্রাহ্মণ বটুচিৎ চাপলং । বিভাবরীভবাং রাজিতরং বরীয়ঃ
অতিশয়িত্ত্বং মম বিভাব্য বিচিন্ত্য চন্দ্রাবলীন নয়নান্ত তয়েতি আদিতঃ
পঠিতবাং । চন্দ্রে অবলীলো নয়নান্ত তয়েতি আদিতঃ পঠিতবাং । চন্দ্রে

না দেখিতে পাইয়া, চন্দ্রাবলী এই পর্য্যন্ত বলিলে কৃষ্ণ
অমনি হ্রৈ সংকেত দ্বারা নিবারণ করিলেন ॥

সকলে । (অভিলাষের সহিত) পরস্পর অবলোকন করিতে
লাগিলেন ॥

মধুমঙ্গল । (মনে মনে) হায় ! আমি ব্রাহ্মণবালকোচিত
চপলতা প্রকাশ করিলাম ॥

কৃষ্ণ । আমার রজনী অনিত গুরুতর কষ্ট মনে
করিয়া বয়সোর কষ্ট বাস্প রুদ্ধ হইল, বাহা হউক আমিই
বটু বাক্য সমাপন করি ।

(এই বলিয়া ঈষৎ হাস্ত পূর্বক) বদনের সাদৃশ্য হেতু

চন্দ্রাবলীন নয়নান্ত তয়া কিলান্ত

সাদৃশ্যতঃ কথমপি ক্ষপিতা ক্ষপেয়ং ॥ ৪৯ ॥

মধুমঙ্গলঃ । পিঅয়স্ স সববল্লোসি কিত্তি মহ হিঅঅট্ঠিদং
পজ্জদ্ধং গ;জাগিস্ সসি ।

ললিতা । রাহে অজ্জবি সল্লিদ্ধাসি পেঞ্চ পেঞ্চ রত্তিবিলাস
পিসুণাইং ণাঅরস্ চজ্জাইং ইতি সের্ষং সংস্কতেন ॥ ৫০ ॥
বালে বল্লব যৌবত স্তনতটী দত্তাঙ্কনেত্রাদিতঃ

অবলীলো নয়নান্তো যন্ত তন্ত ভাব স্ততয়া অস্ততে বদন চন্দ্রস্ত ক্ষপিতা
যাপিতা ॥ ৪৯ ॥

মধু প্রিয়বয়স্ত সৰ্ব্বজ্ঞোহসি কিমিতি মম হৃদয় স্থিতং পদ্যার্দ্ধং এনং
জ্ঞাস্তসি ।

ললিতা রাধে অদ্যাপি সন্দিগ্ধাসি । পশু রতি বিলাস পিশুনানি নাগরস্ত
চজ্জানি অজ্জানি । লঙ্গ চঙ্গো মনোহর ইত্যভিধানং ॥ ৫০ ॥

চন্দ্রে অবলীন (অর্পিত) নয়ন প্রাপ্ত হইয়া কষ্ট সৃষ্টি
যামিনী যাপন করিয়াছেন ॥ ৪৯ ॥

মধুমঙ্গল । প্রিয়বয়স্ত ! তুমি সৰ্ব্বজ্ঞ, নতু বা কিরূপে আমার
মনোগত পদ্যার্দ্ধ জানিতে পারি লা ॥

ললিতা । রাধে ! তুমি কি এখনও সন্দেহ করিতেছ, দেখ
দেখ, নাগরের মনোহর অঙ্গে রতি বিলাস চিহ্ন সকল
স্পষ্ট রূপে প্রকাশ পাইতেছে ॥ ৫০ ॥

(এই বলিয়া ঈর্ষার সহিত সংস্কৃত ভাষায়)

হে বালে ! যিনি গোপসুবতিগণের স্তন তটে নেত্রাঙ্ক

কামং শ্যামশিলা বিলাসি হৃদয়াচ্ছেতঃ পরাবর্তয় ।

বিদ্যাঃ কিং নহি যদ্বিকৃত্য কুলজাঃ কেলিভিরেষ স্ত্রিয়ে

ধূর্তঃ সংকুলয়ন্ কলঙ্ক ততিভি নিঃশঙ্কমুন্মুখতি ॥

রাধিকা । হক্কা হক্কা স্মৃষ্টু বিড়ম্বিতাম্ ।

কৃষ্ণঃ । প্রিয়ে মূধৈব মাং দূয়সসি ॥

ক্ৰীরাধা । সোপালম্ভং সংস্কৃতেন ॥

মুক্তান্ত নিমিষং মদীয় পদবীমালোকমানস্য তে

জানে কেশর রেণুভি নির্পতিতৈঃ শোণীকৃতে লোচনে ।

শ্যাম শিলেব বিলাসি হৃদয়ঃ যন্ত কলঙ্ক সমূহৈঃ সংকুলয়ন্ ব্যাপয়ন্ ।
রাধিকা হা দিক্ হা দিক্ স্মৃষ্টু বিড়ম্বিতাম্ । মুক্তং ত্যক্তং অন্তর্মধ্যে নেত্রেপি

অপর্ণ করিয়া থাকেন, যাঁহার হৃদয় শ্যামশিলার ন্যায়
স্বকঠিন, যথেষ্ট রূপে সেই কৃষ্ণ হইতে চিত্ত প্রতি
নিবৃত্ত কর । আমরা কি জানি না ! ঐ ধূর্ত ক্ৰীড়াচ্ছলে
কুলকামিনীগণকে আকর্ষণ করিয়া পরে তাহাদিগের
কলঙ্ক বিস্তার পূর্বক আকুলিত করিয়া নিঃশঙ্কে পরি-
ত্যাগ করিয়া থাকেন ॥

ক্ৰীরাধা । হা দিক্, হা দিক্ ! ভাল বিড়ম্বিত হইলাম ॥

কৃষ্ণ । প্রিয়ে ! আমাকে মিথ্যা দোষ দিতেছ ।

ক্ৰীরাধা । (তিরস্কারের সহিত সংস্কৃত ভাষায়) ।

কৃষ্ণ ! আমার পথের প্রতি অনিমিষ লোচনে দৃষ্টি-
পাত করিয়া পুষ্প রেণু সকল পতিত হইয়াছিল তাহা-
তেই তোমার লোচন রক্তবর্ণ দেখিতেছি, এবং বন মধ্যে

শীতৈঃ কানন বায়ুভি বিরচিতো বিন্ধাধরেচ ত্রণঃ

সঙ্কোচং ত্যজ দৈবহতয়া ন ত্বং ময়া দূষ্যসে ॥ ৫১ ॥

নিমিষং এবং যথাস্থাং কেশর রেণুভিরেব নতু সংভোগ জাগরৈঃ ত্রণ ইতি
প্রিয়াদস্তাঘাতৈরিতি ॥ ৫১ ॥

ভ্রমণ করিতে করিতে শীতল বায়ুর সংসর্গে বিন্ধাধর ক্ষত
হইয়া গিয়াছে অতএব তুমি সঙ্কোচ করিতেছ কেন ?
এ মন্দ ভাগিনী ত তোমাকে দোষ দিতেছে না ॥ ৫১ ॥

এই স্থলে খণ্ডিতা নায়িকা ॥ * ॥

বিভাষ ॥

কি দোষ তোমার, স্নহ স্নন্দর, দূর দিনে কিবা নহে ।
একে করে আন, ছুরবিধি কাম, কাহা হৈতে কিবা
হয়ে ॥ মাধব কি কাজ বিচারে আর । তোমার আমার,
এক কলেবর, অভেদ জানিল তার ॥ ধ্রু ॥ মোর আগমন,
পথেতে নয়ন, খুইয়া আছিলে তুমি । তাহাতে পুলক,
না ছিল তিলেক, কারণ জানিল আমি ॥ কেশর কুসুম,
রেণু অনুপম, ভরিল নয়ান যুগে । তেঞি সে নয়ন,
ভৈগেল অরুণ, কিম্বা প্রতি অনুরাগে ॥ বনের ভিতর
অতি স্নশীতল, পবন বহিল জানি । অলসে দশন, লাগে

* পূর্বে সঙ্কেতিত কাল ব্যত্যয় করিয়া বাহার প্রিয়তম অশ্রু প্রেয়সীর সহিত
নিশি যাপন করিয়া তদীয় ভোগ চিহ্ন ধারণ পূর্বক যদি প্রাতঃকালে সমাগত
হয়েন, তদর্শনে পূর্ব নায়িকা খণ্ডিতা অবস্থা প্রাপ্ত হয় । ক্রোধ, দীর্ঘ নিশ্বাস
পরিত্যাগ ও তৃক্ষীকৃত অবলম্বন ইত্যাদি খণ্ডিতা নায়িকার চেষ্টা ॥

কৃষ্ণঃ । প্রিয়ে তবাবধীনস্ত্র মে সঙ্কোচোপলঙ্কারায়ৈব ।
রাধিকা । সাহীনো সৰ্বলোভ বিকৃথাদোহসি কথং মমাবধীণো
হুবিস্‌সসি ॥

রাধিকা স্বাবধীনঃ সৰ্বলোক বিকৃথাতোসি কথং মমাবধীণো ভবিষ্যসি ॥ ৫২ ॥

তে কারণ, ক্ষতধর অনুমানি ॥ তোমার নয়ন, কাজর
ভরম, অঞ্জন ভাজন লঞা । চুম্বন করিতে, অধরবিশ্বেতে
রহি গেল সে লাগিঞা ॥ সোনার বরণ, বাসিত কঙ্কুম,
লেপন স্নগন্ধ লাগি । আমারে মারিয়া, তারে কোলে
লঞা, আছিল রজনী জাগি ॥ সেই যে কঙ্কুম, হৃদয়ে
লেপন, দেখি এই পরতেক । অতএব কি ফল, বিনয়ে
কেবল, জীউ তুয়া হাম এক ॥ আমার বিরহে, আকুল
হৃদয়ে, ধোয়ানে আমারে লঞা । সিন্দুর রচিলে, আপন
কপালে, এ মোর ললাট করিয়া ॥ এ মোর অধীন, হইয়া
সেবন, করিতে চরণ তলে । ভরমে যাবক, ভরিয়া
অলক, আপনা আপনি দিলে ॥ বলয় কঙ্কন, চিহ্ন
মনোরম, সে যে দেখি কেন পিঠে । সিন্দুর অধর, সুরাগ
তাম্বুল, কেন বা যুগল দিঠে ॥ নীল উতপল, জিনিঞা
সুন্দর, বরণ মাঝার ভেল । এ যত্ননন্দন, দাস তহি ভণ,
মদনে বেদনা দিল ॥ ৫১ ॥

কৃষ্ণ । প্রিয়ে ! আমি তোমার অধীন, স্ততরাং সঙ্কোচও
আমার অলঙ্কার স্বরূপ ॥

শ্রীরাধা । তুমি যে, সকল লোকে স্বাবধীন বলিয়া বিখ্যাত,

কৃষ্ণঃ । রাধে তবানীনো নাহমেব কেবলোন্মি কিন্তু তে মে
দশাবতারান্শচ ॥ ৫২ ॥

তথাহি ॥

চঞ্চলমীন বিলোচনাসি কমঠোৎ কুম্ভস্তনী সঙ্গতা

ক্রোড়েন স্ফুরতা তবায়মধরঃ প্রহ্লাদসম্বন্ধনঃ ।

মধ্যোহসৌ বলিবন্ধনো মুখরুচা রামাস্ত্রয়ানির্জিতা

ক্রোড়েন ক্রোড়দেশেন শব্দ শ্লেষণে ক্রোড়ো বরাহঃ । প্রকর্ষঃ প্রহ্লাদ-
মানন্দং পক্ষে প্রহ্লাদঃ সম্বন্ধয়তীতি নুসিংহঃ । বলিঃ বধাতীতি বলিবন্ধনো
বামনঃ । বলিভি ত্রিবলি বন্ধনঃ যন্তেতিচ রামা রমণাঃ শব্দ শ্লেষণে ত্রয়ো-
রামান্শচ শ্রিয়া কাস্ত্যা ঘনতা নিবিড়িতাচ ত্রয়া লেভে ত্রীঘনো বুদ্ধশ্চ মনসি
কঙ্কিতা মালিগ্নঃ ইদানীং মানাবসরে ক্রোড়ায়িতার্থঃ । কঙ্কীচ অন্তিমো-
হবতারঃ ॥ ৫৩ ॥

তবে আমার অধীন হইবে কেন ? ॥

কৃষ্ণঃ । রাধে ! কেবল আমিই যে তোমার অধীন এমত
নহে, আমার দশটি অবতারও তোমার অধীন ॥ ৫২ ॥

উক্তার্থের প্রমাণ ।

মানিনি ! তোমার লোচন চঞ্চল মীন সদৃশ, কমঠ
পৃষ্ঠ অপেক্ষাও তোমার স্তন স্তকটিন, দীপ্তিশালি ক্রোড়
দেশে মিলিতা হইয়াছে, তোমার অধরবিন্ধ প্রহ্লাদকে
(আনন্দকে) সম্বন্ধন করিতেছে, মধ্য দেশে বলিবন্ধন
অর্থাৎ ত্রিবলি রেখায় স্পর্শোভিত, মুখ কাস্তি দ্বারা রামা
গণকে জয় করিয়াছে, তোমার অঙ্গে নিবিড় শোভা ধৃত
হইয়াছে এবং তুমি মনোমধ্যে কলিককে অর্থাৎ কলহকে

লেভে শ্রীঘনতাদ্য মানিনি মনস্যঙ্গীকৃত্য কল্লিকতা ॥ ৫৩ ॥

রাধিকা । হলা ললিত দে আঅগ্নিদং তুএ ।

ললিতা । কহু তুহ ওদারাও হান্দি জেজব সন্তি ।

জং এদাং চিহ্নাইং দীসন্তি ইতি সংস্কৃতেন ।

বন্যাস্ত গুরুচাপলং কঠিনতা গোসঙ্গতিঃ পাণিজ

রাধি সখি ললিতে আকর্ষিতং ত্বয়া ।

ললি । কৃষ্ণ তবাবতারা স্বযোব সন্তি । যদেতেষাং চিহ্নানি দৃশ্যন্তে ।
বন্য বন সমূহো জন সমূহশ্চ তন্মধ্যে গুরুচাপলমিতি মৎস্ত লক্ষণং কঠিনতা
কুর্মা লক্ষণং । গোসঙ্গতিরিতি বরাহ লক্ষণং গো পৃথ্বী পক্ষে স্পষ্টং ।
পাণিজানাঃ নখানাং ক্রোয়াঃ স্ত্রীণাং হিরণ্যকশিপোশ্চ বক্ষো বিদারণেনেতি
নৃসিংহ লক্ষণং । দন্তে কাপট্যাহেতৌ রুচির্যন্তেতি বাম লক্ষণং স্তম্ভ চণ্ডিয়ে
ধূর্তারঃ ঋক্পূরঙ্গঃ পথামালক্ষ ইত্যাকার সমাসান্তাটোপ স্তচণ্ডি মধুরা ইতি
পরশুরাম লক্ষণং তত্রোগ্রাং প্রাধাত্ত্বাৎ অলমতিশয়েন কেশানাং বিধ্বংসন

অঙ্গীকার করিয়া বিরাজ করিতেছ ॥ ৫৩ ॥

শ্রীরাধা । সখি ললিতে ! তুমি শুনিলে ত ? ॥

ললিতা । কৃষ্ণ ! তোমার অবতার সকল তোমাতেই আছে,

কারণ ঐ সকলের চিহ্ন তোমাতে দেখিতেছি ॥

(এই বলিয়া সংস্কৃত ভাষায়)

তোমার অরণ্য মধ্যে চাক্ষল্যই মীনাবতার, কঠিনতাই
কুর্মাৱতার, গো সঙ্গতি বরাহাবতার, নখরের ক্রুরতাই
নৃসিংহাবতার, কপটতাই বামনাবতার, প্রচণ্ড মাধুর্য্যই

ক্রোধ্যাং দন্তরুচিঃ স্ফুটমধুরা লক্ষণে বিশ্বংমনং ।

অশ্রান্তোন্মদ লৌল্যমিচ্ছ কদনং নিস্ত্রিংশ লীলোন্মতি

মীনেন্দ্রাদ্যবতারতঃ স্ফুটমগী ভ্রাজন্তি ভাগ্যস্থয়ি ॥ ৫৪ ॥

কৃষ্ণ । সখে পশ্য পশ্য ।

ললিতাহজনি দুর্ল্ললিতা বভূব রাধা দুরারাদা ।

তপ্তে ময়ি ন চ্ছায়াং শশাক কৰ্ত্তুং বিশাখেয়ং ॥

মাকর্ষণং অর্থাৎ স্ত্রীণাং লক্ষণো রাবণ তন্ত বিশ্বংমনং চেতি রাম লক্ষণঃ
অশ্রান্ত মবিরতঃ উৎকটেন মদেন অহঙ্কারেণ মদিরাদি জনিতমন্ত তয়াচ
লৌল্যঃ চাক্ষু্যমিচ্ছ বলরাম লক্ষণঃ । ইষ্টানাং সুহৃদামন্ত্রাকঃ কদনঃ দুঃখ
দায়িত্বং ইষ্টং যজ্ঞশ্চ তন্ত কদনং বিনাশনং চেতি বুদ্ধ লক্ষণঃ নিস্ত্রিংশস্ত
খড়্গশ্চৈব তীক্ষ্ণা লীলয়া উন্নতি যন্ত পক্ষে খড়্গধারিত্বেন কঙ্কি লক্ষণঃ ॥ ৫৪
বিশাখেতি । বিগতা শাখা যন্তাঃ ইতিচ ॥ ৫৫ ॥

পরশুরামাবতার, স্ত্রীগণের কেশাকর্ষণই রাবণ বিশ্বংমন
অর্থাৎ রামাবতার, অবিরত উৎকট অহঙ্কার ও মদিরাদি
জনিত মন্ততা নিবন্ধন চপলতাই বলরামাবতার, সুহৃদগণ
আমাদের অথবা যজ্ঞ বিশ্বংমনই বুদ্ধাবতার এবং খড়্গের
ন্যায় তীক্ষ্ণ লীলাই কল্কী অবতার, এই রূপে মৎস্যাদি
দশ অবতারের অংশ স্পষ্ট রূপে তোমাতেই বিরাজ-
মান ॥ ৫৪ ॥

কৃষ্ণ । সখে ! দেখ দেখ । ললিতা এখন দুর্ল্ললিতা অর্থাৎ
দুর্জ্জন হইল, যিনি রাধা তিনিও এখন দুরারাদা অর্থাৎ
ক্রদ্ধা হইলেন, এবং আমি উত্তপ্ত হইয়াছি, শাখাশূন্য বিশা-

ইতি বটোঃ করান্মল্লীদাম গৃহীত্বা স চাটু প্রণামং ॥ ৫৫ ॥

অগিয়মুরুগুণা তে চিত্তবীথীব রাধে

শুচিরতি স্নকুমারী কামগামোদিনীচ ।

নথ পদ শশিরেখা ধান্নি পুষ্পাতু কান্তিং

তব কুচ শিবমূৰ্দ্ধি স্বধু'নী বিভ্রমেণ ॥ ৫৬ ॥

ইতি ক্রসংজ্ঞয়া বিশাখামনুকূলয়ন্যালাং সমর্পয়তি ।

বিশাখা । মাল্যং নিবেদয়ন্তী সংস্ক তেন ।

যস্মিন্নেত্র সরোরুহাঙ্গনভুবঃ প্রাপ্তে বিদূরং মনাক্

স্বধু'নী গঙ্গা ॥ ৫৬ ॥

হে তবঙ্গি এবমুত্তে তস্মিন্ কাকু পরায়ণে বাম্যানি বামহ্যানি তে তব

খাও আমাকে ছায়া প্রদান করিতে সমর্থ হইতেছে না।

(এই বলিয়া বটুর হস্ত হইতে মল্লীপুষ্পের মালা গ্রহণ করিয়া চাটু বাক্য ও প্রণামের সত্চিত) ॥ ৫৫ ॥

হে রাধে ! মহৎ গুণশালিনী এই মালা তোমার চিত্ত
শ্রেণীর ন্যায় নির্মল, স্নকোমল ও যথেষ্ট রূপে আমোদ
প্রদায়িনী হইয়াছে অতএব এ তোমার কুচরূপ শস্ত্রুশিরে
গঙ্গাধারার ন্যায় স্নশোভন নথ চিহ্ন রূপ চন্দ্র রেখার
লাবণ্য সমূহের মধ্যবর্তী হইয়া তোমার কান্তি পোষণ
করুক ॥ ৫৬ ॥

(এই বলিয়া ক্র সংকেত দ্বারা বিশাখাকে অনুকূল
করত মাল্য সমর্পণ করিলেন)

বিশাখা । (মাল্য নিবেদন পূর্বক সংস্কৃত ভাষায়) হে

সদ্যন্তে নিমিষোহপি যাতি তুলনাং তদ্বজ্জি মন্বন্তরৈঃ ।

বৃন্দারণ্য কদম্ব মণ্ডপতট ক্রীড়াভরাখণ্ডে ।

অগ্নিন্ কাকুপরায়ণে তব কথং কাম্যানি বাম্যান্যপি ॥৫৭

রাধিকা । সাভ্যসূয়ং । অব্যেহি নিবুন্ধিএ অব্যেহি ।

কৃষ্ণঃ । ধূলি ধূষরিত চন্দ্রকাক্ষলশ্চন্দ্রকান্তমুখি বল্লভোজনঃ ।

অপর্যম্মুহুরয়ং নমস্ক্রিয়াং ক্ষিততে তব কটাক্ষ মাধুরীং ॥

কাম্যানি ইচ্ছাম্পদানি ভবন্তি অর্থাৎ নৈবেতি শেষঃ । তত্র কারণমাহ বস্মিন্
শ্রীকৃষ্ণ নেত্র সরোরুহাজনস্ত ভূমেন্নাক্ষৈষদপি বিদূরং প্রাপ্তে নিমিষোহপি
মন্বন্তরৈ স্তলনাং যাতি প্রাপ্নোতি । পুনঃ কীদৃশে বৃন্দারণ্য কদম্ব মণ্ডলস্ত তটে
যঃ ক্রীড়াভরঃ ক্রীড়াতিশয় স্তস্ত আখণ্ডে ইন্দ্রে স্বচ্ছন্দ বিহারিহাং ॥ ৫৭ ॥

অব্যেহি অপগচ্ছ নির্বুদ্ধে ।

কৃশাঙ্গি ! যিনি তোমার নয়ন পদ্ম রূপ প্রাঙ্গন ভূমির
ঈষৎ দূরগামী হইলে তুমি নিমেষ কালকেও মন্বন্তর জ্ঞান
করিয়া থাক, যিনি বৃন্দারণ্যস্থ কদম্ব মণ্ডপ তটে বিহারার্থ
ইন্দ্র স্বরূপ, সেই কৃষ্ণ আজ তোমাকে চাটু বচনে স্তব
করিতেছেন অতএব হে রাধে । তোমার কি তাঁহার
প্রতি ইচ্ছা পূর্বক বাম্য ধারণ করা উচিত ॥ ৫৭ ॥

শ্রীরাধা (অসূয়ার সহিত) অরে নির্বুদ্ধিকে ! দূর হ,
দূর হ ॥

কৃষ্ণ । হে চন্দ্রকান্ত মুখি ! তোমার এই প্রিয়জন মন্তকস্থ
চুড়ার ময়ূর চন্দ্রকের অঞ্চল ধূলি ধূষরিত করত প্রণাম
করিয়া তোমার কটাক্ষ মাধুরী ভিক্ষা করিতেছে ।

বিভাষ ॥

তোমার অধীন, আমি সর্ব্ব ক্ষণ, এত রোষ কেন
 মোরে । মোর মুখ হেরি, কুটিলতা ছারি, প্রকাশহ
 দিঠি জোরে ॥ শুনহ স্নন্দরি ধনি রাই । তোমার
 বিরহে হৃদয় বিশেষে, মদন বেদন পাই ॥ ধ্রু ॥ এ তুয়া
 নয়ন, খঞ্জন সমান, নাচয়ে আনন্দাবেশে । তারে কি
 লাগিয়া, রাখিলে বাঙ্কিয়া, ভুরু ভুজঙ্গিনী পাশে ॥
 বদন বিমল, জিনিঞা কোমল, তাহা যে মৈলান দেখি ।
 আমার নয়ান, ভ্রমর সমান, পাইয়া ফিরয়ে দুঃখী ॥
 তোমা বিনু আমি, আর নাহি জানি, এ তনু বচন মনে ।
 তুয়া মধু বাণী, মন্দ হাস্য খানি, আমার জীবন ধনে ॥
 তোমায় বিরস, দেখিয়া অবশ, হইল আমার তনু । নদী
 জল বিনে, করয়ে মৈলানে, নীল উতপল জনু ॥ হিয়া
 কুমুদিনী, চান্দে র চান্দনী, কেবল আমার তুমি । আমার
 জীবন, চাতকের ঘন, তুমি সে জানিয়ে আমি ॥ আমার
 পরাণ, মহাজন সম, তাহার বিহার কাজে । সুখ সরো-
 বর, তুমি সে সকল, তোহে কি কহিতে লাজে ॥ দেখ
 তুয়া পায়ে, এখন লোটায়ে, চুড়ায় চন্দ্রক মোর । নয়ন
 কটাক্ষ, করি মোরে দেখ, পায়ে নিবেদিনু তোর ॥
 করিয়া প্রণাম, মাগি এই দান, দেখহ প্রসন্ন আঁখি ।
 এ যদুনন্দন, কহে ধনি শুন, কাতরে পীড়ন কি ॥

ললিতা । রাহে ঝড়ি কন্দরং পরাবট্টেহি পুট্ঠদো আআরেদি
অজ্জিআ ॥

রাধিকা । তথা করোতি ॥ ৫৮ ॥

প্রবিশ্ণু মুখরা । কৃষ্ণং বিলোক্য সংস্কৃতেন ।

বনাসক্তং চেতঃ প্রণয়তি গৃহাদেবা বিরময়ন্

বরেণ্যং বন্ধুনাং প্রণয়মপি বিস্মারয়তি যঃ ।

মহাধূর্ত শ্রেণী গুণগরিম বিস্তারণ গুরোঃ

করোৎসঙ্গে তস্য ভ্রমপি সরলে পুত্রি পতিতা ॥ ৫৯ ॥

মধুমঙ্গলঃ । জনান্তিকং । ভো বঅস্ স মারুদ বাআলী কিদ

চন্দ্রাদপি কাস্তং মুখং যস্তাঃ হে তথা বিধে ।

ললিতা । ঝড়িতি কন্দরং পরাবর্তয়ঃ পৃষ্ঠতঃ আকারয়তি আহ্বয়তি ॥ ৫৮

গৃহাদিরময়ন্ গৃহাদিরতং কৃষ্ণা বনাসক্তং চেতঃ করোতীত্যর্থঃ । ধূর্ত
শ্রেণী গুণানাং গরিমা আধিক্যং তস্য বিস্তারণে প্রকাশনে পটোদকস্ত ॥ ৫৯ ॥

ললিতা । রাধে ! শীঘ্র পশ্চাদ্ভিকে আপনার কন্দর পরা-
বর্তিত কর, আৰ্য্যা মুখরা ডাকিতেছে ॥

শ্রীরাধা । তাহাই করিলেন ॥ ৫৮ ॥

মুখরা । (প্রবেশ পূর্বক কৃষ্ণকে দেখিয়া সংস্কৃত ভাষায়)

পুত্রি ! যে গৃহ হইতে চিত্তকে প্রতি নিবৃত্ত করিয়া বনে

আসক্ত করায়, যে বন্ধুজনের গুরুতর প্রণয়কেও বিস্মরণ

করিয়া দেয় এবং যে ধূর্তশ্রেণীর গুণ গরিমা বিস্তার

বিষয়ে গুরু, হে সরলে ! তুমিও সেই কৃষ্ণের হস্তমধ্যে

পতিত হইয়াছ ॥ ৫৯ ॥

মধুমঙ্গল । (হস্তাবরণ করিয়া) বয়স্য ! বায়ুবেগে বাচালমুখী

মুখী তুজ্ব বংশীক্স বুড্টিআপত্তা তা এথ কিং বিলম্বসি ।

কৃষ্ণঃ । সখি ক মে বংশী ।

মধুমঙ্গলঃ । সঅং জেব জাগাসি কহিং ত্তি ।

কৃষ্ণঃ । স্ফুটং রাধিক্যৈব হতেয়ং তদেনাং বিনা কথং
প্রস্থানমুচিতং ॥

মধুমঙ্গলঃ । সপরিহাসং । ভো ইদং কখু অক্ষাণং গুরুঅং
ভাঅধেয়ং জং ইমাহিং মোহিনীহিং তুমং চোরিয়ণ
সঙ্গোবিদোসি । তা চিট্ঠু বরাগী মুরলিআ অত্তাণং

মধু । বয়স্ত মারুত বাচালীকৃত মুখী তব বংশীব বুদ্ধা প্রাপ্তা । তদত্র
কিং বিলম্বসে ।

মধু । স্বয়মেব জানাসি কুত্রেতি । ভো ইদং খলু অস্মাকং গরিষ্ঠং ভাগ-
ধেয়ং । যদেতাভি মোহিনীভিঃ স্বং চোরিয়স্বা ন সংগোপিতোসি তত্তিষ্ঠতু
বরাকী মুরলিকা আত্মানং গৃহীত্বা পলায়ামঃ ॥ ৬০ ॥

বংশীর ন্যায় বুদ্ধা মুখরা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে,
তবে আর এখানে বিলম্ব করিতেছ কেন ? ॥

কৃষ্ণ । সখে ! আমার বংশী কোথায় ? ॥

মধুমঙ্গল । কোথা আছে তা তুমিই জান ॥

কৃষ্ণ । আমি নিশ্চয় জানিয়াছি শ্রীরাধাই হরণ করিয়াছেন,
তবে মুরলী ব্যতিরেকে কি প্রকারে গমন উচিত হয় ॥

মধুমঙ্গল । সখে ! এ আমাদের পরম ভাগ্য, যে হেতু এই
মোহিনীগণ তোমাকে চুরি করিয়া কখনই গোপন রাখিতে
পারিবে না, তবে বরাকী বংশী থাকুক, আমরা আপনা

ঘেত্নং পলাতক ॥

কৃষ্ণঃ । সন্মিতং রে বাচাট তিষ্ঠ তিষ্ঠ ইতি পরিক্রমা ॥ ৬০ ॥

সুন্দরি বিন্দুচ্যুতকে তব নৈপুণ্যং বভূব পুণ্যেন ।

শশিমুখি বশীকৃতভূতবংশী মম যত্নয়া ত্বরয়া ॥

রাধিকা । সজ্জভঙ্গং । মুঞ্জেহি গং ভঙ্গীএ কলঙ্কারোপগং

কা জাণাদি তুঙ্গ বংসিঅং ॥ ৬১ ॥

ললিতা । সংস্কৃতেন ।

ন কাচিদেগোপীনাং ভবতি পরবিত্ত প্রণয়িনী

বিন্দুচ্যুতকে অলঙ্কার বিশেষে তব নৈপুণ্যং অভ্যাসঃ । বংশী বশীকৃত্য অপনীত । পক্ষে বিন্দু বিশিষ্টা বংশী বিন্দুঃ লুপ্তা বশীকৃত্য ইতি বিন্দুচ্যুত-কালঙ্কারঃ ।

রাধি মুঞ্চ ভঙ্গ্যা কলঙ্কারোপগং কা জানাতি তব বংশীকাং ॥ ৬১ ॥

লইয়া পলায়ন করি ॥

কৃষ্ণ । (দীর্ঘং হাস্য পূর্বক) অরে বাচাল ! থাক থাক ।

(এই বলিয়া মুখ ফিরাইয়া) ॥ ৬০ ॥

সুন্দরি ! পুণ্য বলেই বিন্দুচ্যুত অলঙ্কার বিশেষে

তোমার বিলক্ষণ নিপুণতা আছে । হে শশিমুখি ! তুমি

আমার বংশীকে বশীভূত করিয়াছ ॥

শ্রীরাধা । (ভ্রু ভঙ্গের সহিত) ভঙ্গী দ্বারা কলঙ্কারোপণ

পরিত্যাগ কর, কে জানে তোমার বংশী কোথায় ॥ ৬১ ॥

ললিতা । (সংস্কৃত ভাষায়) কৃষ্ণ ! গোপীদিগের মধ্যে

কখন কেহ পরবিত্ত হরণ করে নাই, আমরা সতী স্ত্রী

সতীনাগস্মাকং ন বদ পরিবাদং ননু মুখা ।

ইত্যর্কোক্তে ॥

কৃষ্ণঃ । সখি ললিতে প্রসীদ প্রসীদ দর্শয় সখ্যো দাক্ষিণ্যং ॥

ললিতা । অলং জম্পৈরেভি ব্রজ নিজ নিকেতং দ্রুতমিতো

বয়ং কিং সংবৃত্তা স্তব কিতব বেণোঃ প্রতিভুবঃ ॥ ৬২ ॥

রাধিকা । বুদ্ধামাসাদ্য অজ্জ দিট্ঠং তুএ অত্তণ গত্তণো

চরিত্তং জং এসো অম্মাণং চোরিআ পরিবাদং দেদি ॥

মুখরা । সংসংসত্তং । রে কহুড় সবং মএ বিঘাদং জং

সখ্যো ময়ি কিতব ধূর্ত প্রতিভুবো নগ্নকাঃ ॥ ৬২ ॥

রাধি আর্যো দৃষ্টং ত্বয়া আত্মনঃ নপ্তুশ্চরিত্তং । যদেষ অস্মাকং চোরিকা
পরিবাদং দদাতি । মুখরে কৃষ্ণ সত্যং ময়া বিজ্ঞাতং যদপত্রীং মন বিড়ম্বিতুং

আমাদিগকে মিথ্যাপবাদ প্রদান করিও না । (এই
অর্কোক্তির পর) ॥

কৃষ্ণ । সখি ললিতে ! প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও, বন্ধুজনে সর-
লতা প্রদর্শন কর ॥

ললিতা । আর বৃথা কথার প্রয়োজন নাই, শীঘ্র এখান হইতে
নিজ গৃহে গমন কর, হে ধূর্ত ! আমরা কি তোমার বেগুর
প্রতিভু অর্থাৎ জামিন হইয়াছি না কি । ॥ ৬২ ॥

শ্রীরাধা । (বুদ্ধার নিকট গমন করিয়া) বুদ্ধে ! আপনার
নপ্তার অর্থাৎ নাতির চরিত্র দেখিলেন ত ? এ আমাদি-
গকে চৌরাপবাদ প্রদান করিল ॥

মুখরা । (সক্রোধে) অরে কৃষ্ণ ! আমি সত্যই জানিলাম, তুমি

নভিঅং মহ তুমং বিড়ম্বেছং লক্কোসি ॥

মধুমঙ্গলঃ । অই নিট্ঠুর শংসিনি গিববংসিঅং হরিঅ তুজ্জ্ব
ণভিণী তুমং দুগ্গং লক্কা ॥ ৬৩ ॥

কৃষ্ণঃ । আর্যো মুখরে সত্যমাহ বয়স্যঃ ।

মুখরা । অই রাহি অবি কিং সুব্বং এদং । ^{মতঃ}

রাধিকা । অজ্জ বুদ্ধাবণে ইন্ধনাগাং কিং মহগ্গদা জাদা জং
হথমেত্তা বংস কট্ঠিআ অন্নেহিং হরিদব্বা ।

লক্কোসি ।

মধু অয়ি নিট্ঠুর শংসিনি মিথ্যা ভাষিণি নির্বংশিকে বংশিকাং হুত্বা তব
নপ্ত্রী ত্বাং দুর্গং লক্কা ॥ ৬৩ ॥

মুখ অয়ি রাধে অপি কিং সত্যমিদং ।

রাধি আর্যো বুদ্ধাবনে ইন্ধনানাং মহার্ঘতা জাতা যং হস্তমাত্রা বংশী
কাষ্ঠিকামস্মাভির্ভব্যা ।

আমার নপ্ত্রীকে (নাতিনীকে) বিড়ম্বিত করিতে আসি-
য়াছে ॥

মধুমঙ্গল । অয়ি নিট্ঠুর ভাষিণি, নির্বংশিকে । তোমার
নপ্ত্রীই (নাতিনীই) বংশী চুরি করিয়া দুর্গরূপ তোমাতে
প্রবেশ করিয়াছে ॥ ৬৩ ॥

কৃষ্ণ । আর্যো মুখরে ! বয়স্য সত্য বলিয়াছে ॥

মুখরা । অয়ি রাধে ! একি সত্য বটে ? ॥

শ্রীরাধা । আর্যো ! বুদ্ধাবনে কি কাষ্ঠ দুর্মূল্য হইয়াছে, যে
আমরা হস্ত মাত্র কাষ্ঠ বংশী অপহরণ করিব ॥

কৃষ্ণঃ। স্নিগ্ধা হন্ত পীতে প্রচণ্ডদেবি যদি বেণুং নজহর্থততঃ
কথং তদ্বার্তায়াং স্নিত কুটুলোল্লাসাতুংফুল্ল কপোলা
দোলায়িত দৃগন্তাসি ।

মুখরা । সাক্রোশং । চঞ্চল অহিমগ্নুণে। সধম্মিণী তুজ্বা
বন্দনিজ্জা তহবি পরিহসিজ্জই ॥ ৬৪ ॥

মধুমঙ্গলঃ । মুখরে এসো জ্ঞোপবীদস্ স সবামি দিট্ঠং
মএ পুহবী বিলগ্গসেহরেন অজ্জ রাহিআ বন্দিতাপি অব-

মুখ চঞ্চল অভিমত্তোঃ সহধর্মিণী প্লবী তব বন্দনীয়া বন্দনযোগ্যা ।
ব্রজেশ্বরী মাতুল পুত্র ভার্য্যাস্থেন মাতুলানী সম্বন্ধাদিত্যর্থঃ । তদপি পরি-
হন্তসে ॥ ৬৪ ॥

মধু মুখরে এষ যজ্ঞোপবীতায় শপামি । দৃষ্টং ময়া পৃথিবী বিলগ্ন শেখরেন
অদ্য রাধিকা বন্দিতা প্রিয়বয়ন্তেন ।

কৃষ্ণ । (ঈষৎ হাস্য করিয়া) অহো ! গৌরাঙ্গি প্রচণ্ডদেবি !
যদি বেণুই না হরণ করিয়া থাকিবা তবে কেন মুরলীর
কথায় ঈষৎ হাস্য নিবন্ধন তোমার কপোল দেশ উৎফুল্ল
ও লোচনাঞ্চল দোলায়িত হইতেছে ॥

মুখরা । (আক্রোশের সহিত) চঞ্চল ! অভিমন্যু পত্নী
তোমার বন্দন যোগ্যা অর্থাৎ ব্রজেশ্বরীর মাতুল পুত্র ভার্য্যা
প্রযুক্ত তোমার মাতুলানী হয়, তবে কেন তুমি ইহার
সহিত পরিহাস করিতেছ ॥ ৬৪ ॥

মধুমঙ্গল । মুখরে ! এই যজ্ঞোপবীতের শপথ, আজ আমি
স্বচক্ষে দেখিয়াছি, প্রিয়বয়স্য ভূমিসংলগ্ন মন্তকে শ্রীরাধাকে

অস্মৈণ ॥

মুখরা । সানন্দং তদো ইমস্ স ধর্মো বড্টিস্ সদি ॥ ৬৫ ॥

সর্বৈ । স্মিতং কুর্বন্তি ।

মুখরা । কহুড় ইমিণা তুজ্জ্বা চাবলেণ থিজ্জিস্ সদি বল্লইন্দো ।

গন্দো তা গহুঅ গোমণ্ডলং সম্ভালেহি ।

কৃষ্ণঃ । আর্যো বিনা বেণুং বিপ্রকৃষ্ণায়া ধবলাবলোরাকৃষ্টি
দুর্ঘটা ।

ললিতা । কহু অবলা বলিণোত্তি কীস উজ্জুঅং গ কধেসি ।

মুখ ততোহস্ত ধর্মো বর্দ্ধিষ্যতি ॥ ৬৫ ॥

মুখ কৃষ্ণ অনেন তব চাপলেন থিদ্যন্ততি খেদং প্রাপ্নোতি বল্লবেস্তো নন্দঃ
তদগত্বা গোমণ্ডলং সম্ভালয় ।

ললি কৃষ্ণ অবলাবলোরিতি কস্মাৎ ঋজুং ন কথয়সি ।

প্রণাম করিয়াছেন ।

মুখরা । (আনন্দের সহিত) তবে ইহার ধর্ম বৃদ্ধি হইবে ॥ ৬৫
সকলে । হাস্য করিতে লাগিলেন ॥

মুখরা । কৃষ্ণ ! তোমার এই চাপল্যে গোপরাজ নন্দ দুঃখিত
হইবেন, অতএব তুমি গিয়া গো সকল রক্ষা কর ॥

কৃষ্ণ । আর্যো ! বেণু ব্যতিরেকে ইতস্ততঃ পলায়িত ধবলা
সকলের আকর্ষণ দুর্ঘট ॥

ললিতা । কৃষ্ণ ! অবলা সকলের এই সরল কথা না বলিতেছ
কেন ? ॥

কৃষ্ণঃ । ললিতে বৃদ্ধাদ্য সবলা যুয়ং ততঃ কথমিদং কথ-
য়িষ্যামি ।

মুখরা । সরোষং সংস্কৃতেন ।

নবীনাঞ্চে নপ্ত্রী চটুল নহি ধর্ম্মাত্তব ভয়ং

নমে দৃষ্টিমধ্যে দিনমপি জরত্যাঃ পটুরিয়ং ।

অলিন্দাত্ত্বং নন্দাত্ত্বজ ন যদি রে যাসি তরসা

তদাহং নির্দোষা পথি কিয়তি হংহো মধুপুরী ॥

মধুমঙ্গলঃ । সরোষং । দুশ্মুছি বুড্টিএ তুজ্বা কংসাদো

মধ্যে দিনং দিনস্ত্র মধ্যেপি । পারে মধ্যে বর্ষা বেতি সমাসঃ । কিয়তি
পথি নিকটে এবতি ভাবঃ । তেন মথুরাং গত্বা সর্কঃ কংসায় নিবেদ্য
শান্তিং কারয়ামীতি ভীষয়তি ।

মধু দুশ্মুখি বুদ্ধে তব কংসতঃ কিং ভয়ং বিভীষঃ যম্মধুপুরং আসন্নং কথয়সি ।

কৃষ্ণঃ । ললিতে ! আজ তোমরা মুখরার সহিত সবলা অর্থাৎ
বলিষ্ঠা, তবে তোমাদিগকে কিরূপে অবলা বলিব ॥

মুখরা । (সক্রোধে সংস্কৃত ভাষায়) হে চঞ্চল ! আমার অঞ্চে
নবীন নপ্ত্রী (নাতিনী) তোমার ধর্ম্ম ভয় নাই, আমি
বৃদ্ধা, মধ্যদিনেও আমার চক্ষুতে ভাল রূপে দৃষ্টি হয় না,
অতএব হে নন্দপুত্র ! তুমি যদি আমার অলিন্দ অর্থাৎ
ছাঁইচ হইতে শীঘ্র না যাও তবে আমিও নির্দোষা, অহো
মধুপুরীর পথই বা কত দূর অর্থাৎ কংসরাজকে সমুদায়
নিবেদন করিয়া তোমার শান্তি করাইব ॥

মধুমঙ্গল । দুশ্মুখি বুদ্ধে ! আমরা কি তোমার কংসরাজের

কিং অন্ধো ভাএক্স জং মহপুং আসন্নং কহেমি ।

মুখরা । সব্যাজং । অরে চিট্ঠ চিট্ঠ এসাহং গত্তিণিঅং
ষেত্তুণ রাঅসহং পথিদোন্নি । ইতি রাধাদিভিরমুগম্যমানা
নিজ্জান্তাঃ ।

কৃষ্ণঃ । সখে সমাগচ্ছ কালিন্দী কচ্ছমুপেত্য গবামুদ্দেশং
করবাবেতি । পরিক্রমা বলিত গ্রীবাং পশ্যান্ সোচ্ছ্বাসং ।
মুদ্রাং ধৈর্য্যময়ীং ক্ষণং বিতনুতে তারুণ্য লক্ষ্মীং ক্ষণং
সোপেক্ষাঃ ক্ষণমানোতি ভগতীরৌঃসুক্যভাজঃ ক্ষণং ॥
শুদ্ধাং দৃষ্টিমিতঃ ক্ষণং প্রণয়তি প্রেজ্ঞং কটাক্ষাং ক্ষণং
রোষণে প্রণয়েণ চাকুলিতধী রাধা দ্বিধা ভিদ্যতে ॥

মুখ তিষ্ঠ তিষ্ঠ এষাং নপত্নীং গৃহীত্বা রাজসভাং প্রস্থিতান্মি ॥ ৬৬ ॥

ভয়ে ভীত, যে নিকটবর্ত্তি মথুরা বলিতেছ ? ॥

মুখরা । (ছল পূর্বক) অহে ! থাক থাক, নপত্নীকে লইয়া
এই আমি রাজ সভায় চলিলাম, (এই বলিয়া শ্রীরাধা-
দির সহিত প্রস্থান) ॥

কৃষ্ণঃ । সখে ! আইস, আমরা কালিন্দী কুলে গো সকল
অন্বেষণ করি । (এই বলিয়া পশ্চাৎদিকে গ্রীবা বক্র
করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত) অহো ! শ্রীরাধা ক্ষণকাল
ধৈর্য্যময়ী মুদ্রা, ক্ষণকাল বা তারুণ্য লক্ষ্মী, ক্ষণকাল
উপেক্ষা, ক্ষণকাল বা ঔৎসুক্য বচন, ক্ষণকাল বিশুদ্ধ
দৃষ্টি এবং ক্ষণকাল বা বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া যৌষ ও
প্রণয় বশত আকুলিত বুদ্ধিতে দ্বিধা হইতেছেন ॥

ইতি নিজ্জাস্তাঃ সৰ্বে ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীবিদগ্ধমাধবে বেণুহরণ নাম চতুর্থোহঙ্কঃ ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি চতুর্থোহঙ্কঃ ॥ * ॥

(এই বলিয়া সকলের প্রস্থান)

॥ * ॥ ইতি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নকৃত ব্যাখ্যায় বিদগ্ধ-
মাধব নাটকে বেণুহরণ নাম চতুর্থ অঙ্ক ॥ * ॥



ততঃ প্রবিশতি পৌর্ণমাসী ।

পৌর্ণমাসী । স্নেহং শোকক্লষণো বিনোদ সদনং সন্দেতি
নাতথ্যং । স্নিগ্ধাদ্য রাধিকায়ান্ বদহং তেনাশু দক্ষাস্মি ।
পুরোহবলোক্য কেয়ং মধুমঙ্গলসঙ্গিনী বর্ততে ।
পুন নির্ভাল্য ॥

অজনিত শাসনভঙ্গা স্থিরজঙ্গম মণ্ডলৈঃ স্ববনে ।

বৈশাখ পূর্ণিমাতঃ পঞ্চম্যাঃ তিথেঃ প্রাতস্তনী মান বেণু হরগাদি লীলাং
বর্ণয়িত্বা ইদানীং তদ্দিনজৈবাপরাহু পর্য্যন্তঃ বৃদ্ধা প্রতারণ মানভঞ্জন বন
বিহরণাদি লীলাং প্রকাশয়িতুং পঞ্চম মঙ্গলভতে । ততঃ প্রবিশতীত্যাদিনা ।
স্নেহঃ প্রেম ত্রিলাদি রসশ্চ কুশালুরগ্নিঃ ॥ ১ ॥

বৈশাখী পূর্ণিমার পর পঞ্চমী তিথির প্রাতঃ কালীন
মান ও বেণু হরগাদি লীলা বর্ণন করিয়া ঐ দিবসেরই
অপরাহু পর্য্যন্ত বৃদ্ধা প্রতারণা, মান ভঞ্জন ও বন বিহারাদি
লীলা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত পঞ্চমাস্ক আরম্ভ হইতেছে ॥

(অনন্তর পৌর্ণমাসীর প্রবেশ)

পৌর্ণমাসী । স্নেহ সর্বদাই শোকাগ্নির বিলাস স্থান, এ কথা
সিখ্যা নহে, যে হেতু আমি স্ত্রীরাধাতে স্নেহ করিয়া আজ
সেই অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছি । (অগ্রে দৃষ্টিপাত পূর্বক)
মধুমঙ্গল সঙ্গিনী এ কে আমার দিকে আসিতেছে । (পুন-
র্বার দৃষ্টিপাত করিয়া) বৃন্দাবন মধ্যে স্থাবর জঙ্গম
প্রভৃতি কেহই যাহার শাসন উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না,
এবং যে, সকল প্রাণির শব্দ বুঝিতে পারে সেই বৃন্দা

নিখিল প্রাণেরুতজ্জা বিন্দতি পুরতঃ কথং বৃন্দা ॥

প্রবিশ্য বৃন্দা মধুমঙ্গলশ্চ । অম্ব বন্দে ॥

পৌর্ণমাসী । স্বস্তি যুবাভ্যাং ।

বৃন্দা । ভগবতি কথং শোচন্ত্যসি ॥

পৌর্ণমাসী । বৎসে বিদগ্ধ পুঙ্গবস্ত সঙ্গম লক্ষ্মাণি রাধিকায়।

মভিলক্ষ্য মন্যুমানভিমন্যুঃ সম্প্রতি মধুপূর্বাং সকুটম্ব
বস্ত্রমুৎকণ্ঠতে ॥ ১ ॥

তত্রাপি তদম্বা তদীর্ষা জম্বালাবলী জম্বায়াং কাদম্বিনী

তদম্বা জটীলা তত্তাং রাধায়াং বা ঈর্ষা সন্তোগ চিহ্নাদি দর্শনেন অক্ষান্তিঃ
সৈব জম্বালাবলী পক্ষ সমূহঃ তত্ত জম্বায়াং আবির্ভাব নিমিত্তে কাদম্বিনীভাবং
মেঘমালাত্বং আলম্ব্য রাধৈব হংসী তামুবেজয়তি ॥ ২ ॥

কেন আজ আমার অগ্রে আসিতেছে ॥

বৃন্দা ও মধুমঙ্গল । (প্রবেশ পূর্বক) মাতঃ ! বন্ধনা করি ।

পৌর্ণমাসী । তোমাদের মঙ্গল হউক,

বৃন্দা । ভগবতি ! আপনি কেন শোকাকুল হইয়াছেন ? ।

পৌর্ণমাসী । বাছা ! শ্রীরাধায় রসিক নাগরের সঙ্গম চিহ্ন
লক্ষ্য করিয়া। ক্রোধ পরায়ণ অভিমন্যু সম্প্রতি সকুটম্ব
মধুপুরীতে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছে ॥ ১ ॥

তাহাতে আবার তাহার মাতা জটীলা কৃষ্ণসন্তোগ
জনিত চিহ্নাদি দর্শনে ঈর্ষা রূপ পক্ষে মেঘমালা ভাব
অবলম্বন করিয়া রাধা নাম্নী হংসীকে উদ্বিগ্ন প্রদান করি-

ভাব মালম্ব্য রাধামরালীমুহুরজয়তি । তেনাদ্য শোচামি ।
বৃন্দা । পৌর্ণমাসী শুভাশীশ্চন্দ্রিকৈব বিদ্বান্ধকার সংহা-
রিণী ॥ ২ ॥

মধুমঙ্গলঃ । অজ্ঞে কহং তুজ্বা রাহোবরি বরিট্ঠং পেম্মং ।
পৌর্ণমাসী । বৎস সত্যমপি ভূরিণি প্রেমোদয় কারণে তস্যা-
মনন্যাপেক্ষি মমেদং প্রেম ।

বৃন্দা । যুক্তমিদং । যতঃ ।

জগতি কিল বিচিত্রে কুণ্ঠচিন্মিশ্চলাত্মা
ভবতি নিরভিসন্ধিঃ কস্যাচিৎ প্রেমবন্ধঃ ।

মধু আৰ্য্যে কথং তব রাধোপরি বরিষ্ঠং প্রেম । নিরভিসন্ধিঃ উপাধি শূন্তঃ
কুন্তজে সমুদীর্ণে অগন্ত্য উদয়তি সতি খঞ্জন সমূহো বিলসতি । তথা ইত্যং
গতবতি নাশমদর্শনং ॥ ৩ ॥

তেছে, সেই কারণে শোক করিতেছি ।

বৃন্দা । পৌর্ণমাসীর শুভাশীর্বাদ চন্দ্রিকাই বিদ্বান্ধকার সংহার
করিবে ॥ ২ ॥

মধুমঙ্গল । আৰ্য্যে ! কি প্রকারে শ্রীরাধার প্রতি আপনার
এরূপ গুরুতর প্রেম ॥

পৌর্ণমাসী । বাছা ! সত্যই শ্রীরাধার প্রতি প্রেমের বহুতর
কারণ থাকিলেও, তাহার প্রতি আমার এ অনন্যাপেক্ষি
প্রেম ॥

বৃন্দা । ইহা উপযুক্ত বটে । কেন না এই বিচিত্র জগতে
কোন বিষয়ে কাহারও অভিসন্ধিশূন্য নিশ্চল প্রেম হইয়া
থাকে, তাহার দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন অগন্ত্য উদয় হইলে

বিলসতি সমুদীর্ঘে কুন্তজে খঞ্জনালী

কলিত বতি তথাস্তং হস্ত নাশং প্রযাতি ॥ ৩ ॥

মধুমঙ্গলঃ । কেরিসং গিরহিসন্ধিণো পেম্মস্ চিহ্নং ।

পৌর্ণমাসী । শ্তোত্রং যত্র তটস্থতাং প্রকটয়চ্চিত্তস্ত ধত্তেব্যথাং

নিন্দাপি প্রমদং প্রযচ্ছতি পরীহাস শ্রিয়ং বিভ্রতী ।

দোষণ ক্ষয়িতাং গুণেন গুরুতাং কেনাপ্যনাতস্থতী

প্রেমঃ স্মারসিকস্ত কস্তচিদিয়ং বিক্রীড়তি প্রক্রিয়া ॥

মধুমঙ্গলঃ । এবং রূপং কথু দোষং রাহামাহবাণং পেম্মং ।

মধু কীদৃশং নিরভিসন্ধেঃ প্রেমস্ত লক্ষণং । দোষণ ক্ষয়িতামিতি কমপি
ঋণাদিকমুপাধিমালায় জায়তে চেৎ তদা দোষ দর্শনে ন ক্ষীণো ভবতি
ঋণদর্শনে ন বৃদ্ধো ভবতি । নিরুপাধিস্ত দোষ গুণো নাপেক্ষতে । যথা
অজ্ঞানিনঃ স্বদেহে প্রেম ।

মধু এবং রূপং খলু ছয়োঃ রাধা মাধবয়োঃ প্রেম ॥ ৪ ॥

খঞ্জন পক্ষী সকল সর্বত্র বিরাজ করে এবং অগস্ত্য অন্ত

হইলে সেই খঞ্জন সকলও পুনরায় অদর্শন হয়, তদ্রূপ ॥ ৩

মধুমঙ্গল । নিরভিসন্ধি প্রেমের লক্ষণ কি প্রকার ? ।

পৌর্ণমাসী । যাহাতে প্রশংসা করিলে ঐ প্রশংসা ঔদাসীন্ধ্য

অবলম্বন করিয়া মনো বেদনা উৎপাদন করে এবং

যাহাতে নিন্দা করিলে ঐ নিন্দাও পরিহাস রূপে পরি-

নত হইয়া মনের আনন্দ জন্মাইয়া দেয়, অপর দোষে

যাহার অম্পত্তা ও গুণে যাহার অধিকতা হয় না, তাহা-

কেই নৈসর্গিক প্রেম কহে ॥

মধুমঙ্গল । নিশ্চয় রাধা মাধবের এই প্রকারই প্রেম ।

পৌর্ণমাসী । বৎস কিমুচ্যতে । মাধুর্য্য সংসর্গিণো নৈসর্গিকস্ত
পরস্পর বল্লভানাং বিদগ্ধ মিথুনানাং প্রেম শৃঙ্খলা বন্ধনস্য
পরমোৎকর্ষ রেখায়াং দৃষ্টান্তঃ কিল রাধামাধবয়ো ভাবা-
যুত ভূমা ॥ ৪ ॥

বৃন্দা । ভগবতি শ্রয়তাং ॥

যষ্টিং বষ্টি ন পাণিনা কলয়িতুং শৃঙ্গে সংজ্ঞার্থিতাং
ধন্তে ধাতুভিরঙ্গমগুনময়ীং নাস্তীকরোতি ক্রিয়াং ।
পর্ণং বাদয়তে ন যুর্গিতমনা স্তীরে ক্লান্তাস্তস্বহঃ
কিস্তু ক্লাম্যতি মুক্তবিভ্রমগুণগ্রামোদ্য দামোদরঃ ॥ ৫ ॥

পৌর্ণমাসী । সখেদং কথমিদং ॥

যষ্টিং পাণিনা কলয়িতুং বষ্টি ন কাময়তে শৃঙ্গে সংজ্ঞার্থিতাং ন ধন্তে ॥ ৫ ॥

পৌর্ণমাসী । বাছা ! কি বলিব, পরস্পর বল্লভ রসিক মিথুন
সকলের মাধুর্য্য সংসর্গি নৈসর্গিক প্রেম শৃঙ্খল বন্ধনের
পরম উৎকর্ষ পক্ষে রাধা মাধবের ভাবায়ুত রাশিই দৃষ্টান্ত
স্থল ॥ ৪ ॥

বৃন্দা । ভগবতি ! শ্রবণ করুন । আজ দামোদর হস্ত দ্বারা
যষ্টি ধারণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন না, শৃঙ্গধ্বনি দ্বারা
কাহাকেও সঙ্কেত করিতেছেন না, গৈরিকাদি ধাতু দ্বারা
অঙ্গ ভূষণ ময়ী ক্রিয়া অঙ্গীকার করিতেছেন না এবং যুর্গিত
মনে পত্রও বাদ্য করিতেছেন না, অধিক কি বলিব তিনি
যমুনাতীরে বিলাস শূন্য হইয়া কেবল মাত্র ক্লান্ত হই-
তেছেন ॥ ৫ ॥

পৌর্ণমাসী । (খেদের সহিত) এ রূপ হইল কেন ? ॥

মধুমঙ্গলঃ । ললিতা কোডিল্লেন ।

পৌর্ণমাসী । নুনং ললিতয়া হঠানুবর্ত্যমানা বর্ততে রাধিকা ॥
বৃন্দা । অথ কিং ।

পৌর্ণমাসী । ন জানে ক খল্বদ্য ললিতাদয়ঃ ।

বৃন্দা । তাসামুদ্দেশায় ময়া স্ববলং প্রেষিতোহস্মি ॥

প্রবিশ্য স্ববলঃ । অজ্জৈ বন্দেমি ॥

পৌর্ণমাসী । স্ববল ক দৃষ্টো রাধাদয়ঃ ।

স্ববলঃ । মুহুরা ঘরোবাস্ত বট্টিণো রমালস্য মূলে ।

পৌর্ণমাসী । বৎস মধুমঙ্গল তূর্ণগনুসৃত্য রাধিকামভিসারয়-
ন্ত্যস্মি তদেতয়া সূক্তিশ্চন্দ্রিকয়া ত্বমানন্দয় মুকুন্দং ॥

ললিতা কোটিলোন । স্বৰ আৰ্যো বন্দামি । মুখরা গৃহোপাস্ত বৰ্ত্তিনঃ
রমালস্ত মূলে ।

মধুমঙ্গল । ললিতার কুটিলতায় ॥

পৌর্ণমাসী । নিশ্চয় শ্রীরাধা ললিতার ছলনায় পড়িয়াছেন ।
বৃন্দা । তাহাই বটে ।

পৌর্ণমাসী । আজ ললিতাদি কোথায় তাহা ত জানি না ।
বৃন্দা । আমি তাহাদের উদ্দেশের নিমিত্ত স্ববলকে প্রেরণ
করিয়াছি ॥

স্ববল । (প্রবেশ পূর্বক) আৰ্যো ! প্রণাম করি ।

পৌর্ণমাসী । স্ববল ! শ্রীরাধা প্রভৃতিকে কোথায় দেখিয়াছ ? ।
স্ববল । মুখরার গৃহ সমীপ বর্ত্তি আত্ম মূলে ।

পৌর্ণমাসী । আমি শীঘ্র গিয়া শ্রীরাধাকে অভিসার করাই,
তুমি এই সুমিষ্ট বাক্য চন্দ্রিকা দ্বারা মুকুন্দকে আনন্দিত

মধুমঙ্গলঃ । সহর্ষং নিজ্জান্তঃ ।

বৃন্দা । জনান্তিকং । সুবল ময়া সমর্পিতং পদ্যং নাম কিং
ত্বয়া বিশাখায়াং সঞ্চারিতং ॥

সুবলঃ । অধ ইং ।

পৌর্ণমাসী । বৃন্দে যাবৎ প্রাসাদ্য প্রসাধ্যচ রাধাং সঞ্চার-
য়ামি তাবদ্যুবাভ্যাং পুরঃ কদম্ব নিকুঞ্জে বিশ্রাম্যতাং ॥৬

বৃন্দা । সুবলেন সহ নিজ্জান্তা ।

পৌর্ণমাসী । পরিক্রম্য কথং ললিতেয়মায়াতি ॥

অথ কিং । প্রসাধ্য অলঙ্কৃত্য ॥ ৬ ॥

কর গা ॥

মধুমঙ্গল । (সহর্ষে) গমন করিলেন ॥

বৃন্দা । (হস্তাবরণ করিয়া) সুবল ! আমি যে তোমাকে
পদ্যটি সমর্পণ করিয়াছিলাম, তাহা কি তুমি বিশাখাকে
প্রদান করিয়াছ ? ॥

সুবল । হাঁ দিয়াছি ।

পৌর্ণমাসী । বৃন্দে ! যাবৎ শ্রীরাধাকে প্রসন্ন এবং অলঙ্কৃত
করিয়া এখানে আনয়ন না করি, তাবৎ তোমরা অগ্রবর্তি
কদম্ব কুঞ্জে বিশ্রাম করগা ॥ ৬ ॥

বৃন্দা । সুবলের সহিত গমন করিলেন ।

পৌর্ণমাসী ! (প্রত্যাবর্তন পূর্বক) এ কি ললিতা আসি
তেছে ? ।

প্রবিশ্য ললিতা । ভাবদি তুচ্ছ সআসং গচ্ছন্তী স্মি ।

পৌর্ণমাসী । কিমর্থং ।

ললিতা । অজ্ঞে তিগ্না ধুত্বেণ পুণো পুণো অবরঞ্জিদাবি পিয়
সহী লাহবং অমগ্নিঅ স্ট্ঠু উক্ঠেদি তা কিং করিসং ॥

পৌর্ণমাসী । বৎসে মুঞ্চ মুখা কালুষ্যং নাপরাধ্যতি মাধবঃ ।

কিন্তু মধুমঙ্গল প্রমাদিতৈব বঃ খেদায় বভূব ॥

ললিতা । স্বগতং । মমাবি এদং নন্দীমুখীএ কথিদং ।

প্রকাশং । অজ্ঞে পেক্থ এসা রাহী রসালস্ স মূলে কম্পন্তী

ললি ভগবতি তব সকাশং গচ্ছন্ত্যস্মি । ললি আর্যো তেন ধূর্তেন পুনঃ পুনঃ
অব রঞ্জিতা অপমানিতাপি প্রিয়সখী লাহবং অমত্মা স্ট্ঠু উৎকঠতে । তৎ কিং
করিষ্যামি । ললি মমাপি ইদং নান্দীমুখ্যা কথিতং আর্যো পশু রসালান্ত্র মূলে

ললিতা । (প্রবেশ করিয়া) ভগবতি ! আপনার নিকটেই
যাইতেছি ।

পৌর্ণমাসী । কি জন্য ? ।

ললিতা । আর্যো ! প্রিয়সখী রাধা সেই ধূর্ত কর্তৃক পুনঃ পুনঃ
অপমানিতা হইয়াও স্বীয় লঘুতা স্বীকার না করিয়া আবার
তাহার নিমিত্তই উৎকঠিতা হইতেছেন, তবে আমি কি
করিব ॥

পৌর্ণমাসী । বৎস ! বুখা মালিন্য পরিত্যাগ কর, মাধব
অপরাধি নহেন কিন্তু মধুমঙ্গলের অনবধানতাই তোমা-
দের খেদের নিমিত্ত হইয়াছে ।

ললিতা । (মনে মনে) অমাকে নান্দীমুখীও এ কথা বলিয়া-
ছেন । (প্রকাশ পূর্বক) আর্যো ! দেখুন দেখুন আত্ম

কিম্পি জগ্নদি ।

ততঃ প্রবিশতি রাধা সানুতাপং সংস্কৃতেন ॥ ৭ ॥

কর্ণান্তে ন কৃত্য প্রিয়োক্তি রচনা ক্ষিপ্তং যয়া দূরতো

মল্লীদাম নিকাম পথ্য বচসে সৈথ্যে ক্রমঃ কম্পিতাঃ ।

ক্ষৌণীলয় শিখণ্ড শেখরমসৌ নাভ্যর্থয়মীক্ষিতঃ

স্বান্তং হন্ত মমাদ্য তেন খদিরাস্তারৈঃ দন্দহতে ॥

কম্পিতী এষা রাধিকা কিমপি জগ্নতি ॥ ৭ ॥

অভ্যর্থয়ন্বিতি অর্থ যাচন ইত্যন্ত্রায়নে পদিত্বেহপি পরন্তৈ পদঃ । দন্দ-
হতে অতিশয়েন দহতে ॥ ৮ ॥

মূলে শ্রীরাধা কাঁপিতে কাঁপিতে কি বলিতেছেন ।

(অনন্তর শ্রীরাধার প্রবেশ)

শ্রীরাধা । (অনুতাপের সহিত সংস্কৃত ভাষায়) ॥ ৭ ॥

(এই স্থানে কলহান্তরিতা *)

হায় ! আমি প্রিয়োক্তি সকল কর্ণে করি নাই, মল্লিকা
মালাও দূরে নিক্ষেপ করিয়াছি, সখীগণ আমাকে ভাল
কথা বলিলেও আমি তাহার প্রতি কোপ করিয়াছি ।
অধিক কি শিখণ্ডশেখর কৃষ্ণ ভূমি লুণ্ঠিত হইয়া প্রার্থনা
করিলেও আমি তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করি নাই, অতএব
সেই সকল কারণেই আজ আমার অন্তঃকরণ খদিরাস্তারে
পুনঃ পুনঃ দগ্ধ হইতেছে ॥

* যে নায়িকা সখীগণের সমক্ষে পদানন্ত বস্ত্রভঞ্জে পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাৎ
অতিশয় তাপ অনুভব করে, তাহাকে কলহান্তরিতা কহা যায় । প্রলাপ,
সন্তাপ, মানি ও দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ প্রভৃতি কলহান্তরিতা নায়িকার চেষ্টা ॥

পৌর্ণমাসী । পুঞ্জি প্রচ্ছন্নমুপস্থত্য শৃণুঃ প্রেম বিলাস
মিত্যুভে তথা স্থিতে ॥

রাধিকা । সচাপলং পুনঃ সংস্কৃতেন ॥ ৮ ॥

যথা রাগ ॥

কৃষ্ণপ্রিয়বাণী, অমৃত দমনী, না কৈল শ্রবণ অন্তে ।
এবে পিক কল, শব্দে জারিল, শ্রুতি মন পরমন্তে ॥
হায় হায় কেন বা করিনু মান । নবীন পিরিতি, নিরসলু
অতি, তাপিত করিলু প্রাণ ॥ ধ্রু ॥ সে কর কমল, রচিত
বিমল, উপেখলু মল্লিমালা । সহচরী গণ, সহিত বচন,
অহিত সমান ভেলা ॥ সে হরি শিখণ্ড, শেখর অখণ্ড ধরণী
লোটাইয়া কত । মিনতি করিল, তাহা না দেখিল,
এ মোর নয়ান পথ ॥ খদির অঙ্গার, ধরি নিজ কর, আপন
হৃদয়ে দিলু । এ সব ভাবিতে, ভাবিতে এ রীতে, পুড়িঞা
পুড়িঞা মইলু ॥

পৌর্ণমাসী । পুঞ্জি ললিতে ! চল আমরা প্রচ্ছন্ন ভাবে গিয়া
শ্রীরাধার প্রেম বিলাস শ্রবণ করি ।

যথা রাগ ।

ভগবতী শুনি, এ সব কাহিনী, ললিতারে কহে পুতা ।
এখানে তিলেক, কথা পরতেক, শুনি পিরিতের কথা ॥
পুন রাই হিয়া, চপলা হইয়া, কহয়ে মরম বাণী । এ যত্ন
নন্দন, দাস তহি ভণ, ধৈর্য করহ প্রাণী ॥

(এই বলিয়া দুইজনে তদ্রূপ অবস্থিত হইলে)

শ্রীরাধা । (চপলতার সহিত পুনরায় সংস্কৃত ভাষায়) ॥ ৮ ॥

ধন্যাস্তা হরিণীদৃশঃ স রমতে যাতিনবীনো যুবা ।

পুনঃ শশঙ্কং । স্মৈরং চাপলমাকলয্য ললিতা মাং হন্ত
নিন্দিষ্যতি ।

পুনঃ সৌঃস্রুকাং ॥

গোবিন্দং পরিরকু মিন্দুবদনং হা চিত্তমুৎকণ্ঠতে ।

পুনঃ সামৰ্ষং ॥

ধিত্বামং বিধিমস্ত যেন গরলং মানাভিধং নিৰ্ম্মমে ॥

ললিতা । স্বগতং । অদক্ষিণে চিট্ঠ চিট্ঠ জেজবব কহং

ধতা স্তা ইতি চাপল্যাদীনাং সঞ্চারিতাবানাং শাবল্যং ।

ললি অদক্ষিণে তিষ্ঠ স্বয়মেব কৃষ্ণং নিরাকৃত্য ভঙ্গ্যা মাং দুষয়সি ॥ ৯ ॥

সেই নবীন যুবা যে সকল হরিণীক্ষীদিগের সহিত
বিহার করিতেছে তাহারাই ধন্য ॥

(পুনৰ্ব্বার শঙ্কার সহিত)

হায় ! ললিতা যদি চপলতা জানিতে পারে, তাহা
হইলে আমাকে নিন্দা করিবে ॥

(পুনরায় উৎকণ্ঠার সহিত)

হায় ! চন্দ্রবদন গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিতে আমার
চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে ॥

(পুনরায় সক্রোধে)

যিনি মানরূপ গরল নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন সেই প্রতিকূ-
লাচারি বিধাতাকে ধিক্ ॥

ললিতা । (মনে মনে) হে বক্রে ! থাক থাক, স্বয়ং কৃষ্ণকে

নিরাকছুঅ ভঙ্গীএ মং দূসাসি ॥ ৯ ॥

রাধিকা । ভঙ্গীমবেক্ষ্য সংস্কৃতেন ।

কুমিরপি নমিতাত্মা হন্ত বৃন্দাবনেহস্মিন
কলয়তি নিজমৌলৌ বহুমৌলে নির্দেশং ।

অনুনয়তি মুহুর্মাং নেতুকামা নিলীয়ং
যদমল মধুরোক্তি স্তস্য দৃষ্টিং শঠস্য ॥

পৌর্গমাসী । সনম্ম স্মিতং । নিখিলমেব বৃন্দাটবী প্রাণি-
বৃন্দং দূতীভূতমিয়ং মন্যতে মহামানিনী ॥

রাধিকা । প্রেমাবেশং নাটয়ন্তী সচমৎকারং । কথং এসো

রাধি কথং এষ মাং মোষ্টিঅং বলাৎকারেণ পরিরদ্ধুং আলিঙ্গিতুং উপসন্নঃ
কথং ।

পরিত্যাগ করিয়া ভঙ্গি দ্বারা আমাকে দূষিত করি-
তেছে ? ॥ ৯ ॥

শ্রীরাধা । (ভঙ্গীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সংস্কৃত ভাষায়)
এই বৃন্দাবনে কুমিও নত শরীরে শিখণ্ড শেখরের নির্দেশ
স্বীয় মন্তকে ধারণ করিয়া থাকে, যে হেতু ভঙ্গীও মধু-
রোক্তি দ্বারা সেই শঠের দৃষ্টিপথে লইয়া যাইতে আমাকে
পুনঃ পুনঃ অনুনয় করিতেছে ! ॥

পৌর্গমাসী । (পরিহাসের সহিত ঈষৎ হাস্য করিয়া) এই
মহামানময়ী শ্রীরাধা বৃন্দাবনস্থ সমস্ত প্রাণিকেই আপনার
দূতী করিয়া মানিতেছেন ॥

শ্রীরাধা । (প্রেমাবেশ অভিনয় করিয়া আশ্চর্য্যের সহিত)

মং মোড়িঅং পরিরক্ষুং উবসম্মো কহ্লে ॥

পোর্ণমাসী । গভীরানুরাগ বিবর্তোয়ং যদম্যাং মাধবস্য
বিস্ফুরণং ।

রাধিকা । সঙ্কারণং পরাবৃত্য হন্ত ভো বক্রকলাশালি চন্দ্রা-
অলী কোড় চিরাসঙ্গ ভঙ্গুর কুরঙ্গ অবৈহি অবৈহি এসো
পরিভবিজ্জসি । ইতি কর্ণোংপলং ক্ষিপন্তী সংস্কৃতেন ॥
যমুনাতীর কদম্বাঃ সম্প্রতি মম হন্ত সাক্ষিণো যুগ্মং ।

এষ বলান্মামবলাং গোকুলধূর্তঃ কদর্থয়তি ॥ ১০ ॥

ভো বক্রকলাশালি চন্দ্রাবলী কোড় চিরাসঙ্গ ভঙ্গুর অপেহি অপেহি অপ-
গচ্ছ অপগচ্ছ এষ স্বং পরিভূয়সে ॥ ১০ ॥

এ কি ! কৃষ্ণ যে বল পূর্বক আমাকে আলিঙ্গন করিতে
উপস্থিত হইলেন ।

পোর্ণমাসী । এই গভীর অনুরাগের পরাকাষ্ঠা, যে হেতু
ইহাতে মাধবের স্ফূর্তি দেখিতেছি ।

শ্রীরাধা । (হঙ্কারের সহিত প্রত্যাবৃত্ত হইয়া) অহে বক্র-
কলাশালিন্ ! তুমি বহুকাল যাবৎ চন্দ্রাবলীর কোড়ে
ক্লীড়াযুগ হইয়া অবস্থিত ছিল। অতএব দূর হও, দূর হও;
এই তোমার প্রতি তিরস্কার করিতেছি । (এই বলিয়া
কর্ণোংপল নিক্ষেপ করত সংস্কৃত ভাষায়)

অহে যমুনাতীরস্থ কদম্ব বৃক্ষ সকল ! সম্প্রতি তোমরা
আমার সাক্ষী থাক, এই গোকুলধূর্ত বলপূর্বক আমি যে
অবলা আমাকে কলঙ্কিত করিতেছে ॥ ১০ ॥

পৌর্ণমাসী । ললিতে পরাং কোটিমারুড়া রাধিকোৎকর্থা
ভদ্রিয়ং সুরিতমভিসার্য্যতাং ।

ললিতা । পরিক্রম্য হলা রাহি একা জ্জ্বব কিং মন্ত্বেসি ।
রাধিকা । ললিতামালোক্য স্বগতং । কথং সচ্চং জ্জ্বব
একস্মি জং কহ্লেণ ণ দীসই ॥ ১১ ॥

ইতি সৌংস্ক্যং হলা ললিদে ।

পরতনুপবেশ বিজ্জা কথমিহ সামেণ কমিণা পঢ়িদা ।

মহ হিঅএ মাণগ্গী পবিসিঅ নিব্বারিদো জেণ ॥ ১২ ॥

পরাং কোটিং পরমুৎকর্ষং । ললি সখি রাধিকে এষা এব কিং মন্ত্বেসি ।

রাধি কথং সত্যমেব একাস্মি যং কৃষ্ণো ন দৃশ্যতে ॥ ১১ ॥

সখি ললিতে পরতনু প্রবেশ বিদ্যা কথমিহ শ্রামেন কামিনা পঠিতা ।

মম হৃদয়ে মানাগ্নিঃ প্রবিষ্ট নির্বাপিতো যেন ॥ ১২ ॥

পৌর্ণমাসী । ললিতে ! শ্রীরাধার উৎকর্থা চরম সীমায় আরো-
করিয়াছে অতএব শীঘ্র ইহাকে অভিমার করাও ॥

ললিতা । (প্রতাবর্ত্তন পূর্বক) সখি রাধে ! একাকিনী কি
মন্ত্বেণা করিতেছে ? ॥

শ্রীরাধা । (ললিতাকে অবলোকন করিয়া মনে মনে) সত্য
একাকিনীইত আছি, কৃষ্ণকেত কৈ দেখিতেছি না ॥ ১১ ॥

(এই বলিয়া ঐস্ক্যের সহিত) সখি ললিতে ! পর-
তনু প্রবেশ বিদ্যা কামি শ্রাম কি অধ্যয়ন করিয়াছেন ? যে
হেতু আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া উদ্দীপ্ত মানাগ্নিকে
নির্বাপন করিয়া দিলেন ॥ ১২ ॥

প্রবিশ্য বিশাখা । হলা স্তবল হস্তাদৌ লদ্ধা ইঅং পত্তিআ ॥
ললিতা । গৃহীত্বা বাচয়তি ॥ ১৩ ॥

মেধোহপি মাধবিকয়া মধুপো যদেষ
ক্ষিপ্তঃ স্ময়ং প্রচলতা নব পল্লবেন ।
তস্যাঃ খলু ক্ষিতিরিয়ং স্তম্বমাক্ষয়েণ
নন্দস্তায়ন্ত বিরবন্নরবিন্দিনীষু ॥ ১৪ ॥
রাধিকা । সবিষাদং সংস্কৃতেন ॥

বিশাখা সখি স্তবলহস্তাল্লকোহয়ং পত্রিকা । বৃন্দয়া প্রেষিতেতি শেষঃ ॥ ১৩
মেধাঃ পবিত্রঃ দোষ রহিতঃ তাং বিনা অত্ৰাসংস্করম্ভিতি যাবৎ । নব
পল্লবেন কর স্থানীয়েন । নন্দতায়মিতি মধুপং বিনা মাধব্যাঃ শোভৈব নভবতি
মধুপত্ত্ব মাধবীং বিনাপি অরবিন্দিনীষু পরমানন্দো ভবত্যেব ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

বিশাখা । (প্রবেশ করিয়া) সখি ! স্তবলের হস্তে আমি এই
পত্র খানি প্রাপ্ত হইয়াছি ॥

ললিতা । গ্রহণ পূর্বক পাঠ করিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

মাধবী স্ময়ং প্রচলিত নব পল্লব-রূপ কর দ্বারা নির্দোষ
মধুকরকে দূরীকৃত করিলে, ইহাতে মাধবীরই হানি, যে
হেতু ভ্রমর না বসিলে মাধবীর শোভা হয় না, স্তবরাং
শোভা ক্ষয় হইলে ভ্রমরও তাহাকে ত্যাগ পূর্বক পদ্ম-
নীতে গিয়া আনন্দানুভব করিবে ॥ ১৪ ॥

শ্রীরাধা । (বিষাদের সহিত সংস্কৃত ভাষায়) হে পদ্মাক্ষি !

অজনি বিমুখঃ শক্কে পঙ্কে রহাঙ্কি বিচক্কেণো
 নয়ি মধুরিপুর্দোষ শ্রেণীবিহার বনশ্রিয়াং ।
 অকলিত রসঃ সূচীরিক্কো রজঃ প্রসরান্ধধী
 ন' মধুপ যুবা কিং কেতক্যাং বিরক্তিমুপৈষ্যতি ॥
 ইতি বৈক্লব্যং নাটয়তি ॥ ১৫ ॥

পৌর্ণমাসী । নহি চন্দ্রেণ চন্দ্রিকায়া মোক্ষঃ কদাপি সম্ভবতি ।
 বিশাখা । হলা সমস্ সমস্ সমস্ সমস্ তুহ উক্ঠিষ্ঠাং তক্কিঅ

নয়ি কথং ভূত্যাং দোষ শ্রেণীনাং বিহার সম্পত্তি রূপায়াং দোষ শ্রেণ্যো
 বিহরন্তি অবকাশং লভন্তে ইতি যাবৎ এতদেবার্থান্তরোপত্তাসেনাহ অব
 কলিত রস ইত্যাদি ॥ ১৫ ॥

বিশাখা সখি সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি তব উৎকণ্ঠিতাং তর্ক্য ময়া কৃষ্ণ

আমি দোষ শ্রেণীর বিহার ভূমি স্বরূপ, আমাতে সর্ব
 রসজ্ঞ মধুরিপু কি বিমুখ হইলেন? সখি! এ তাঁহার
 উচিত হয় না, দেখ যুবা মধুকর যদিচ কেতকীতে রস
 প্রাপ্ত না হয় অথচ তাহার কণ্ঠক বিদ্ধ এবং পুষ্পরেণুতে
 অঙ্ক হইয়া পড়ে তথাপি সে ঐ কেতকীতে কি কখন
 বিরক্তি প্রকাশ করে! ॥

(এই বলিয়া ব্যাকুলতা অভিনয় করিলেন) ॥ ১৫ ॥

পৌর্ণমাসী । চন্দ্রেণ সহিত কখন চন্দ্রিকার বিয়োগ সম্ভব
 হয় না ॥

বিশাখা । সখি! আশ্বস্ত হও আশ্বস্ত হও, তোমাকে উৎক-
 ণ্ঠিতা মনে করিয়া আমি কৃষ্ণের অভিপ্রায় জানিতে

মএ কহু পউত্তিং বিপ্লাছুং গন্দীমুখী পেসিদাখি ॥

প্রবিশ্য নান্দীমুখী সংস্কৃতেন ।

মুদুরপি নিসর্গতস্ত্বং কথমার্দ্বে মাধবে কঠোরাসি ।

অথবা নব নবনীতপুটী হিমদ্রবে কক্খটা প্রেক্ষি ॥ ১৬ ॥

রাধিকা । হলা অবিগাম স্নহং বড্‌চদি মাহবো ॥

নান্দীমুখী । সংস্কৃতেন ।

ক্ষণমপি ন স্নহন্তি ন স্নর্গগোষ্ঠীং বিধত্তে

রচয়তি নচ চূড়াং চম্পকানাং চয়েন ।

পরমিহ মুরবৈরী যোগীবন্মুক্ত ভোগ

স্তব সখি মুখচন্দ্রং চিস্তয়ন্নির্বণোতি ॥

প্রবৃত্তিং বিজ্ঞাতুং নান্দীমুখী প্রেষিতান্তি । কক্খটা কঠিনা ॥ ১৬ ॥

রাধি সখি অপি নাম স্নহং বর্ত্ততে মাধবঃ । নির্বণোতি স্নহং প্রাপ্নোতি ।

নান্দীমুখীকে প্রেরণ করিয়াছি ॥

নান্দীমুখী । (প্রবেশ করিয়া সংস্কৃত ভাষায়) রাধে ! তুমি

স্বভাবতঃ মুদুলা, তবে কেন আর্দ্বে স্বভাব মাধবের প্রতি

কঠিনা হইতেতেছ । অথবা তোমার কোন দোষ নাই

দেখিয়াছি হিম দ্রবে নবনীত স্নয়ং কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইয়া

থাকে ॥ ১৬ ॥

শ্রীরাধা । সখি ! মাধব ত স্নহে আছেন ? ॥

নান্দীমুখী । (সংস্কৃত ভাষায়) সখি ! কৃষ্ণ ক্ষণকালের জন্যও

স্নহদগ্ধের সঙ্গে পরিহাস করিতেছেন না এবং চম্পক

পুষ্প দ্বারাও চূড়া বন্ধন করিতেছেন না, কেবল যোগির

শ্রায় ভোগাশা বিসর্জন দিয়া তোমার মুখচন্দ্র মাত্র চিস্তা

করিতে করিতে স্নখানুভব করিতেছেন ॥

রাধিকা । বিশাখাং পরিষজ্য সংস্কৃতেন ॥

ভূয়োভূয়ঃ কলি বিলসিতৈঃ সাপরাধাপি রাধা

শ্লাঘ্যোনাহং যদঘরিপুণা বাঢ়মঙ্গীকৃতান্মি ।

তত্র ক্ষামোদরি কিমপরং কারণং বঃ সখীনাং

দত্তামোদাং প্রণুণ করুণামন্তরেণ মন্তরেণ ॥ ১৭ ॥

নেপথ্যে ॥

গর্বেদাদগ্রাঃ কলমবিকলং তন্মতামন্যপুষ্টা

নিপ্রত্যাহং যুগযুবতয়ঃ শম্পানাম্বাদয়ন্তু ।

কলিবিলসিতৈঃ কলহ বিলাসৈ হেতুভিঃ সাপরাধা অতএব রাধ্যভীতি রাধা
বো যুগ্মকং সখীনাং প্রণুণ করুণামন্তরেণ বিনা কিমপরং কারণমন্তি কথ-
ন্তুতাং দত্তামোদাং ॥ ১৭ ॥

গর্বেদাদগ্রা উচ্চতরাঃ সন্তঃ অন্য পুষ্টাঃ কোকিলাঃ নিপ্রত্যাহং নির্ঝিন্নঃ

শ্রীরাধা । (বিশাখাকে আলিঙ্গন করিয়া সংস্কৃত ভাষায়)

হে কৃশোদরি ! এই রাধা বারম্বার কলহ লীলা দ্বারা

অপরাধ করিলেও শ্লাঘ্যতম অঘরিপু যখন আমাকে

অঙ্গীকার করিয়াছেন, তখন তোমরা যে আমোদ প্রদা-

য়িনী সখী তোমাদের প্রচুর করুণা ব্যতিরেকে এ বিষয়ে

অন্য কোন কারণ নাই ॥

(বেশ গৃহে)

অহে মত্ত কোকিলগণ ! তোমরা এক্ষণে স্বচ্ছন্দে

কুহুরব করিতে প্রবৃত্ত হও, যুগ নিকর ! তোমরাও এখন

নির্ঝিন্নে তৃণ ভোজন কর, অহে কুলস্ত্রী সকল ! তোমরাও

সীমন্তিন্যো গৃহনয়ময়ীং শীলয়ন্ত প্রণালীং
ধূর্তো বেণু বিহরতি করেণাদ্য পীতাম্বরশ্চ ॥ ১৮ ॥

রাধা । বংশীমুদঘাটা সোপালন্তং সংস্কতেন ॥

সদ্বংশত স্তবজনিঃ পুরুষোত্তমশ্চ
পাণ্যো স্থিতি মুরলিকে সরলাসি জাত্যা ।

কস্মাত্ত্বয়া বত গুরো বিষমা গৃহীতা
গোপাঙ্গনাগণবিমোহনমন্ত্রদীক্ষা ॥ ১৯ ॥

বিশাখা । হল্য সূচরিতা ইঅং বংশী জং মারুদাহিমুহী কিদা
সঅং সদাএদি ॥

শম্পং ঘাসং সীমন্তিন্যঃ স্ত্রিয়ঃ । গৃহ নীতিময়ীঃ প্রণালীং শীলয়ন্ত ॥ ১৮ ॥

কস্মাদ্গুরোঃ শকাসাদীক্ষা গৃহীতা । কস্মাৎ কারণং ইতি বা ॥ ১৯ ॥

বিশা সখি আশ্চর্য্যেয়ং বংশী যং মারুতাভিমুখীকৃত্য স্বয়ং শব্দায়তে ॥

সম্প্রতি গৃহ ধর্ম্মের নীতিময়ী প্রণালী অনুশীলন করিতে
থাক, যে হেতু এযাবৎ পীতাম্বরের ব করে ধূর্ত বেণু বিহার
করিতে প্রবৃত্ত হয় নাই ॥ ১৮ ॥

শ্রীরাধা । (বংশী উদঘাটন করিয়া তিরস্কারের সহিত)

মুরলিকে ! তোমার সদ্বংশে জন্ম, তুমি সর্বদা পুরুষো-
ত্তমের করে অবস্থিতি করিয়া থাক এবং তোমার জাতিও
সরলা, হায় ! তবে কেন তুমি গুরু সমীপে গোপাঙ্গনাগণ
বিমোহনকারি বিষম মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিলা ॥ ১৯ ॥

বিশাখা । সখি ! এই বংশীর বড় আশ্চর্য্য গুণ, যে হেতু
ইহাকে বায়ু মুখে রাখিলে এ স্বয়ং শব্দ করিতে থাকে ॥

রাধিকা । সহি পরিকথিসং । ইতি তথা কৰোতি ।

বিশাখা । শূণিঙ্জউ মল্লুরা কাকলী ॥

ললিতা । সম্বরেহি সম্বরেহি মান্সুগাছু কহুস পৰিবারো ॥

প্রবিশ্য প্রচ্ছন্নং বৃন্দা ভগবতি ন কদাপি বংশী দেয়েতি

শ্রুতং ময়া ললিতা দুৰ্ম্মস্তিতং ॥ ২০ ॥

পৌর্ণমাসী । যুক্তিমায়ত্যাং করিম্যামি ॥

প্রবিশ্য জটীলা । গুণং ইধ কহেণ মিলিদং । জং মুবলী
বাদিতা । বিলোক্য অন্মো কহং বারিসহাণই হথে

রাধি সখি পরিক্রিয়ামি । বিশা প্রায়তে মধুরা কাকলী ।

ললি সম্বর সম্বর মা শৃণোতু কৃষ্ণা পরিবারঃ ॥ ২০ ॥

আয়ত্যানুত্তরকালে উত্তরকালঃ আয়তিরিত্যমরঃ ।

জটী নুনমত্র কৃষ্ণেন মিলিতং যন্মুরলী বাদিতা । অঙ্ক বিন্ময়ে বার্ষভানবী

শ্রীরাধা । সখি ! পরীক্ষা করিব ! (এই বলিয়া) বায়ুমুখে
ধরিলেন ।

বিশাখা । মধুর শব্দ শুনা যাইতেছে ।

ললিতা । সম্বরণ কর, সম্বরণ কর, কৃষ্ণের পরিবারবর্গ যেন
শুনিতে না পায় ॥

বৃন্দা । (প্রবেশ পূর্বক গোপন ভাবে) ভগবতি । আমি
ললিতার এই রূপ দুৰ্ম্মজ্ঞা শুনিয়াছি যে, তাহারা কখনই
মুরলী প্রদান করিবে না ॥ ২০ ॥

পৌর্ণমাসী । বাছা ! যুক্তি পরে করিব ॥

জটীলা (প্রবেশ করিয়া) যখন মুরলী বাদ্য হইল, তখন
অবশ্যই এখানে কৃষ্ণ অবস্থিতি করিতেছেন ॥

কহুস্ বংশী তা গিহুদং গদুঅ গং গেহিস্ সং ইতি সহসো-
পস্তুত্যা সামাৰ্ঘং দুৰ্ব্বিগীদ গোআল পুত্তিএ মুঞ্জেহি মুর-
লিঅং ইত্যাকুষ্য গৃহ্ণাতি ।

ললিতা । অপবার্য্য হকী হকী পমাদো পমাদো কথং বুড়্টি-
আএ অতক্কিদং মুরলী আঅড়্টিদা ।

জটীলা । গং কখু ভাবদীএ পৌর্ণমাসীএ দংসইস্ সং ।
জা মজ্জ্বা ভগিদং এ পত্তিআএদি ॥

হস্তে কৃষ্ণস্ত বংশী । তন্নিহুতং গজ্ঞা এনাং গ্রহিষ্যামি । হর্ষিণীতি গোপাল
পুত্রিকে মুঞ্চ মুরলিকাং ।

ললি হা ধিক্ হা ধিক্ প্রমাদঃ প্রমাদঃ কথং বুদ্ধয়া অতর্কিতং মুরলী আক-
র্ষিতা । জটীলা এনাং ভগবত্যা পৌর্ণমাস্তাঃ দর্শয়িষ্যামি যা মম ভণিতং ন
প্রত্যোতি ॥

(দৃষ্টিপাত করিয়া) ও মা ! এ কি, বৃষভানুকুমারীর হস্তে
যে কৃষ্ণের মুরলী দেখিতেছি, তবে গিয়া মুরলী কাড়িয়া
লই । (এই বলিয়া সহসা গমন করত ক্রোধের সহিত)
অরে দুর্বিবনীত গোপপুত্রিকে ! মুরলী, ছাড়, (এই
বলিয়া কাড়িয়া লইল) ॥

ললিতা (আবরণ করিয়া) হা কচ্চ, হা কচ্চ, কি প্রমাদ !
কেমন করে গোপন ভাবে জটীলা আসিয়া মুরলী কাড়িয়া
লইল ॥

জটীলা । ভগবতী পৌর্ণমাসীকে এই মুরলী দেখাইব, তিনি
আমার কথায় প্রত্যয় করেন না ।

পৌর্ণমাসী । পুন্নি বৃন্দে গহনং কষ্টমাপতিতং । পশ্য
জটিল মমোটজ দিশং প্রযাতি ॥

বৃন্দা । ভগবতি মা চিন্তয় । ক্ষিপ্ৰমসৌ মুরলীং লুটয়ামীতি
নিজ্ঞাস্তা ॥

ললিতা । সভয়মনুষ্যত্ব অজ্ঞে কীম অলিঅং সঙ্কসি জং
এসা কালিন্দী কুলঙ্গি অশ্মেহিং লঙ্কা ॥ ২১ ॥

জটিল । সরোষং চপলে দুশ্মন্ত্রিণি চিট্ঠ চিট্ঠ ।

প্রবিশ্য সুবলঃ । অজ্ঞে জডিলে পেক্খ দহিলম্পডা মক্কাডী

ললিতা আৰ্যো কথং অলীকং শঙ্কসে । যদেষা কালিন্দী কূলে অস্মাভি
লঙ্কা ॥ ২১ ॥

জট চপলে দুশ্মন্ত্রিণি তিষ্ঠ তিষ্ঠ ।

সুবলঃ আৰ্যো জটিলে পশ্য পশ্য দহিলম্পটা মক্কাটী তব গৃহং প্রবিশতি ।

পৌর্ণমাসী । পুন্নি বৃন্দে ! মহাকষ্ট উপস্থিত, ঐ দেখ জটিল

আমার পত্র কুটীরের দিকে যাইতেছে ॥

বৃন্দা । ভগবতি ! চিন্তা করিবেন না, শীঘ্র আমি মুরলী
কাড়িয়া আনিতেছি ॥

(এই বলিয়া প্রস্থান)

ললিতা (সভয়ে জটিলার নিকটে গিয়া) আৰ্য্যে ! আপনি
বৃথা আশঙ্কা করিতেছেন কেন ? আমরা এই মুরলী
কালিন্দীকূলে প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ২১ ॥

জটিল । (সক্রোধে) চপলে দুশ্মন্ত্রিণি ! থাক থাক ॥

সুবল । (প্রবেশ করিয়া) আৰ্য্যে জটিলে ! দেখুন দেখুন,

ভুজ্জ্বা ঘরং পবিসই ।

জটীলা । সাচি গ্রীষ্মবলোকা স্খল সচ্চং কহেসি মক্খণ

চোরিণী এসা মক্খডী ইতি পরাবৃত্তা ধাবন্তী নিজ্জান্তা ॥

পোর্ণমাসী । নুনং বৃন্দয়া প্রতারিতান্তি কক্খটী নাম অরম্ম-
কটীয়ং ॥ ২২ ॥

স্ববলঃ । নান্দীমুহি পেক্খ পেক্খ পক্খিত্তেণ বেণুণা মুঢ়

জড়িলাএ মক্খডী তাড়ীলা ।

পোর্ণমাসী । সহর্ষং । দিষ্টয়া মুরলীমাদায় কক্খটীয়ং কদম্ব
মধিক্কাতা ।

সর্ব্বা । প্রহর্ষং নাটয়ন্তি ।

জটি সত্যঃ কণয়সি নবনীতচৌরী খলু এষা মক্খটী ॥ ২২ ॥

স্ববলঃ নান্দীমুখী পশ্চ পশ্চ প্রক্ষিপ্তেন বেণুনা মুঢ় জটিলয়া মক্খটী তাড়িতা ।

একটা দধিলম্পট বানরী আপনার গৃহে প্রবেশ করিতেছে ॥

জটীলা ! (বক্র গ্রীবায়া দৃষ্টিপাত করত) স্ববল সত্য বলিয়াছ,

এই বানরীটা নবনীত চুরি করিয়া থাকে (এই বলিয়া
পশ্চাৎ দিকে ধাবমানা হইল) ।

পোর্ণমাসী । নিশ্চয় বৃন্দা এই বানরীকে প্রেরণ করিয়াছে ॥ ২২

স্ববল । নান্দীমুখি ! দেখ দেখ, মুঢ় বুদ্ধি জটীলা বেণু নিক্ষেপ
করিয়া বানরীকে তাড়াইয়া দিল ।

পোর্ণমাসী । (হর্ষের সহিত) কি সৌভাগ্য, বানরী মুরলী
লইয়া কদম্ব বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছে ॥

সকলে । হর্ষাতিশয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥

জটীলা । (প্রবেশ করিয়া) হা ধিক্, হা ধিক্, বাছা স্ববল !

প্রবিশ্য জটীলা । হৃদ্বী হৃদ্বী বৎস সুবল হৃথাদো মে মুরলী

গদা তা তুজ্বা নিম্মজ্জগং জামি সমপ্পেহি বংশীঅং ।

সুবলঃ । অজ্জো জহথ ণামা এসা কক্কডী কেবলং তুজ্বা বহিণী

পুতাদো বিসালাদো ভাএদি তা গোঅড্ঢণ সিঙ্গে খেলন্তং

ণং গহুঅ অন্তুথেহি ।

জটীলা । নিজ্জাস্তা ॥ ২৩ ॥

পৌর্ণমাসী । দিক্খ্য। ব্যাজেন জরতীং দূরমপসার্যা ধূর্তো-

হয়ং ক্রবিভ্রমেণ ললিতাং স্থরয়তি ।

জটীলা হা ধিক্ হা ধিক্ বৎস সুবল হস্তানুরলীগতা তত্ত্বব নিম্মজ্জনং যামি
সমপ্পয় বংশিকাং ।

সুবলঃ আর্যো যথার্থনামা এষা কক্কটী কেবলং তব ভগিনী পুত্রা দ্বিশা-
লাং বিভেতি তলোগাবর্দ্ধন শৃঙ্গে খেলন্তং এনং গহ্বা প্রার্থয়স্ব ॥ ২৩ ॥

হাতে হইতে মুরলী গিয়াছে, তোমার বালাই যাই,
আমাকে ঐ বংশী আনিয়া দাও ॥

সুবল । আর্যো । আমি যথার্থ বলিতেছি, এই বানরী আপ-
নার ভগিনী পুত্র বিশালকে দেখিয়া ভয় করে এক্ষণে
ঐ বিশাল গোবর্দ্ধনে খেলা করিতেছে অতএব আপনি
গিয়া তাহাকে বলুন গা ।

জটীলা । (এই কথা শুনিয়া) প্রস্থান করিল ॥ ২৩ ॥

পৌর্ণমাসী । কি সৌভাগ্য ! ছল পূর্বক বৃদ্ধাকে তাড়াইয়া
দিয়া এই ধূর্ত ক্রভঙ্গ দ্বারা ললিতাকে সত্ত্বর করিতেছে ॥

ললিতা । নেত্রান্তং কুণয়ন্তী হলা রাহি এহি বেণুং মগ্গঙ্গা ।
রাধিকা । স্বগতং । দিট্ঠিয়া অহিসারেদি মং ।

প্রবিশ্যাৎপটীক্ষেপেণ মুখরা ।

মুখরা । বিসাহে অহিমগ্নু সন্দিসই অজ্জ জোইসিআগং
উবদেসেণ মএ গোমঙ্গলা নাম চণ্ডীপূঅণিজ্জা তা পূঅণো-
বহারং ঘেতুং তুমং চেচ্চ বুদ্ধস্সতলে রাহিঅং
লন্তেহি ভি ॥

ললি সখি রাধিকে এহি বেণুং মগ্গয়াবঃ ।

রাধি দিট্ঠ্যা ভাগোন অভিসারয়তি মাং ।

মুখ বিশাখে অভিমন্যুঃ সন্দিশতি অদ্যো জ্যোতিষিকাণাং নিদেশেন ময়া
গোমঙ্গলা নাম চণ্ডী পূজনীয়া । তৎ পূজনোপহারং গৃহীত্ব স্বঃ চৈত্য বৃক্ষস্ত
তলে রাধিকাং প্রাপয় ইতি ।

ললিতা । (নেত্র কোণ সঙ্কোচ করিয়া) সখি রাধে ! আইস
বেণু অশ্বেষণ করি গা ॥

শ্রীরাধা । (মনে মনে) কি সৌভাগ্য, আমাকে অভিসার
করাইতেছে ॥

(হঠাৎ মুখরার প্রবেশ)

মুখরা । বিশাখে ! অভিমন্যু আদেশ করিয়াছে, আজ জ্যোতি
বিদগ্ধের নিদেশানুসারে আমি গোমঙ্গলা নামী চণ্ডীর
পূজা করিব অতএব তুমি পূজোপকরণ সমভিব্যাহারে
চৈত্য বৃক্ষের তলে শ্রীরাধাকে লইয়া আইস ॥

রাধিকা । সখেদমপবার্য্য । হন্ত হন্ত ছুদেবস্ প্যাডিউল্লং
ইতি ললিতা মুখমীক্ষ্যতে ॥ ২৪ ॥

ললিতা । সচ্চ নামা এসো অহিমঞ্চু তা গদুঅ পূঅণোবহারং
সম্বাদেক্কা ইতি সর্ব্বা নিজ্জান্তাঃ ॥

পৌর্ণমাসী । সুবলমনুষ্যত্ব্য সব্যথং । বৎস ছঃসমাধানেয়ং
গতিরুপস্থিতা তদদ্য বৃন্দয়া সহ গত্বা সমাশ্বস্ততাং ত্বয়া
পাটবেন পুণ্ডরীকাক্ষঃ ।

ময়া তু প্রমাণিক পুরজ্ঞীণাং গোষ্ঠীমাসাদ্য জটিল

রাধি দুর্দ্দৈবস্ত প্রাতিকূল্যঃ ॥ ২৪ ॥

ললি সখি সত্যনায়া এষা অভিমনু যন্ত ন তথা তদগত্বা পূজনোপহারং
সম্পাদয়াবঃ ॥

শ্রীরাধা । (সখেদে আবরণ করিয়া) হায় ! দুর্দ্দৈবের কি
প্রতিকূলতা । (এই বলিয়া ললিতার মুখের প্রতি দৃষ্টি-
পাত করিলেন) ॥ ২৪ ॥

ললিতা । সখি ! সত্যই নাম অভিমন্যু অর্থাৎ ক্রোধময়,
অতএব আমরা গিয়া পূজোপকরণ সম্পাদন করিগা ।
(এই বলিয়া সকলের প্রস্থান) ॥

পৌর্ণমাসী । (সুবলের নিকট গমন করিয়া ব্যথার সহিত)
বৎস ! দুঃসমাধান কার্য্য উপস্থিত, অতএব তুমি এখন
বৃন্দার সহিত গমন করিয়া বাক্য কৌশল দ্বারা কৃষ্ণকে
আশ্বাস প্রদান কর এবং আগিও বৃদ্ধা পুরজ্ঞীগণের সভায়
গিয়া জটিলার কোটীল্য বর্ণন করিব । (এই বলিয়া

কৌটিল্যং বর্ণয়িষ্যতে । ইতি নিজ্ঞাস্তা ।

সুবলঃ । পরিক্রম্য এসা তমালতলে ডাহিণ হস্ত গহিদ বংশি-
আ বৃন্দা চিট্ঠই ॥ ২৫ ॥

প্রবিশ্য বৃন্দা । ভো সুবল বিনোদিত সর্বার্থান্মি উদলং
তদ্বার্ভয়া ।

সুবলঃ । বৃন্দে তুরিতং এহি বেণুং জ্জেকব উবহরঙ্গ ।
ইতুভো পরিক্রামতঃ ।

সুবলঃ । বৃন্দে মধুমঙ্গলেন বড্টিদুকেঠো পিঅবঅস্ সো
মগ্গং চেঅ পেক্খন্তো চিট্ঠই তা ণ জাণে অকিদখাণং

সুব এষা দক্ষিণ হস্ত গৃহীত বংশিকা বৃন্দা তিষ্ঠতি ॥ ২৫ ॥

বৃন্দে তুরিতং এহি বেণুমেবোপহরাবঃ । মধুমঙ্গলেন বদ্ধিতোংকষ্ঠ প্রিয়
বয়স্তুঃ মার্গমেব প্রেক্ষমাণঃ তিষ্ঠতি তন্ন জানে অকৃতার্থানামস্মাকং ভক্ত গমনে

প্রস্থান করিলেন) ॥

সুবল । (প্রত্যাবর্তন পূর্ব্বক) এই যে তমাল তলে দক্ষিণ
হস্তে মুরলী গ্রহণ করিয়া বৃন্দা দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন ॥ ২৫

বৃন্দা । (প্রবেশ করিয়া) সুবল ! স্বয়ং সকল বিষয়ই
দেখিয়াছি, তবে শে কথার আর প্রয়োজন কি ? ॥

সুবল । বৃন্দে ! শীঘ্র আইস, কৃষ্ণকে এই বেণু উপহার
প্রদান করিব । (এই বলিয়া দুইজনে প্রত্যাবর্তন করিলেন)

সুবল । বৃন্দে ! মধুমঙ্গলের সহিত প্রিয়বয়স্তু পথের প্রতি
দৃষ্টিপাত করত দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, অতএব বলিতে
পারি না আমরা অকৃতার্থ হইয়া গমন করিলে উহঁার কি

অজ্ঞাণং তথ গমনে তস্ কা দশা ভবে ।

বৃন্দা । সুবল সত্যং ব্রবীষি । পশ্যায়ং পুমাগতরোরূপকণ্ঠে
সমৎকণ্ঠতে কংসারিঃ ॥ ২৬ ॥

সুবলঃ । বৃন্দে তদো ভণামি চিস্তেহি জুষ্টিং ।

বৃন্দা । বিমুষ্য । সুবল গোবিন্দস্য ক্ষণং বিনোদায় চিন্তিতে
পায়াস্মি । তদেহি তন্নিষ্পত্তয়ে ত্বরাং ভজাবেতি
নিজ্ঞাস্তৌ ॥

ততঃ প্রবিশতি মধুমঙ্গলেনোপাস্যমানঃ কৃষ্ণঃ ।

কৃষ্ণঃ । সৌৎসুক্যং ।

কা দশা তস্ম ভবেৎ ॥ ২৬ ॥

সুব বৃন্দে ততো ভণামি চিস্তয় যুক্তিঃ ।

দশা হইবে ॥

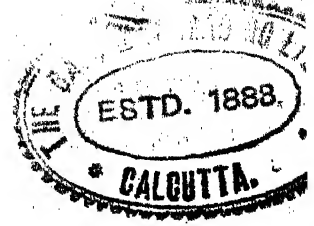
বৃন্দা । সুবল ! সত্য বলিতেছ, ঐ দেখ পুমাগতরু মূলে
কংসারি উৎকণ্ঠান্বিত হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ২৬ ॥

সুবল । বৃন্দে ! এই জন্যই বলিতেছি যুক্তি চিন্তা কর ॥

বৃন্দা । (বিবেচনা করিয়া) সুবল ! গোবিন্দের ক্ষণকাল
আমোদের জন্য উপায় চিন্তা করিয়াছি । তবে আইস
তাহা সম্পাদনের নিমিত্ত ত্বরান্বিত হই । (এই বলিয়া
উভয়ের প্রস্থান) ॥

অনন্তর মধুমঙ্গল কর্তৃক উপাস্যমান হইয়া কৃষ্ণের
প্রবেশ)

কৃষ্ণ । (উৎসুক্যের সহিত) আমার অগ্রে রাখা, পশ্চাতে



রাধা পুরঃ স্মরতি পশ্চিমতশ্চ রাধা

রাধাধিসব্যমিহ দক্ষিণতশ্চ রাধা ।

রাধা খলু ক্ষিতিতলে গগণেচ রাধা

রাধাময়ী মম বভূব কুতস্ত্রিলোকী ॥

মধুমঙ্গলঃ । পিঅবয়স্ম ভাবদীএ অহিসারিদং দাণিং জেজব
পেক্খিস্‌সমি রাহিঅং ।

কৃষ্ণঃ । করেণাস্ত স্তম্ভ্যা স্তুললিতমবচ্ছভা ললিতা

মধু প্রিয়বরঃ ভগবত্যাভিসারিতাঃ ইদানী মেব প্রেক্ষিষ্যসে রাধিকাং ।
নিন্দীয়াতি করিষ্যতি ।

রাধা, এবং গগণ মণ্ডলে রাধা বিরাজ করিতেছেন, হায় !

আমার সম্বন্ধে ত্রিলোকী রাধাময় হইল কেন ? ॥

যথারাগ ॥

নয়ন পুতলী রাধা মোর । মনো মাঝে রাধিকা উজোর ॥

ক্ষিতি তলে দেখি রাধাময় । গগণেহ রাধিকা উদয় ॥

রাধাময়ী ভেল ত্রিভুবন । তবে আমি করিব কেমন ॥

কোথা সেই রাধিকা স্মরী । না দেখি ধৈর্যজ হইতে

নারি ॥ এযদুনন্দন মনে যাগ । কি না করে নব অনুরাগ ॥

মধুমঙ্গল । প্রিয়বরস্য ! ভগবতী পৌর্ণমাসী শ্রীরাধাকে অভি-
সার করাইতেছেন, তুমি এখনই তাঁহাকে দেখিতে
পাইবে ॥

কৃষ্ণ । হায় ! শ্রীরাধা অন্তরে সন্তোষ প্রকাশ পূর্বক কর দ্বারা

করাঙ্গুষ্ঠং রাধা ভ্ৰশ্মভিসরস্বতী সরভসং ।

কিমদ্য স্মেরাক্ষী স্মরপরিমলোল্লাসি বলয়

ধ্বনির্মাং নির্মাস্ত্যতানুপম চমৎকার চটুলং ॥

মধুমঙ্গলঃ । ভো মা উত্তম্ম কঙ্কণ বগৎকারো সুবই ॥ ২৭ ॥

নেপথ্যে ॥

হলা ললিদে পেকথ সো এসো পুষ্পাঙ্গ বুক্খো দীসই ।

মধু মা উত্তম্যঙ্গ কঙ্কণ বগৎকারঃ প্রিয়তে ॥ ২৭ ॥

ললিতার সুললিত করাঙ্গুষ্ঠ অবলম্বন করিয়া সকৌতুকে
অভিসার করত হাস্যাস্বিত লোচনে কন্দর্প সৌরভোল্লাসি
বলয় ধ্বনি দ্বারা আজ আমার অনুপম চমৎকারাতিশয়
কি নির্মাণ করিবেন ॥

যথারাগ ॥

কহে হরি কেন হবে মোরে । এ নয়নে দেখিব রাইরে ॥
ধ্রু ॥ ললিতা অঙ্গুলি করে ধরি । অভিসার করিবে সুন্দরী ॥
সে বদন চান্দের মাধুরী । সেই হাসি বচন চাতুরী ॥
সে নয়ন কোণের চাহনি । যুহু হাসি মুখ মোড়ায়নী ॥
বলয় কিস্কিনী ধ্বনি শুনি । মদনের লাগয়ে মোহিনী ॥
আমায় চমক লাগাইবে । এ যতু নন্দন কহে হবে ॥
মধুমঙ্গল । বয়স্য ! উৎকণ্ঠিত হইও না, ঐ যে ত্রীরাধার কর
কঙ্কনের বগৎকার শুনা যাইতেছে ॥ ২৭ ॥

(বেশ গৃহে)

সখি ললিতে । অবলোকন কর, সেই এই পুষ্পাঙ্গ তরু

পুনস্তত্রৈব সহি রাহে ধিট্ঠ ভমর বাম্পিদং পেক্খণং তা
ক্খণং ইধ জ্জেক্স চিট্ঠক্ক ।

মধুমঙ্গলঃ । সচাপলং । ভো পিঅবঅস্ স বামদো কিং ণ

পেচ্ছসি এসা ললিদাএ সঙ্গং রাহিআ সমাঅদা ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণঃ । সোৎকণ্ঠং দিক্খ্যা সাক্কাদদ্য মদীক্ষণয়োঃ সৌখ্যং
বিস্তার্যাতে সখ্যা ॥ ২৯ ॥

সখি ললিতে পশু স এষ পুন্নাগ বৃক্ষো দৃশ্যতে ।

সখি রাধে ধৃষ্ট ভ্রমর জলিতং পশ্চিতং তৎ ক্ষণমত্রৈব তিষ্ঠাবঃ ।

মধু বয়স্য বামতঃ কিং নপশ্যসি এষা ললিতয়া সাক্ষিং রাধিকা সমাগতা ॥ ২৮

সখ্যা রোধয়া ইতি কৃষ্ণে বিবক্ষিতং । বস্ত তন্তু সখ্যা পুংসেনেত্রীকৃষ্ণ
বাক্যস্যান্যথা প্রয়োগাসংভাবাৎ ॥ ২৯ ॥

দেখা যাইতেছে ॥

(পুনরায় বেশ গৃহে)

সখি রাধে ! এই ধৃষ্ট ভ্রমরচ্ছাদিত পুন্নাগবৃক্ষ অবলো-
কন কর, অতএব ক্ষণকাল আমরা এই স্থানে অবস্থিতি
করি ॥

মধুমঙ্গল । (চপলতার সহিত) বয়স্য ! বাম দিকে কি দেখি-
তেছ না ! এই যে ললিতার সহিত শ্রীরাধা আগমন করিয়া-
য়াছেন ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণ । (উৎকণ্ঠার সহিত) কি শুভাদৃষ্ট, আজ সাক্ষাৎ
শ্রীরাধা আমার লোচনদ্বয়ের সুখ বিস্তার করিতেছেন ॥ ২৯

মধুমঙ্গলঃ । সগর্ব্বং তো কীম গ বিখারিদবং জখ অহং
বিঅড্‌টো দূদক্ষি ।

কৃষ্ণঃ । সখে পুরঃস্থয়োরপি মৎপ্রিয়য়ো নির্বালীকতা
নাদ্যাপাবধারিতা যদাভ্যাং ন সমিধীয়তে ॥ ৩০ ॥

মধুমঙ্গলঃ । পিঅবঅস্‌ স্মৃট্‌ঠু পসন্নং রাহিঅং জানীহি জং
সাডি অঞ্চল ঝম্পিদা মুরলী ঝলক্‌ই ॥

কৃষ্ণঃ । সন্নেহং ।

বিধুরেতি দিবা বিরূপতাং শতপত্রং বত সর্ব্বরীমুখে ।

মধু কস্মিন্ন বিস্তারয়িতব্যঃ যত্রাহং বিদগ্ধো দূতোস্মি ।

মৎপ্রিয়য়ো রাধা ললিতয়ো বস্ত তন্ত বৃন্দা স্তবলয়োরবালীকতা প্রীতিঃ ।
বস্ত তন্ত সত্যত্বঃ বালীকং অপ্রিয়েহনুতে ইত্যমরঃ ॥ ৩০ ॥

মধু প্রিয়বয়স্ত স্মৃট্‌ প্রসন্নং রাধিকাং জানিহি । যং সাটিকাকলাচ্ছাদিতা
মুরলী রাজতে ।

মধুমঙ্গল । (সগর্ব্বং) বয়স্য ! কেননা স্মৃথ বিস্তার হইবে,

যেখানে আমি পরম বিচক্ষণ দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত আছি ॥

কৃষ্ণ । সখে ! অগ্রবর্ত্তি প্রিয়াদ্বয়ের অর্থাৎ শ্রীরাধা ললিতার
এতাবৎ নির্বাবলীকতা (সত্যত্ব) অবধারিত হয় নাই,

যে পর্য্যন্ত উহারা আগার মিকটে না আসিয়াছেন ॥ ৩০ ॥

মধুমঙ্গল । প্রিয়বয়স্ত ! শ্রীরাধাকে স্মপ্রসন্ন জানিও, যেহেতু

ইহার সাট্যঞ্চলে আচ্ছাদিত হইয়া মুরলী শোভাতিশয়

বিস্তার করিতেছে ॥

কৃষ্ণ । (স্নেহের সহিত) হায় ! চন্দ্র ত দিবসে বিরূপতা

ইতি কেন সদা শ্রিয়োজ্জ্বলং তুলনামহিতি মংপ্রিয়াননং ॥

ইতি সকৌতুকমনুসর্পতি ॥

নেপথ্যে ॥

বারিসহাণঈ লচছী ইয়ং পুরো রাইণী সমুগ্গমই ।

চন্দাঅলী কুডুশ্ব চওর মাহব স্প্রসহং ॥ ৩১ ॥

বার্ভানবী লক্ষ্মীরিয়ং পুরো রাগিণী সমুদগ্ধতি । চন্দ্রাবলী কুটুশ্ব চকোর মাধব স্প্রসভং । বার্ভানবী লক্ষ্মীঃ বৃষভাহু সশঙ্কিনী শোভা বৃষভানো কন্যায়াস্চ শোভা রাগিণী রক্তিম যুক্তা রাগঃ ক্রোধ স্তম্ভযুক্তাচ বস্ত তস্ত অমুরাগবতীচ । চন্দ্রাবল্যা কুটুশ্ব চকোর রূপঃ কৃষ্ণঃ বলাৎকারেণ তত্র ধাবনং তব হৃৎখদমেব ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

প্রাপ্ত হন, পদ্মও রজনী মুখে মুখ সঙ্কোচ করিয়া থাকে,
তবে সর্বদা শোভা সম্পন্ন রাধাবদন কাহার সহিত
তুলনা প্রাপ্ত হইবে ॥

যথা রাগ ॥

গগণের চান্দে কি বা কহি । দিবসে বিরূপ হয়ে
সেই ॥ কমল উপমা কিয়ে দিয়ে । মৈলান রজনী
কেনে হয়ে ॥ রাধা মুখ সদাই উজোর । তুলনা দিবার
নাহি ওর ॥ ইহা কহি কৌতুক হৃদয় । এ যতু নন্দন
মনে কর ॥

(বেশ গৃহে)

বৃষ রাশিস্থ ভানু সশঙ্কিনী শোভা রক্ত বর্ণ হইয়া অগ্রে
উদয় হইতেছে, অহে চন্দ্রশ্রেণীর কুটুশ্ব চকোর ! বল

মধুমঙ্গলঃ । ললিতে ভমিদাসি এ কখু চওরো পেখ এসো
রহসীরমণো জেণ বারিসহাণঙ্গি লচ্ছী কামিজ্জই ।

নেপথ্যে পুনরন্বতঃ । ভো কহু এ স্থগাহি ।

মধুমঙ্গলঃ । বিলোকা সশঙ্কং । এসা ভাহিণে বিসালস্
বহিণী সারঙ্গী নাম বালিকা ।

মধু ললিতে ভাস্তাসি ন খলু চকোরঃ পশু এষ রথাসী রমণচক্রবাকঃ ।
পক্ষে রথাজং চক্রঃ এবঞ্চ পদদ্বয়ং যেন বার্ষভানবী লক্ষ্মীঃ কাম্যতে শ্লেষার্থঃ
পূর্ব্বকং ॥

ভো কৃষ্ণ ন শৃণু । মধু এষা দক্ষিণে বিশালস্ত ভগিনী সারঙ্গী নামা
বালিকা ।

প্রকাশ পূর্ব্বক ধাবমান হইও না ।

অর্থাস্তর । অনুরাগবতী বৃষভানুনন্দিনী সম্বন্ধিনী
শোভা অগ্রে উদয়শীল হইতেছে, চন্দ্রাবলী কুটুম্ব চকোর !
তুমি বলাৎকার জন্য ধাবমান হইও না ॥ ৩১ ॥

মধুমঙ্গল । ললিতে ! তুমি ভ্রান্তা হইয়াছ, দেখ চকোর নয়
এ চক্রবাক, বৃষ রাশিস্থ ভানু সম্বন্ধিনী শোভা কামনা
করিতেছে । পক্ষান্তরে ইনি কৃষ্ণ, বৃষভানু পুত্রী সম্বন্ধিনী
শোভা অভিলাষ করিতেছেন ॥

(বেশ গৃহে পুনরায় অন্য দিকে)

অহে কৃষ্ণ ! শ্রবণ করিও না ।

মধুমঙ্গল । (অবলোকন করিয়া শঙ্কার সহিত) এই যে
দক্ষিণদিকে বিশালের ভগিনী সারঙ্গী নাম্নী বালিকা ॥

কৃষ্ণঃ । সখে মাশঙ্কিষ্ঠাঃ স্মৃষ্টু বালিকেষং ।

প্রবিশ্য সারঙ্গী । ভো কহু ন স্মৃণাহি বুড়্টিয়া মুখরা ভগতি ॥ ৩২ ॥

কীস তুএ মহ গতিণী অলিঅঃ দুসিজ্জই জং তুজ্জা বংশীয়া
অস্মোহিং ককখডিআ হখে দিট্ঠা তা ম্গগেহি নং ত্তি ॥

কৃষ্ণঃ । সারঙ্গীকে বিজ্ঞাপয় মুখরাঃ যদহং লব্ধ মুরলিকো-
হসি ॥ ৩৩ ॥

নেপথ্যে । হলা পচ্ছন্না হোহি পচ্ছন্না হোহি ।

সারঙ্গী । ভো কৃষ্ণ ন শৃণু বৃদ্ধা মুখরা ভগতি ॥ ৩২ ॥

কস্মাৎ মম নপ্ত্রীকী অলীকঃ দুষাতে । যত্র বংশী অস্মাভিঃ ককখটিকা হস্তে
দৃষ্টা তন্মার্গে এনামিতি । জটিলয়া সহ অস্তাঃ সম্বাদস্তদা নাত্তুদিত্তি গম্যতে ॥ ৩৩
সখি প্রচ্ছন্না ভব প্রচ্ছন্না ভব ।

কৃষ্ণ । সখে ! শঙ্কা করিও না, এ যথার্থই বালিকা ।

সারঙ্গী । (প্রবেশ করিয়া) অহে কৃষ্ণ ! শ্রবণ কর, বৃদ্ধা
মুখরা বলিয়াছেন ॥ ৩২ ॥

কেন আমার নপ্ত্রীকে অলীক দোষারোপণ করিলা,
তোমার বংশী ককখটীর হস্তে দেখিয়াছি অতএব আপ-
নার বংশী গিয়া অব্বেষণ কর ॥

কৃষ্ণ । সারঙ্গীকে ! মুখরাকে গিয়া জানাও যে, আমি মুরলী
পাইয়াছি ॥ ৩৩ ॥

(বেশ গৃহে)

সখি ! প্রচ্ছন্না হও, প্রচ্ছন্না হও ॥

সারঙ্গী । নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য সেষং । হলা রাহিএ
চেচ্চবুক্সস তলে তুমং আআরেদি মে ভাহুও তা তথ
কিত্তি এ গদাসি ॥

নেপথ্যে ।

হদাসে সাহা সারঙ্গমুহি সারঙ্গিএ তুমং বি ছুদিয়া জুড়িলা
সংবৃত্তা তা বুড্ড সদ্দুলস্ তুওকোডরে পডেহি ॥

সারঙ্গী । সামৰ্ষং । ললিতে ওল্লটিঅ মং জ্জেক্স তুমং

সারঙ্গী । রাহিএ রাধিকে বালক স্বভাবোক্তিরিয়ং চৈত্য বুক্সস তলে দ্বাঃ
আকারয়তি মম ভ্রাতা অভিমহ্যুরিতার্থঃ । তত্তত্র কিমিতি ন গতাসি । হতশে
শাখা সারঙ্গ বানর স্তম্ভ মুখমিব মুখঃ যন্তা হে তথা ভূতে সারঙ্গিকে ত্বমপি
দ্বিতীয়া জটীলা সংবৃত্তা ভব্ধ শাদ্দুলসা তুও কোটরে পত ।

সারঙ্গী । ললিতে উলটিঅ ইতি অপরাধং কৃতবতী ত্বং তদপি মাং

সারঙ্গী । (বেশ গৃহের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জঁর্বার সহিত)
হালো রাধে ! আমার ভ্রাতা অভিমহ্যু চৈত্য বুক্সের মূলে
তোমাকে অন্বেষণ করিয়াছেন, কি জন্তে তুমি সেখানে
বাও নাই ॥

(বেশ গৃহে)

হতভাগি বানর মুখি সারঙ্গিকে ! তুই যে দ্বিতীয়
জটীলা হইলি, বুদ্ধ ব্যাঘ্রের মুখে গিয়া পড় ॥

সারঙ্গী । (সক্রোধে) ললিতে । তুমি যে আমাকে উন্ট
তর্জন করিতেছ, অতএব থাক আমি গিয়া মাসী জটী-

তজ্জসি তা অহং গদুজী মাউসিআএ জউলাএ বিগ্ন-
বিসং । ইতি নিজ্রাক্তা ॥

মধুমঙ্গলঃ । সারঙ্গী জাদু নাম বালিআপলাবে কস্ বীসন্তোঃ ।
নেপথ্যে ॥

সহি রাধে মুঞ্চ মুঞ্চ ।

মধুমঙ্গলঃ । ভো শূণাহি সংক্টিএণ কিং ভণাদি ললিতা ।
পুননেপথ্যে ।

কিং তস্করীং যুবতিমানধনস্ত বংশী
মঞ্চে করৌষি বিকির ত্বরয়া বিদুরে ।

এষা প্রযাতু বনিতাম্বর তস্করায়

ভজ্জসীত্যর্থঃ । তদহং গদা মাতৃসংশে জটিলায়ৈ বিজ্ঞাপয়িষ্যামি ।

মধু । বাতু নাম সজ্জাবনায়াং বালিকা প্রলাপে কস্মা বিপ্রস্তঃ বিশ্বাসঃ ।
মধু শৃণু সংস্কৃতেন কিং ভণতি ললিতা । বিকির কিপ ॥ ৩৪ ॥

লাকে বলিয়া দিচ্ছি । (এই বলিয়া প্রস্থান)

মধুমঙ্গল । যাউক, বালিকার প্রলাপে কাহার বিশ্বাস হইবে ।
(বেশ গৃহে)

সখি রাধে ! ত্যাগ কর, ত্যাগ কর ।

মধুমঙ্গল । অহে ! শ্রবণ কর, ললিতা সংস্কৃত ভাষায় কি
বলিতেছে ॥

যুবতিগণের মানধন অপহরণকারিণী বংশীকে জোড়ে
করিতেছ কেন । শীঘ্র দূরে নিক্ষেপ কর । এ স্ত্রীগণের
বস্ত্রচোরের নিকট গমন করুক, যোগ্য বস্ত্র যোগ্য বস্ত্র
সহিত সঙ্গত হউক গা ॥

যোগ্যেন সঙ্গমিহ গচ্ছতু বস্তু যোগ্যং ॥

কৃষ্ণঃ । স্মিত্বা । সখে পশ্যেয়মঞ্চলাবংশীঃ বলাদিবাকৃষ্য
পুস্ত্যচ্চিক্বেপ । তদিমাং গৃহাণ ॥

মধুমঙ্গলঃ । তথা করোতি ॥ ৩৪ ॥

নেপথ্যে দূরতঃ । অম্মো সারঙ্গীএ অসচ্চং ন ভণিদং ।

কৃষ্ণঃ । সবাথং । সখে পশ্য পুরো নিষ্ঠুরেয়মুপস্থিতা
জরতী ।

মধুমঙ্গলঃ । হস্ত সাঅণ কহু ভুঅঙ্গীব কুরমুখী এসা রোসা-
বেসেন জট্ঠিং থিপস্তী পুরুষং গজ্জই জডিলা ॥ ৩৫ ॥

অম্মো ইতি জীণাঃ বিশ্বয়োক্তিঃ সারঙ্গ্য। অসত্যং ন ভণিতং ।

মধু । শ্রাবণ কৃষ্ণ ভুজঙ্গীব কুরমুখী এসা রোষা বেশেন যষ্টিঃ ক্ৰিপস্তী
পুরুষং গর্জতি ॥ ৩৫ ॥

কৃষ্ণ । (হ্রস্বং হাস্য করিয়া) সখে ! ঐ দেখ অঞ্চল হইতে
বল পূর্বক বংশী আকর্ষণ করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল
অতএব তুমি গিয়া কুড়াইয়া লইয়া আইস ॥

মধুমঙ্গল । তাহাই করিলেন ॥ ৩৪ ॥

(বেশ গৃহে)

ও মা ! সারঙ্গী যে মিথ্যা কথা বলিল না ।

কৃষ্ণ । (বাথার সহিত) সখে ! দেখ দেখ, অগ্রে নিষ্ঠুরা
জটীলা উপস্থিত ।

মধুমঙ্গল । হায় ! শ্রাবণ মাসীয় কৃষ্ণ ভুজঙ্গীর ন্যায় কুরমুখী
জটীলা রোষাবেশে যষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে নিষ্ঠুর
গর্জন করিতেছে ॥ ৩৫ ॥

নেপথ্যে ।

ভো দুকুলাস্কার ধূমলেহে পক্ষহং বক্ষসি দাণিং কা
পউত্তী ।

মধুমঙ্গলঃ । হক্কী হক্কী কঅলীক্ব কম্পই রাহিআ ॥ ৩৬ ॥

নেপথ্যে । অজ্জ পসীদ পসীদ গ কুখু অক্সে অবরজ্জাক্স ।

মধুমঙ্গলঃ । ভো বঅস্স পেকুথ রাহিঅং হথে ঘেত্তুণ ললি-
দাএ সমং পখিদা বুড্টি ।

কুষঃ । সখেদং ন জানে কিমদ্য প্রতিপদ্যতে কঠোরৈয়ং
জটিল। তদুপসৃত্য তত্ত্বমবধার্য্যতাং ।

জটি । দুকুলাস্কার ধূমলেখে প্রত্যহং বক্ষসি ইদানীং কা প্রবৃতিঃ ।

মধু । হা ধিক্ হাধিক্ কদলীব কম্পতে রাধা ॥ ৩৬ ॥

আর্য্যো প্রসীদ প্রসীদ ন থলু বয়ং অপরাধ্যামঃ ।

মধু পশু রাধিকং হন্তে গৃহীত্বা ললিতয়া সমং প্রস্থিতা বৃদ্ধা ।

(বেশ গৃহে)

রে চুপ্ত কুলাস্কার কলঙ্কিনি । প্রত্যহই আমাকে বঞ্চনা
কর, এখন এ কি প্রবৃতি ।

মধুমঙ্গল । হা ধিক্ হা ধিক্, শ্রীরাধা যে কদলী বৃক্ষের ন্যায়
কাপিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥

(বেশ গৃহে)

আর্য্যো ! প্রসন্ন হউন, আমরা কোন অপরাধ করি নাই ।
মধুমঙ্গল । অহে বয়স্য ! ঐ দেখ শ্রীরাধার হস্ত ধরিয়া
ললিতার সহিত বৃদ্ধা জটিল। চলিয়া যাইতেছে ॥

কুষ । (খেদের সহিত) সখে । না জানি আজ কি হইবে,
জটিল। অতি কঠোরা, অতএব নিকটে গিয়া বৃত্তান্ত জান ।

মধুমঙ্গলঃ । নিজক্রান্তঃ ।

কৃষ্ণঃ । নিশ্চয় ।

ব্যক্তিং গতে মম রহস্য বিনোদবৃত্তে

রুক্ষো লঘিষ্ঠ হৃদয় স্তরসাভিমন্যুঃ ।

রাধাং নিরুধ্য সদনে বিনিগূহতে বা

হা হস্ত লস্তরতি বা যদুরাজধানীং ॥ ৩৭ ॥

প্রবিশ্য মধুমঙ্গলঃ । পিঅবঅস্ অচ্চরিঅং অচ্চরিঅং গুণং

সদনে গৃহে নিরুধ্য বিনি গূহতে সংবগোতি । যদুরাজধানীং মধুরাং ॥ ৩৭ ॥

মধুমঙ্গল । প্রস্থান করিলেন ॥

কৃষ্ণ । (নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক) হায় ! আমার রহস্য

কেলি প্রকাশ পাইলে লঘু হৃদয় অভিমন্যু অতিশয় রুক্ষ

হইয়া হয় ত শ্রীরাধাকে নিরোধ করিয়া গোপনভাবে

গৃহে রাখিবে, না হয় যদুরাজধানী মধুপুরীতেই বা লইয়া

যাইবে ॥ ৩৭ ॥

যথা রাগ ॥

হাহা রাধে তোমার লগিয়া । নিরবধি পোড়ে গোর

হিয়া ॥ ধ্রু ॥ নাজানি কি জানি হয়ে আজ । বেকত বা

হয় সব কাজ ॥ তুয়া সঙ্গে মনোহর লীলা । গোকুলে

বেকত ভৈগেলা ॥ অভিমন্যু লখিব আশয় । বান্ধিয়া ব

রাখে নিজালয় ॥ কি বা তোমা লুকাইয়া রাখে

তবে আমি দেখিব কাহাকে ॥ কিবা সে মুখরা লইঞা

যায় । তবে আমি কি করি উপায় ॥ এ যদুনন্দন দা

কহে । না ভাবিহ মঙ্গল আছেয়ে ॥ ৩৭ ॥

মধুমঙ্গল । (প্রবেশ করিয়া) প্রিয়বয়স্য ! আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য

রাহিআ কম্পি বিজ্ঞাং জাগই ।

কৃষ্ণঃ । কথ্যতাং কীদৃশী বিদ্যা দৃষ্টা ।

মধুমঙ্গলঃ । ভো কুল বুড়াহীরীমণ্ডলে শিবিট্টাএ ভাবদীএ
অগ্গদো বিকোশন্তী জড়িলা রাহিঅং নীদা ॥

কৃষ্ণঃ । ততস্ততঃ ।

মধুমঙ্গলঃ । তদো দিট্টং মএ সিগেহেগ বিক্খোহিদাসু সৰ্বাসু
সা রাহিআ ওগ্গুণ্ণং উচ্ছারিঅ হসন্তো সুবলো সম্মুতো ।

কৃষ্ণঃ । স্মিত্বা ততস্ততঃ ।

মধু প্রিয়বয়স্য আশ্চর্য্যং নূনং রাধিকা কামপি বিদ্যাং জানাতি । ভো
কুল বৃদ্ধাভীরী মণ্ডলে নিবিষ্টায়াঃ ভগবত্যাঃ অগ্রভো বিকোশন্তী জড়িলা
রাধিকাং নীতা । ততো দৃষ্টং ময়া স্নেহেন বিত্তিকুভিতাসু সৰ্বাসু সা রাধিকা
অবগুণ্ঠনঃ উৎক্লিপ্য তাক্। হসন্ সুবলঃ সম্মুতঃ ।

নিশ্চয় শ্রীরাধা কোন বিদ্যা জানেন ॥

কৃষ্ণ । বল দেখি, কি বিদ্যা দেখিয়াছ ।

মধুমঙ্গল । কুলবৃদ্ধা-আভীরীমণ্ডলে ভগবতী পৌর্ণমাসী প্রবেশ
করিলে তাহার সমীপে জড়িলা ভিন্নস্বার করিতে করিতে
শ্রীরাধাকে লইয়া গেল ॥

কৃষ্ণ । তাহার পর, তাহার পর ।

মধুমঙ্গল । তাহার পর দেখিলাম, স্নেহ সহকারে সকলে
ক্ষুভিত হইলে শ্রীরাধা অরগুণ্ঠন উদ্ঘাটন করিয়া হাসিতে
হাসিতে সুবল হইলেন ॥

কৃষ্ণ । (হাস্য পূর্বক) তাহার পর, তাহার পর ।

মধুমঙ্গলঃ । তদো হাসকোলাহলে উবরদে রুট্ঠাহিং

সব্বাহিং নিত্তুচ্ছিদা লজ্জাএ গদমুহী জড়িলা পলাইদা ॥ ৩৮

কৃষ্ণঃ । কথ্যতাং তয়োদ্বিতীয়া কথমভূৎ ।

মধুমঙ্গলঃ । রাহিআএ কণ্ঠে পড়িদেশ কেণ বি মন্ত্ৰেণ পডমং

জ্জ্জব সা বুদ্ধাকিদা ।

কৃষ্ণঃ । সখে ন রাধিকায়্যাঃ খল্লিয়ং বিদ্যা । কিন্তু তামভিম-

মুনা সমাহুতামবধার্য্য মদ্বিনোদায় বৃন্দয়া প্রণীতমিদং
কৌতুহলং ॥

ততো হাস কোলাহলে উপরতে রুট্ঠাভিঃ সৰ্ব্বাভিনির্ভংগিতা লজ্জয়াব-
নভমুহী জড়িলা পলায়িতা ॥ ৩৮ ॥

রাধিকয়া কণ্ঠে পঠিতেন কেনাপি মন্ত্ৰেণ প্রথমমেব বৃন্দা কৃত্য ।

মধুমঙ্গল । তাহার পর হাস্য কোলাহল উপরত হইলে
সকলেই ক্রোধভরে জটীলাকে তিরস্কার করিতে লাগি-
লেন, হুতরাং তখন সে লজ্জায় অবনত বদন হইয়া পলা-
য়ন করিল ॥ ৩৮ ॥

কৃষ্ণ । বল দেখি ঐ দুইজন্যের মধ্যে দ্বিতীয়া ললিতার কি
হইল ॥

মধুমঙ্গল । শ্রীরাধা তাঁহার কণ্ঠে কোন মন্ত্র পাঠ করিয়া
অগ্রেই তাঁহাকে বৃন্দা করিয়াছিলেন ॥

কৃষ্ণ । সখে ! নিশ্চয় বোধ হইতেছে, এ শ্রীরাধার বিদ্যা নয়,
কিন্তু অভিমুখ্য তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছে মনে করিয়া
আমার কৌতুহলের নিমিত্ত বৃন্দা এই কার্য্য করিয়াছেন ।

মধুমঙ্গলঃ । সাট্টিহাসং । ভো পিয়বয়স্ স সচং বিঅ কহেসি
দিট্ঠং মএ পুনোবি বুদ্ধাএ নিম্মিদো রাহাবেসো অঅলো
মুহরাঘরে পহিদো ॥ ৩৯ ॥

নেপথ্যে । দধানা মধ্যাহ্ন জ্বলদরুণকান্ত প্রতিময়া
বপুস্তল্যং গণ্ডস্থল তুলিত কারণুব রুচিঃ ।
কুশাগ্রীয়ং নিদ্রা পরিমল দরিদ্রাক্ষি কমলা
সখী রাধাং বাধা হরিবিরহখিন্না প্রথয়তি ॥

মধু ভো সত্যামিব কথয়সি দৃষ্টং ময়া পুনরপি বুদ্ধয়া নির্মিত রাধাবেশঃ
অবলঃ মুখরা গৃহে প্রবিশতি ॥ ৩৯ ॥

রাধা হরিবিরহ খিন্না সতী বাধাং পীড়াং প্রথয়তি । কথন্তুতা মধ্যাহ্নে
জলন্তী বা অরুণ কান্ত প্রতিমা সূর্য্য কান্ত ময়ী প্রতিমা তয়া তুল্যং বপুর্দধানা
গণ্ডস্থলে তুলিতা কারণুবো বকভেদঃ ॥ ৪০ ॥

মধুমঙ্গল । (অতিশয় শব্দযুক্ত হাস্যের সহিত) বয়স্য ।
সত্যই বলিয়াছ, আমি পুনরায় দেখিয়াছি, অবল বুদ্ধা
নির্মিত রাধাবেশ ধারণ করিয়া মুখরার গৃহে গিয়া প্রবেশ
করিল ॥ ৩৯ ॥

(বেশ গৃহে)

কুশাগ্রী শ্রীরাধা হরিবিরহে খিন্না হইয়া মধ্যাহ্ন কালীন
প্রজ্বলিত সূর্য্যকান্ত মণির ন্যায় অরুণ বর্ণ বপুঃ এবং কার-
ণুব পক্ষী তুল্য অর্থাৎ বকের আয় পাণ্ডুবর্ণ গণ্ডস্থলের রুচি
ধারণ করত নিদ্রা বেশে মুদ্রিত নয়নকমলে দুঃখাতিশয়
বিস্তার করিতেছেন ॥

যথারাগ ॥

সখি হে মাধব বিরহে রাধিকা । তনু মন ক্ষীণ ভেলা

কৃষ্ণঃ । সদৃষ্টিক্ষেপং । সখে দিক্ত্যা কীরেণামুনা সমাখ্যাসি-
তোহস্মি ॥ ৪০ ॥

মধুমঙ্গলঃ । গুণং বৃন্দা ভাসিদং অণুকরেদি কীরো ।

কৃষ্ণঃ । সখে ত্রেক্ষু মিচ্ছামি তাদৃশো বৃন্দা সুবলো তত
স্বর্যাতাং ।

মধুমঙ্গলঃ । বংশীং কৃষ্ণকরে নিক্ষিপ্য পরিক্রামতি ।

কৃষ্ণঃ । সুবিচ্যুতাং বংশীমুপলব্ধোহস্মি তদেনাং পূরয়ামীতি ।

মধু । নুনং বৃন্দা ভাবিতমমুকরোতি কীরঃ ।

ধিকা ॥ ধ্রু ॥ কাঁচা সোনা যাতে করে গিনি । সে বরণ
দুপর তরণি ॥ যে গণ্ড যুগল শশী শোভা । সে যে হাসে
রতি মনো লোভা ॥ সহজেই কৃষ্ণ ধনী মাঝ । ভাঙ্গি
পড়ে হেন তেল লাজ ॥ নয়ন কমল যুগ নিদ । পরিমলে
ভৈগেল দরিদ্র ॥ এ যত্ননন্দন দাস কহে । কি বা
নাহি করয়ে বিরহে ॥

কৃষ্ণ । (দৃষ্টি নিক্ষেপের সহিত) সখে । কি সৌভাগ্যের
বিষয়, এই শুকপক্ষী আমাকে আশ্বাস প্রদান করিল ॥ ৪০ ॥

মধুমঙ্গল । নিশ্চয় শুক পক্ষী বৃন্দার বাক্যের অনুকরণ
করিতেছে ॥

কৃষ্ণ । সখে । আমি সেই রূপ বৃন্দা ও সুবলকে দেখিতে
ইচ্ছা করি অতএব তুমি ত্বরান্বিত হও ॥

মধুমঙ্গল । কৃষ্ণকরে বংশী সমর্পণ করিয়া প্রত্যাভর্তন
করিলেন ॥

কৃষ্ণ । বহু দিন হস্তচ্যুত বংশীকে পুনরায় আজ লাভ করি-

তথা করোতি ॥

মধুমঙ্গলঃ । ক্ষণমুৎকর্ণো ভবন্ সংস্কৃতেন ।

মনোহারী কোহপি প্রতিমুখ বিসারী মৃদুতয়া

বিরাবোহয়ং বর্ষাং শ্রবণপরিচর্যাং রচয়তি ।

ততো কর্ণোত্তংশী কৃত চটুলবংশী কলরুতি

নিরাতঙ্কা শঙ্কে মিলতি কলবিঙ্কাবলিরিতঃ ॥ ৪১ ॥

পুনর্বিলোক্য হীহী সদ সাধর্ম্যেণ পদারিদোঙ্গি জং কঙ্কণ

প্রতিমুখং সর্কাসু দিক্ষু বিসর্জুঃ বিশেষণ গদ্যং শীলমস্যা তথা ভূতো
বিরাবঃ শ্রবণয়োঃ সৌখ্যং করোতি । অতএব হেতোঃ কলবিঙ্কাবলিঃ
চটক সমূহঃ ইতো মীলতীতি শঙ্কে । কর্ণোত্তংশী কৃত চটুলা বংশীকৃতি বয়া
তথাভূতা সতী ॥ ৪১ ॥

হীহী আশ্চর্য্যে শব্দ সাধর্ম্যেণ প্রতারিতোহস্মি । বং কঙ্কণ সিজিতং
খস্বিদং ॥

লাম, তবে ইহাকে একবার বাদ্য করি, এই বলিয়া
বাজাইতে লাগিলেন ॥

মধুমঙ্গল । (ক্ষণকাল উজ্জ্বলিত করণ করিয়া সংস্কৃত ভাষায়)
সকল দিকে গমনশীল মনোহর এই মৃদুরব অতিশয় রূপে
কর্ণ রসায়ন করিতেছে এই কারণে বোধ হয় চটক সকল
কর্ণ উত্তোলন পূর্বক মনোহর বংশীরব শ্রবণে আসিয়া
মিলিত হইতেছে ॥ ৪১ ॥

(পুনরায় অবলোকন করিয়া) কি আশ্চর্য্য কি আশ্চর্য্য !
শব্দ সাধর্ম্যে প্রতারিত হইলাম, এ যে নিশ্চয় কঙ্কণের

সিঞ্চিদং কুখু এদং ।

ততঃ প্রবিশতি ললিতয়ানুগম্যমানা রাধা ।

রাধাঃ । অমিঅং পিঅসি স্তমহুরং বমসি

রুঅং বিসুসমোহণং বিসমং ।

ভুজ্জ্বা গ দুষণমথবা মুরলি

অদো দারুণাসি কিদা ॥

রাধা । অমৃতং পিবসি মধুরং বমসি রুতং বিশ্বমোহনং বিষমং । ভব ন দুষণ মথবা
মুরলী যতো দারুণাসি কৃত্য দারুণা রূপাহীনা পক্ষে দারুণা কাঠেন কৃত্য ।

শব্দ ॥

(অনন্তর ললিতার সহিত শ্রীরাধার প্রবেশ)

শ্রীরাধা । অহে মুরলি ! তুমি যে স্তমধুর অমৃত পান করিয়া
বিশ্ববিমোহন বিষম শব্দে উদগার কর, ইহাতে তোমার
কোন দোষ নাই, যে হেতু কঠিন কাষ্ঠ দ্বারা তোমার
নিৰ্ম্মাণ হইয়াছে ॥

যথারাগ ॥

শুন তোরে কি বলিব বাঁশী । সতীকুল সকল বিনাশি ॥

পিঞা পিঞা মাতাইয়া যশ । অবলারে করসি অবশ ॥

বমন করসি যবে তারে । জগৎ মোহসি মৃদুশ্বরে ॥

অথবা কি তুমি অতি ছবী । বাশিনী বাঁসের যাতে বাঁশী ॥

দারুতে গড়ল তুয়া দেহ । কেবল দারুণময় গেহ ॥

এ যত্ননন্দন দাস ভণে । কি করে সে স্বকঠিন মনে ॥

ললিতা । হলা পুরদো পুন্নাঅস্স মূলে কহ্নো রেহই ।

মধুমঙ্গলঃ । বিলোক্য সহর্ষং । দূরে মগগণিজেজ্জা অথো
কহং সঅং জ্জেক্স হথে উবথিদো ইতি পরাবৃত্ত্য পিঅ-
বঅস্স পেঞ্চ বুদ্ধাএ সদ্ধং সুঅলো তুজ্জা সন্নিহিং
লদ্ধো ॥ ৪২ ॥

কৃষ্ণঃ । সন্নেহমালোক্য হস্ত প্রিয়ে সখ্যো প্রবিষ্টা মে দৃষ্টিঃ
প্রকামমামোদতে ইতি পরিক্রম্য ভোঃ সখীনাং শিখা-
মণে তরসা সন্নিধীয়তাং ।

ললিতা । সখি পুরতঃ পুন্নাগস্য মূলে কৃষ্ণো রাজতে ।

মধু । দূরে মার্গনীয়োহর্থঃ কথং স্বয়মবোপস্থিতঃ । প্রিয়বয়স পশু
বুদ্ধয়া সার্কিঃ সুবল স্তব সন্নিধিঃ লদ্ধঃ ॥ ৪২ ॥

প্রিয়ে সখ্যো সুবলে প্রবৃষ্টা দৃষ্টিঃ বস্ত তস্ত প্রিয়ে সখ্যো পূর্নং প্রবিষ্টা বা
দৃষ্টিঃ ইদানীমামোদতে । সখীনাং শিখামণে ইত্যাভয়থাপি সাক্ষপাং

ললিতা । সখি ! অগ্রবর্তি পুন্নাগ বৃক্ষমূলে কৃষ্ণ বিরাজ
করিতেছেন ॥

মধুমঙ্গল । (অবলোকন করিয়া সহর্ষে) এ কি দূরে অশ্বেষণীয়
বস্ত্র যে স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইল । (এই বলিয়া
প্রত্যাবর্তন করত) প্রিয়বয়স্য ! দেখ বৃন্দার সহিত সুবল
তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৪২ ॥

কৃষ্ণ । (সন্নেহ অবলোকন করিয়া) কি আশ্চর্য্য ! প্রিয়
সখা সুবলের প্রতি আমার দৃষ্টি প্রবিষ্ট হইয়া পরম সুখা-
নুভব করিতেছে । (এই বলিয়া প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক) অহে
সখীসকলের শিখামণি ! শীঘ্র নিকটে আইস ॥

রাধি । সম্মিত মপবার্য্য হল। মং কখু স্বঅলং জ্জব
জাণাদি দে বঅস্‌সো ॥

কৃষ্ণঃ । সখে মধুমঙ্গল পুশ্য সম্বিধানকস্য কিমপি সৌষ্ঠবং
যদসৌ সাক্ষাদগ্ৰতো রাধিকেব সবয়স্তো প্রতিভাতি ॥

ললিতা । হল। রাহে অপরিফুল্লো এসো সুরবল্লহো ॥ ৪৩ ॥

মধুমঙ্গলঃ । সের্বঃ ঠগ্গিনি বৃন্দে অজ্জবি কিত্তি অঙ্গাণং
পুরদো রাহি ত্তি ভণাসি স্বঅল ত্তি উজ্জ্বলং কহেসি ॥

কৃষ্ণঃ । সখে মা স্বমেবং ত্রবীঃ প্রকামং রাধাভিধানং

সংবিধানকস্ত শিল্পস্ত । সুরবল্লভঃ পুন্নাগঃ পক্ষে ভঙ্গ্য। কৃষ্ণশ্চ ॥ ৪৩ ॥

মধু ঠগ্গিনি ধূর্তে বৃন্দে অদ্যাপি কিমিতি অস্মাকং পুরতঃ রাধা রাধেতি
ভণ্যসে স্ববলমিতি ঋজুং কথয় । ধিনোতি প্রীণয়তি । আমন্ত্রয়িষ্যে সম্বো-

শ্রীরাধা । (সহাস্যে হস্তাবরণ দিয়া) সখি ললিতে ! তোমার
সখা আমাকে সুবল বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন ॥

কৃষ্ণ । সখে মধুমঙ্গল ! অবলোকন কর, শিল্পের কি আশ্চর্য্য
সৌষ্ঠব, যে হেতু আমার অগ্রে এই সুবল সাক্ষাৎ সব-
য়স্যা রাধার ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে ॥

ললিতা । সখি রাধে । এই সুরবল্লভ অর্থাৎ পুন্নাগ প্রফুল্ল হয়
নাই ॥ ৪৩ ॥

মধুমঙ্গল । ঠগ্গিনি বৃন্দে ! এখনও আমাদের অগ্রে রাধা
এই কথা বলিতেছ, সুবল এই সরল কথা বলিতেছ না
কেন ? ॥

কৃষ্ণ । সখে ! তুমি এরূপ বলিও না, আমাকে রাধা নাম

ধিনোতি মাং তদনেনাহমপ্যামস্ত্রয়িষ্য ইতি সন্নিধায়
সখি রাধে পরিষ্রজস্ব মাং ক্ষণমহং তদেব প্রিয়াভিমর্ষ
সৌখ্যমনুভাবামি ।

ললিতা । রাধাং পৃষ্ঠতঃ কুত্বা গাঅরতথ গদুঅ স্ত্রঅলং জ্জেক্স
আলিঙ্গেহি অলং ইমিণা দস্ত মুদ্রা পওএণ ॥

মধুমঙ্গলঃ । সরোষং । বৃন্দে তুমং পইদীএ বি গুণং ললিতা
সম্মুত্তা জংপজ্জুসুঅং পিঅবঅস্ং বারেসি ।

প্রবিশ্য বৃন্দা । সখি রাধে ত্বদুজ বল্লরী স্পর্শ কামুকোহয়ং
ধয়িষ্যামি ।

ললি । নাগর তত্র গতা স্ত্রবলমেবালিঙ্গয়ঃ । অলমেনেন দস্তমুদ্রা প্রক্ষেপেণ ।

মধু । বৃন্দে ত্বং প্রকৃত্যাপি নুনং ললিতা সম্মুত্তা । যৎ পর্যাৎসুকং প্রিয়-
বয়স্তুং বারয়সি । কুরু আনন্দয়চ ॥ ৪৪ ॥

অনেক রূপে প্রীতি প্রদান করিতেছে অতএব রাধা
নামেই আমি সম্বোধন করিব । (এই বলিয়া নিকটে
গিয়া) সখি রাধে ! আমাকে আলিঙ্গন কর, ক্ষণকাল
আমি সেই প্রিয়ালিঙ্গন জনিত স্ত্রুথ অনুভব করি ॥

ললিতা । (শ্রীরাধাকে পৃষ্ঠদেশে করিয়া) নাগর ! সেই
খানে গিয়া স্ত্রবলকেই আলিঙ্গন কর, এখানে দস্তমুদ্রা
প্রয়োগের প্রয়োজন নাই ॥

মধুমঙ্গল । (ক্রোধের সহিত) বৃন্দে ! তুমি যে যথার্থই ললি-
তার মত হইলা, যে হেতু উৎকণ্ঠিত প্রিয়বয়সাকে নিবা-
রণ করিতেছ ? ॥

বৃন্দা । (প্রবেশ করিয়া) সখি রাধে অগ্রবর্তী এই পুনাগ

পুরস্তাৎ পুন্নাগঃ তদেনং দোহদ দানেনোৎফুল্লয় ॥ ৪৪ ॥
 মধুমঙ্গলঃ । সবিস্ময়ং । বয়স্য দিট্ঠং বৃন্দাএ ইন্দ্রজালং ।
 ইতি সকৌতুকমবেক্ষ্য । ইন্দ্রজালিণি বৃন্দে ঘণাইদী
 বিধুমলেহা বিঅড্ঢ সারঙ্গং কড্ঢচিহ্নং ণারিহদি ॥
 বৃন্দা । আৰ্য্য তড়িদ্দাম কণ্ঠীয়ং কাদম্বিনী প্রতীয়তাং ।

মধু বয়স্য দৃষ্টং বৃন্দয়া ইন্দ্রজালং । ইন্দ্রজালিণি বৃন্দে ঘনাকৃতিরপি
 ধুমলেখা বিদগ্ধ সারঙ্গং আক্রুষ্টং নাইতি । সারঙ্গচাতকঃ । কাদম্বিনী মেঘ
 মালা । তেন তঃ আক্রুষ্টং ঘোঁগোবেয়ঃ ইত্যর্থঃ । নায়ং স্তবলঃ সত্যৈব
 রাধেতি ভাবঃ ।

তোমার ভুজ লতা স্পর্শ কামনা করিতেছে অতএব দোহদ
 অর্থাৎ পুষ্পোৎপত্তির নিমিত্ত ঔষধ বিশেষ দ্বারা ইহাকে
 প্রফুল্লিত কর ॥
 পক্ষান্তরে । মথি রাধে ! অগ্রবর্তি এই পুরুষ শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ
 তোমার ভুজলতা স্পর্শ কামনা করিতেছেন অতএব
 অভীষ্ট দান দ্বারা ইহাকে আনন্দিত কর ॥ ৪৪ ॥
 মধুমঙ্গল । (বিস্ময়ের সহিত) বয়স্য ! বৃন্দার ইন্দ্রজাল
 দেখিলা (এই বলিয়া সকৌতুকে দৃষ্টিপাত করত) ইন্দ্র
 জালিণি বৃন্দে ! তুমি ধূম রাশিতে মেঘ প্রতীতি করাইয়া
 বিদগ্ধ চাতকে আকর্ষণ করিতে পারিবা না ॥
 বৃন্দা । আৰ্য্য ! এই মেঘমালার কণ্ঠে বিদ্যুৎমালা আছে
 নিশ্চয় জানিও, অতএব অবশ্য আকর্ষণ করিতে শক্তি
 আছে অর্থাৎ এ স্তবল নয়, সত্যই রাধা, তড়িদ্দাম কণ্ঠী

কৃষ্ণঃ । নিভালা সবিস্ময়ং । কথং সত্যমেবানয়া রঙ্গণ
মালিকয়া দুস্ত্যজ কণ্ঠীয়ং প্রিয়া মে বার্ষভানবী ।
মধুমঙ্গলঃ । অই বৃন্দে দেই পসীদ পসীদ মা কথু বুদ্ধিং
মোহেহি জং রাহা চেচ্চ বুদ্ধতলে পথিদা ।
বৃন্দা । আৰ্য্য রঙ্গণ মালিকা স্পর্শানভিজ্ঞ কণ্ঠী কৃত্রিমৈব
রাধিকা বিশাখয়া সাক্ষিং তত্র গতা ॥ ৪৫ ॥

তড়িদাম কণ্ঠীভাসাধারণ লক্ষণেন কৃষ্ণঃ পরিচিণোতি সত্যমিতি কৃত্রি-
মৈব রাধা স্তবলঃ ॥

মধু অগ্নি বৃন্দে দেবি প্রসীদ প্রসীদ মা খলু বুদ্ধিং মোহয় । যৎ রাধা
চৈত্যা বুদ্ধতলে প্রস্থিতা । কৃত্রিমৈব রাধা স্তবলঃ অতএব তত্রোক্তং পুণো
বৃন্দএ গিম্বিদ রাহাবেসো স্তবলো মুহরাঘরে পহিদ ইতি ॥ ৪৫ ॥

এই অসাধারণ লক্ষণ দ্বারা কৃষ্ণই ইহঁর সত্যত্ব পরিচয়
পাইবেন ॥

কৃষ্ণ । (অবলোকন করিয়া বিস্ময়ের সহিত) সত্যই যে এই
রঙ্গণ মালিকা দ্বারা কণ্ঠ বিভূষিত করিয়া বৃষভানু তনয়া
প্রিয়তমা আসিলেন না কি ? ।

মধুমঙ্গল । অগ্নি দেবি বৃন্দে ! প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও, আর
বুদ্ধি বিমোহিত করিও না, শ্রীরাধা ত চৈত্যা বুদ্ধতলে
প্রস্থান করিয়াছেন ॥

বৃন্দা । আৰ্য্য ! যাহার কণ্ঠে রঙ্গণ মালা স্পর্শ হয় নাই সেই
কৃত্রিম রাধা, বিশাখার সহিত চৈত্যা বুদ্ধমূলে গমন করি-
য়াছে, বস্তুত ইনিই যথার্থ রাধা ॥ ৪৫ ॥

কৃষ্ণঃ । রাধামবলোক্য ।

তবানুকারাং সুবলং দিদৃক্ষুণা

ময়া ভ্রূমাপ্তা পরতঃ সুহৃল্লভা ।

সাদৃশ্যতঃ কাচমিবাভিলষাতা

প্রেমাগ্র ভূমি বণিজ্ঞা হরিগুণিঃ ॥ ৪৬ ॥

রাধিকা । চিট্ঠ চিট্ঠ বিগ্নাদোহসি ।

ললিতা । জলই সখী মহ রাহী মন্দা জং হোই নীলিনী রাগা ।

অনুকারাং সাদৃশ্যাদ্ভেতোঃ । হরিগুণি মরকতং ॥ ৪৬ ॥

রাধা তিষ্ঠ তিষ্ঠ বিজ্ঞাতোহসি ॥

ললি জলতি সখী মম রাধা মন্দা বস্তবাহি নীলিনী রাগা ।

কৃষ্ণ । (শ্রীরাধাকে অবলোকন করিয়া) প্রিয়ে ! যেমন
কাচাভিলাষী বণিক্ কাচ অন্বেষণ করিতে করিতে সম্মু-
খস্থ ভূমিতে সাদৃশ্য বশত মরকত মণি লাভ করে, তদ্রূপ
আমিও ত্বং সদৃশ বেশধারি সুবলকে দেখিতে ইচ্ছা
করিয়া প্রেমময় ভূমি সুহৃল্লভা তোমাকে প্রাপ্ত হই-
লাম ॥ ৪৬ ॥

শ্রীরাধা । থাক থাক, জানা গিয়াছে ॥

ললিতা । কৃষ্ণ ! আমার প্রিয়সখী নীলীরাগময়ী * বলিয়া -
অতিশয় মন্দভাগিনী স্মৃতরাং নিরন্তর দগ্ধ হইতেছেন কিন্তু

* নীল দ্রব্য বর্ণে যে বর্ণ উৎপন্ন হয় তাহার নাম নীলী । যেমন নীল-
রঞ্জিত বস্ত্রে সহস্রবার প্রক্ষালন করিলেও তাহার নীলিমার হ্রাস হয় না
প্রভূত শোভাতিশয় বিস্তার করে, তদ্রূপ রাগকে নীলীরাগ বলে ॥

কহং তুমং নন্দসি জং ধনো হালিদ রাওসি ॥ ৪৭ ॥

কৃষ্ণঃ । রোহিণ্যাধর শোভয়া বিহরসে জ্যোষ্ঠাসি বামভ্রুবাং
বাণ্যা রাজসি চিত্রয়া পরিজনেন্দ্রার্জাং ধিয়ং যচ্ছসি ।

রাধে ত্বং শ্রবণোত্তরেতি পরিতস্তারোদয়েল্লাসিনী

কৃষ্ণ ত্বং নন্দসি যং ধনো হারিদ্ভ রাগোহসি । হরিদ্ভ রাগত্বে গ্রহণে ত্যাগেচ
সুকরত্বাং তব রাধা বিষয়ে দুঃখং নোৎপদ্যতে নীলীরাগত্বে ত্যাগে দুঃশকত্বাং ।
তদ্বিষয়ে দুঃখমেব প্রাপ্নোতি মে সখীতি ভাবঃ ॥ ৪৭ ॥

অধর শোভয়া ত্বং রোহিণী লোহিত বর্ণা পক্ষে শব্দ শ্লেষণে রোহিণী
নক্ষত্রং । জ্যোষ্ঠা শ্রেষ্ঠা পক্ষে তন্মায় নক্ষত্রং । চিত্রয়া মনোহরয়া বাণ্যা
রাজসি পক্ষে পূর্ববৎ । আর্জাং সুখদাং । শ্রবণাভ্যাং কণাভ্যাং উত্তরা

কৃষ্ণ ! তুমি হারিদ্ভ রাগ প্রযুক্ত সর্বদা আনন্দানুভব
করিতেছ অতএব তুমি ধন্য, অর্থাৎ হরিদ্ভারায় রাগ
গ্রহণ এবং ত্যাগ অনায়াস সাধ্য বলিয়া তোমার রাধা
বিষয়ে কোন দুঃখ উৎপন্ন হয় না, কিন্তু নীলীরাগের
ত্যাগ দুষ্কর প্রযুক্ত আমার প্রিয়সখী তোমার বিষয়ে
নিরন্তর দুঃখানুভবই করিয়া থাকেন ॥ ৪৭ ॥

কৃষ্ণ । রাধে ! তুমি লোহিত বর্ণ অধর শোভায় সুশোভিত
হইতেছ বলিয়া সুন্দরী গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছ, বিচিত্র
বাক্যে বিরাজিত হইতেছে বলিয়া পরিজন বর্গ সকলে

* যে অতিশয় শোভা প্রকাশ করে না অথচ শীঘ্র বিনষ্ট হয় তাহাকে
হারিদ্ভ রাগ বলে । যেমন হরিদ্ভা রঞ্জিত বস্ত্র অতিশয় শোভিত হয় না, অথচ
শীঘ্র বিনষ্ট হয় তদ্রূপ ।

নাশ্লেষার্পণ দীক্ষিতে ময়ি কথং দাক্ষিণ্যমাতিষ্ঠসি ॥
 বৃন্দা । মুখা মানোল্লাহাদ্গুণয়সি কিমঙ্গানি কঠিনে
 রুষং ধংসে কিম্বা প্রিয়পরিজনাভ্যর্থন বিধৌ ।
 একামং তে কুঞ্জালয় গৃহপতিস্তাম্যতি পুরঃ
 রূপালক্ষ্মীবস্তং চটুলয় দৃগন্তং ক্ষণমিহ ॥

শ্রেষ্ঠা । পক্ষে শ্রবণা চাসৌ উত্তরা চেতি মা । তারাগাং মুক্তানাং নক্ষত্রাণাং
 চ উদয়ে উল্লাসিনী ইতি শব্দ হেতৌ অতএব অশ্লেষা নক্ষত্রং তস্তা অর্পণে
 পক্ষে আশ্লেষ আলিঙ্গনং দাক্ষিণ্যং আনুকূল্যং । ইহ কক্ষে দৃগন্তং কটাক্ষং
 চটুলয় কীদৃশং দৃগন্তং রূপালক্ষ্মীবস্তং ॥ ৪৮ ॥

সুখদ বুদ্ধি সমর্পণ করিয়া থাক, তোমার সদৃশ কর্ণদ্বয়
 কাহারও নাই, তুমি মুক্তামালাতেই উল্লাস প্রকাশ করি-
 তেছ, তবে কেন আমাতে আলিঙ্গন বিষয়ে আনুকূল্য
 অবলম্বন করিতেছ না ? ॥

বৃন্দা । হে কঠিনে ! রাখা মান ভরে অঙ্গ সকলকে ক্রেশ
 দিতেছ কেন ? কেনই বা প্রিয়পরিবারবর্গের প্রার্থনা
 বিষয়ে ক্রোধ ধারণ করিতেছ, এই দেখ তোমার অগ্রবর্তি
 কুঞ্জালয়ের গ্রহপতি যথেষ্টরূপে ক্লিষ্ট হইতেছেন, অতএব
 ক্ষণকালের নিমিত্ত ইহার প্রতি কৃপা শোভাশালি নয়না-
 ঙ্গল নিক্ষেপ কর ॥

যথারাগ ॥

পরিজন সুধাময় বাণী । না শুনসি কানে অগেআনি ॥
 রাঢ়াওসি কাহে অতিরোধ । না শুনসি হরি গুণ দোষ ॥

কৃষ্ণঃ । নিষ্ঠুরা ভব যুদী বা প্রাণাস্ত্রমসি রাধিকে ।

অস্তি নান্যা চকোরস্য চন্দ্রলেখাং বিনা গতিঃ ॥ ৪৮ ॥

রাধিকা । সচ্চং মায়িণং বি তুমং বিমোহণোসি ।

ইতি সশব্দং ক্রন্দতি ॥

ললিতা । সংস্কৃতেন ।

ধারা রাম্পন্নয়ী নঘাতি বিরতিং লোকস্ত নির্মিতসতঃ

প্রেমাস্মিত্তি নন্দনন্দন রতং লোভাস্তনো মাকুথাঃ ।

ইথং ভূরি নিবারিতাপি তরলে মবাচি সাতীকৃত

রাধি সত্যং মায়ি নামপি ত্বং বিমোহনোহসি ।

মিছাই মান দহ নাই । কাহে তনু স্তূতাপসি তাই ॥

তোহে লাগি স্তূতাপিত কান । অতএ তেজহ তুয়া মান ॥

হৃদয়ে করুণা উপজাই । দিঠি কোণে নিরখি কানাই ॥

অতি কাতর রসরাজ । এ যত্ন নন্দন কহে কাষ ॥

কৃষ্ণ । রাধে ! কঠোরা হও বা যুদীই হও কিন্তু তুমিই আমার

প্রাণ, যেমন চন্দ্রলেখা ব্যতিরেকে চকোরের অন্য গতি

নাই, তদ্রূপ তোমা ভিন্ন আমার জীবনে অন্য উপায় নাই ॥

শ্রীরাধা । সত্যই তুমি মায়াবিদিগের বিমোহন কারি (এই

বলিয়া উচ্চ স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন) ॥

ললিতা । সংস্কৃত ভাষায়) সুন্দরি ! তোমাকে বলিয়াছিলাম

যে ব্যক্তি নন্দনন্দন নিষ্ঠ প্রেম নির্মাণ করিতে ইচ্ছা করে,

তাহার কখন অশ্রু ধারার বিরাম হয় না, অতএব তুমি

লোভ বশতঃ ঐ প্রেমে মন সংযোগ করিও না, হে তরলে

ভ্রমরঃ । নহি গোঁরবং ভ্রমকরোঃ কিং নাদ্য রোদিষ্যসি ॥

কৃষ্ণঃ । করারবিন্দেন রাধিকাশ্চ বিন্দুনপসারয়তি ।

রাধিকা । মুদ্র জগে বি বন্ধং ব্যবহরন্তো কীম গ লজ্জসি ।

কৃষ্ণঃ । স্মরকীড়া লুব্ধঃ পশুপরমণীষু ক্ষু টমহং

তথাপ্যেক্ষোর্বর্তি স্তমসি মম দিব্যাঞ্জনময়ী ।

মুগ্ধ জনৈপি বক্রং ব্যবহরন্ কস্মাৎ ন লজ্জসে । তপাদ্যা নিদাষাদ্যা ঋতু
লক্ষ্মী শুভদ্রুতব পুষ্পাদীনি ভুঙ্গঃ কিং ন ভজতি তদপি মধু শ্রীঃ বসন্ত শ্রীঃ রসো-

এই প্রকার বারম্বার নিবারণ করিলেও তুমি আমার
বাক্যে ভ্রমর বক্র করিয়াছিলে, আদর প্রকাশ কর নাই,
তবে কেমন আজ রোদন না করিবা ॥

যথারাগ ॥

হরি সঙ্গি যে করে পীরিতি । দিঠি জল না হয়ে বিরতি ।

ইথে নাহি তাহে পুনঃ পুনঃ । নিবেধ করলু হাম ছুন ॥

ব্রজপতি নন্দনের সাথ । পিরিতি জানিয়ে উপজাত ॥

এই সেই প্রেম তরুবরে । সেচয়ে আপন দিঠি জলে ॥

এ যত্ননন্দন দাস কহে । পিরিতি হইতে কিবা নহে ॥

কৃষ্ণঃ । শ্রীরাধার অশ্রু বিন্দুসকল মার্জন করিতে লাগিলেন ।

শ্রীরাধা । মুগ্ধজনে বক্র ব্যবহার করিতে কি লজ্জা বোধ করি-
তেছ না ।।

কৃষ্ণঃ । প্রিয়ে । যদিচ আমি স্পষ্টরূপে গোপরমণী সকলে

কন্দর্পকেনি লুব্ধ হইয়াছি সত্য, তথাপি তুমি আমার এই

নেত্রদ্বন্দ্বের দিব্যাঞ্জন স্বরূপ, দেখে গ্রীষ্ম প্রভৃতি ঋতু জনিত

তপাদ্যাঃ কিং ভৃঙ্গঃ পৃথুলমৃতুলক্ষ্মী নভজতে

রসোল্লাসাদেনং তদপিহি মধুশ্রী মদয়তি ॥

বৃন্দা । । সখি যথার্থং বক্তি বনমালী ।

কৃষ্ণঃ । প্রিয়ে ভুয়া সহচর্যা বনবিহারচর্য্যামঙ্গীকর্তু মিচ্ছামি ।

বৃন্দা । । তেনাহং সখীবৃন্দমবধাপয়ামীতি পরিতঃ পশ্যন্তী ।

স্মিতং বিতনু মাধবি প্রথয় মল্লিহাসোদগমং

মুদা বিকস পাটলে পুরট যুথি নিদ্রাং ত্যজ ।

প্রসীদ শতপত্রিকে ভজ লবঙ্গবল্লি শ্রিয়ং

দধার সহ রাধয়া হরিরয়ং বিহার স্পৃহাং ॥

ল্লাসাদ্ভেতোরেনং ভ্রমরঃ মদয়তি অন্য ঋতু শোভাসেবিত্তপি ভ্রমরে সৰ্ব্বতঃ
পরমোংকুষ্ঠাপি বসন্তশ্রী নোদাভে প্রভাত আনন্দয়তোব যথা ক্বমপি তথাভূতা
ভবেতি ভাবঃ । পাটলা পাডব ইতি খ্যাতা শতপত্রিকে যুতীতি খ্যাতা ।

পুষ্প সকলে মধুকর কি রমণ করে না তথাপি বসন্ত শ্রী
রসাতিশয় প্রযুক্ত ঐ ভ্রমরকে আমোদিত করিয়া থাকে ॥

বৃন্দা । । সখি ! বনমালী সত্য কথা বলিতেছেন ।

কৃষ্ণ । প্রিয়ে ! তেমোর সহিত বন বিহারের আচরণ অঙ্গীকার
করিতে ইচ্ছা করি ॥

বৃন্দা । । তবে আমি সখীসকলকে অবগত করাই । (এই
বলিয়া চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত পূর্বক) মাধবি ! হাস্য বিস্তার
কর, মল্লিকে ! হাস্যোদগম প্রকাশ কর, পাটলে ! আনন্দ
সহকারে প্রফুল্লা হও, স্বর্ণ যুথিকে ! নিদ্রা পরিত্যাগ কর,
আজ শ্রীরাধার সহিত মাধব বিহার স্পৃহা অবলম্বন করুন

মধুমঙ্গলঃ । হী হী কহং কাস্তার জক্ষিণীএ বাআমোত্তণ

উফুল্লীকিঅং বল্লিমণ্ডলং ॥

কৃষ্ণঃ । সথে চিত্তমামোদয়ন্তি পুষ্পামোদবতো। মে বীরুধঃ ।

মধুমঙ্গলঃ । বয়স্ স তুচ্ছাণং সৰ্বাও চিত্তং আমোদেত্তি লদাও

মম উণ একা হেম জুহী জ্জবব জং গোউলেসরীএ সক্ষিঅং

গবব বিঅং বিঅ থবঅং ধারেহি ॥ ৪৯ ॥

ললিতা । স্মিত্বা । অজ্জ তদো কখু পঅড়াদে রসগদা ।

মধুমঙ্গলঃ । সের্ষং বঅস্ স পেক্খ পেক্খ ইমাও রত্তাও বি

মধু বিহস্ত কথং কাস্তার যক্ষিণ্যা বাচা মাত্রেণ উৎফুল্লীকৃতং বল্লিমণ্ডলং ।
বয়স্ত যুগ্মকং সৰ্বাশ্চিত্তমামোদয়ন্তি লতাঃ । মম পুনর্হেমযুথী এব বা গো-
কুলেখর্যা সংস্কৃতং গব্যস্তুতমিব স্তবকং ধারয়তি ॥ ৪৯ ॥

ললি । আৰ্য্য ততঃ থলু প্রকটী তে রসজ্ঞতা ।

মধু বয়স্ত পশু এতাঃ রক্তাঃ অপি বক্রাঃ কিংশুক কলিকা গোপিকা ইব

মধুমঙ্গল । (হীহী রবে উচ্চহাস্য করিয়া) কি আশ্চর্য্য ! বন

যক্ষিণী বৃন্দা কি রূপে বাক্য মাত্রে লতাসকলকে প্রফুল্লিত করিল ! ।

কৃষ্ণ । সথে ! পুষ্প গন্ধ শালিনী এই সকল লতা আমার

চিত্তকে আমোদিত করিতেছে সত্য কিন্তু গোকুলেখরীর

সংস্কৃত গব্য স্তুতের ন্যায় স্তবক ধারিণী এই স্বর্ণ যুথীই

কেবল আমার চিত্ত সন্তোষ করিতেছে ॥ ৪৯ ॥

ললিতা । (ঈষৎ হাস্য করিয়া) আৰ্য্য ! এই কারণেই তোমার

রসজ্ঞতা বিখ্যাত আছে ॥

মধুমঙ্গল । (ঈর্ষার সহিত) এই সকল রক্তবর্ণ হইলেও বক্র

বন্ধাও কিংসুঅ কলিআও গোইআও বিঅ মং ৭ সুহা-
বেস্তি ॥ ৫০ ॥

ললিতা । বৃন্দে এদে বল্লআবিঅ পেচ্খীঅন্ত জবাথবআ জে
কখু লোঅণ লোহণিজ্জা বি ণামোদং বিথারেস্তি ॥ ৫১ ॥

মধুমঙ্গলঃ । সরোষং । জাণেক্স তুঙ্গাণং গোইণং কস্মং

মাং ন সুখয়ন্তি । কিংসুকঃ পলাশঃ । অত্র প্রেমবতীষপি গোপীষু বামা
লক্ষণং বক্তৃত্বমিত্যাক্ষেপঃ ॥ ৫০ ॥

ললি বৃন্দে এতে বল্লবা প্রেক্ষান্তাঃ জবাস্তবকাঃ । যে খলু লোচন লোভ-
নীয়া অপি নামোদং বিস্তারয়ন্তি । অত্র কৃষ্ণাদিষু বহিঃ সৌন্দর্য্যমাত্রং লক্ষ্যন্তে
প্রেম গন্ধোহপি নাস্তীত্যাক্ষেপঃ ॥ ৫১ ॥

মধু জানীমঃ যুগ্মাকং গোপীনাং কস্ম বা রস কুন্তমপি দৃঢ়ং নির্মথ্য স্নেহং
কর্ষন্তি । অয়ং ভাবঃ । যুগ্মকস্ত পাতেন স্নেহময়োহপি হৃদ্য দধ্যাদি কুন্ত
বিলোড়নতো নবনীতোৎক্রমেণ স্নেহ রহিতো ভবতি কুতঃ পুনর্যুগ্মাস্থ স্নেহ
সম্বন্ধঃ । স্নেহময় ময়ি কৃষ্ণঃ তদা গোৎ ক্রমেণ স্নেহ হীনঃ ভবত্যো বদন্তীতি

পলাস কলিকা সকল গোপিকার ন্যায় আমাকে সুখ
প্রদান করিতেছে না ॥ ৫০ ॥

ললিতা । বৃন্দে ! গোপগণের ন্যায় জবা স্তবক সকল অবলো-
কন কর, এগুলি দেখিতে মাত্রই সুন্দর, গন্ধ প্রকাশ দ্বারা
চিত্ত আমোদিত করিতে পারে না, অর্থাৎ কৃষ্ণে বহিঃ
সৌন্দর্য্য মাত্র আছে, প্রেম গন্ধও নাই ॥ ৫১ ॥

মধুমঙ্গল । জানি তোমাদের গোপিকা সকলের কস্ম, তোমরা
রস কুন্তকে দৃঢ়তর নির্মল্লন করিয়া স্নেহ আকর্ষণ কর

জাতু রসকুন্তং বি দিটং গিন্মাহি সিণেহং কডটন্তি ॥ ৫২ ॥
বৃন্দা । স্মিত্তা সখি ললিতে ।

যে দণ্ডপাশভাজঃ স্ফুটং বহন্তঃ মনঃ শিলাকম্পাং ।

কান্তারমাশ্রয়ন্তে তেভ্যো বঃ ক্ষেমমুল্লসতু ॥ ৫৩ ॥

কৃষ্ণঃ । স্মিতং কৃত্বা । বৃন্দে জ্ঞাতং জ্ঞাতং বুদ্ধিং যুচ্ছ'মতা

ভাষঃ ॥ ৫২ ॥

দণ্ডপাশৌ লোকমারগার্থং গবাং কলিলাদার্থঞ্চ ভজন্তে । নির্দয়স্তেন
শিলাকল্পং মনোবহন্তঃ মনঃশিলা ধাতু বিশেষ স্তেন আকল্পং বেশঃ চ ।
কান্তার-ভুগ্নমং বস্ম'আশ্রয়ন্তে বস্ম'পাতিন ইতি ভাষঃ । পক্ষে গোচারণার্থং
বনমার্গঃ কৃষ্ণাদয় ইতি বস্ম'পাতিনঃ । শব্দ গ্রহরণ প্রেমচ্ছেদনাদিভিঃ গ্রাণ-
হরণস্তেন তুলা এবতি ভাবঃ ॥ ৫৩ ॥

কুট্ঠিকা, কীরমিকারঃ ।

অর্থাৎ তোমাদের হস্ত স্পর্শে স্নেহময় দধি দুগ্ধাদি কুন্ত
বিলোড়ন হেতু নবনীত উখিত হইয়া স্নেহ রহিত হয়,
সুতরাং তোমাদের স্নেহ সম্বন্ধ কোথায় ॥ ৫২ ॥

বৃন্দা । (ঈষৎ হাস্য করিয়া) সখি ললিতে । যাহারা স্পর্শ
রূপে পাষণ তুল্য মনবহন পূর্বক দণ্ড ও রজ্জু ধারণ করিয়া
ভুগ্নম পথ আশ্রয় করিয়া থাকে, সেই সকল ব্যক্তি হইতে
তোমাদের কল্যাণ হউক ॥ ৫৩ ॥

কৃষ্ণ । (ঈষৎ হাস্য করিয়া) বৃন্দে ! জানিলাম জানিলাম,
কীর খণ্ডের লোভে উৎকোচ খাইয়া তোমার বুদ্ধি ভ্রম
হইয়াছে, এই কারণেই গোপিকার পক্ষপাতিমী হইয়াছ ॥

কুচ্চিকা লোভেন গোপিকাঞ্চল গ্রাহিনী ভুং কৃতাসি ॥

নেপথ্যে ।

কন্তুরিকেব দুরবচ্ছদ সঙ্গমেয়ং

গোপীততি মদময়ী কিল পিচ্ছিলাত ।

দাক্ষিণ্যত স্তম্ভভূতামমুরঞ্জনোহয়ঃ

বাসস্তবায়ু রিব হস্ত মুরাস্তকারী ॥

কৃষ্ণঃ । পৃষ্ঠতো দৃষ্টিং ক্ষিপন্ সাধু ভোঃ কীররাজ সাধু

সাধু ॥ ৫৪ ॥

মধুমঙ্গলঃ । বিহঙ্গ পুঙ্গব চউদ্দহ বিজ্ঞাবিঅক্খণো দীহাউ

হোহি ॥

দুরবচ্ছদঃ হুঃখেনাবচ্ছদঃ সঙ্গমো যন্তা এবং চ কন্তুরিকারঃ দুঃপ্রাপকত্ব-
মানকত্ব পিচ্ছিলত্বানি ইতি ত্রয়োদোষাঃ । দাক্ষিণ্যতঃ দক্ষিণ দেশোত্তবত্যাৎ
আম্বকূল্যচ্চ সর্ব সুলভত্বং অমুরঞ্জকত্বোক্তি বাসস্ত বায়ো গুণবয়ঃ ॥ ৫৪ ॥

মধু চতুর্দশ বিদ্যা বিচক্ষণো দীর্ঘায়ু ভব ।

(বেশ গৃহে শুকের উক্তি)

গোপীমণ্ডলী কন্তুরিকার ন্যায় দুর্লভ, মাদকজনিকা ও

পিচ্ছিলময়ী । কিন্তু দাক্ষিণ্য বশতঃ বসন্ত বায়ুর ত্যায়

শ্রীকৃষ্ণ সর্ব প্রাণির সুলভ ও সকলের সুখ প্রদ ॥

কৃষ্ণ । (পশ্চাৎদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) সাধু ভো শুক

শ্রেষ্ঠ ! সাধু সাধু ॥ ৫৪ ॥

মধুমঙ্গল । অহে বিহঙ্গ রাজ ! তুমি চতুর্দশ বিদ্যায় বিশারদ

অতএব দীর্ঘজীবী হও ॥

ললিতা । হওে চণ্ডাল কীর পঅণ্ড সমাঅণতুও রাহণো
পাখুণো হোহু মে পিও সমী ।

কৃষ্ণঃ । সখে তুর্ণমস্মৈ সমর্পয় পাকিমাণি দাড়িমী বীজাণি ।

মধুমঙ্গলঃ । ভো বৃন্দাবণ বিহাঙ্গএ দাড়িমী বীএহিস্তো বি

সুষ্ঠু কস্তং ললিতাএ দস্তপন্ডিং দেদাইসং ॥ ৫৫ ॥

পুনর্নেপথ্যে ।

চঞ্চল সঙ্কষণোবিঅ মুহুতু রাঅং তণোদি দে সামী ।

হওে হজে হলাহ্লানং নীচং চেটীঃ সখীঃ প্রতীভামরঃ । চণ্ডালশাসৌ
কীরচেতি প্রচণ্ড শপাদনঃ শ্রোনঃ প্রাখুণোহতিথিঃ ॥

ভো বৃন্দাবন বৃহস্পতে দাড়িমী বীজেভ্যোহপি সুষ্ঠু কাষ্ট্যং ললিতায়াং
দস্ত পণ্ড ক্রিং তে দাডামি ॥ ৫৫ ॥

চঞ্চল সাক্ষ্য ঘন ইব মুহূর্ত্ত রাগং তনোতি ত্রে স্বামী । বহতি স্নেহং রাধা

ললিতা । অরে চণ্ডাল শুক । প্রচণ্ড শ্রোনপক্ষির চঞ্চুরূপ

রাহতে তোর শরীর শলী গিয়া অতিথি হউক, অর্থাৎ তুই

বাজের মুখে গিয়া পড় ॥

কৃষ্ণঃ । সখে । শীঘ্র এই শুককে পর দাড়িমী বীজ সকল অর্পণ
কর ॥

মধুমঙ্গল । সখে । তুমি বৃন্দাবনের বৃহস্পতি, দাড়িমী বীজ

অপেক্ষাও তোমাকে সুন্দর কান্তি শালি ললিতার দস্ত

পুণ্ড্রি আনিয়া দিব ॥ ৫৫ ॥

(মুমসার বেশ গৃহে শারী কহিল)

অহে চঞ্চল শুক । তোমার স্বামী কৃষ্ণ রক্তসন্ধ্যার সার

বহই সিংহেং রাহী এক গঅনীম পুত্ৰীক ।
 ললিতা । সানন্দঃ । সহি সারিএ সৌহগ্গবদী হোহা অং
 পচত্বরেণ নিজ্জিদো তুএ দুস্মুহো কীরো ॥ ৫৬ ॥
 কৃষ্ণঃ । স্বগতঃ । প্রবং বৃন্দয়েদমধ্যাপিতং কৌশলং বিহ-
 স্তময়োদ্বন্দ্বঃ ॥
 মধুমঙ্গলঃ । সক্রোধঃ । হঞ্জে ভঞ্জেমি দে তীক্খ জঙ্গিগং
 চঞ্চুপুড়ং । ইতি বাজং দণ্ডং ক্ষিপতি ।
 রাধিকা । হস্ত কথমুড্ডীণং বাবদুঅং বিহঙ্গমিজ্জগং ॥ ৫৭ ॥

কেবলং নব নবনীত পুত্ৰীব ।
 ললিতা সখি রাধিকে সৌভাগ্যবতী ভব । যং প্রভাত্তরেণ নিজ্জিত দ্বয়া দুস্মুখঃ
 কীরঃ ॥ ৫৬ ॥

মধু হঞ্জে হে চেটি ভঞ্জয়ামি তে তীক্খ জঙ্গিগং চঞ্চুপুটং । বাবদুঅ বাব

মুহূর্ত্ত মাত্র অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন কিন্তু শ্রীরাধা
 নব নবনীত পুতলিকার ন্যায় সর্বদা স্নেহ বহন করেন ॥
 ললিতা । (আনন্দের সহিত) সখি শারিকে ! সৌভাগ্যবতী
 হও, যে হেতু আজ প্রভাত্তর দ্বারা দুস্মুখ শুককে পরা-
 জিত করিলা ॥ ৫৬ ॥
 কৃষ্ণ । (মনে মনে) নিশ্চয় বৃন্দাই পক্ষীদ্বয়কে এই কৌশল
 শিক্ষা করাইয়াছে ॥

মধুমঙ্গল । (ক্রোধের সহিত) অরে চেটি । তোম কটু বাক্য
 উল্লেখ কারি চঞ্চুপুট ভাঙ্গিয়া দিছি । (এই বলিয়া ছল
 পূর্বক দণ্ড নিক্ষেপ করিলেন) ॥

শ্রীরাধা । হায় ! মিচ্ছভাবী পক্ষীদ্বয় উড়িয়া গেল কেন ? ॥ ৫৭

কৃষ্ণঃ । রাধামবেক্ষ্য ॥

সেবন্তে তরুণেহিনঃ স্তম্ভনসাং বৃন্দৈমধুশ্চন্দিভি
 র্থত্রোৎফুল্ললতা বধুভিরভিতঃ সঙ্গত্য ভূঙ্গাতিথীন।
 সস্বীতা পশুভি স্তথা খগকুলৈঃ খেলন্তিরব্যাহতং
 ন সাং কস্য শূকৰ্ণী সেয়মধিকানন্দায় বৃন্দাটবী ॥ ৫৮ ॥
 অথবা । হরিণী বিড়ম্বয়সি নেত্রলেখনা

হৃকং ॥ ৫৭ ॥

স্তম্ভনসাং পুষ্পাণাং যত্র যত্রাঃ বৃন্দাটব্যাং উৎফুল্ল লতা বধুভিঃ সহ সংগত্য
 উৎফুল্লৈতি তস্তামপ্যতিথি সেবায়্য মোৎসুকাং ধ্বনিতং । অব্যাহতং যথা
 সান্তথা খেলন্তিঃ । শূকৰ্ণীতি তরুলতাদীনাং ভূঙ্গগান গ্রন্থতঃ স্বয়া অবগম্যত
 এব ইতি ভাবঃ ॥ ৫৮ ॥

স্তে তব পুরতো বন শোভায়া মে কিমিব বন শোভা বর্ণনেন যম কিং
 কাৰ্য্যং ততোপাধিঃ শোভা ভবতীতি ভাবঃ । তদেবাহ হরিণী বিড়ম্বয়

কৃষ্ণ । (শ্রীরাধাকে অবলোকন করিয়া) হে শূকৰ্ণী । যে

বৃন্দাবনে তরুরূপ গ্রহস্থগণ লতা বধূর সহিত মিলিত
 হইয়া পুষ্প সকলের ক্ষরিত মকরন্দ দ্বারা ভূঙ্গ স্বরূপ
 অতিথিগণকে সেবা করিতেছে এবং যাহাতে স্বচ্ছন্দ
 ক্রীড়ারত পশু পক্ষী সকল সর্বদা পরিপূর্ণ হইয়া
 রহিয়াছে, সেই বৃন্দাবন কাহার না আনন্দের নিমিত্ত
 হয় ॥ ৫৮ ॥

অথবা তোমার অগ্রে বন শোভা বর্ণনে কোন প্রয়োজন
 নাই দেখ, তুমি নেত্র দ্বারা হরিণী গণকে বিড়ম্বিত করি-

ললিতৈলতাঃ পিককুলং কলোক্তিভিঃ ।

শিখিনশ্চ কুন্তল কলাপবিভ্রমৈ

রিতি তে পুরঃ কিমিব মে বনশ্রিয়া ॥ ৫৯ ॥

বৃন্দা । পশ্য পশ্য ॥

বিরতেশ্মিরিয়ং সুনীরজা

ধ্বত শুক্কোজ্বল সত্ব সম্ভতিঃ ।

ক্ষুট কৃষ্ণ রুচি র্যমাদৃতা

মুনিগোষ্ঠীব চকাস্তি ভানুজা ॥ ৬০ ॥

নীত্যাদি ॥ ৫৯ ॥

বিরতা উপগতা উর্ম্বর স্তরঙ্গাঃ কাম ক্রোধাদ্যাশ্চ যন্তাঃ স্তম্ভু নীরজানি
কমলানি যন্তাঃ রাজোগুণ রহিতাচ । সত্ব সম্ভতি জীব সমূহঃ সত্বগুণ শ্রেণীচ ।
ক্ষুটঃ কৃষ্ণা শ্রামা কৃষ্ণেচ রুচি র্যম্যাঃ । যমেন স্ব ভাত্রা বৈবস্বতেন যমৈশ্চ
অহিংসাদিভি রাদৃতা সংমানিতা ॥ ৬০ ॥

তেছ, তোমার মনোহর অঙ্গ দেখিয়া লতাজ্রোণী পরাজিত
হইতেছে, তোমার স্তম্ভিত বাক্য সকল কোকিল কুলকে
লজ্জিত করিতেছে এবং ময়ূরগণ তোমার কেশ কলাপের
সৌষ্ঠব দেখিয়া আপনাকে হীন বোধ করিতেছে অতএব
হে সখে ! তুমি স্বীয় শোভা দ্বারা কাহার শোভা না
বিনষ্ট করিতেছ ॥ ৫৯ ॥

বৃন্দা । দেখ দেখ, সম্প্রতি ভানুতনয়া যমভগিনী যমুনায়
তরঙ্গ নাই, ইনি পদ্মশ্রেণীতে অতিশয় শোভিত হইয়া-
ছেন তথা শুদ্ধ সত্ব উজ্জ্বল শ্রী এবং কৃষ্ণবর্ণ কাস্তি ধারণ
করিয়া মুনি গোষ্ঠীর ন্যায় বিরাজ করিতেছেন ॥ ৬০ ॥

কৃষ্ণঃ । প্রিয়ে পশ্য পশ্য ।

শ্মিত রুচি বিরাজিতং তে মুখমিব নীরাজয়ত্যাধিরাক্ষি ।

নীরজ বান্ধব, দুহিতু নীরজ রাজীমরুদ্ভূমিতা ॥

বৃন্দা । পরিক্রম্য নীরজান্মাহত্যাচ ।

পুণ্ডরীকাক্ষ স্তোত্রোৎফুল্লমিদং গৃহাণ লীলাপুণ্ডরীকং ।

তথাবতংসোচিতঞ্চ কোকনদ বৃন্দং ॥

কৃষ্ণঃ । সহর্ষমাদায় । বৃন্দে রক্তোৎপলে রাধা

কর্ণয়ো রাধানেন শ্রিয়ং লভেতামিতি তথা কৃত্বা

সকৌতুকং হস্ত পুণ্ডরীককোষে চঞ্চরীকো বর্ততে ॥ ৬১ ॥

মুগ্ধভূমিতা নীরজরাজী তে মুখং নীরাজয়তী বেত্যাংপ্রেক্ষা ॥ ৬১ ॥

কৃষ্ণঃ । প্রিয়ে ! দেখ দেখ ।

হে চঞ্চলাক্ষি ! অরবিন্দবন্ধু নন্দিনীর নীরজ শ্রেণী বায়ু-
বেগে ঘূর্ণিত হইয়া তোমার শ্মিত বিরাজিত মুখ মণ্ডলকেই
যেন নিঃসংশয় করিতেছে ॥

বৃন্দা । (প্রত্যাবর্তন পূর্বক কতকগুলি পদ্য আনয়ন করিয়া)

হে পুণ্ডরীকাক্ষ ! এই ঈষৎ প্রফুল্ল শ্বেতবর্ণ লীলাকমল
তথা কর্ণ ভূষণ যোগ্য এই রক্তোৎপল যুগল গ্রহণ কর ॥

কৃষ্ণঃ । (সহর্ষে গ্রহণ করিয়া) বৃন্দে ! এই রক্তোৎপল দুইটী

শ্রীরাধার কর্ণে গিয়া শোভা বিস্তার করুক, (এই বলিয়া

শ্রীরাধার কর্ণে অর্পণ পূর্বক কৌতুকের সহিত) কি

আশ্চর্য্য গুণাস্তোজ মধ্যে ভ্রমর অবস্থিতি করিতেছে ॥ ৬১

বৃন্দা । মধুপঃ কমলেন সার্কিমুদ্যন্মকরন্দেন
মুকুন্দমাসমাদ । সরসেষু বিনির্মিতো
বিহঙ্গঃ পরমানন্দ ভরোন্নতিং তনোতি ॥

কৃষ্ণঃ । প্রিয়ে পশ্য পশ্য ।

অগ্নিন্ মদীয় করসঙ্গিনি পুণ্ডরীক
কোষে ক্ষণং কিল বিলম্ব্য শিলীমুখোহয়ং ।
কর্ণাবলম্বি তব কোকনদং প্রাপেদে
কিন্মা বলান্নহি হরত্যনুরাগ লক্ষ্মীঃ ॥

রাধিকা । সমস্ত্রমং নাটয়ন্তি ভুজলতাং ক্ষিপন্তি ॥ ৬২ ॥

রক্তোৎপলং কোকনদমিত্যমরঃ । কমলেন সার্কিঃ বসন্ মধুপ ইত্যর্থঃ ।
শিলীমুখঃ ভ্রমরঃ । অলিবাণৌ শিলীমুখাবিত্যমরঃ । অনুরাগ লক্ষ্মীঃ পক্ষ
কোকনদস্য রক্তিমা শোভা । কং বেতি অস্মান্নেব হরতীতি ন বক্তব্য
মিতি ভাবঃ ॥ ৬২ ॥

বৃন্দা । মকরন্দ বিশিষ্ট পদ্মের সহিত মধুকর আজ মুকুন্দকে
প্রাপ্ত হইয়াছে, যে হেতু রসশালি বস্তুতে সঙ্গ নির্মিত
হইলে, ঐ সঙ্গ পরমানন্দাতিশয়ের উন্নতি বিস্তার করে ॥
কৃষ্ণ । প্রিয়ে! দেখ দেখ । আমার করস্থ গুরুপদ্ম কলিকায়
এই ভ্রমর কিয়ৎ ক্ষণ বিলম্ব করিয়া পরে আবার তোমার
কর্ণ ভূষণ রক্তোৎপলে গিয়া উপস্থিত হইল, অতএব
অনুরাগ লক্ষ্মী বলপূর্বক কাহাকেও না আকর্ষণ করে ॥
শ্রীরাধা । (সংভ্রম প্রকাশ পূর্বক) ভুজলতা নিক্ষেপ
করিতে লাগিলেন ॥ ৬২ ॥

কৃষ্ণঃ । স্ফুটং বিহস্য ।

কর্ণোত্তংসিত রক্তপঙ্কজ জুযোভূঙ্গীপতে ঝঙ্কিয়া

ক্রান্তেনাদ্য দৃগঞ্চলেন দধতি ভূঙ্গাবলী বিভ্রমং ।

ত্রাসান্দোলিত দোলতাদ্য বিচলচ্ছূড়া ঝনংকারিণী

রাধে ব্যাকুলতাং গতাপি ভবতী মোদং মমাধাস্যাতি ॥ ৬৩

রাধিকা । সত্রাসং চেলাঞ্চল মুদঞ্চয়ন্তী অজ্জ্ববি কধং ন

চলতি ধিট্ঠো ॥

কৃষ্ণঃ । মধুরাক্ষি মুখাদ্য সংভ্রমেণ

হে রাধে ব্যাকুলতাং গতাপি ভবতী মম মোদমাধাস্যাতি । তব ব্যাকুলত্বেনাপি মমানন্দ এব অধ্যাস্তে ভবতীতার্থঃ । কীদৃশী ভবতী কর্ণোৎপল সেবিনো ভ্রমরস্ত বঙ্কায়ৈ ভ্রান্তেন ইতস্ততশ্চকিত চকিতং প্রসন্নতা দৃগঞ্চলেন ভূঙ্গ সমূহ বিভ্রমং দধতী । ত্রাসেনান্দোলিতযো দোলতযো রস্তে বিচলন্তীনাং চূড়ানাং ঝনংকারবতী ॥ ৬৩ ॥

রাধি । কথমদ্যাপি ন চলতি ধুট্টঃ নিব্রজ্জঃ ভূঙ্গঃ ।

কৃষ্ণ । (উচ্চ হাস্য করিয়া) রাধে ! তুমি আজ কণ ভূষণ

স্থানীয় রক্তপঙ্কজ সেবী ভূঙ্গবরের বঙ্কতিতে ভ্রান্ত নয়না-

ঞ্চল দ্বারা ভূঙ্গশ্রেণীর বিভ্রম ধারণ করিয়াছ এবং ত্রাস

বশতঃ ভূজলতাস্থ চূড়িকার শব্দ করত ব্যাকুলতা প্রাপ্ত

হইয়াও আমার আনন্দ বিস্তার করিতেছ ॥ ৬৩ ॥

শ্রীরাধা । (সত্রাসে বস্ত্রাঞ্চল নিক্ষেপ করিতে করিতে) কেন

এযাবৎ ধূর্ত ভূঙ্গ পলায়ন করিতেছে না ॥

কৃষ্ণ । হে মধুরাক্ষি কুশাক্ষি ! তুমি ভয়ে আর বস্ত্রাঞ্চল নিক্ষেপ

ক্ষিপ চেলাঞ্চলমঙ্গসা ন ভুয়ঃ ।

পিবতু শ্রবণোৎপলোদগতং তে

মধুপোহয়ং মধুমঙ্গলং কুশাঙ্গি ॥

মধুমঙ্গলঃ । ভো বয়স্ কীদ ব্রহ্মণং মং মহাব্ধেণ পিবা

এসি ইতি দণ্ডেন ভ্রমরং তাড়য়তি ॥

রাধিকা । সন্নাঘং । অজ্ঞ পিঅঙ্করো মঙ্গাসি সংবৃত্তো ॥

মধুমঙ্গলঃ । কহং মহাসুঅণো তদ্ধালং জ্জেন্ব তিরোহিদো

হে কুশাঙ্গি মঙ্গলং মধু পিবতু ।

মধু ভো বয়স্য কস্মাদ্ভ্রাঙ্গণং মাং মধুপেন পায়য়সি খাদয়সীত্যর্থঃ পূৰ্ব্বপদাভ্য
মধুমঙ্গলেন অয়মর্থঃ কৃতঃ । শ্রবণোৎপলাৎ উদগতঃসৎ চেলাঞ্চলং ভূয়ো মাঙ্গিণ
অয়ং মধুপঃ মধুমঙ্গলং তন্মাম বিপ্রং পিবতু খাদতু ইতি ॥

রাধি আৰ্য্য পিয়ঙ্করো মঙ্গাসি সংবৃত্তঃ ।

মধু কথং মধুসুদনো ভ্রমর স্তৎকালঃ শীঘ্রমেব তিরোহিতঃ যৎ কুতোপি

করিও না এই মধুকর স্বচ্ছন্দে তোমার কর্ণোৎপলস্ব

মঙ্গলময় মধুপান করুক ।

মধুমঙ্গল । ভো বয়স্য ! আমি ব্রহ্মণ, ভ্রমর দিয়া আমাকে

খাওয়াইতেছ কেন ? । [এই বলিয়া দণ্ড দ্বারা ভ্রমরকে
প্রহার করিতে লাগিলেন] ॥

শ্রীরাধা । (গৌরবের সহিত) আৰ্য্য ! তুমি আগারও প্রিয়-
পাত্র হইলা ॥

মধুমঙ্গল । একি ? মধুসূদন (ভ্রমর) যে শীঘ্র তিরোহিত

জং কুদো বি ণ লক্খিজ্জই ॥

রাধিকা । সব্যামোহং । হৃদী হৃদী কহিং গদো মল্লমুহণো ইতি
সংস্কৃতেন ॥ ৬৪ ॥

সমজনি দবাব্ধিত্তস্তানাং কিমার্ভরবো গবাং

ময়ি কিমভবৈগুণ্যং বা নিরঙ্কুশমীক্ষিতং ।

ব্যরচি মিভূতং কিম্বাহুতি কয়াচিদভীক্য়

যদিহ সহসা গামত্যাক্ষীদ্রনে বনজেক্ষণঃ ॥

ন লক্ষ্যতে ।

রাধি সব্যামোহঃ হা ধিক্ হা ধিক্ কুত্র গতো মধুসূদনঃ ইত্যাদিভিঃ পূর্বোক্তঃ
মধুসূদন শব্দস্বার্থং কৃষ্ণমভিপ্রেত্য বিচ্ছেদেন পিদ্যম্বা তত্ত্বা জাতঃ প্রেম
মৈচিত্র্যং বর্ণয়তি মধুসূদনঃ কৃষ্ণঃ ॥ ৬৪ ॥

হুতিরাস্থানং অভীষ্টয়া কয়াচিং বনিতয়া । দবো বনবহ্লিঃ । অঙ্কঃ করণীতি
আচ্য সূত্রগেত্যাদিনা খান্ প্রত্যয়ান্তঃ ।

হইল, আর ত কোথাও দেখা যাইতেছে না ॥

শ্রীরাধা । (ভ্রমের সহিত) হা ধিক্ হা ধিক্, মধুসূদন কোথায়
গমন করিলেন । (এই বলিয়া সংস্কৃত ভাষায়) ॥ ৬৪ ॥

দাবানলে বিজ্ঞস্ত গো সকলের কি আর্তি রব হইয়াছে!
অথবা আমাতেই কোন নিরঙ্কুশ বৈগুণ্য অবলোকন করি-
য়াছেন! কিম্বা কোন প্রিয়তমাই বা সঙ্কত করিয়া
নির্জনে লইয়া গেল, নতুবা পদ্মলোচন সহসা এই বনে
* কেন অমায় পরিত্যাগ করিবেন ? ॥

* প্রেমের উৎকর্ষা বশতঃ প্রিয়ব্যক্তির সন্নিধানে অবস্থিত হইয়াও তৎ সহ
বিচ্ছেদ ভয়ে যে পাড়ার অনুভব হয়, তাহার নাম প্রেমমৈচিত্র্য ॥

কৃষ্ণঃ । সংজ্ঞয়া সৰ্ব্বান্ধিবার্য্য স্মিতং কৰোতি
শ্রীরাধা । হস্ত হস্ত সংস্কৃতেন ।

বাসন্তীভিরয়ং ন মে কচভরঃ কংসারিণোত্তমঃ
স্তম্ভোরঃ স্থলচুশ্চি চম্পকচয়ৈর্নাগুক্ষি মালাং ময়া
মল্লীভিঃচ নিরর্গলং পরিহসন্ময়ং বলাভাভিতঃ
প্রারম্ভেহদ্য বনোৎসবস্ত বিরহচ্ছন্দাদবঃ প্রোদগাৎ ॥

বৃন্দা । অপবার্য্য কামমক্ষং করণীয়ং প্রেমবন্ধকন্দলী যা খলু
বিষ্পষ্টমপি নানুসন্ধাপয়তি ॥

রাধি । সখি বৃন্দে রক্ষ মাং ॥ ৬৫ ॥

কৃষ্ণ । সঙ্কেত দ্বারা সকলকে নিবারণ করিয়া হাস্যকরিতে
লাগিলেন ॥

শ্রীরাধা । (সখেদে সংস্কৃত ভাষায়) হায় ! কংসারি
মাধবীকুম্ভম দ্বারা আনার কেশপাশ বিভূষিত করিলেন
না, আমিও চম্পক সমূহ দ্বারা তদীয় বক্ষঃস্থল চুশ্চি
মালা গ্রহণ করিলাম না এবং অনর্গল পরিহাস
করিতে করিতে বলপূর্ব্বক মল্লীপুষ্প দ্বারাও তাঁহাকে
প্রহার করিলাম না । হা কষ্ট ! আজ বনবিহার আরম্ভ
না হইতে হইতেই বিরহ ছলে দাবানল আসিয়া উপ-
স্থিত হইল ।

বৃন্দা । (হস্তারণ দিয়া) প্রেম বন্ধের অঙ্কুর যথেষ্টরূপে অঙ্ক
করিয়া দেয়, যে হেতু স্পষ্টরূপে দৃশ্যমান বস্তুকেও দেখিতে
দেয় না ॥

শ্রীরাধা । পুরোবিলোকা । সহি বৃক্ষে রঞ্জেহি মং ইতি
ত্রাসং নাটয়ন্তী ॥ ৬৫ ॥

সপ্নী সপ্নই ভিন্নপঙ্ক্তি মিশ্রদো কালী রসলাক্কুরে
রক্তাসোঅসিরে বিরহই তথা পুপ্ফুচ্ছলাদো সিহী ।
সিঙ্গে কিংসুঅসাহিণোচ কলিআদন্তেণ সন্তেদিগী
মং ভেতুং কুসুমাউহস্স বলই কুরাক্ক চন্দাবলী ॥ ৬৬ ॥

সর্পী সর্পতি ভূঙ্গপঙ্ক্তি মিশ্রতঃ কালী রসলাক্কুরে রক্তাশোক শিরসি বিরা-
জতি তথা পুপ্ফুচ্ছলাং শিখী । শৃঙ্গে কিংসু কশাখিনাচ কলিকা দন্তেণ সংভেদনী
মাং ভেতুং কুসুমাযুগ্মত বলতে কুরাক্ক চন্দাবলী । কালী শ্রামবর্ণা শিখী অগ্নিঃ
শিখিনো বল্লিবহিণো ইত্যমরঃ কিংসু কশাখিনঃ পলাসবৃক্ষস্য অর্দ্ধচন্দ্র নাম
অস্ত্রভেদঃ ॥ ৬৬ ॥

শ্রীরাধা । (অগ্রে অবলোকন করিয়া) সখি বৃন্দে ! আমাকে
রক্ষা কর । (এই বলিয়া ত্রাসপ্রকাশ পূর্বক) ॥ ৬৫ ॥
ঐ দেখ কালভূজঙ্গিনী ভূঙ্গপঙ্ক্তি ছলে আত্ম মুকুলে
গমন করিতেছে, অগ্নি পুপ্ফুচ্ছলে অশোকবৃক্ষের নব-
পল্লবোপরি বিরাজ করিতেছে এবং পলাশ বৃক্ষের
কলিকাচ্ছলে কন্দর্পের মর্ম্মভেদকারি ত্রুর অর্দ্ধচন্দ্রাবলী
নামক অস্ত্র বিশেষ আমাকে ভেদ করিবার নিমিত্ত দস্ত-
সহকারে বলপ্রকাশ করিতেছে ॥ ৬৬ ॥

যথা রাগ । •

দেখ সখি রসাল মুকুলে । ঝাঁকে ঝাঁকে মধুকর
বুলে ॥ কালভূজঙ্গিনী এই ছলে । কবল করিতে
ধায় বশে ॥ রক্তবর্ণ অশোকের দলে । তাহার কুসুম-

ইতি বৈবশ্চ্যং নাটয়তি ॥

কৃষ্ণঃ । সন্ত্রমাদভ্যাপেত্য পাণিঃ গৃহ্মুচৈঃ । স্কুমারি কিম
কাণ্ডে কাতরাসি যতঃ ॥

ভস্মুখচন্দ্র লক্ষ্মীপিতা চন্দ্রাবলিরিহ বিভেতি পূর্ণাপি ।

প্রণয়ান্ধে তব কর্তুং কিমর্কঃ চন্দ্রাবলী ক্ষমতে ॥

শ্রীরাধা । সধৈর্য্যং লজ্জাং নাটয়ন্তী স্বগতং । কথং অচ্ছি

চন্দ্রাবলী পক্ষে তন্নায়ী যুগেশ্বরী ।

রাধি । কথং অক্ষিয়মেব হারিতং মন্যমানা থিমান্মি ।

গগন বুলে ॥ শিখা কিবা উঠিল অনলে । যাহাতে জীবন
মোর জলে ॥ কিং শূকের কলিকার জালে । মদন কি
অর্দ্ধচন্দ্র থুইলে ॥ দেখি মোরে অর্ধেক নয়নে । বিক্ষিপ্তে
আইসে নিজ মনে ॥ এ যদুনন্দন দাস বলে । বিরহে
নাহিক দুঃখ দিলে ॥ ৬৬ ॥

(এই বলিয়া বিবশতা প্রকাশ করিলেন ।)

কৃষ্ণ । (সন্ত্রম সহকারে নিকটে আসিয়া হস্তধারণ পূর্বক
উচৈঃস্বরে) স্কুমারি । তুমি অকারণে কেন কাতরা
হইতেছ ? । যখন তোমার মুখ শোভা সন্দর্শন করিয়া
পূর্ণচন্দ্রাবলীও (চন্দ্রশ্রেণী) ও গ্লানি যুক্ত হয়, তখন
হে প্রণয়ান্ধে ! অর্দ্ধচন্দ্রাবলী তোমার কি করিতে
পারিবে ॥

শ্রীরাধা । (ধৈর্য্যসহকারে লজ্জা প্রকাশপূর্বক মনে মনে)

হায় ! চক্ষু সংলগ্ন বস্ত হারাইয়াছে মনে করিয়া কেন

লগ্গং চে অহারিদং মল্লভী খিল্লন্নি ॥

কৃষ্ণঃ । প্রিয়ে পশ্য পশ্য ।

পরিণত বরবীজ স্পর্দ্ধিদন্তোরুভাসঃ

কুসুমমুপহসন্ত্যা স্তম্বি দন্তচ্ছদেন ।

ফলবিজয়ি কুচায়্য স্তম্বাদাড়িমীয়ং

মৃদুল পবনদোলাদন্ত তঃ কম্পতেহদ্য ॥

বৃন্দা । সখি রাধে নির্বর্ণয় তব কর্ণিকোচিত কোরকং কর্ণিকারমমুং ॥ ৬৭ ॥

শ্রীরাধা । গঅকল্লিআর কুসুমে ভমরো রসলোহ্ নিচ্চলো

পরিণতানাং বরপকানাং বরবীজানাং উরুভাসঃ শ্রেষ্ঠকাস্তরো যন্তাঃ তস্যাঃ দন্তচ্ছদেন অধরেণ মৃদুল পবনান্দোলন ছলেন ॥ ৬৭ ॥

রাধি । নবকর্ণিকার কুসুমে ভ্রমরঃ রসলোভে নিশ্চলো ভাতি ॥

খিম হইতেছি ॥

কৃষ্ণ । হে প্রিয়ে কুশাঙ্গি ! দেখ দেখ । তোমার দন্ত পঙ্ক্তির শোভা পরিপক বীজ সকলের প্রতি স্পর্দ্ধা করিতে দেখিয়া অধরৌষ্ঠ কর্তৃক কুসুমের প্রতি উপহাস বিবেচনা করিয়া তথা স্বীয় ফল জয়ি কুচ যুগলের শোভা সন্দর্শন করিয়া এই দাড়িমী মৃদুপবনের আন্দোলন ছলে ভয় বশতই যেন সদন্তে আজ কম্পিত হইতেছে ॥

বৃন্দা । সখি রাধে ! তোমার কর্ণভূষণ যোগ্য কোরক (কলিকা) শালী এই কর্ণিকার বৃক্ষ অবলোকন কর ॥ ৬৭

শ্রীরাধা । নবকর্ণিকার কুসুমে রসলোভী ভ্রমর নিশ্চলরূপে ।

ভাদি ॥

কৃষ্ণঃ । কাঞ্চন মঞ্চনিবিষ্টো রসরাজোহমং শরীরীব ॥ ৬৮ ॥

শ্রীরাধা । পেকুথ পেকুথ ।

উদ্ধুর মরন্দমত্তা রুদ্ধে সারেণ গন্ধবিসারেণ ।

ইহ মঞ্জুল মল্লিগণে রোলম্বা হস্ত গুঞ্জন্তি ॥

কৃষ্ণঃ । উদ্ধুর মরন্দেত্যাদি পাঠতি ॥

বৃন্দা । পীতাতি সুক্ষ্মশিখরা চম্পককলিকেমায়তা ভাতি ।

কাঞ্চনেত্যাদিনা নব কর্ণিকার কুম্ভম ইত্যন্তোত্তরার্দ্ধং পুরয়মাখানো দ্রুতকা-
রিত্বং ব্যনক্তি কৃষ্ণঃ রসরাজ শৃঙ্গার স্তম্ভ শ্রাম বর্ণদ্বাহংগেচ্ছা ॥ ৬৮ ॥

উদ্ধুর মরন্দ মত্তা রুদ্ধে সারেণ গন্ধবিসারেণ । ইহ সুন্দর মল্লিগণে
রোলম্বা ভ্রমরা হস্ত গুঞ্জন্তি । ততশ্চ কৃষ্ণস্য পুনঃ পঠনঃ আখ্যানঃ প্রতিধরত্ব
ব্যঞ্জনাৎ ॥

প্রকাশ পাইতেছে ।

কৃষ্ণ । কাঞ্চন মঞ্চোপরি উপবিষ্ট এই রসরাজ যেন শরী-
রির ন্যায় হইয়াছেন ॥ ৬৮ ॥

শ্রীরাধা । দেখ দেখ, গন্ধাতশিয় বিস্তার দ্বারা রোধকারি
মনোহর মল্লিপুষ্প সকলে মরন্দমত্ত মধুকরগণ গুঞ্জনরব
করিতেছে ॥

কৃষ্ণ । 'উদ্ধুর মরন্দ, এই পদ্যটি বারম্বার পাঠ করিতে
লাগিলেন ॥

বৃন্দা । পীত এবং সক্ষ্মাগ্রভাগ বিশিষ্ট এই চম্পক কলিকা
বিস্তার রূপে শোভা পাইতেছে ॥

কৃষ্ণঃ । মানবতী হৃদয়খণী কামসু শক্তিরিব ॥

মধুমঙ্গলঃ । ভো বঅস্‌ এসা কামস্‌ সতী গ হোই ॥ ৬৯ ॥

পেক্‌ জড়িলা ক্‌থিতা সা হরিআল গোৱী লউড়িআ

প্রবিশ্‌ জটিল। । অরে জিন্‌ বন্ধণ এথ লউড়ীমএ বিশ্বমরিদা ।

শ্রীরাধা । অপবার্য্য সভয়ং । সহি পরিত্‌াহি পরিত্‌াহি এসা

কালরতীব দারুণী বুড়্‌টিআ মং দিট্‌বদী ইতি ললিতা

বৃন্দাভ্যাং সহ নিষ্‌াস্তা ॥

মধু । বয়স্য এষা কামস্য শক্তি ন ভবতি ॥ ৬৯ ॥

পশু জটিল। ফিণ্ডা সা হরিআল গোৱী লকুটিকা । পূৰ্ণং লট্‌ঠীং ফিণ্ডা
কক্‌বং গগ্‌ই ইত্‌াক্‌ত্‌াং ।

জটি । অরে কুটিল ব্রাহ্মণ অন্ন ময়া নকুটী বিশ্বতা । রাধি । সখি পরিত্‌াহি
কালরাত্রীব দারুণ বৃদ্ধা মাং দৃষ্টবতী ॥ ৭০ ॥

কৃষ্ণ । মানবতী রমণীদিগের হৃদয় মন্থনকারিণী কন্দর্পের
শক্তির ন্যায় ।

মধুমঙ্গল । অহে বয়স্য ! এ কন্দর্পের শক্তি নয় ॥ ৭১ ॥

দেখ জটিল। কর্তৃক প্রাক্‌িণ্ডা সেই হরিআল গোৱী
লগুড়িকা অর্থাৎ যষ্টি ॥

জটিল। (প্রবেশ করিয়া) অরে কুটিল ব্রাহ্মণ ! আমি এই
খানে লগুড়ী ভুলিয়া গিয়াছি ॥

শ্রীরাধা । (হস্তধারণ পূর্বক সভয়ে) সখি ! আমাকে
রক্ষা কর রক্ষা কর, এই কালরাত্রির ন্যায় দারুণ বৃদ্ধা
আমাকে দেখিয়াছে ! (এই বলিয়া ললিতা ও বৃন্দার

কৃষ্ণঃ । অপবার্থ্য্য । মম সঙ্গমায়তরসং ন জিত্বাতি নচ জিহা-
সতি প্রকটং । জটিল্য ব্যাত্রী চকিতা ভূষিতা রাধা
কুরঙ্গীয়ং ॥ ৭০ ॥

মধুমঙ্গলঃ । ভো সরমালঙ্ঘুল কুডিলে ঘেগ্ন অন্তণো জট্টিং ।
জটিল্য । যষ্টিমাদায় । অরে সুবল কীস তুমং বহুড়িআ
বেসেগ মং সদা বিড়ম্বেসি ॥

কৃষ্ণঃ । স্বগতং । দিক্য সুবলতয়া জ্ঞানমভুং । প্রকাশং
সনস্মাসিত্বা । জটিলে গুরুভ্যঃ শপমানোহস্মি রাধিকয়ৈর

মধু । ভো সরমালঙ্ঘুল কুটিলে গৃহাণ অহমো নকুটীং । সরমা শুনী ॥
জটি । অরে সুবল কস্মাৎ বধুটিকা বেশেন মাং সদা বিড়ম্বয়সি । সাধয়তি
গচ্ছতি নাটোক্তো সাধয়তি গত্যর্থঃ ।

সহিত শ্রীরাধা প্রস্থান করিলেন) ॥

কৃষ্ণ । (হস্তাবরণ দিয়া) জটিল্য-রূপা ব্যাত্রী দর্শনে ভীত
হইয়া তৃষ্ণাকুলা রাধাকুরঙ্গী স্পর্শরূপে আমার সঙ্গমরূপ
অমৃতরস না আত্মাণ করিতে পারিতেছেন, না ত্যাগ
করিতেই পারিতেছেন ॥ ৭০ ॥

মধুমঙ্গল । অয়ি কুরুরলঙ্ঘুলতুলা কুটিলে ! এই আপনার
লগুডী লাও ॥

জটিল্য । (যষ্টি গ্রহণ করিয়া) অরে সুবল ! কেন তুই
সর্বদা বধূবেশ ধারণ করিয়া আমাকে বিড়ম্বিত করিস্ ॥

কৃষ্ণ । (মনে মনে) কি সৌভাগ্য ! এবারও ত শ্রীরাধায়
সুবল বলিয়া প্রতীতি হইয়াছে । (প্রকাশ পূর্বক

সাধয়তি ন খলুসৌ সুবলঃ ॥

জটীলা । রে ধূর্ত বিচক্ষণাহং সৰ্বং পরিক্খিতুং ক্খমামি ।

তা অলং এখ ঠগ্গত্তণেণ । ইতি নিজ্জান্ধা ।

কৃষ্ণঃ । সখে সমাগচ্ছ গোকুলমেব প্রবিশাব ইতি নিজ্জান্ধাঃ
সৰ্ব্বৈঃ ॥

। * । ইতি শ্রীবিদগ্ধমাধব নাটকে রাধাপ্রসাদনো নাম
পঞ্চমোহঙ্কঃ ॥ * ॥ ৫ ॥ * ॥

জটী । অরে ধূর্ত বিচক্ষণাহং সৰ্বং পরীক্ষিতুং ক্খমামি তদসমমম ধূর্তেষ্বেন ॥ ৭১ ॥

। * ॥ ইতি পঞ্চমোহঙ্কঃ ॥ * ॥

সপরিহাস হাস্য করিয়া) জটীলে । আমি গুরুবর্গের
শপথ করিতেছি, শ্রীরাধাই যাইতেছেন, এ সুবল নয় ॥

জটীলা । অরে ধূর্ত ! আমি বিচক্ষণ, আমার সকল বিষয়ের
পরীক্ষা করিতে ক্ষমতা আছে, আর ধূর্ততা প্রকাশ
করিস্ না (এই বলিয়া প্রস্থান করিল)

কৃষ্ণ । সখে ! আইস আমরা গোকুলে প্রবেশ করিগা ॥

(এই বলিয়া সকলের প্রস্থান)

। * ॥ ইতি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কৃত ব্যাখ্যায়
বিদগ্ধমাধব নাটকে রাধাপ্রসাদন নাম পঞ্চমোহঙ্কঃ ॥ * ॥ ৫ ॥ * ॥

ততঃ প্রবিশতি জটীলা ॥

জটীলা । হুদং মএ অজ্ঞ পীতপট্টেণ কিদন্তরীয়া বধু বরে
চিঠিই তা গদুঅ জহথং নিদ্ধারইসং । ইতি পরি-
ক্রম্য পশন্তী ।

কথং এসা বিসাহা ঘুম্মিঅ ঘুম্মিঅ অলিন্দে পড়ই তা সন্ধা-
ইসং ইত্থাপসৃত্য । বিসাহে জাদো এক পহরো তহবি
ঘুম্মসি ।

বাসন্ত ত্রি চতুর্দিন লীলা দিগদর্শনং সমাপ্য সম্প্রতি শারদ লীলার্যঃ মহা-
রাস বিলাসাদ্রিতিরতি হুস্মারত্যাং তদ্বর্ণনে গ্রন্থগোরব মবধার্থ্য তত্র চিত্ত
প্রবেশার্থং দিনার্দ্ধ মাত্র লীলামুটুঙ্কয়তি । ততঃ প্রবিশতি ইত্যাদিনা যাবৎ
বর্তাকং সমাপ্তং । শ্রুতং ময়া অদ্য পীতপট্টেন কৃতোত্তরীয়া বধু গৃহে তিষ্ঠতি
তদগত্বা বথার্থং নিদ্ধারয়িষ্যামি । শ্রবণস্ত পদ্মামুখানিতি জ্ঞেয়ং । কথমেব
বিশাখা ঘূর্ম্মিহা ঘূর্ম্মিহা অলিন্দে গৃহস্ত বহির্দ্বার প্রকোষ্ঠে পতিত । তচ্ছব্দা-
য়িষ্যে । বিশাখে যাতঃ এক প্রহর স্তথাপি নিদ্রায়সি ।

(অনন্তর জটীলার প্রবেশ)

জটীলা । আজ পদ্মার নিকট শুনিয়াছি বধু পীতপট্টবস্ত্রে
গাভ্রোচ্ছাদন করিয়া গৃহে অবস্থিত আছে অতএব তথায়
গিয়া সত্য মিথ্যা নিশ্চয় করি । (এই বলিয়া প্রত্যা-
বর্তনপূর্ব্বক শ্রীরাধার গৃহের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে
লাগিল) । এ কি ! বিশাখে যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া গৃহের
বহির্দ্বারে পড়িতেছে, তবে গিয়া একবার শব্দ করি ।
(নিকটেগিয়া) বিশাখে ! এক প্রহর বেলা হইল তথাপি
নিদ্রা যাইতেছ ।

প্রবিশ্য বিশাখা । স্বগতং । সম্পদং রাসমহুসব গবাসু
সববরীষু কুদো নিদ্রাগন্ধোবি অজ্ঞাণং তা জুতং জেজব
ঘুম্মাণং ইতি হঠাদ্‌শো বিকাশ্য প্রকাশং ॥ ১ ॥

অজেজ অজ্জ ভাবদীএ নিদ্রেসেণ দেঅদা সদণে দীঘ
জাঅরজ্জ ॥

জটিল । স্বগতং । অদো জেজব পদোসে বহুএ সেজ্জা
সুধা আসি । প্রকাশং । বিসাহে আআরেহি বহুঅং ॥

বিশা । সাম্প্রতং রাসমহোৎসব গৰ্ভাসু সৰ্ববরীষু কুতো নিদ্রাগন্ধোহপি অশ্বাকং
তদযুক্তমেব ঘূর্ণনং ॥ ১ ॥

আৰ্যো অদ্য ভগবত্যা নিদ্রেশেন দেবতা সদনে দত্তজাগরাঃ শ্বাঃ ।

জট । অতএব প্রদোষে নিশাদৌ নিশামুখে বধ্যাঃ শয্যা শূতাসীৎ । বিশাথে
আকারয় আহ্বায় বধুং ।

বিশাখা । (প্রবেশ পূর্বক মনে মনে) সাম্প্রতি রাসমহোৎসব
সবগর্ভা রজনী সকলে কোথায় আমাদের নিদ্রাগন্ধ
অতএব ঘূর্ণন উপযুক্তই বটে । (এই বলিয়া হঠাৎ চক্ষু
উন্মীলন পূর্বক প্রকাশ করিয়া) ॥ ১ ॥

আৰ্যো ! আজ আপনার আদেশানুসারে দেবগৃহে জাগরণ
দিয়াছি ॥

জটিল । (মনে মনে) এই জন্তই আজ সন্ধ্যা কালে বধূর
শয্যা শূন্য ছিল । (প্রকাশ করিয়া) বিশাথে ! বধুকে
আহ্বান কর ॥

বিশাখা । হলা রাহে ইদো ইদো ।

প্রবিশ্য রাধা । চক্ষুযী বিষৃজ্য সজ্জুতং । বিসাহে বাঢ়ং গিদা

উলক্ষি ইতি দৃষ্টিং দরোদঘাট্যং সশঙ্কং স্বগতং । কথং

ইধ জ্জেকব অজ্জা ॥

জটিল । রাধাং নিৰ্ব্বণ্য স্বগতং । হকী হকী সচ্চং জ্জেকব

এদং পীতাম্বরং ।

রাধা । জনান্তিকং । হলা সুদং মএ সারঙ্গী মুহাদো জং

গিসীধে বুড়্‌টিএ তস্মিঃ বিলাস পুলিণে গদং আমি তা।

বিশা । রাধে ইতঃ ইতঃ ।

রাধে । বিশাথে বাঢ়ং নিজাকুলান্মি । কথং ইত এব আর্য্যা ।

জটিল । হা ধিক্ হা ধিক্ সতামেব ইদং পীতাম্বরং ।

রাধি । সখি শ্রুতং ময়া সারঙ্গীমুখতঃ যন্নিশিথে নিশাক্ষে রাজে বৃদ্ধয়া তস্মিন্

পুলিনে গতমাসীৎ তন্ননং বয়ং তত্র দিষ্টান্নঃ ।

বিশাখা । সখি রাধে ! এই খানে এই খানে ।

শ্রীরাধা । (প্রবেশ পূর্বক চক্ষু দ্বয় মর্দন করিতে করিতে

জুড়ার সহিত) বিশাথে ! আমি অত্যন্ত নিজাকুল

হইয়াছি (এই বলিয়া ঈষৎ চক্ষু উদঘাটন পূর্বক মনে

মনে) এখানে আর্য্যা কেন ? ।

জটিল । (শ্রীরাধাকে দেখিয়া মনে মনে) হাধিক্ হাধিক্

এই যে সতাই পীতাম্বর ॥

শ্রীরাধা । (হস্তাবরণ দিয়া) সখি ! আমি সারঙ্গীর মুখে

শুনিয়াছি বৃদ্ধা অর্দ্ধরাত্রে সেই ক্রীড়া পুলিনে গিয়াছিল।

গুণঃ অন্ধো তথ দিট্ঠক্স ।

বিশাখা । গহ্ণ গহ্ণ জং কধিদং বুদ্ধাএ তুমং যেতুগ্ণ তিরো-
হিদে কহে তথা অন্ধোশ্চ দোশ্চ সহীশ্চ সশক্কং তুহ উদ্দেশ
স্ স গদাশ্চ এসা বুদ্ধী উবত্তিদা ॥

রাধিকা । তদো কীস ইঅং কোঅ ভঅঙ্করীএ দিট্ঠীএ মং
পেকখন্তী চিট্ঠদি ॥

জটিল । সেৰ্বং । মিচ্ছা জল্পণি বিসাহে কিং গাম অন্ধাসি
তুমং ॥

বিশা । নহি নহি যৎ কপিতং বুদ্ধায়। ভাঃ গৃহীত্বা তিরেহিতে কৃষ্ণে তথা
আবয়োৰ্ঘয়োঃ সখ্যাশ্চ সশক্কঃ ভবোদ্দেশায় গতয়োঃ সত্যোঃ এষা বুদ্ধা উপস্থিতা ।
রাধি । ততঃ কস্মাদিয়ং কোপ ভয়ঙ্কর্যা দৃষ্টা মাং পশুন্তী তিষ্ঠতি ॥
জটি । সেৰ্বং মিথ্যা জল্পিণি বিশাথে কিং নাম অন্ধাসি হং ।

অতএব বোধ হইতেছে নিশ্চয় আমাদিগকে দেখিয়াছে ॥
বিশাখা । না না তাহা নয়, বুদ্ধা যাহা বলিয়াছে তাহাই
বটে, তোমাকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্দ্বান হইলে, আমরা
হুই জন এবং সখী গণ শঙ্কাকুল চিত্তে তোমার উদ্দেশে
গমন করিলে পর বুদ্ধা গিয়া সেখানে উপস্থিত হইয়া
ছিল ॥

শ্রীরাধা । তবে কেন বুদ্ধা কোপ বিক্ষারিত লোচনে আমার
প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রহিয়াছে ॥

জটিল (জৈর্ঘ্য সহিত) মিথ্যাবাদিনি বিশাথে । তুমি কি
অন্ধা হইয়াছ ? ॥

বিশাখা । রাধাং বিলোক্য সখেনং জনাস্তিকং । আই বিলাস
বেঙ্কলে কিং কথু এদং ।

রাধা । স্বং বঙ্কো নিরীক্য সমস্ত্রমং । হলা ভূমং জেজব
সরণং ॥ ২ ॥

বিশাখা । জটিলানবেঙ্কা সংস্কতেন ।

যুদা ক্ষিপ্তৈঃ পর্কোত্তরল হৃদয়াভিষু বতিভিঃ
পয়ঃ পুটৈঃ পীতীকৃতমতি হরিদ্রাদ্রবময়ৈঃ ।
ছকূলং দোমূলোপরি পরিদধানাং প্রিয়মখীঃ
কথং রাধামার্যো কুটিলিত দৃগন্তং কলয়সি ॥

বিশা । অয়ি বিহ্বলে কিং খব্বিদং ।

রাধি । সখি ভমেব শরণং ॥ ২ ॥

যুতিভিঃ ক্ষিপ্তৈঃ পয়ঃ পুটৈঃ পীতীকৃতং ছকূলং দাধানাং ক দোমূলো
পরি । কুটিলিত দৃগন্তং যথাত্তত্থা কিং পশ্যসি ।

বিশাখা । (শ্রীরাধাকে অবলোকন পূর্বক খেদের সহিত
হস্তাবরণ দিয়া) অয়ি বিলাসবিহ্বলে ! এ কি ? ॥

শ্রীরাধা । (আপনার বঙ্কের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভয়ের
সহিত) সখি ! এখন ভুমিই আশ্রয় ॥ ২ ॥

বিশাখা । (জটিলাকে অবলোকন করিয়া সংস্কৃত ভাষায়)
আর্যো ! পর্কোপলক্ষে চঞ্চল হৃদয়া যুতিগণ আমোদ
সহকারে হরিদ্রা দ্রবময় জল সকল সেচন করিয়াছিল
তাহাতেই ইহার বাহু মূলোপরি পীতবসন পরিধান
দেখিতেছেন অতএব আপনি কেন এই প্রিয়মখীর প্রতি
কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রহিয়াছেন ॥

জটিল।। সবিশ্রান্তঃ । বিসাহে তুএ জ্জেকব চঞ্চলাএ মম
পুত্ৰঘরং বিণাসিদং জং জোবগান্ধাণং গোইণং মজ্জবো
বহুডিআ গিজ্জই ।

বিশাখা। অজ্জ কিত্তিমং তুমং উবলহেসি গং উবসগ্গং
দীঅমালিআ পবলচ্ছীং উবালহেহি ।

জাএ সবং অবাল বুড্‌টং গোউলং জ্জেকব উম্মাদিদং ॥

জটিল।। বচ্ছে সচ্চং কহেসি অজ্জ রাত্তিক্কা দিট্‌ঠ মএ সব্বাও
গোউলকিসোরীও তথ পুলিণে উম্মত্তী ভবিঅ কিম্পি

জট। বিশাথে স্বয়ৈব চঞ্চলয়া মম পুত্রগৃহং বিনাশিতং বন্দোবনান্ধানাং
গোপীনাং মধ্যে বধূটিকা নীয়তে ।

বিশা। আর্যো কিমিতি মাং উপালভসে । এনাং উপসন্নাং দীপমালিকা
পৰ্ব লক্ষ্মীং উপালভস্ব । যয়া সৰ্ব্বং আৰাল বৃদ্ধং গোকুলমেব উন্মাদিতং ।

জট। বৎসে সত্যং কথয়সি । অদ্য রাত্রৌ দৃষ্টং ময়া সৰ্ব্বা গোকুল কিশোর্যা
স্তত্র পুলিনে উন্মত্তী ভূত্বা কিমপি চেষ্টন্তি ।

জটিল।। (বিশ্বাস পূর্বক) বিশাথে ! তুমি অতি চঞ্চলা,
আমার পুত্রের ঘর তুমিই নষ্ট করিলা, কিজন্য যৌবনান্ধা
গোপীগণের মধ্যে আমার বধূটিকে লইয়া যাও ॥

বিশাখা। আর্যো ! আমাকে তিরস্কার করিতেছেন কেন ?
এই দীপান্বিতা পৰ্ব শোভাকে নিন্দা করুন, যাহাতে
আবাল বৃদ্ধ সমুদায় গোকুল উন্মত্ত হইয়াছে ॥

জটিল।। বাছা । সত্য বলিতেছ, আজ আমি রাত্রি দেখিয়াছি
সকল গোকুল কিশোরিকাগণই উন্মত্ত হইয়া পুলিনে

চিট্‌চিট্‌ ॥

বিশাখা । সদৃগ্‌ভঙ্গঃ রাধামীক্‌তে ॥

জটীলা । সদৈন্যঃ অই বিসাহে পসীদ পসীদ এসা অঙ্গুলি
সিহরং মুহে শিক্‌খিবিঅ অত্ত্থেমি তান্ন একং অণুগ্‌গহং
করেহি ॥

বিশাখা । সপ্রজ্ঞয়ং । অজ্জৈ কিত্তি এব্বং ভণাসি শিকামং
আণবেহি ।

জটীলা । বচ্ছে তুমং বিশুদ্ধাসি তা কহুস্‌স হখাদো রক্‌থেহি
বহ্‌ড়িঅং ॥

অগ্নি বিশাখে প্রসীদ প্রসীদ এষা অঙ্গুলি শিখরং মুখে নিক্ষিপ্য অভ্যর্থয়ামি
তন্মমৈকং অনুগ্রহং কুরু ॥

বিশা । আর্যো কিমিত্তি এব্বং ভণসি কামমাজ্জাপয় ।

জট । বিশুদ্ধাসি তং কৃষ্ণস্ত হস্তাং রক্ষ বধুটিকাং ।

ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে ছিল ॥

বিশাখা । (নেত্র ভঙ্গীর সহিত) শ্রীরাধার প্রতি দৃষ্টিপাত
করিতে লাগিলেন ॥

জটীলা । (দৈন্য সহকারে) বিশাখে ! প্রসন্ন হও, প্রসন্ন
হও, এই আমি মুখে অঙ্গুল্যগ্র নিক্ষেপ করিয়া প্রার্থনা
করিতেছি অতএব আমার প্রতি একটী অনুগ্রহ কর ॥

বিশাখা । (মিনতির সহিত) আর্যো ! একথা বলিতেছেন
কেন, যাহা ইচ্ছা হয় আজ্ঞা করুন ॥

জটীলা । বাছা ! তুমি অতি বিশুদ্ধা, একারণ কৃষ্ণহস্ত হইতে
আমার বধুটীকে রক্ষা কর ॥

বিশাখা । অজ্ঞে নিশ্চিন্তা হোহি জং ললিতা কখু এথ
দকখা বিঅকখণা অ ॥ ৩ ॥

জটিল । কহিং গদা ললিতা ।

বিশাখা । পেকখ পউমাএ সমং ইধ জেজব এসা আঅচ্ছদি ।

জটিল । অহং উপ্পণিআ নিপ্পাদনস্ন গমিস্নং ।

ইতি নিক্রান্তা ।

প্রবিশ্য পদ্ময়া সহ ললিতা । সহি পউমে কুদো আঅচ্ছসি ।

বিশা । আর্যো নিশ্চিন্তা ভব যন্নলিতা খবজ দক্ষা চতুরা বিলক্ষণা সরসাদি
কাচ ॥ ৩ ॥

জটিল । কুত্র গতা ললিতা ।

বিশা । পশু পদ্ময়া সমমিত এব এষা আগচ্ছতি ।

জটিল । অহং উৎপলিকা নিপ্পাদনায় গমিষ্যামি উৎপলিকা গোময় পিণ্ডিকা ।
ললি । সখি পদ্মে কুত আগচ্ছসি ।

বিশাখা । আর্যে ! আপনি নিশ্চিন্ত হউন, এ বিষয়ে ললিতা
অতিশয় চতুরা ও বিচক্ষণা ॥

জটিল । ললিতা কোথায় গেল ।

বিশাখা । ঐ দেখুন পদ্মার সহিত ললিতা এই খানেই
আসিতেছে ॥

জটিল । আমি গোময় পিণ্ড প্রস্তুত করিতে যাইতেছি ।
(এই বলিয়া প্রস্থান)

(পদ্মার সহিত ললিতার প্রবেশ)

ললিতা । সখি পদ্মে ! কোথা হইতে আসিতেছ ? ॥

পদ্মা । হলা কহুঙ্গ সআসাদো ।

ললিতা । কহিং কহ্লো ।

পদ্মা । মালদীবাডিআ পেরস্তে ।

ললিতা । কিং কুণাদি ।

পদ্মা । মধুমঙ্গল দুদিও বিহরদি ॥

ললিতা । সপরিহাস স্মিতং । হলা কিং গাম পুরিদা
হিট্ঠাসি ।

পদ্মা । বিহস্য । মা অগ্ৰথা সম্ভাবেহি মএ মালদী মেহরো

পদ্মা । সখি কৃষ্ণস্ত সকাশাং । ললি । কুজ কৃষ্ণঃ । পদ্মা । মালতী-
বাটিকাপ্রাস্তে ॥

ললি । কিং কেরোতি । পদ্মা । মধুমঙ্গল দ্বিতীয়ে বিহরতি ।

ললি । সখি কিং নাম সংপূরিতাভীষ্টাসি ইতি রতং ব্যজ্যতে । অতঃ
প্রোতরেবাত্মাগমনং ললিতয়া সহ সম্বাদেচ্ছাচ জটীলা ক্রিয়মান তিরস্কার
দুঃখদর্শনাভিলাষায় ।

পদ্মা । মা অত্থথা সংভাবয় । ময়া মালতী শেখরঃ একো গ্রথিতা তস্ত

পদ্মা । সখি ! কৃষ্ণের নিকট হইতে ॥

ললিতা । কৃষ্ণ কোথায় ? ।

পদ্মা । মালতী উদ্যানের প্রাস্তে ।

ললিতা । কি করিতেছেন ? ।

পদ্মা । মধুমঙ্গলের সহিত বিহার করিতেছেন ।

ললিতা । (পরিহাস পূর্বক হাস্যের সহিত) সখি ! তোমার
কি অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে ? ।

পদ্মা । (হাস্য করিয়া) অত্থ কিছু মনে পারও না, আমি

একো গণ্ডিঅ তস্‌ উপহারি কিজো । ইতি স্মৃতিমভি-
নীয় হল্য কথিতং মে কহুং । পউমে তুমং জধা সন্তদং
মালং সমপ্পেসি । এবং ললিতাবি মে বিচিত্র টাউ
লচ্ছীং তা এসা মে লেহপত্তিআ তুএ তস্‌ হথে দেঅ
ত্তি ইতি পত্রিকামপ্পয়তি ॥

ললিতা । গৃহীত্বা স্বগতং । তদা বি কহুস্‌ মএ টাউরাও
ং সমপ্পিদোত্তি । তা এথ অবরেন্ণ কেণাবি রহস্সেন্ণ
হোদব্বং ॥ ৪ ॥

উপহারীকৃতঃ । সখি কথিতং কৃষ্ণেন পদে তং যথা সন্ততং মালাং সম-
প্পয়সি এবং ললিতা পি মে বিচিত্র ধাতুলক্ষ্মীঃ । তদেষা মে লেখপত্রিকা
দ্বয়া তত্ৰা হস্তে দেয়েতি ।

ললিতা । কদাপি কৃষ্ণস্ত ধাতুরাগো ময়া ন সমর্পিতোহস্মি তদত্র অপরেন্ণ
কেনাপি রহস্সেন ভবিতব্যং ॥ ৪ ॥

এক গাছ মালতীর মালা গাথিয়া তাঁহাকে উপহার
দিয়াছি । (এই বলিয়া স্মরণ পূর্বক) সখি ! কৃষ্ণ
আমাকে বলিয়াছেন পদে ! তুমি যেমন প্রত্যহ আমাকে
মালা অর্পণ কর, তদ্রূপ ললিতাও আমার গৈরিকাদি ধাতু
দ্বারা চিত্র বিচিত্র শোভা সম্পাদন করে, অতএব এই
আমার লিখিত পত্রিকা তাহার হস্তে সমর্পণ করিবা ।
(এই বলিয়া ললিতার হস্তে পত্র সমর্পণ করিলেন) ॥

ললিতা । (পত্র গ্রহণ পূর্বক মনে মনে) আগি কখনই ত
কৃষ্ণের অঙ্গে ধাতুরাগ সমর্পণ করি নাই, তবে বোধ হয়,
এ কোন অন্তঃরহস্য হইবে ॥ ৪ ॥

প্রকাশং । পত্রিকাং বাচয়তি ।

ত্বয়া মুক্তগিরিঃ পাণৌ মমাতুচ্ছ পদস্থিতিঃ ।

|| * নিধীয়তামধীরাঙ্কি রাগি ধাতু পরিচ্ছদঃ ॥

ইতি ক্ষণং বিমৃশ্য স্বগতং । রাধা মম পাণৌ নিধীয়তাং
এবং সঙ্কেদেণ ইমিণা আগতং । প্রকাশং । সখি তথা

বিমৃশ্যেতি অয়মত্র বিমর্শঃ । ত্বয়া মম পাণৌ রাগিধাতু পরিচ্ছদো নিধী-
য়তাং । কীদৃশঃ মুক্তগিরিঃ মুক্তো গিরেঃ সকাশাদিতি রাজদত্তাদিঃ যথা মুক্তো
গিরি যেন সঃ পর্বতাদবচিত্তেত্যর্থঃ । অতুচ্ছপদ স্থিতিঃ ন তুচ্ছ পদে
পর্বতাধঃ প্রান্তাদৌ স্থিতির্যন্ত শৃঙ্গস্থ ইত্যর্থঃ । অয়ং প্রকটোহর্থঃ পদ্মা প্রতা-
রণায় গৃহস্ত রাগিধাতু পরিচ্ছদ ইত্যক্ষরাষ্ট রূপ শব্দঃ কীদৃশঃ । মুক্তো ত্যক্তো
গিরী গিকার রিকানৌ যেন ন বিদ্যতে তুচ্ছ পদানাং তুকার ছকার পকার
দকারাণাং স্থিতির্যত্র । ততশ্চ রাধা ইত্যক্ষর দ্বয়ং তিষ্ঠতি । বিপক্ষস্ত দৃঢ়া
করণ চাতুর্য্যং সৌভাগ্যাতিশয় নিধাপনার্থঃ । এবং সঙ্কেতেনানেনাজ্ঞপ্তঃ
সখি তথা করিম্যামি । তদগ্র্যেণো রাধিকামাপৃচ্ছ্য সাধয় গচ্ছ ।

(প্রকাশ পূর্বক) পত্রিকা পাঠ করিতে লাগিলেন ।

শ্রীকৃষ্ণ লিখিয়াছেন হে চঞ্চলাঙ্কি ! পর্বত বিচ্যুত শৃঙ্গস্থ
রক্তবর্ণ ধাতু পরিচ্ছদ আমার হস্তে সমর্পণ কর ॥

(পত্র পাঠ পূর্বক ক্ষণ কাল চিন্তা করিয়া মনে মনে)

আমার হস্তে রাধা সমর্পণ কর, ইনিত সঙ্কেতে এই রূপ

* উক্ত পত্রিকার সঙ্কেপন অর্থ এই যে হে চঞ্চলাঙ্কি ! আমার হস্তে
রাগিধাতু পরিচ্ছদ সমর্পণ কর, ইহাতে এই বুঝাইতেছে মুক্ত গিরি শব্দে গি,
রি, ত্যাগ করিয়া যাহাতে তু, ছ, প, দ, নাই সেই রাধাকে আমার হস্তে সমর্পণ
কর ॥

করিস্‌সং । তা অগ্‌গদো রাহিঅং আপুচ্ছিঅ সাহেহি ।
 পদ্মা । রাধিকামুপেত্য সনম্‌স্ম স্মিতং । হলা রাহে দিট্‌ঠিআ
 গিব্বাদং জাদং । জধা গোউলিন্দনন্দণেণ অক্ষাণং অংসু
 আইং অবহরিদাইং তথা তুঙ্কেহিং বি তম্‌স এদং পীদং
 স্তুঅং ॥ ৫ ॥

ললিতা । স্মিত্বা অই গিল্লজ্জে কুঙ্কুম পঙ্ক পিঞ্জরিদং পিঅ
 সহীএ উত্তরীয়ং পেক্‌খিঅ কিত্তি অণথং আসঙ্কসি ।

পদ্মা । সখি দিষ্ট্যা নির্ঝিবাদং জাতং । যথা গোঁকুলেজ্জ নন্দনেনাস্মাক
 মংগুকাঅপল্লতানি তথাস্মাভিরপি তত্ত্বেদং পীতাসংকং ॥ ৫ ॥

ললি । অয়ি নিল'জ্জে কঙ্কুম পঙ্কপীতি কৃতং প্রিয়সখ্যা উত্তরীয়ং দৃষ্ট্বা
 কিমিতি অনর্থং কুণ্ঠভোগাংকং ।

আজ্ঞা করিলেন । (প্রকাশ পূর্বক) সখি পদ্মে !
 তাহাই করিতেছি, তুমি অগ্রে শ্রীরাধাকে জিজ্ঞাসা করিয়া
 আইস ॥

পদ্মা । (শ্রীরাধার নিকট গমন পূর্বক সপরিহাস হাস্তের
 সহিত) সখি রাধে ! অদৃষ্ট ক্রমে নির্ঝিবাদ হইল, গোঁকু-
 লেন্দ্রনন্দন যেমন আমাদের বস্ত্র সকল হরণ করিয়া
 ছিলেন, তেমনি আজ আমাদের কতৃক তাঁহার পীত
 বসন অপহৃত হইল ॥ ৫ ॥

অয়ি ! নিল'জ্জে ! প্রিয়সখীর কঙ্কুম রঞ্জিত পীত বসন
 নিরীক্ষণ করিয়া কেন অনর্থ অর্থাৎ কুণ্ঠভোগচিহ্ন আশঙ্কা
 করিতেছ ॥

পদ্মা । সম্মিতং হলা রাহে অণুজাগীহি মং তুরীঅং সহিত্থলীং
গত্থঅ কহুস্ স লীলং গাঅন্তীং পিঅসহীং চন্দ্রাবলিঅং
সুহাবইস্ সং ॥

বিশাখা । বিহস্তু । পউমে ধল্লাও তুন্ধে জাহিং অদংসণেবি
কহুস্ সবিলাস গীদিহিং পিঅসহি চন্দ্রাবলী সুহাবীঅদি ॥

পদ্মা । বিসাহে তুন্ধেহিং কীস তথা এ কিজ্জই ॥

পদ্মা । সখি অমুপজ্ঞাপয় মাং ত্বরিতং সখীস্থলীং গতা সখীস্থলী নাম সখীখরা
ইতি গোবর্দ্ধন নিকটবর্ত্তি চন্দ্রাবল্যাঃ গ্রামস্তাং গতা কৃষ্ণস্ত লীলাগায়ত্ৰী
প্রিয়সখীঃ চন্দ্রাবলীং সুথাপয়িষ্যামি ।

বিশাখা । পদো ধত্বা যুয়ং যাত্তি রদর্শনেপি কৃষ্ণস্ত বিলাস গীতৈর্নিজ সখী
চন্দ্রাবলী সুথাপ্যতে ।

পদ্মা । যুস্মাভিঃ কস্মাৎ তথা ন ক্রিয়তে ।

পদ্মা । (ঈষৎ হাস্তের সহিত) সখি রাধে ! আমাকে
অমুমতি কর গোবর্দ্ধন সমীপবর্ত্তি সখীস্থলী গ্রামে গিয়া
কৃষ্ণলীলা গান করত চন্দ্রাবলীকে সুখী করিগা ॥

বিশাখা । (হাস্ত করিয়া) সখি পদ্রে ! তোমারাই ধন্য,
যে হেতু শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনেও তোমরা শ্রীকৃষ্ণের লীলা
গান করিয়া চন্দ্রাবলীকে সুখী করিয়া থাক ॥

পদ্মা । বিশাখে ! তোমারাও কেন তাহা কর না ।

বিশাখা । অয়ি ! আমাদের এ প্রকার ভাগ্য কোথায় ॥

পদ্মা । সখি ! তোমাদের ও প্রকার অদৃষ্ট নাই কেন ? ॥

বিশাখা । অই কুদো অক্ষাণং ঐদিশং ভাগধেয়ং ।

পদ্মা । হলা কথং গথি ।

বিশাখা । হলা মুন্ধে কহুস্ স গাম মেতে পথুদে সহী রাহিআ
বিকুথুত্তদি ।

পদ্মা । স্বগতং । স্ববক্থে পেন্দুকুরিসো ইমাএ বিখাবিদো হোছু
প্রকাশং । বিমাহে তুন্ধো জেজবর স্ট্ঠু অহিগীও অক্ষাণং
কথু কা বি ছুখ দমা অণুবট্ঠই ।

ললিতা । পউমে একুথু তুন্ধাণং কিম্পি ছুঃখং সম্ভাবীঅদি ।

বিশা । অগ্নি কুতোচক্ষাকং ঐদৃশং ভাগধেয়ং ।

পদ্মা । সখী কথং নাস্তি ।

বিশা । সখি মুন্ধে কৃষ্ণশ্চ নামমাত্রো প্রস্তুতে সখী রাধিকা বিকুভাতে । কুতো
গীত শ্রবণসামর্থ্যং চন্দ্রাবল্যাস্তথা প্রেমোভাবাৎ তৎসম্ভবতীতি ভাবঃ ।

পদ্মা । স্বপক্ষে প্রেমোৎকর্ষোহনয়া বিখ্যাপিতঃ ভবতু । বিশাখে যুগ্মেব স্ট্ঠু
সুখিত্তঃ । অক্ষাকং থলু কাপি ছুঃখ দশা অনুবর্ত্ততে ॥

ললিতা । পদো ন থলু বৃক্ষাকং কিমপি ছুঃখং সম্ভাব্যতে ।

বিশাখা । সখি মুন্ধে ! কৃষ্ণ নাম উপস্থিত হইলেই আমাদের
প্রিয়সখা ক্ষুর হইয়া থাকেন, গীত শ্রবণের শক্তি
কোথায় ? ॥

পদ্মা । (মনে মনে) ইনি ত স্বপক্ষের প্রেমোৎকর্ষই বর্ণন
করিলেন (প্রকাশ করিয়া) বিশাখে ! তোমরাই যথার্থ
সুখা, আমাদের কোন দুঃখের দশা উপস্থিত হইয়াছে ॥

ললিতা । পদো ! তোমাদের কোন দুঃখের সম্ভাবনা ত দেখি
তেছি না ॥

পদ্মা । হলা ললিতে মা এবং ভণ জং হারগঠণ কেস
 পসাহণ বিন্ধ্যাহর রঞ্জন পহুদীহিং চন্দাঅলীএ নেপচ্ছাইং
 সববদা কুণন্তীণং অঙ্গাণং দুক্খ জালস্ স অস্তো এথি ॥ ৬
 বিশাখা । বিহস্ত হলা পউমে সচ্চং তুচ্ছাণং বহুইং দুক্খাইং

পদ্মা । ললিতে মৈবং ভণ । যং হারগ্রন্থন কেশপ্রসাদন বিদ্যায় রঞ্জন
 প্রভৃতিচিন্ত্যাবল্যা নেপথ্যানি । নেপথ্যঃ বেশঃ । আকল্প বেশৌ
 নেপথ্যামিত্যমরঃ । সর্বদা কুর্কন্তীণামঙ্গাকং দুঃখজালস্ত অস্তো নান্তি
 অয়ং ভাবঃ চন্দ্রাবল্যাঃ সৌভাগ্যাতিরেকাৎ একস্মিন্নপি দিনে বহুশঃ কৃষ্ণ
 নস্তোগেন কদাচিদপি বেশকরণমিতি ॥ ৬ ॥

বিশা । বিহস্তেতি ব্যঙ্গার্থঃ তবায়মেব সত্ব অস্মাভিরপকৃষ্টত্বেন হস্ততে
 এবেতি ভাবঃ । পদ্মে সত্যং যুগ্মকং বহুনি কুঃখানীতি । সদা চন্দ্রাবল্যাঃ
 কৃষ্ণসংভোগ ইতি ভবত্যা মিথ্যৈব রাজ্যতে যদ্যপি সত্যং স্বাদস্ত তদপি

পদ্মা । সখি ললিতে ! একথা বলিও না, সর্বদা চন্দ্রাবলীর
 হার গ্রন্থন, কেশসংস্কার ও বিন্ধ্যাধর রঞ্জন প্রভৃতি করিতে
 করিতে আমাদের ক্লেশের অন্ত নাই অর্থাৎ চন্দ্রাবলীর
 সৌভাগ্যাতিশয় প্রযুক্ত একদিনেই বহুবার কৃষ্ণের সহিত
 সঙ্গ হওয়াতে বারম্বার বেশ বচনা করিয়াদিতে হয়, কিন্তু
 তোমাদের প্রিয়সখী শ্রীরাধার তাদৃশ সৌভাগ্য নাই
 একারণ কদাচিৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গত হইবেন, সুতরাং
 তোমাদিগকেও কদাচিৎ শ্রীরাধার বেশ নির্মাণ করিতে
 হয় অতএব আমাদের দুঃখের পরিসীমা কি ? ॥ ৬ ॥

বিশাখা । (হাস্য করিয়া) সখি পদ্মে ! সত্যই তোমাদের

উণ একং জ্জিব্ব ॥ ৭ ॥

পদ্ম । হলা কিং তং ।

বিশাখা । পউমে জা কাবিসচ্চ দুল্লহা আগাসতারা পপ্পুরদি ॥

তথ্জ জদাহিলাসস্ কস্ বি কালিন্দীকুলণন্দিণো সম

রাধিকা সৌভাগ্য ভানোরগ্রে সতু সৌভাগ্যাতাসঃ খদ্যোভায়ত ইতি ত্বয়া
জ্ঞায়তামিত্যভিপ্রেতাহ অস্মাকং পুনরেকমেব ॥ ৭ ॥

পদ্ম । সখি কিং তৎ । বিশাখা । পদ্মে যা কাপি মর্ত্যাহল্লভা আকাশ তারা
প্রক্ষুরতি তত্র জাতাভিলাষন্ত কস্তাপি কালিন্দীকুল নন্দীনঃ সমদন্ত
গন্ধকলভেষ্ট্রস্ত সর্বদা অভ্যর্থনা কদর্থনং । সমদন্তেতি হল্লভা মমেরমিতি
পরামর্শাভাবান্নবুদ্ধ্যমেব । গন্ধকলভেষ্ট্রো দুর্ব্বারহস্তিশাবকঃ অয়ন্তাবঃ ।
হুলভভেন চন্দ্রাবল্যাং ন সন্তোগঃ স্তাদন্ত বা । অস্মাকং রাধায়ান্ত সন্তোগ
প্রার্থনাপি দুঃশকা কক্ষত্ৰাতি হল্লভত্বাৎ । ততশ্চ অস্মাসু রাধাসখীষু

বহু দুঃখ বটে, কিন্তু আনাদের একটি মাত্র দুঃখ ॥ ৭ ॥

পদ্মা । সখি ! তাহা কি প্রকার ?

বিশাখা । সখি পদ্মে ! মর্ত্য হুল্লভা যে একটি আকাশ
তারা ক্ষুর্তি পাইতেছে, দেখিতেছ, কোন এক কালিন্দী
কুলকৌতুকী দুর্ব্বার হস্তিশাবক তদগ্রহণে জাতাভিলাষ
হইয়া সর্বদা আমাদিগকে অভ্যর্থনা রূপ কদর্থন করিয়া
থাকে, অর্থাৎ হুলভ প্রযুক্ত চন্দ্রাবলীতে সন্তোগ হউক
বা না হউক কিন্তু আমাদের শ্রীরাধায় শ্রীকৃষ্ণের সন্তোগ
প্রার্থনাও হুল্লভ একারণ আমরা যে শ্রীরাধার সখী, আমা-
দের নিকট শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা প্রার্থনা করিয়া থাকেন স্ততরাং

দম্ভস্ গন্ধকলহীন্দম্ভস্ সর্বদা অব্ভথণা কদথণং ॥ ৮ ॥
ললিতা । শ্মিত্তা । বিসাহে অগ্নবি একং গরুঅং দুঃখং ভুএ
কথং বিত্তমরিদং ॥

বিশাখা । ললিতে কিং তং স্মরাবেহি ।

ললিতা । অই উজ্জুএ রাহীএ পাপপল্লঅগ্নি জাবঅরা

সদা অভ্যর্থনা তন্তু ভবতি তামপি কদর্থনমস্মাভি ম'র্ত্ততে ইতি ॥ ৮ ॥

ললিতা । শ্মিত্তেতি । বিশা স্মৃষ্টু প্রত্যুক্তং ভবত্যা ইতি ভাবঃ । অহমি-
তোহপাৎকর্ষ কোটি মা বিস্কৃত্য বরাকৌমিমাঃ নির্ধনং করোমীত্যভি
প্রোত্যাহ অত্রমপি একং গুরুতরং দুঃখং কথং বিস্মারিতং ।

বিশা । ললিতে কিং তং স্মরয় ।

ললি । ঋজা ঋজু স্বভাবত্বাৎ স্মস্মর্থং প্রোক্তা নেমাং লজ্জরসীতি ভাবঃ ।

রাধায়াঃ পাদপল্লবে ক্রণে ক্রণে যাবক রাগন্ত বিরচনং অয়ন্তাবঃ ততশ্চ
সামদানাদিভি স্চাটুপরেণ কৃষ্ণেন বশীকৃত্যভিরস্মাভি রবকাশে দত্তে

তঁাহার ঐ প্রার্থনা আমরা কদর্থন করিয়া বোধ করি ॥

ললিতা । (জীষৎ হাস্য করিয়া) অন্য একটা গুরুতর দুঃখ
কেন বিস্মৃত হইলা ॥

বিশাখা । ললিতে ! কি তাহা, স্মরণ করাইয়া দাও ।

ললিতা । অয়ি বিশাখে ! ঋজু স্বভাবা শ্রীরাধার চরণতলে
ক্রণে ক্রণে অলঙ্কর প্রদান রূপ দুঃখ । অর্থাৎ সামদানাদি
চাটু পরায়ণ কৃষ্ণ শ্রীরাধাকে বশীভূত করিতে না পারিয়া
নিরন্তর চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়া যে প্রণাম করেন
তাহাতেই অলঙ্কর রাগ প্রোক্ষিত হইয়া যায়, স্মরণ্যঃ

অস্ স কথণে কথণে বিরঅণং ॥ ৯ ॥

বিশাখা । সহাসং । অলিআসন্ধিণি ললিদে বিরমেহি
বিরমেহি কহস্ স উত্তমঙ্গে ঢাউণং রাও জ্জব্ব রেহদি
ণ কথু জাবআণং ॥ ১০ ॥

রাধিকা । সলজ্জং । হল পউমে ইমাণং দুম্মুহীণং পলাবং

রাধিকায়োঃ পাদয়োঃ প্রণামেন যাবকরাগঃ ক্ষণে ক্ষণেহপগতো ভবতীতি
ভাবঃ ॥ ৯ ॥

বিশা । সহাসমিতি অথাস্তাঃ প্রত্নাত্তরস্ত ক। গতিৰ্ভবিষ্যতীতি ভাবঃ ।

অলিকাশন্ধিণি বিরম বিরম কৃষ্ণশ্চোত্তমাঙ্গে ধাতুনাংব রাগো রাজতে
ন খলু যাবকানাং ইতি প্রকাশিতার্থস্ত পুনঃ সংগোপনেনাদিকং সনির্দ্ধার
সত্যত্বঃ ব্যঞ্জিতঃ ॥ ১০ ॥

রাধি । সলজ্জমিতি আশ্রয়শঃ শ্রবণেন অণেমাং নিরুত্তরাং জ্ঞানমুখীং
দৃষ্টোহ । সখি পদ্মে আসাং দুম্মুখীনাং প্রলাপমনাকৰ্ণ্য ত্বং প্রিয়সখী
চন্দ্রাবলীমেব যাহি ।

বারম্বার অলঙ্কৃত দ্বারা ঐ চরণতল রঞ্জিত করা আমাদের
গুরুতর দুঃখ ॥ ৯ ॥

বিশাখা । (হাস্যের সহিত) অয়ি মিথ্যাশন্ধিনি ললিতে !
ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, শ্রীকৃষ্ণের শিরোদেশে ধাতুরাগ
বিরাজ করিতেছে, ও অলঙ্কৃত নহে ॥ ১০ ॥

শ্রীরাধা (সলজ্জে অর্থাৎ আশ্রয় শ্রবণ অথবা পদ্মাকে জ্ঞান
বদন দেখিয়া কহিলেন) সখি পদ্মে ! এই সকল দুম্মুখী
দিগের প্রলাপ বাক্য শুনিও না, শীঘ্র প্রিয়সখী চন্দ্রা-

অণাঅগ্নিঅ তুগ্গং পিঅসহীং চন্দাঅলিঅং জ্জৈব জাহি ॥
 পদ্মা । জধা দিসদি পিঅসহী ইতি নিজ্জান্তা ॥
 ললিতা । স্বগতং এহিং কহুস্ স আগ্গং করিস্ সং । প্রকাশং ।
 হল্লা রাহে এহি পুপ্ফং অবচিণিঅ ভাবন্তং সূরং
 পূজ্জা ॥
 রাধিকা । স্বগতং । দিট্ঠিয়া হিঅঅ ট্ঠিদো জ্জৈব মে কামো
 ইগাএ উবলীদো জং কহুস্ স দংসণং এথ সম্ভবে ।
 প্রকাশং । জধাহিরোঅদি পিঅসহীএ ইতি নিজ্জান্তা ॥ ১১ ॥

পদ্মা । যথা দিশতি প্রিয়সখী । ললি । ইদানীং কৃষ্ণা আজ্ঞাং করিষ্যামি ।
 সখি রাধে এহি পুষ্পং অবচিত্য ভগবন্তঃ সূর্য্যং পূজয়ামঃ ॥
 রাধি । দিষ্টা হৃদয়স্থিত এব কামোহনয়া উপনীতঃ । যতঃ কৃষ্ণদর্শনমজ্ঞ
 সম্ভবেৎ । যথাভিরোচতে প্রিয়সখ্যাঃ ॥ ১১ ॥

বলীর নিকট গমন কর ॥

পদ্মা । যে আজ্ঞা প্রিয়সখি ! (এই বলিয়া পদ্মার প্রস্থান) ॥
 ললিতা । (মনে মনে) এক্ষণে কৃষ্ণের আজ্ঞা প্রতিপালন
 করি । (প্রকাশ করিয়া) সখি রাধে ! আইস, পুষ্প
 চয়ন করিয়া ভগবান্ সূর্য্যদেবের পূজা করিগা ॥
 শ্রীরাধা । (মনে মনে) কি সৌভাগ্য, ললিতা আমার
 মনোগত ভাবই উপস্থিত করিল, যে হেতু তথায় কৃষ্ণ
 দর্শন সম্ভব হইতে পারে । (প্রকাশ করিয়া) প্রিয়সখি !
 যাহা তোমার অভিরুচি হয় । (এই বলিয়া প্রস্থান) ॥ ১১ ॥

ততঃ প্রবিশতি মধুমঙ্গলেনোপাস্যমানঃ কৃষ্ণঃ ।

কৃষ্ণঃ । নব স্তবকবল্লরী চটুলগন্ধ বন্দীকৃত

ভ্রমরময় বাঙ্কতি প্লুতমুদগ্ৰ গুঞ্জার্কুদং ।

শরৎ কুশ কলিন্দজা পুলিনরন্দ সম্বর্দ্ধিতঃ

পরিক্ষুরতি চন্দ্রক স্থগিতমদ্য বৃন্দাবনং ॥ ১২ ॥

পুনর্নিরূপ্য সানন্দং ॥

শরদি মুখরিতাশা স্তার নাদাবলীভি

বলদবিচল নেত্রাঃ পশ্য বৃন্দাবনেহদ্যা ।

বিদধতি রণরঙ্গং বাসিতা সঙ্গহেতোঃ

প্লুতং ব্যাপ্তং উদগ্ৰাণা উৎকৃষ্টানাং গুঞ্জানামর্কুদং যত্র । চন্দ্রকৈঃ ময় ক
পিতৈঃ স্থগিতং সংবৃতং ॥ ১২ ॥

মুখরিতাঃ প্রতিনাদিতাঃ আশা দিশো যৈঃ বাসিতা পুষ্পিণী গোঃ ॥ ১৩ ॥

(অনন্তর মধুমঙ্গল কর্তৃক উপাস্যমান হইয়া শ্রীকৃষ্ণের
প্রবেশ)

কৃষ্ণ । সখে ! আজ বৃন্দাবনের আশ্চর্য্য শোভা দেখ, নূতন
পুষ্প গুচ্ছ বিশিষ্ট লতা সকলের মনোহর সৌরভে ভ্রান্ত
ভ্রমরগণ বন্দীকৃত হইয়া বাঙ্কার করিতেছে অর্কবুদ অর্কবুদ
গুঞ্জা সকল প্রকাশ পাইতেছে এবং শরৎ কালীন কুশতা
নিবন্ধন যমুনা স্বীয় পুলিনের শোভা সম্বর্দ্ধন করিতে-
ছেন ॥ ১২ ॥

(পুনরায় অবলোকন করিয়া আনন্দের সহিত)

সখে । শরৎ কালের আজ পূর্ব্বাহ্ন সময়, বৃন্দাবনে বলিষ্ঠ
বলিষ্ঠ বৃষ সকল উচ্চনাদে দিগ্ধগল শব্দিত করত ঋতুমতী

সরভসমুরুশ্চৈঃ সঙ্গবে পুঙ্গবেন্দ্রাঃ ॥ ১৩ ॥

মধুমঙ্গলঃ । সর্বতো বিলোক্য ।

তুহ সঙ্গমেণ গুণং মুউন্দ বৃন্দাডঙ্গ ঘণচ্ছায়া ।

উঅ দন্তেণ কুরণ্ডঅ ভরস্ স পীদম্বরং ধরই ॥

কৃষ্ণঃ । স্বগতং । কিমদ্য নিকটস্থিত সঙ্কেত লেখার্থয়া পূর্ণমনো
রথী করিষ্যেহং ললিতয়া ॥ ১৪ ॥

হস্ত শারদ মাধুরী সঙ্কোহ সন্দলিতাপি বৃন্দাটবী কক্ষা
খঞ্জনাঙ্ক বিপ্রকর্ষাদানন্দ বিন্দুমপি ন মে সন্দধাতি ।

মধু । তব সঙ্গমেন নুনং মুকুন্দ বৃন্দাটবী ঘনচ্ছায়া । পশু দন্তেন কুরুকণ্টক
ভরত পীতাম্বরং ধারণতি । ঘনচ্ছায়া পক্ষে ত্বং সাক্ষ্য মেঘকান্তি ॥ ১৪ ॥
সন্দলিতা বদ্ধা শরদি যত্র কুত্রাপি খঞ্জন সঙ্করং বিনা শোভেৎ নোৎ

গাভীর সঙ্গ নিমিত্ত স্থির চক্ষু উচ্চ শৃঙ্গ সকল দ্বারা পর-
স্পর যুদ্ধ করিতেছে অবলোকন কর ॥ ১৩ ॥

মধুমঙ্গল । (চতুর্দিক অবলোকন করিয়া) মুকুন্দ ! দৃষ্টিপাত
কর, তোমার সঙ্গ নিমিত্ত এই ঘন ছায়া অর্থাৎ মেঘকান্তি
এই বৃন্দাটবী দন্ত সহকারে ঝিগী পুষ্পচ্ছলে পীতাম্বর
ধারণ করিয়াছে ॥

কৃষ্ণ । (মনে মনে) ললিতা কি আজ সঙ্কেতার্থ পত্র অবগত
হইয়া আমার মনোরথ পূর্ণ করিবে ! ॥ ১৪ ॥

হায় । খঞ্জনাঙ্কীর বিচ্ছেদ নিমিত্ত শরৎ মাধুর্য্য সমূহ
পরিপূর্ণ বৃন্দাবনও আমার সম্মুখে বিন্দুমাত্র আনন্দ
প্রদান করিতে পারিতেছে না অতএব বেগু দ্বারা সঙ্কেত

তব্ধেণু সঙ্কেতং সঞ্চারয়ামীতি তথা কুৰ্ব্বন্ ।

দিব্যো রথাজি সময়ঃ সখি সঙ্গমস্য

জজ্ঞে বরাজি তরসা কুরু পক্ষপাতং ।

অধ্বানমন্ধ নয়নেন বিলোক্যমানঃ

শোকাদয়ং সহচর স্তব রোবীতি ॥

মধুমঙ্গলঃ । বিহস্য ভো বয়স্য কিং এদং অউরুৰ্বং বাদিতং ॥

কৃষ্ণঃ । সখে কুরঙ্গী লোকনর্থং ময়ায়মুদ্যমঃ ।

মধুমঙ্গলঃ । সচ্যং কখু কধিদং কিন্তু একং অকথরং অগ্ধা

কিঅং ॥ ১৫ ॥

পদ্যতে । ইতি খঞ্জনাঙ্গী পদৈকদেশ বাজং বস্ত্র । হে রথাজি চক্রবাকি

ব্যপদেশেন রাপে । ভো বয়স্তু কিমিদমপূৰ্বং বাদিতং ।

মধু । সত্যং কথিতং কিন্তু একমক্ষরমন্তথা কৃতং ॥ ১৫ ॥

করি । (এই বলিয়া বেণু বাদ্য করিলেন) যথা— হে সখি

চক্রবাকি । সঙ্গমের এই উৎকৃষ্ট কাল উপস্থিত,

হে বরাজি ! শীঘ্র পক্ষপাত কর, শোক নিবন্ধন তোমার

এই সহচর পথের প্রতি অর্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া যুক্তকণ্ঠে

রোদন করিতেছে ॥

মধুমঙ্গল । (হাস্য করিয়া) ভো বয়স্য ! এ কি অপূৰ্ব বাদ্য

হইল ॥

কৃষ্ণ । সখে ! কুরঙ্গী লোকনর্থ অর্থাৎ হরিণীকে অবলোকন

করিবার নিমিত্ত আমার উদ্যম ॥

মধুমঙ্গল । হাঁ সত্যই বলিয়াছ, কিন্তু একটি অক্ষর কেবল

অন্যথা হইয়াছে । ১৫ ॥

কৃষ্ণঃ । সখে সাধু বিদিতং কুরঙ্গীলোচনার্থমেব ॥

নেপথ্যে ॥

পিবন্তীনাং বংশীরবমিহ গবাং কর্ণচুলকৈঃ

পয়ঃ পূরা দূরাদ্দিশি দিশি তথা শুশ্রুবুরগী ।

অকালে পুষ্পাস্তি স্তরুভি রভিতঃ শোভিতমিদং

যথা বৃন্দারণ্যং দধিময় নদীমাতৃকমভূৎ ॥ ১৬ ॥

পয়ঃ প্রবাহা তথা শুশ্রবু যথা অকালেপি পুষ্পাস্তি স্তরুভিঃ শোভিতং
সং বৃন্দারণ্যং দধিময় নদীমাতৃকমভূৎ । অর্থঃ বংশী শ্রবণেন গবাং দুগ্ধ-
প্রবাহা স্তরুণাঃ পুষ্পাণি চ যুগপদভূবন্ । ততশ্চ পুষ্পাণামম্লরস সম্পর্কেণ
দুগ্ধানি দধিনি বভূবুরিতি । পুষ্প বিকসনে ধাতুঃ ইত্যম্মাচ্ছতৃ দিবাতিহাৎ
বন্ ॥ ১৬ ॥

কৃষ্ণঃ । সখে ! যথার্থ অবগত হইয়াছ, কুরঙ্গীলোচনার
নিমিত্তই এই বংশী ধ্বনি ॥

(বেশ গৃহে)

গাভীগণ দূর হইতে কর্ণরূপ পান পাত্র দ্বারা মুরলীরব
শ্রবণ করায় তাহাদের সেই রূপে চতুর্দিকে দুগ্ধ সকল
প্রাবিত হইয়াছিল, যাচাতে অকালে পুষ্পিত তরুনিকর
দ্বারা বৃন্দাবন দধিময় দেবমাতৃক হয় ॥

অর্থাৎ বংশীরব শ্রবণে গাভীরূপের দুগ্ধ প্রবাহ এবং
বৃক্ষগণের অকালে পুষ্প এককালীন হইয়াছিল, তাহাতেই
পুষ্প সমূহের অম্লরস সম্পর্কে দুগ্ধ সকল দধি হওয়াতে
বৃন্দাবন দধিময় হইয়াছিল ॥ ১৬ ॥

কৃষ্ণঃ । সখে দক্ষিণতঃ পশ্য ।

তুঙ্গস্তাত্রোরশৃঙ্গঃ স্ফু রদরুণধুরো রম্যপিঙ্গেক্ষণশ্রীঃ

কণ্ঠব্যালম্ব ঘণ্টো ধরণি বিলুঠিতোচ্চওলাঙ্গুল দণ্ডঃ ।

সোহয়ং কৈলাসপাণ্ডু দ্যুতিরতুল ককুম্বলো নৈচিকীনাং

চক্রে ভ্রাতী প্রিয়ো মে পরিমল তুলিতোৎফুল্লপদম ককুম্বী ।

ততঃ প্রবিশতি সখীভ্যামনুগম্যমানা রাধা ।

রাধা । স্বগতং । ভদো দিসাদো বেণুসদো আঅদো সা

দিসা মোহিতাএ মএ ন ভালিদা ॥

পরিমল তুলিত ইতি পদ্মগন্ধ নামায়াং বৃষঃ তথা হুজং পদ্মগন্ধঃ স্বগতশ্চ
বলীবদ্ধাবতিপ্রিয়াবতি ।

রাধি । যতো দিশতো বেণুশব্দ আগতঃ সা দিশা মোহিতয়া ময়া ন ভালিতা ।

কৃষ্ণঃ । সখে ! দক্ষিণদিকে অবলোকন কর । যাহার ভ্রাতৃ
সদৃশ উচ্চ শৃঙ্গ, অরুণবর্ণ ধুর, রমণীয়পিঙ্গল চক্ষু শ্রী, কণ্ঠে
লম্বিত ঘণ্টা, ধরণি লুঠিত চঞ্চল লাঙ্গুল দণ্ড, কৈলাস সম
তুল পাণ্ডুবর্ণ দ্যুতি, অতুল ককুদ (ঝুট) মণ্ডল এবং যে
উত্তম গাভাগন মধ্যে অবস্থিত আছে ঐ আমার প্রিয়তম
পদ্মগন্ধ নামা বৃষ ॥

(অনন্তর সখী ঘরের সহিত শ্রীরাধার প্রবেশ)

শ্রীরাধা । (মনে মনে) যে দিক্ হইতে বেণুর শব্দ আসিয়াছে
আমি তদ্বারা মুগ্ধ হওয়াতে সেই দিক্ অবধারণ করিতে
পারিলাম না ॥

ললিতা । সোং প্রাসন্নিতং । হল্য রাহিএ কীস অকাণ্ডে
হরিণকণ্ঠীক তুমং জাদাসি ॥

রাধিকা । ললিতে কিত্তি অপ্পণো ধর্ম্মং পরসস্ অপ্পেসি
সচ্চং তুমং জেজ্জব হরিণী জং কল সদ্দেশ হরিজ্জন্তী
দীসসি ।

ললিতা । রাহে তুমং কখু হরিণী জং এসা রজ্জিণী গাম হরিণী
তুচ্ছা সহী ।

রাধিকা । স্বগতং । দিট্ঠিআ এসা কাবি সোরত্ত ধারা পুরো
বাড়িআদো দুদীক্ব মং আঅড্ঢদি । ইতি সব্যাজং পুরঃ

ললিতা । রাধে কস্মাদকাণ্ডে হকালে হরিণকণ্ঠীক ত্বং জাতাসি ।

রাধা । ললিতে আঅনো ধর্ম্মং পরস্তাপ্সসি । সত্যং ত্বমেব হরিণী যং কল
শব্দেন হর্ষবতী দৃশ্তমে ॥

ললি । রাধে ত্বং থলু হরিণী যদেষা রজ্জিণী নামা হরিণী তব সখী ।

রাধি । দিষ্ট্যা এষা কাপি সোরভ্য ধারা পুরো বাটিকাতঃ দূতীব সমাকর্ষতি ।

ললিতা । (উৎকণ্ঠার সহিত ঈষৎ হাস্য করিয়া) সখি
রাধে ! কেন তুমি অকালে হরিণকণ্ঠী হইলা ॥

শ্রীরাধা । ললিতে ! আপনার ধর্ম্ম পরের প্রতি অর্পণ করি-
তেছ, যথার্থ তুমিই হরিণী, যে হেতু মধুর শব্দে তোমাকে
হর্ষবতী দেখিতেছি ॥

ললিতা । রাধে ! তুমিই যথার্থ হরিণী, যে হেতু রজ্জিণী
নামা হরিণীর সহিত তোমার সখীত্ব আছে ॥

শ্রীরাধা । (মনে মনে) কি সৌভাগ্যের বিষয়, পুষ্পোদ্যান

প্রযাতি ॥

বিশাখা । স্মিতা । হলা রাহে কীস তুমং ভিক্ষীক কম্পি গন্ধং
সম্পসি ॥

রাধিকা । বিসাহে অগ্গদো ফুল্লাইং কুসুমাইং দীপন্তী তা

এদাইং যেতুণ তং মিত্রং পূঅইসং ॥ ১৭ ॥

ললিতা । হলা সচ্চং মিত্রস্ অণুরাও তুমং তরলেদি সো

দাব গহণ চরস্ জেজ্জবণ ক্খু গগণচরস্ ।

বিশা । সখি রাধে কম্পাস্তং ভিক্ষীক কমপি গন্ধং সমর্পসীতার্থঃ ।

রাধি । বিশাখে অগ্রতঃ ফুল্লানি কুসুমানি দৃশ্যন্তে । তদেতানি গৃহীত্বা মিত্রং
পূজয়িষ্যামি মিত্রং সূর্য্যমিতার্থঃ ॥ ১৭ ॥

ললি । সখি সত্যং মিত্রস্তানুরাগস্তাং তরলয়তি । স তাবদগহন চরন্তে ব
ন খলু গগণচরন্ত ।

হইতে কোন সুগন্ধ ধারা দূতীর ন্যায় আগাকে আকর্ষণ
করিতেছে ।

(এই বলিয়া ছল পূর্বক অগ্রে গমন করিলেন) ॥

বিশাখা । (ঈষৎ হাস্য করিয়া) সখি রাধে । কেন তুমি
ভূঙ্গীর ন্যায় কোন গন্ধান্বেষণ করিতেছ ॥

শ্রীরাধা । বিশাখে । অগ্রে প্রফুল্ল কুসুম সকল দেখিতেছি
অতএব ঐ গুলি লইয়া সূর্য্যোদয়ের পূজা করিব ॥ ১৭ ॥

ললিতা । সখি ! সত্যই মিত্রের অনুরাগ তোমাকে চঞ্চল
করিয়াছে, এ বনচর মিত্র, গগণচর মিত্র (সূর্য্য) নহে ॥

রাধা । সপ্রণয় রোষং । অই অদক্খিণে কমলবন্ধুঃ কথেমি ।

ললিতা । সহি কীস আআরং সংগোবেসি ॥ ১৮ ॥

বিশাখা । ললিতে সপত্নী ভাএণ ঈশা চেষ অ সংগোবেদি
ণ উণ পিঅসহী ॥ ১৯ ॥

রাধা । সজ্জভঙ্গং । অই বামে অত্তণো হিঅঅট্ঠিদং অথং
পরমুণ্ডে কীস পাড়েসি তা তুরবেহি জং গাদি দূরে জেজব

রাধি । অদক্খিণে কমলবন্ধুঃ কথয়ামি ।

ললি । সখি কম্মাদাকারং ইজ্জিতং সংগোপয়সি পক্ষে আ ইতি অক্ষরং
সংগোপয়সি ন বদসি কমলাবন্ধু মিতি প্রকটং নবদসীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

বিশা । ললিতে সপত্নী ভাবেন ঈর্ষেব সংগোপয়তি । ন পুনঃ প্রিয়সখী ।

লক্ষ্মী । সহ সাপত্ন্যাণীর্ষয়া তন্নামোচ্চারণাসংভাবাদিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

রাধি । অয়ি বামে আআনো হৃদয়স্থিতমর্থং পরমুণ্ডে কম্মাৎ পাতয়সি ।

শ্রীরাধা । (প্রণয় কোপের সহিত) অয়ি ! আমি কমল
বন্ধুর কথা বলিতেছি ॥

ললিতা । সখি ! তুমি কেন আকার গোপন করিতেছ,
অর্থাৎ কমলা বন্ধু স্পষ্ট করিয়া বলিতেছ না কেন ? ॥ ১৮ ॥

বিশাখা । ললিতে ! সপত্নী ভাব বশতঃ ঈর্ষাই গোপন করি-
তেছে অর্থাৎ লক্ষ্মী সপত্নী স্মৃতিরাত্তাঁহার নামোচ্চারণ
অকর্তব্য এ কারণ কমলা বলিতেছেন না ॥ ১৯ ॥

শ্রীরাধা । (ক্রোধের সহিত) অয়ি অসরলে ! আপনার
হৃদয়স্থ অভিপ্রায় কেন পরমুণ্ডে ফেলিতেছ, অতএব হৃদা-

সো তুচ্ছাণং বিশ্বাহর কণ্ঠখণ্ডণো ।

ললিতা । রাহে আকোমারং অক্সলিৎ কুলাঙ্গনা
বদং ॥

বৃন্দা । বৃন্দাবণ লদাও জেজব জাণে ত্ত তা অত্তণো মুহেণ কিং
কথইস্ সন্না ।

রাধিকা । বিহস্ত অই পইবদে জাণেন্তি জাণেন্তি তদো জেজব
কল্লি তুহ ভুঅবল্লিণো অক্সে সন্মমিদং দিট্ঠং মএ মঅর
কুণ্ডল লঙ্গণং তথা জেজব বিসাহাএ তপ্প তুলিওররি

তদ্বয় যন্ত্রাতিদূরে এব স যুগ্মাকং বিশ্বাহর কণ্ঠখণ্ডনঃ ।

ললি । রাধে আকোমারমস্মাকং অক্সলিৎ কুলাঙ্গনা ব্রতঃ বৃন্দাবনলতা এব
জানন্তি । তদাঅনো মুথেন কিং কথয়িষ্যামঃ । রাধে পতিব্রতে জানন্তি
জানন্তি । তত এন কল্লো প্রাতঃকালে তব ভুজবল্লা অক্সে সন্ক্রান্তঃ
দৃষ্টং ময়া মকর কুণ্ডল লাঙ্গনং । তণেব বিশাখায়া স্তন তুলিকোপরি

স্থিত হও, যে হেতু তোমাদের বিশ্বাহরের কণ্ঠ খণ্ডনকারি
কৃষ্ণ অধিক দূরে নাই, নিকটেই রহিয়াছেন ॥

ললিতা । রাধে ! কৌমার কাল অবধি আমাদের অখণ্ডিত
কুলাঙ্গনাব্রত , ইহা বৃন্দাবনস্থ লতা সকল বিদিত আছে,
অতএব আপনার মুখে আর কি বলিব ॥

শ্রীরাধা । (হাস্য করিয়া) অগ্নি পতিব্রতে ! জানা গিয়াছে,
জানা গিয়াছে, এই কারণেই কল্য প্রাতঃকালে আমি
তোমার ভুজলতার মধ্যে মকর কুণ্ডলের চিহ্ন দেখিয়া-
ছিলাম তথা বিশাখার শয্যাস্থ তুলিকার উপর ময়ূরপুচ্ছের

প্ৰফুৰ্ণিতং সিহণ্ড কীরীডং ॥ ২০ ॥

ললিতা । স্মিতা । পরপরিবাদিনি অবৈহি অবৈহি ।

বিশাখা । রাহে কিত্তিঅং বাম্পিসস্ সিন্ধু চন্দ্রালোএ

চন্দ্রকান্ত শিলা অপ্পসিমা হোতুং পহবদি ।

রাধিকা । পুরো দৃষ্টা সচমংকারং । ললিতে তুঙ্গং অণু

জাণেহি পলাইসং ইত্যাংকম্পতে ।

ললিতা । সশঙ্কং । রাহে কীস ভাএসি ।

ক্ষুটিতং শিখণ্ডকীরীটং ॥ ২০ ॥

ললি । পর পরিবাদিনি অপৈহি অপৈহি ।

বিশা । রাধে কৃত্তিমং বাম্পিসসি আচ্ছাদয়িষ্যসি । ন থলু চন্দ্রালোকে

চন্দ্রকান্ত শিলা অপ্রস্থিমা ভবিতুং প্রভবতি ।

রাধি । ললিতে তুর্ণমমুজ্জাপয় পলায়িষ্যামি ।

ললি । কস্মাদিভেসি ।

কীরীট পতিত ছিল ॥ ২০ ॥

ললিতা । (ইষং হান্ত করিয়া) হে পরনিন্দাকারিণি ! যাও
যাও ।

বিশাখা । রাধে ! বৃথা কেন গোপন করিতেছ, চন্দ্রালোকে
কি চন্দ্রকান্ত শিলা দ্রবীভূত না হইয়া থাকিতে পারে ॥

ক্রীরাধা । (অগ্রে অবলোকন করিয়া চমৎকারের সহিত)
ললিতে ! অনুমতি কর, শীঘ্র পলায়ন করি । (এই
বলিয়া কাঁপিতে লাগিলেন) ॥

ললিতা । (শঙ্কার সহিত) রাধে ! কেন ভীতা হইতেছ ।

রাধিকা । সাভ্যসূরং । আই বাক্কে অলং অলিএণ ইমিণা উজ্জ
অত্তণেণ গুণং ইমস্ স লম্পডস্ হথ্বে পক্খেতুং মাং
দুরং আণীদাসি ॥

ললিতা । নিপুণং নিভাল্য স্বগতং । গুণং দূরদো বিলোই
জ্জন্তং তমালং জ্জেক্ব ইথং কহুং মম্মেদি । প্রকাশং ।
হুঁ দাগীং কথং পলাইস্ সসি লক্কো মএ ওসরো ইতি
রাধিকামাকষতি ॥

রাধিকা । সকাতর্থাং । সখি বিশাহে পরিভাহি পরিভাহি

রাধি । অয়ি বক্কে অলমলিকেনানেন ঋজুত্বেন নুনং অস্ত লম্পটস্ত হস্তে
প্রক্ষিপ্তং মাং দূরমানীতাসীং ।

ললিতা । নুনং দূরতো বিলোকামানং তমালমেবেয়ং কৃষ্ণং মত্ততে । হুং ইদানীং
কথং পলায়িষ্যামি লক্কো ময়াবসরঃ ।

রাধি । সখি পরিভ্রাহি পরিভ্রাহি শরণাগতান্মি ।

শ্রীরাধা । (অসূয়ার সহিত) অয়ি বক্কে ! আর মিথ্যা সরলতা
দেখাইবার প্রয়োজন নাই, নিশ্চয় তুমি এই লম্পটের
হস্তে নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত আমাকে দূরে আনিয়াছ ॥

ললিতা । (নিপুণতার সহিত দৃষ্টিপাত করিয়া মনে মনে)
নিশ্চয় ইনি দূর হইতে তামাল বৃক্ষ দেখিয়া কৃষ্ণ বলিয়া
মানিয়াছেন । (প্রকাশ পূর্বক) হুঁ এখন কেমন করিয়া
পলায়ন করিবা, আমি অবসর প্রাপ্ত হইয়াছি । (এই
বলিয়া শ্রীরাধাকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন) ॥

শ্রীরাধা । (সকাতরে) সখি বিশাথে ! পরিভ্রাণ কর

সরগা অদক্ষি ।

বিশাখা । অই পেম্বত্তমিদে কথং ত্রিলোকং জ্জেক্স দে কল্লা

এদি । পেকথ এসো পলাসী ণ কথু তুজ্জা বিলাসী ।

কৃষ্ণঃ । কথং নেনাদানীমপি প্রত্যাশমা তম্বঙ্গী । তম্বুরলীমিরয়া

মীতি তথা কুর্ব্বন ।

অয়ি সুধাকর মণ্ডলি মণ্ডয় ভ্রমটবীঃ য়ুহু পাদবিসর্পণৈঃ ।

উদয়শৈলতটীবিহিতেক্ষণে নহু চকোর যুবা পরিতপ্যতে ॥

বিশা । অয়ি প্রেমোদ্ভাস্ত্রে কথং ত্রিলোকমেব তে কৃষ্ণায়ত । পশু এব
পলাসী বৃক্ষো ন খলু তব বিলাসী । সুধাকরমণ্ডলি হে চন্দ্রমণ্ডলি বিম্বো-
হঙ্গী মণ্ডলং ত্রিমু ইত্যমরঃ । পাদবিসর্পণৈঃ কিরণ প্রসারণৈঃ চরণ
সঞ্চালনৈশ্চ ।

পরিত্রাণ কর, আমি তোমার শরণ লইলাম ॥

বিশাখা । অয়ি ! প্রমোদভ্রাস্ত্রে ! কেন তোমার সম্বন্ধে
ত্রিলোকী কৃষ্ণময় হইল, দেখ এটা বৃক্ষ, তোমার বিলাসী
কৃষ্ণ নহেন ॥

কৃষ্ণ । কেন এ যাবৎ কুশাস্ত্রী রাধা আমার নিকটবর্ত্তিনী হই-
লেন না, তবে আর একবার মুরলীবাদ্য করি । (এই
বলিয়া মুরলী বাদ্য করিতে লাগিলেন) ॥

হে সুধাকরমণ্ডলি ! য়ুহু য়ুহু পাদসঞ্চালন দ্বারা এই বন
ভূমিকে অলঙ্কৃত কর, এই চকোর যুবা উদয় পর্বত তটে নেত্র
অর্পণ করিয়া কেবল পরিতপ্ত হইতেছে ।

বিশাখা । স্বয়ং ধৈর্য্যমবষ্ঠভ্য হল। রাহি কৌস তুমঃ ভ্রম্যন্তী
কলম্বঃ ওলম্বসি ॥ ২১ ॥

ললিতা । সহি বংশিএ বারং বারং তুমঃ বন্দেমি জং উদবা
ড়িদ রহস্ সা তুএ রাহীকিদা ॥

রাধিকা । সলজ্জমবহিষ্ঠাং নাটয়তি ॥

ললিতা । সংস্কৃতেন ।

বিশদ্বিঃ কর্ণান্তে তব বিস্ময়ৈ রদ্য মুরলী
কলৈরুর স্তম্ভে গুরুরজনি রস্তোর তরসা ।

বিলুপ্তা ভৃদ্দৃষ্টি নয়নজলবৃষ্টি ব্যতিকরৈঃ

বিশা । কম্বাঃ ভ্রমন্তী কদম্বমবলম্বসে ॥ ২১ ॥

ললি । সখি বংশিকে বারং বারং ত্বাং বন্দয়ামি যত্নবাটিত রহতা ত্বয়া রাধা
কৃত ।

বিশাখা । (ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্বক মনে মনে) সখি রাধে ।
কেন তুমি ভ্রমণ করিতে করিতে কদম্ব বৃক্ষ অবলম্বন
করিতেছ ॥ ২১ ॥

ললিতা । সখি বংশি ! তোমাকে বারম্বার প্রণাম করি,
যেহেতু তুমি শ্রীরাধার বিষয় উদ্ঘাটন করিয়া দিল ।

শ্রীরাধা । (লজ্জার সহিত) আকার গোপন প্রকাশ করিলেন ॥

ললিতা । (সংস্কৃত ভাষায়) হে রস্তোর ! অদ্য তোমার
কর্ণান্তে কোমল মুরলীরব প্রবেশ হওয়াতে শীঘ্র তোমার
গুরুর উরুস্তম্ভ সম্পাদন এবং নয়নজল বৃষ্টিতে দৃষ্টি
বিলুপ্ত হইয়াছে অতএব আর যত্নপূর্বক অবহিষ্ঠা বিস্তা-

প্রণীতাভির্ভ্রাত্তদলমবহিতা লহরিভিঃ ॥

বিশাখা । ললিতে কোদাগ্নিঃ অবহিতাএ ওসরো ।

ইতি সংস্কৃতেন ॥ ২২ ॥

ত্রেপাভিচরণক্রমে পরম সিদ্ধিরাথর্বগী

স্মরানল সমিদ্ধনে সপদি সামধেনী ধ্বনিঃ ।

তথাত্ম পরমাত্মনোরুপনিষন্ময়ী সঙ্গমে

বিশা । ললিতে ক ইদানীমবহিতা অবসরঃ ॥ ২২ ॥

ত্রেপাভিচরে ক্রমে অথর্ববেদোক্তা সিদ্ধিঃ । অথর্ববেদস্তাভিচার প্রায়ত্নাৎ ।
স্মরানলস্ত সমিদ্ধনে আলনে সামধেনী ধ্বনিঃ । সামধেনী মন্ত্র পাঠঃ । ঋক্
সামধেনী ধার্ষ্যাত যাত্নাদগ্নি সমিদ্ধনে ইত্যমরঃ । আত্ম পরমাত্মনোঃ সঙ্গমে
একীকরণে উপনিষন্ময়ী তত্ত্বমসীতি বাক্যময়ী লজ্জাক্ষয়ঃ কামোজ্জেকঃ প্রেম
মুচ্ছার্ত্ত করোতীত্যর্থঃ । বৈরাগ্যতে বৈরং করোতীত্যর্থঃ । শব্দ বৈর কলহাদ্ভ
কল্পমেঘেভ্যঃ করণে ইতি লিঙ্ ॥

রোর প্রয়োজন নাই ॥

বিশাখা । ললিতে ! এখন * আর অবহিতার অবকাশ
কোথায় ॥ ২২ ॥

(সংস্কৃত ভাষায়)

রাধে ! মুরলীধ্বনি তোমার লজ্জারূপ অভিচার যজ্ঞে
অথর্ববেদোক্ত মন্ত্র বিশেষ, কন্দর্পানল প্রজ্বলন বিষয়ে সাম-
ধেনী মন্ত্র পাঠ স্বরূপ, তথা আত্ম পরমাত্মার সঙ্গমে অর্থাৎ
একীকরণে অর্থাৎ প্রেম মুচ্ছার্ত্ত তত্ত্বমসী বাক্যময়ী উপনিষৎ
বিশেষ অতএব এই মুরলীধ্বনি তোমার সম্বন্ধে বৈরতা বিধান

বিলাস মুরলীভরা বিরুতিরদ্য বৈরায়তে ॥

রাধিকা । সঙ্কোভং । সহি সচ্চং কধেসি অক্ষাণং বৈরিণী
বংসিআ তা উবালহিস্‌সং । ইতি সংস্কৃতেন ॥ ২৩ ॥

সূতিস্তে ধনুশ্চ বংশবরতো বন্দে তয়ো রন্তিমং
বিদ্ধো যেন জনন্তুনুং বিরহয়মাস্তু শ্চিরং তান্যতি ।

বিদ্বান্যাং হৃদি মারপত্রি বিষমৈধ্বানেষুভি নস্তয়া

ক্রূরে বংশি ন জীবনং নচ মৃতিঘোরাবিরাসাদিশা ॥ ২৪ ॥

রাধি । সহি সচ্চং কথয়সি অক্ষাণং বৈরিণী সংবৃত্তা দাক্ষিণী বংশীকা তৎ
উপালভিষ্যামি ॥ ২৩ ॥

অন্তিমং ধনুবন্দে যেন বিদ্ধঃ তমুং বিরহয়ন্ তাজন্ সন্ চিরং ন অস্ত্যাস্যতি
স্তয়া বিদ্বানাস্ত অক্ষাণং ন জীবনং নচ মৃতিঃ কৈবদ্বান্যং ধ্বাণেষুভিঃ ধ্বানা
এব ঐষব স্তেঃ কীদৃশৈঃ মারপত্রিভ্যঃ কন্দর্পবাণেভ্যোহপি বিষমৈঃ ॥ ২৪ ॥

করিতেছে ॥

শ্রীরাধা । (সঙ্কোভের সহিত) সখি ! সত্যই বলিতেছ
দারুণ বংশীই আমাদের শত্রু, অতএব আমি তাহাকে
তিরস্কার করি । (এই বলিয়া সংস্কৃত ভাষায়) ॥ ২৩ ॥

হে ক্রূরে ! হে বংশি ! তোমার এবং ধনুর এক বংশ
হইতে জন্ম, কিন্তু ধনুকেই বন্দনা করি, যেহেতু ঐ ধনুতে
মাহাদেবের শরীর বিদ্ধ হয়, তাহার শরীর পরিত্যাগের আর
যাতনা ভোগ করে না অন্তকালে শুষ্ক হয়, কিন্তু তোমার
ধ্বনিরূপ কন্দর্পবানে বিদ্ধ হৃদয় হওয়াতে আমাদের যে ঘোর
দশা উপস্থিত হইয়াছে, না ইহাকে মরণ বলিতে পারি, না
ইহাকে জীবন বলিতে পারি ॥ ২৪ ॥

কৃষ্ণঃ । পুরো বিলোকা মানন্দং ।

ভবিষ্যৎ সবিধেহৈব রাধিকা যদিযং রিঙ্গতি রঞ্জিণী পুরঃ ।

মৃগলাঞ্ছন রেণয়েন যা মৃগমুত্তি ন তয়া বিযুক্তাতে ॥

পুনর্নিরূপ্য সখে জ্ঞাতং জ্ঞাতং নাসৌ রাধিকাত্মকুঃ যদয়ং
নিরঙ্কো নেদীয়া নিন্দুরিতি বিষ্ময়মাভিনীয় ॥

অঙ্ক্যং পরিত্যজ্য পুরঃ কুরঙ্গং শঙ্কে হৃদাঃ শুভ্রবমাসাদ ।

পুনর্নিভালাঃ । আং জ্ঞাতমুৎফুল্লাবলাস বৃন্দৈরানন্দি
রাধাবদনং চকাস্তি । ইত্যগ্রে সরতি ॥

যদীয়ং রঞ্জিণী রিঙ্গতি ততো রাধিকা সবিধে নিকটে ভবিতেন্দ্রিয়মানং ।
তয়া রাধিকয়া রঞ্জণী ন বিযুক্তাতে । মৃগমুত্তিমৃগাকৃতি মৃগলাঞ্ছন লেখয়েন
চন্দ্রলেখঃ যব । শুভ্রহরী ।

কৃষ্ণ । (অগ্রে অবলোকন করিয়া আনন্দের সহিত) যখন
রঞ্জিণী হরিণী অগ্রে গমন করিতেছে, তখন নিশ্চয় বোধ
হইতেছে শ্রীরাধা নিকটবর্তিনী হইবেন সন্দেহ নাই,
কারণ মৃগক্ষরেখার অর্থাৎ চন্দ্রলেখার কখনই মৃগ-
বিরহিতা সম্ভব হয় না ॥

(পুনরায় অবলোকন করিয়া) সখে ! জানিলাম জানি-
লাম, এ শ্রীরাধার হরিণী নহে, এ নিফলক চন্দ্রই আমার সমী-
পবর্তি হইয়াছেন । (এই বলিয়া বিষ্ময় অভিনয় পূর্বক) বোধ
করি অগ্রে ক্রোড় হইতে মৃগ পরিত্যাগ করিয়া চন্দ্রই ভূমিতে
আগমন করিয়াছেন । (পুনরায় অবলোকন করিয়া) আঃ
স্মরণ হইল, প্রভূত বিলাস সমূহে রাধাবদনই প্রকাশ পাই-
তেছে । (এই বলিয়া অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন) ॥

মধুমঙ্গলঃ । সপরিহাসং । ভো বঅস্ স মাধব লহ লহ জাহি ।
 অথবা তুমং কিত্তি দুম্বিজ্যাসি জং ধৃত্ত কিশোরীহিং ছুট্ট
 মন্ত্বেণ উন্মাদিদোসি তা ইমস্মিং জোগগে ওসরে তুমং
 নিবারিঅ সিণেহস্ স নিক্কিদং করিস্ সং । ইতি পাণি
 নাদদাতি ॥

কৃষ্ণঃ । সখে সাধু চেচ্ছসে যদ্যদ্য রাধিকোপসর্পণে কম্পেন
 কৃতবিদ্রস্ত মে দণ্ড হস্তাবলম্বোহসি । ইতি পরিক্রম্য ॥২৫॥
 ইয়মতিতৃষিতং বরানুরাগে।

মধু । বয়স্ত মাধব লঘু লঘু যাসি । অথবা স্বঃ কিমিতি হুয়াসে যকূর্ত্ত কীশো-
 রীভিঃ ছট্টমন্ত্বেণোন্মাদিতোসি তৎ অস্মিন্ যোগোহবসরে স্বাঃ নিবার্যা
 মেহস্ত নিক্কতিং করিষ্যামি ॥ ২৫ ॥
 বরানুরাগেণোজ্জ্বলং প্রেমময়ং শোভনং মনো যন্তাঃ পক্ষে অমুগত রক্তিম্য।

মধুমঙ্গল । (পরিহাসের সহিত) অহে বয়স্ত । দৌড়াইও
 না, ধীরে ধীরে যাও । অথবা তোমার দোষ কি, ধূর্ত্ত
 কিশোরিকাগণই ছুট্ট মন্ত্বে দ্বারা তোমাকে উন্মত্ত করি-
 যাচ্ছে, অতএব এই উপযুক্ত অবসরে তোমাকে নিবারণ
 করিয়া মেহের নিক্কতি করিব । (এই বলিয়া হস্তধারণ
 করিলেন) ॥

কৃষ্ণ । সখে ! ভাল কাজ করিতেছ, যেহেতু আজ শ্রীরাধার
 নিকট গমন বিষয়ে কম্প দ্বারা কৃত বিদ্র আমার সম্বন্ধে
 হস্তাবলম্বন প্রদান করিলা । (এই বলিয়া প্রত্যাবর্ত্তন
 পূর্ব্বক) ॥ ২৫ ॥

উৎকৃষ্ট নবানুরাগ বশতঃ যাহার শোভন মন, যিনি

জ্জ্বলন্তুমনাঃ কমনীয়পত্রলেখা ।

মম বরতনুরাচকষ' চিত্তং

মধুপমশোকলতেব পুষ্পিতাগ্রা ॥ ২৬ ॥

রাধিকা । কৃষ্ণমপাঙ্গেন বিলোকা স্বগতং সংস্কৃতেন ॥

নব মনসিজলীলাভ্রান্ত নেত্রাস্তভাজঃ

ক্ষুট কিশলয় ভঙ্গী সঙ্গী কর্ণাঞ্চলশ্চ ।

মিলিত মৃদুল মৌলের্মালয়া মালতীনাং

মদয়তি মম মেধাং মাধুরী মাধবশ্চ ॥

উজ্জ্বলানি সুমনাঃসি যন্তাঃ । কামনীয়া পত্রলেখা পত্রভঙ্গে যন্তাঃ কমনীয়ানাং
পত্রানাং লেখা শ্রেণী যন্তাঃ ॥ ২৬ ॥

মেধাঃ ধারণাবতীং বুদ্ধিঃ মদয়তি । ধারণাবত্যা বুদ্ধৈর্মত তয়া স্থিত্যা
বিস্মর্তুং শক্যা ন ভবিষ্যতি শোভেয়মিতি ভাবঃ ।

চিত্র বিচিত্র তিলক দ্বারা রঞ্জিত, সেই উত্তমাস্ত্রী রাধা যেমন
পুষ্পিতাগ্র অশোক লতা মধুকরকে আকর্ষণ করে তদ্রূপ
আমার অতি তৃষিত চিত্রকে আকর্ষণ করিতেছেন ॥ ২৬ ॥

শ্রীরাধা । (নেত্র কোণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া
মনে মনে সংস্কৃত ভাষায়) যাঁহার নবকন্দর্প লীলা বশত
নেত্রাস্ত ভ্রান্ত হইয়াছে, যাঁহার কর্ণপ্রান্তে ক্ষুট কিশলয়ের
রচনা বিরাজ করিতেছে এবং যাঁহার মালতীমালা দ্বারা
মৃদুল শিরোভূষণ শোভা পাইতেছে, সেই মাধব মাধুরী
আমার বুদ্ধিকে মত্ত করিয়াছে ॥

যথা রাগ ॥

নব মনসিজ লীলে । ভুলে দেখে হরি নয়ন অঞ্চলে ॥ ফুল

বিশাখা । বিহস্ত সংস্কৃতেন ॥

বশীচক্রে কৃষ্ণ স্তব পরিমলৈরেব বলিভি

বিলাসানাং বৃন্দং কথমিব যুধা কন্দলয়সি ।

জয়ে পাণৌ দত্তে রণপটুভিরগ্রেসরভট্টৈঃ

স্বয়ং কো বিক্রান্তিং পুনরিহ জিগীযুঃ প্রণয়তি ॥ ২৭ ॥

রাধিকা । অই দুস্মুখি এতি অন্ধা সংকটে মং আরোবিত

অজ্জবি ণ বীসন্তাসি তা গিক্খিব হিঅং তুমং উজ্জবিঅ

বিলাসানাং বিবেক বিভ্রমাদীনাং বৃন্দং যুধা বার্থং কন্দলয়সি প্রকাশয়সি ॥৭২

রাধি । অয়ি দুস্মুখী এতাবতি সঙ্কটে মামারোপা অদ্যপি ন বিজ্ঞাস্তাসি ।

কিশলয় ভঙ্গধরে । শ্রবণ অঞ্চলে সদা পড়ে ॥ যদুল মালতী

নবমালা । কুন্তল সহিতে করে খেলা ॥ মাধব মাধুরী গগর ।

অতি মদ করয়ে উজ্জর ॥ এ যদুনন্দন হিসে জাগ । দৌছ

হিয়া ভিনু নহে রাগ ॥

বিশাখা । (হস্তপূর্বক সংস্কৃত ভাষায়) হে রাধে ! তোমার

বলবৎ অঙ্গ পরিমল সকল কৃষ্ণকে বশীভূত করিয়াছে

তবে কেন আর বৃথা বিবেক বিভ্রমাদি বিলাস সকল

প্রকাশ করিতেছে, রণপটু সেনাগ্রভাগ যোদ্ধাগণ হস্তে

জয় সমর্পণ করিলে কোন্ জয়েচ্ছু আর স্বয়ং বিক্রম

প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

শ্রীরাধা । অয়ি দুস্মুখ ! আমাকে এই সঙ্কটে নিক্ষেপ

করিয়া অদ্যপি ক্ষান্ত হইলা না, অতএব কৃপা শূন্য হৃদয়

তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া নিক্ত স্বরূপ প্রিয়সখী ললি-

অহং সিনিকং পিঅসহীং ললিতং শরণং পবিসামি ইতি
তথা কুত্বা সংস্কৃতেন ।

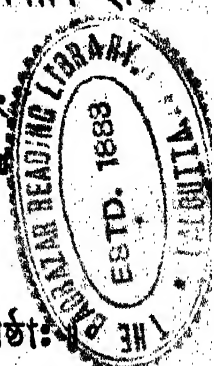
অত্রায়ান্তঃ চলমপি হরিং লোকয়ন্তী বলিষ্ঠাঃ

তামালম্বা প্রিয়সখি ঘণেনাগ্নি কুঞ্জে লীনা

ললিতা । সনস্ম্য স্মিতং ।

অস্মান্মুখে হৃদয় নিহিতাদন্য পীতাম্বরান্তে

শক্তো নান্যঃ কুচ পরিচয়ে মৎ পুরো মা ব্যথিষ্ঠাঃ



বসিক্ প হৃদয়াঃ স্বাঃ তাক্ হং স্নিদ্ধাং প্রিয়সখীং ললিতাঃ শরণং এবিশামি ।
স্বাঃ এবিষ্টামালম্বা চঞ্চলং হরিং লোকয়ন্তী পশুত্বাপি সতীতার্থঃ । হৃদয়ে
নিহিতাৎ উপরি একটং ভাবনয়াচ অর্পিতাৎ পীতাম্বরং পীতবস্ত্রাৎ কৃপাচ্চ ।

তার শরণাগত হই । (এই বলিয়া ললিতার শরণ গ্রহণ
পূর্বক সংস্কৃত ভাষায়) হে প্রিয়সখি ! পাছে এখানে
চঞ্চল হরি আগমন করেন এই আশঙ্কায় তোমাকে বল-
বতী দেখিয়া তোমার আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক এই কুঞ্জে
লুকাইয়া ভাবে রহিলাম ।

ললিতা । (পরিহাসপূর্বক দ্বিষংহাস্তের সহিত) হে যুদ্ধে !
আজ তোমার হৃদয়র্পিত পীতাম্বর হইতে অন্য কোন
ব্যক্তি আমার অগ্রে তুমি কুচ পরিচয় বিষয়ে সমর্থ
হইবে না, অতএব আর ভয় করিও না ।

শ্লেষার্থে তোমার হৃদয়স্থ এই পীতাম্বর কৃষ্ণ ভিন্ন আমার
অগ্রে অন্য কোন ব্যক্তি তোমার কুচ পরিচয় বিষয়ে সমর্থ
হইবে ! অতএব ভয় কি ।

কৃষ্ণঃ । সানন্দং । কল্যাণি কালে লক্ষ্মীসীতি রাধামনু
সর্পতি ।

ললিতা । সাটোপং পরিক্রম্য কৃষ্ণং বারয়ন্তী । ছইল গছ
গছ এসা তুচ্ছ পরিহাস জোগগা অজ্ঞাং পিঅসহী তা
অবেহি অবেহি ।

কৃষ্ণঃ । সস্মিতং । ললিতে নেদং গোষ্ঠাঙ্গনং পশ্য বৃন্দাটবী
কুক্ষিরসৌ তম্বেই বঃ প্রভদিসুতা ।

ললিতা । কহু অগ্নাও তাও কথু মুদ্ধিআও জাও তুঅন্তো বিসুট্ট

নাগর নহি নহি এষা তব পরিহাস যোগা অস্মাকং প্রিয়সখী তদগেহি ।

ললি । কৃষ্ণ অজ্ঞাতাঃ খলু মুগ্ধা যাহন্তঃ স্তম্ভু বিভ্রান্তি এবাস্মি প্রসিদ্ধা ললিতা ।

কৃষ্ণ । (আনন্দের সহিত) কল্যাণি ! আমি তোমাকে
যথাযোগ্য কালে প্রাপ্ত হইয়াছি । (এই বলিয়া স্ত্রীরাধার
নিকট যাইতে লাগিলেন) ॥

ললিতা । (প্রত্যাবর্তন পূর্বক দর্পের সহিত কৃষ্ণকে নিবারণ
করিয়া) নাগর ! না না, ইনি আমাদের প্রিয়সখী,
তোমার পরিহাসের যোগ্য নহেন, অতএব তুমি এখান
হইতে প্রস্থান কর, প্রস্থান কর ॥

কৃষ্ণ । (ঈষৎ হাস্যের সহিত) ললিতে ! এ গোষ্ঠাঙ্গন
নয়, দেখ এ বৃন্দাবনের অভ্যন্তর, ইহাতে তোমাদের
কোন প্রভু নাই ॥

ললিতা । কৃষ্ণ ! যাহারা মুগ্ধা তাহারাই তোমা হইতে
অতিশয় ভয় পায়, এই আমি প্রসিদ্ধ ললিতা অর্থাৎ

ভাএস্তি এসন্ধি পসিদ্ধা ললিতা ॥

রাধিকা । চপলাপাঙ্গেন কৃষ্ণং বিলোক্য কম্পাং নাটয়তি ॥

ললিতা । রাহে কীম সজ্জ্বসেণ কম্পসি জঃ এমা জীঅদি
ললিতা ॥

রাধিকা । ললিতে গহিদাইং বন্ধুগ পুপ্ফাইং তা এহি কালিন্দী
তীরং গচ্ছন্না ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণঃ । কঠোরে কথমাহুত বন্ধুজীবী দূরং গন্তুমুদ্যতাসীতি
পস্থানমাবশ্যন ॥

রাধে কস্মাৎ সাধবসেন কম্পসি । যদেষা জীবতি ললিতা ।

রাধি । ললিতে গৃহীতানি বন্ধুকপুষ্পানি তদেহি কালিন্দীতীরং গচ্ছামঃ ॥ ২৮ ॥

আহুত বন্ধুজীবা যহদানস্থ বন্ধুজীব পুষ্পং হুয়া ইত্যর্থঃ । পক্ষে আহুত
বন্ধো মম জীব আত্মা তথা ভূতা ভূত্বা ইত্যর্থঃ । শূঙ্গেন পর্কতাগ্রেণ বাদ্য

তোমাকে দেখিয়া ভয় করিবার নই ॥

শ্রীরাধা । চঞ্চল নেত্রকোণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন
করিয়া কাপিতে লাগিলেন ॥

ললিতা । রাধে ! ভয়ে কাঁপিতেছ কেন ? এই ত ললিতা
জীবিত আছে ॥

শ্রীরাধা । ললিতে ! বন্ধুকপুষ্প সকল গৃহীত হইয়াছে, তবে
আইস কালিন্দীকূলে গমন করি ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণঃ । হে কঠোরে ! তুমি বন্ধুজীব হরণ করিয়া কেনে
দূরে গমন করিতে উদ্যত হইয়াছ । পক্ষে আমি তোমার
বন্ধু, আমার জীবন হরণ করিয়া কেন যাইতেছ ।

পরীতং শৃঙ্গেণ স্ফুটতর শিলা শ্যামলরুচিঃ

চলবেত্রং বংশ ব্যতিকর লসম্মেখলমমুং ।

অতিক্রম্যোত্তরুং ধরণীধরমগ্রে কথমিত

স্বয়া গন্তুং শক্যা তরগিহুহিতুস্তীরসরণী ॥ ২৯ ॥

রাধিকা । বক্ত্রং বিলোকা ছং কুর্ক্বতী গাঅর মহ দোসো

ভেদেনচ । শিলাভিঃ শিলেবচ শ্যামলা রুচির্যন্ত চলন্তি বেত্রাণি চলৎচঞ্চলঃ
বেত্রঞ্চ যন্ত তং বংশ ব্যতিকরৈঃ বংশ বৃক্ষ সমূহৈঃ লসন্তী মেখলা যন্ত বংশী
সংশ্লিষ্টেন লসন্তী মেখলা ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা যন্তচ । ধরণিধরং পর্বতং কক্ষঞ্চ ॥২৯॥

রাধি । নাগর সম দোষো নাস্তি ইদানীমেষা গোবিন্দেশ্বরী মমুসরিষ্যামি ।

(এই বলিয়া পথ রোধ করত) রাধে ! যাহা শৃঙ্গ দ্বারা
আবৃত, স্ফুটতর শিলা সমূহে শ্যামকান্তি, যাহাতে বেত্র
সকল বিচলিত এবং বংশ বৃক্ষ সমূহ মেখলা রূপে
শোভা প্রকাশ করিতেছে এমত অগ্রবর্তি ধরণিধরকে উল্ল-
ঙ্খন করিয়া কিরূপে তপনতনয়ার পথে গমন করিতে
সমর্থ হইবা । পক্ষান্তরে যিনি বাদ্য বিশেষ শৃঙ্গ দ্বারা
পরিবৃত, যাহার স্ফুটিত শিলার ন্যায় শ্যামবর্ণ কান্তি,
চঞ্চল বেত্র, বংশী সম্মিলনে ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা শোভা বিস্তার
করিতেছেন, অগ্রবর্তি সেই ধরণিধর অর্থাৎ গোবর্দ্ধনধারিকে
উল্লঙ্খন করিয়া কিরূপে যমুনার পথে যাইতে উদ্যত
হইয়াছ ॥ ২৯ ॥

শ্রীরাধা । (শ্রীকৃষ্ণের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক ছন্দার
করিয়া) নাগর ! আমার কোন দোষ নাই, এখন আমি

গণি দাগীং এসা গোউলেসরীং অণুসরিন্‌সং ॥

কৃষ্ণঃ । রাধে কিং বিভীষিকয়া কামং গম্যতাং ভুজ মূলস্থং

পীত দূকূলমেব মমানুকূলং । ইতি রাধাং দিধীর্ষতি ॥ ৩০

রাধিকা । ক্রু কুটিলমাবধা সংস্কতেন ।

সাধ্বীনাং ধুর্ধার্য্য। ললিতা সঙ্গেন গর্বিতা চান্সি ।

অনুকূলমিতি মম পীতাস্বরমাচ্ছিদাহনয়ানীতং মম দোষ ইতি ময়্যপি
তত্ত্বা অগ্রতো নিবেদ্য পীতাস্বরমিদমাকুষ্য গৃহ্যামি ততস্থং নিরোত্তরীয়া
যাতুং ন প্রভবিষ্যতীতি ভাবঃ । যবা মদীয় পীতবস্ত্র যুক্তা লজ্জয়ৈব তত্র
গমনে ন শক্তিরিতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

সাধ্বীনাং পতিব্রতানাং সুলক্ষ্মীগাঞ্চ ধুরি চিস্তনে গগনে ইত্যর্থঃ ধার্য্য। গণ
নীয়া ললিতায়াঃ সঙ্গেন ললিতঃ শোভনো য আসঙ্গঃ আশক্তি স্তেনচ গর্বি-
তান্সি । অতএবাদ্য পপি ভুজঙ্গতাং কামুকতাং মা রচয়ঃ । পক্ষে মা মাং

গোকুলেশ্বরীর অনুবর্তিনী হইব ॥

কৃষ্ণ । রাধে ! বিভীষিকার প্রয়োজন কি, স্বচ্ছন্দে গমন
কর, তোমার ভুজ মূলস্থ পীত বসনই আমার অনুকূল
হইবে । (এই বলিয়া শ্রীরাধাকে ধরিতে ইচ্ছা করি-
লেন) ॥ ৩০ ॥

শ্রীরাধা । (ক্রু কুটিল করিয়া সংস্কৃত ভাষায়) মাধব । আমি
সাধ্বীগণের অগ্রগণ্যা, ললিতার সঙ্গে থাকায় আমি
গর্বিত হইয়া রহিয়াছি, অতএব তোমাকে হিত বলি,
তুমি আজ কামুকতা ভাব আচরণ করিও না ॥

পক্ষান্তরে 'মা ভুজঙ্গতা রচয়' অর্থাৎ আমাকে বাছ মধ্যে

হিতমালপামি মাধব পথি সাদা ভুজঙ্গতাং রচয় ॥ ৩১ ॥

কৃষ্ণঃ । ললিতে কিমশ্রাবি বাগ্ভঙ্গিরস্যাঃ তদহং নাপরাধা
মীতি ভুজঙ্গদণ্ডাবুদগয়তি ॥

ললিতা । রাধাং পৃষ্ঠতঃ কুত্বা কহু সৰ্ব লোঅ সলহগিজ্জ
গুণো তুমং গোউলিন্দস্ স গন্দগোহসি তা মেদং দে ছল্লী
লত্তণং অন্ধোঅ জ্জৈগ্গং ॥ ৩২ ॥

মধুমঙ্গলঃ । অই গব্বিদে কিত্তি বুদ্ধাবণং বিদ্ধংসিঅ তুন্ধোহিং
অন্ধা পিঅ বঅস্ সস্ স পুপ্ফাইং হরিজ্জন্তি ॥

ভুজঙ্গতাং হস্তগতাং রচয় কৃষ্ণ । বাগ্ভঙ্গিঃ স্বয়ন্দৌত্যং ॥ ৩১ ॥

সৰ্বলোক প্লাবনীয়া গুণস্বঃ গোকুলেন্দ্রস্ত নন্দনোসি তন্নেদং তে ছল্লীলস্ত
মস্মাসু বোগ্যং ॥ ৩২ ॥

মধু । অয়ি গব্বিতে কিসিতি বুদ্ধাবনঃ বিদ্ধংস্ত বুদ্ধান্তিরস্মৎ প্রিয়বয়স্তস্ত
পুস্পাপি হরন্তে ।

ধারণ কর ॥ ৩১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ । (পক্ষান্তরের অর্থ অবলম্বন করিয়া) ললিতে !

শ্রীরাধার বাগ্ভঙ্গী শুনিলা ত, তবে আমার অপরাধ নাই

(এই বলিয়া বাহুদ্বয় উত্তোলন করিলেন) ॥

ললিতা । (শ্রীরাধাকে পশ্চাৎ দিকে করিয়া) কৃষ্ণ !

সকল লোকে তোমার গুণ প্রশংসা করিয়া থাকে, তুমি

গোকুলেন্দ্র নন্দন, অতএব আমাদের প্রতি তোমার এরূপ
দুর্নীত আচরণ উপযুক্ত নয় ॥ ৩২ ॥

মধুমঙ্গল । অয়ি গব্বিতে ! তোমরা বুদ্ধাবন বিদ্ধংসন

করিয়া আমার প্রিয়বয়স্কের পুস্প সকল হরণ করিয়াছ ॥

কৃষ্ণঃ । সখে তূর্ণ গণয়াসাং পুষ্পাণি যথা যৎ সংখ্যয়া
কণ্ঠতো হারমণীনাহারানি ॥

মধুমঙ্গলঃ । পিঅবঅস্ স কিদং গণনং তা রত্নাণং পুষ্পাণং
পরিবর্তেণ পউন্ন রাগাইং গেহু পণ্ডুরাণং উণ হীর মোক্তি
আইং ।

কৃষ্ণঃ । সখে পর্যালোচয়ং নামুনি পুষ্পতুল্য মূল্যানি রত্নানি
ততঃ কথমেভিরেব পর্যাাপ্তিঃ ॥

মধুমঙ্গলঃ । সকা কু প্রপঞ্চং । বঅস্ স এসো অণুগদো বাক্সণো
অন্তখেদি তা ইমেহিং জ্জিব সংতুট্ঠো হোহি ॥

প্রিয়বয়স্য কৃতং গণনং তত্ত্বস্বাদ্রক্তানাং পুষ্পাণাং পরিবর্তেন পদ্মরাগাণি
গৃহাণ । পাণ্ডুরাণাং পুনর্হীরা মোক্তিকানি । বয়স্য এষোহনুগতো
ব্রাহ্মণোহত্যর্থয়তি । তদেভিরেব সম্বন্ধো ভব ।

কৃষ্ণ । সখে ! শীঘ্র ইহাদের আদৃত পুষ্প সকল গণনা কর,
ইহারা যতগুলি পুষ্প হরণ করিয়াছে, ইহাদের কণ্ঠস্থ হার
হইতে তত গুলি মণি গ্রহণ করিব ॥

মধুমঙ্গল । প্রিয়বয়স্য ! গণনা করিয়াছি, অতএব রক্তবর্ণ
পুষ্পের পরিবর্তে পদ্মরাগমণি এবং পাণ্ডুর বর্ণ পুষ্পের
পরিবর্তে হীরক ও মোক্তিক সকল গ্রহণ কর ॥

কৃষ্ণ । সখে ! পর্যালোচনা করিয়া দেখিলাম এই সকল
রত্ন আমার পুষ্প সকলের তুল্য মূল্য নহে, তবে ইহাতে
কি রূপে পর্যাাপ্ত হইবে ॥

মধুমঙ্গল । (কাকু বাক্যের সহিত) বয়স্য ! এই অনুগত
ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করিতেছে, এই গুলি লইয়াই সম্বৃদ্ধ হও ॥

কৃষ্ণঃ । যথা ত্রবীষি বয়স্য ।

ললিতা । বিহস্য । অজ্ঞ সান্নিগো জোগ্গো জ্জেকব অম
চোসি ॥ ২৩ ॥

বিশাখা । সালীক সম্ভ্রমং । কহু দূরে চিট্ঠেহি চিট্ঠেহি ॥

কৃষ্ণঃ । কুটিলে কিমিতি ॥

বিশাখা । পেক্থ সংরস্তেণ সঙ্গ রঙ্গমিদা চন্দহাসং উল্লাসেদি

ললি । আৰ্য্য স্বামিনো বোগ্য এব আমাত্য্যাসি ॥ ৩৩ ॥

বিশা । কৃষ্ণ দূরে তিষ্ঠ তিষ্ঠ । গন্ত সংরস্তেণ সঙ্গ রঙ্গমিতা চন্দ্রহাসং প্রকাশয়তি
অন্যং সখি রাখা । সংরস্তেণ কোপাবেশেন রসাবেশেন চেতু কর্ত্তরি কর-
ণেচ তৃতীয়া সঙ্গমং যুদ্ধং গমিত্বা প্রাপিতা সঙ্গরঙ্গঃ সঙ্গ রঙ্গে নিমিত্তে রঙ্গ
মোৎস্বক্যং ইতা প্রাপ্তা ইতি চ । চন্দ্রহাসং খড়্গাঃ চন্দ্রতুল্যহাসঞ্চ । উল্লা-
সয়তি উৎ ক্রাময়তি প্রকাশয়তি চ ।

কৃষ্ণঃ । সখে ! যা বলিলা তাহাই হউক ॥

ললিতা । (হাস্য করিয়া) আৰ্য্য ! তুমি স্বামির উপযুক্ত অমাত্য
বট ॥ ৩৩ ॥

বিশাখা । (অলীক সম্ভ্রম প্রকাশ করিয়া) কৃষ্ণ ! দূরে
থাক, দূরে থাক ।

কৃষ্ণঃ । কুটিলে ! কি জন্য ? ।

বিশাখা । দেখ আমাদের প্রিয়সখী কোপাবেশে যুদ্ধ উপ-
স্থিত করিয়া চন্দ্রহাস (খড়্গ) প্রকাশ করিতেছেন ।

পক্ষান্তরে আমাদের প্রিয়সখী রসাবেশে তোমার
সহিত সঙ্গ নিমিত্ত ঔৎসুক্য সহকারে চন্দ্রতুল্য হাস্য

অঙ্গা পিঅসহী রাহা ।

কৃষ্ণঃ । স্মিত্বা । মুঞ্জে ! পশ্যাহং প্রপঞ্চিত গাঢ় রোমাঞ্চ
কঞ্চুকোপ্সি তদযত্নং রামারত্নং হরিষ্যামীতি রাধামনু
সর্পতি ॥

ললিতা । সংরন্তমভিনীয় কহু পেঞ্চামি দে সাহসং রাহীএ
ছাঅপ্পি তুমং প্ফংসেহি ।

কৃষ্ণঃ । সখে নুনং ললিতা রূপেণ মহা ভৈরবীয়ং প্রাছু
ভূতা ॥ ৩৪ ॥

রাধিকা । হলা কল্যাণী হোহী ইতি ললিতাং সাকুতমালি

কঞ্চুকং কবচং রামায়াঃ রত্নং রামা রূপ রত্নং চ ॥

ললি । কৃষ্ণ পশ্চামি তে সাহসং রাধিকায়্যাহ্বায়্যামপি ত্বং স্পৃশ ।

ভৈরবীতি অত্ৰাঃ পতিম্নন্যো ভৈরব ইতি পরিহাসঃ ॥ ৩৪ ॥

রাধি । সখি কল্যাণী ভব ।

প্রকাশ করিতেছেন ॥

কৃষ্ণ । (জীষৎ হাস্য করিয়া) মুঞ্জে ! এই দেখ আমিও বিস্তৃত
লোমাঞ্চ জালে কবচ ধারণ করিয়াছি, এখন বিনা যত্নে
রামারত্ন হরণ করিব । (এই বলিয়া শ্রীরাধার নিকট
যাইতে লাগিলেন) ॥

ললিতা । (কোপ প্রকাশ পূর্বক) কৃষ্ণ ! দেখি তোমার
সাহস, তুমি ত একবার শ্রীরাধার ছায়াও স্পর্শ কর ॥

কৃষ্ণ । সখে ! নিশ্চয়ই ললিতা রূপে মহাভৈরবী প্রাছুভূতা
হইয়াছে ॥ ৩৪ ॥

শ্রীরাধা । সখি ! কল্যাণ যুক্ত হও । (এই বলিয়া অভিলাষের

জ্ঞতি ।

কৃষ্ণঃ । জনাস্তিকং ললিতে বিমুঞ্চ কাঠিন্যং ।

ললিতা । উক্কোঅং মে দেহি ।

কৃষ্ণঃ । স্নিহ্বা ললিতে সত্যং ব্রবীমি তে রাধামপি বিপ্রলভ্য
সায়মনঙ্গ সঙ্গরে ত্বামেব প্রতিবীরয়িষ্যে ॥ ৩৫ ॥

ললিতা । সরোমং পরাবৃত্য অব্যেহি বিদূসঅ অব্যেহি ।

কৃষ্ণঃ । কথয়োংকোচং যত্র তে তুষ্টিঃ ।

ললি । উংকোচং মে দেহি । প্রতিবীরয়িষ্যে প্রতি যোদ্ধ্রীং করিষ্যে ॥ ৩৫ ॥

ললি । অপ্যেহি বিদূষক অপ্যেহি ॥

সহিত) ললিতাকে আলিঙ্গন করিলেন ॥

কৃষ্ণ । (হস্তাবরণ দিয়া) ললিতে ! কঠিনতা পরিত্যাগ
কর ॥

ললিতা । আমাকে কিছু উংকোচ দাও ॥

কৃষ্ণ । (ঈষৎ হাস্য করিয়া) ললিতে ! তোমাকে সত্য বলি-
তেছি, শ্রীরাধাকেও বঞ্চনা করিয়া সম্বন্ধাকালে অনঙ্গ যুদ্ধে
তোমাকে প্রতিযোদ্ধ্রী করিব অর্থাৎ তোমাকে সঙ্গত
হইব ॥ ৩৫ ॥

ললিতা । (রোষের সহিত প্রত্যাবর্তন করিয়া) দূরে গমন
কর, বিদূষক ! দূরে গমন কর ॥

কৃষ্ণ । কি উংকোচ দিব, যাহাতে তোমার তুষ্টি হইতে
পারে ॥

ললিতা । গাঅর পুপ্ফমগ্গণ রঞ্জন বৃন্দাবনং ভ্রমস্বস্তী দুএদি
মে পিঅসহী । তা দিবর পুপ্ফেহিং গং অলং কছুঅ স্খা
বেহি ।

কৃষ্ণঃ । স্মিত্বা যথাভিরোচতে তুভ্যমিতি পরিক্রম্য দর্পারভটীং
নাটয়ন্ ললিতে বাঢং বিক্রুমাভাং ন ত্বাং তৃণায় মন্যে
ইতি রাধিকাহার মাকষ্ঠুং করং প্রসারয়তি ॥

ললিতা । বামং বিলোক্য সস্মিতং । ছইল্ল সুরদেঅ পূজাকিদে
কিদসিগাণং পিঅসহীং অকিদ সিগাণো কখু তুমং মা

নাগর পুষ্পাণাং মার্গণ রঞ্জন অবেষণাভিলাষণ পুষ্পমার্গণঃ কন্দর্প স্তম্ভ
রঞ্জনচ বৃন্দাবনং ভ্রমস্বস্তী দুয়তে মম সখী ভদ্রীয়া পুষ্পৈরলং কৃৎস্না স্খাপয় ।
বাঢং বিক্রুমাভামিতি রাধিকামাক্ষুং করং প্রসারয়তি ॥

ললিতা । নাগর সূর্য্যদেব পূজাক্রতে কৃতজ্ঞানাং প্রিয়সখীঃ অকৃতজ্ঞানঃ খলু স্বঃ

ললিতা । নাগর ! পুষ্পাশ্বেষণ অভিলাষে বৃন্দাবন ভ্রমণ
করিতে ২ আমাদের প্রিয়সখী ক্লিষ্ট হইতেছেন অতএব
দিব্য পুষ্প দ্বারা ইহঁাকে অলঙ্কৃত করিয়া স্খী কর ॥

কৃষ্ণ । (ঈষৎ হাস্য করিয়া) তোমার যাহা অভিরুচি হয় ।
(এই বলিয়া প্রত্যাবর্তন পূর্ব্বক দর্পাতিশয় প্রকাশ করিয়া)
ললিতে ! তুমি অতিশয় ক্রোধ প্রকাশ কর, আমি
তোমাকে তৃণ তুল্যও জ্ঞান করি না । (এই বলিয়া শ্রীরাধার
হার আকর্ষণ নিমিত্ত হস্ত প্রদান করিতে লাগিলেন) ॥

ললিতা । (কুটিল নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্যের সহিত)
নাগর ! সূর্য্যদেবের পূজার নিমিত্ত প্রিয়সখী স্নান করি-

প্ৰফং সৈহি ॥

কৃষ্ণঃ । অয়ি মদাক্ষে সমন্তাভুল্লাসিণি প্রস্বেদান্বুপূরে নামপি
কথং কৃত মহাভিষেকং ন পশ্যসি ॥ ৩৬ ॥

ললিতা । রাধামন্তরয়ন্তী সগাহুর্ঘাঃ । হলা উদ্দণ্ড কাল তমাল
নগল ঘোলেণ বন খণ্ডেন ইমস্ স পঅণ্ডদা দুঃসহা কিদা
তা অন্ধে হারং রক্খিতুং কথং সোন্মাহোন্ম ॥

বিশাখা । কীদৃশং সোন্মাহোন্ম ॥

মধুমঙ্গলঃ । হী হী বিজ্জিদাও গৰ্ব্বিত গোইদাও ইতি

মা স্পৃশ ॥ ৩৬ ॥

সখি উদ্দণ্ড কালতমাল ঘোরেন বনখণ্ডেন অস্ত প্রচণ্ডতা দুঃসহা কৃত্য ।

তদ্বয়ং হাবং রক্ষিতুঃ ক্ষণং সৌম্যা ভবামঃ ।

বিশা । কীদৃশং সৌম্যা ভবাম ।

মধু । বিহস্ত নির্জিতা গৰ্ব্বিত গোপিকাঃ ।

যাচ্ছে তুমি অস্মাত হইয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিও না ॥

কৃষ্ণ । অয়ি ! মদাক্ষে ! বর্ষ্য জলে আমার অঙ্গ সকল
উল্লসিত হইয়াছে তবে আমাকেও কেন কৃত মহাভিষেক
দেখিতেছ না ॥ ৩৬ ॥

ললিতা । (শ্রীরাধাকে আশ্রয় করিয়া মন্তরতার সহিত)
সখি ! উদ্দণ্ড কাল তামাল বৃক্ষাচ্ছন্ন নিবিড় বন সমূহে
শ্রীকৃষ্ণের প্রচণ্ডতা অতিশয় দুঃসহ, অতএব আমরা হার
রক্ষা করিবার নিমিত্ত ক্ষণকাল সমর্থ হইব ॥

বিশাখা । কি প্রকারে সমর্থ হইব ।

মধুমঙ্গল । (উচ্চ হাস্য করিয়া) গৰ্ব্বিত গোপিকা সকল

নৃত্যতি ।

রাধিকা । অগ্নি মুখে ললিতে ভগবন্তস্য উপাসনং তু এ অজ্ঞ
কিং বিস্ময়দং ॥

মধুমঙ্গলঃ । দেই রাহি এ কেহলং তুম্হে জেজব উপাসনং
করেধতি মা গব্বাএধ জং অম্হে বি উপাসনং করেম্ম ।

বিশাখা । অজ্ঞ কীদিশং ॥ ৩৭ ॥

মধুমঙ্গলঃ । ভগবদি বিসাহে স্মৃণাহি । গন্ধপুষ্প পুরোমরং
ণিউজ্জবেদিমা মজ্ঝে উজ্জাগরণং ভূইট্ঠং তদেক্গগ্গ

রাধি । অগ্নি মুখে ললিতে ভগবন্তস্য উপাসনং ত্রয়াদ্য কিং বিস্মৃতং ।

মধু । দেবি রাধিকে কেবলং যুগ্মেবোপাসনং কুরুথেতি মাগক্ষীয়ণ বহুয়মপি
উপাসনং কুর্ম্যঃ । আৰ্য্য কীদৃশং তং ॥ ৩৭ ॥

ভগবতি বিশাখে শৃণু গন্ধপুষ্প পুরঃসরঃ নিকুঞ্জ বেদিকা মধ্যে উজ্জাগরণং

পরাজিত হইল । (এই বলিয়া নৃত্য করিতে লাগি-
লেন) ॥

শ্রীরাধা । অগ্নি মুখে ললিতে ! তুমি কি আজ ভগবান্ সূর্য্য-
দেবের উপাসনা বিস্মৃত হইলে ? ॥

মধুমঙ্গল । দেবি রাধিকে ! তোমরাই যে কেবল উপাসনা
কর এ বলিয়া গর্ব্ব করিও না, আমরাও উপাসনা করিয়া
থাকি ॥

বিশাখা । আৰ্য্য ! তাহা কি প্রকার ? ॥ ৩৭ ॥

মধুমঙ্গল । ভগবতি বিশাখে ! শ্রবণ কর, গন্ধ পুষ্প পুরঃসর
নিকুঞ্জ বেদিকা মধ্যে গুরুতর জাগরণ করিয়া কক্ষণ নৃপু-

চিত্তদাএ কঙ্কণ গেউরাণং সন্দোবাসণং ।

সৰ্ব্বাঃ । স্মরন্তে ॥ ৩৮ ॥

মধুমঙ্গলঃ । সপ্লাঘং সংস্কৃতেন ।

আড়ম্বরোজ্জ্বল গতিবর কুঞ্জরক্তঃ

শৈরী পরিস্ফুরিত পুষ্কর চারুহস্তঃ ।

ধন্যাসি সুন্দরি যয়া যুতুলং হসন্ত্য।

বন্দীকৃত স্তরল বল্লব কুঞ্জরোহয়ং ॥ ৩৯ ॥

কৃষ্ণঃ । প্রিয়ে ।

রুচির সহচরীণাং বীথিভিঃ সেব্যমানা

ভূমিষ্ঠঃ তদেকাগ্রচিত্ত তয়া কঙ্কণ নৃপুরাণাং শব্দোপাসনঃ ॥ ৩৮ ॥

আড়ম্বরেণ আটোপেন গজ্জেনে উজ্জ্বলা গতির্যশ্চ পরিস্ফুরিতং পুষ্করং শুভমেব চারু হস্তো যশ্চ । পরিস্ফুরিতেন পুষ্করেণ লীলাকমলেন চাক্রঃ শোভিতো হস্তো যশ্চ ইতিচ । বন্দীকৃতঃ স্তাবকীকৃতঃ বদ্ধঃ কৃতশ্চ প্রগ্রহো গ্রহো বন্দ্যমিত্যমরঃ ॥ ৩৯ ॥

রের শব্দ সকল উপাসনা করিয়া থাকি । (এই কথা

শুনিয়া সকলে হাস্য করিতে লাগিলেন) ॥ ৩৮ ॥

মধুমঙ্গল । (স্প্লাঘার সহিত সংস্কৃত ভাষায়) যাঁহার আটোপ

দ্বারা উজ্জ্বল গতি, যিনি কুঞ্জ গৃহে অনুরক্ত, যিনি স্বেচ্ছা-

চারী, এবং যাঁহার লীলা কমলে হস্ত অশোভিত, হে

সুন্দরি ! তোমরা ধন্য, যে হেতু যুতুল হাস্য দ্বারা

সেই চঞ্চল বল্লব কুঞ্জর রাজকে স্তুতি কারক করিয়াছ ॥ ৩৯

কৃষ্ণ । হে প্রিয়ে ! হে চন্দ্রবদনি ! তুমি মনোহর সহচরী

মদমুহুর মরালী রম্যলীলা গতি ত্রীঃ ।

শশিমুখি গতনিজং কুর্ব্বতীমামিদানীং

শরদিব ভবতীয়ং লোক লক্ষ্মীং তনোতি ॥

তদব্বাচীনেন হারিণা বন্য শৃঙ্গারেণ ভবতী মলং কৰ্ব্বাণঃ

শারদীং শ্রিয়মবক্ষ্যামি ॥ ৪০ ॥

মধুমঙ্গলঃ । সংস্কৃতেন ।

বলানুজ কলাপিণামবকলয্য কালজ্ঞতাং

সহচরীণাং বিষ্ঠী পুষ্পাণাং সখীনাঞ্চ । মদমুহুর মরালী গতিদ্রিষ রম্য
লীলা গতি ত্রীঃ শোভা যন্তাঃ লোকলক্ষ্মীং লোচন সম্পত্তিং লোকানাং
শোভাঞ্চ ॥ ৪০ ॥

কলাপিণাং ময়ূরাণাং কালজ্ঞতাং যস্মিন্ কালে যহচিতং তত্র বিজ্ঞতাং

দিগের যুথ কর্তৃক সেবিতা হইয়া মদমত্ত হংসীর ন্যায়
লীলা গতি বিস্তার করত শরৎ ঋতুর ন্যায় লোক সকলের
শোভা সম্পাদন করিতেছ ॥

অতএব আধুনিক মনোহর বন্যবেশ দ্বারা তোমাকে অল-
ঙ্কৃত করিয়া শরৎ কালীন শোভা সকলের সফলতা
করিব ॥ ৪০ ॥

মধুমঙ্গল । (সংস্কৃত ভাষায়) কৃষ্ণ । ময়ূরগণের কাল-
জ্ঞতা অর্থাৎ যে কালে যাহা কর্তব্য তদ্বিশয়ে তাহাদের
বিজ্ঞতা অবলোকন করিয়া আমার মন বলবৎ বিশ্বয়াপন্ন
হইয়াছে, যে হেতু আজ শরদাগমে তোমার ক্রীড়া

মনঃ কিল বলীয়সীং মম বিভক্তি বিস্মেরতাং ।

যদদ্য শরদাগমে তব বিলোক্য লীলোৎকতাং

কিরন্তি রুচি মণ্ডলী জুঘমসী শিখণ্ডাবলীং ॥ ৪১ ॥

কৃষ্ণঃ । সখে সাধু লক্ষিতং তম্মৌলি কল্পনায় চন্দ্রকানাহরা

মিতি বটুনা সহ তথা কেরোতি ॥

রাধিকা । সহি ললিতে জত্ব দিমভারা অহং নিচ্চিস্তান্নি সা

ভুমাং জই সোম্মাসি তদো জাব কহো দূরে গদো তাব

কঙ্কেল্লি কুড়ঙ্গং পবেসিস্‌সং ইতি তথা স্থিতা ॥

বিস্মেরতাং বিস্ময়ং কিরন্তি কিপন্তি ॥ ৪১ ॥

মৌলিকল্পনায় মুকুট নিশ্চীণায় ।

রাধি । সখি ললিতে যত্র দত্তভারাঃ নিচ্চিস্তান্নি সা স্বং যদি সোম্মাসি ।

ততো যাবৎ কৃষ্ণো দূরে গত স্তাবৎ কঙ্কেলি কুঞ্জং অশোক কুঞ্জং প্রবেশ্যামি

বিষয়ে উৎসুকতা দেখিয়া ঐ সকল ময়ূর পরম শোভা

সম্পন্ন স্বীয় পুচ্ছ শ্রেণী নিক্ষেপ করিতেছে ॥ ৪১ ॥

কৃষ্ণ । সখে ! ভাল দেখিয়াছ, তবে চল কিরীট প্রস্তুত

জন্য ঐ ময়ূর চন্দ্রক গুলি আহরণ করি । (এই বলিয়া

বটুর সহিত ময়ূরচন্দ্রক গুলি চয়ন করিতে লাগিলেন ॥

শ্রীরাধা । সখি ললিতে ! আমি যাহার প্রতি ভার্য্যপন

করিয়া নিচ্চিস্ত আছি, সেই তুমি যদি সরলা হও, তবে

কৃষ্ণ যে পর্য্যন্ত দূরে গিয়াছেন, সেই কালের মধ্যে চল

আমারা গিয়া অশোক কুঞ্জে প্রবেশ করি ।

(এই বলিয়া অশোক কুঞ্জে লুকায়িত হইয়া রহিলেন ॥

কৃষ্ণঃ । সখে নিশ্চিতং প্রচলাক শলাকাভিঃ কিরীটং খঞ্জরীট
নেত্রায়াঃ সীমন্ত সীমনি বিন্যাস সৌভাগ্যমালম্বতামিতি
পরিক্রম্য ললিতে কু সা তে প্রিয়সখী ।

ললিতা । অন্তর্গে ঘরং গতা ॥ ৪২ ॥

কৃষ্ণঃ । নিষ্ঠুরে তিষ্ঠ তিষ্ঠ তুর্গমসৌ ধূর্ততা গর্বমপহরানীতি
সমস্তাং পশ্যন্ সহর্বং ।

বয়স্য পশ্য সহসেয়মবাণ্ডা গৌরাদ্বী প্রিয়া ইতু্যপসর্পতি ॥
মধুমঙ্গলঃ । ভো বয়স্য চক্রবাদেণ তিণাবট্টেণ ভামিদস্য

কিরীটং কর্তৃপদং ।

ললি । আত্মনো গৃহং গতা ॥ ৪২ ॥

মধু । ভো বয়স্য চক্রবাতেন তুণাবর্তেন ভ্রামিতস্য তে অধ্যাপি নুনঃ ভ্রমো ন

কৃষ্ণ । সখে ! ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা কিরীট ত প্রস্তুত করিলাম,
এখন তুমি সেই খঞ্জনাঙ্গী শ্রীরাধার সীমান্ত সীমায় ইহা
বিন্যস্ত করিয়া শোভা সম্পাদন কর । (এই বলিয়া
প্রত্যাবর্তন পূর্বক) ললিতে ! তোমার সেই প্রিয়সখী
কোথায় ? ॥

ললিতা । নিজ গৃহে গমন করিয়াছেন ॥ ৪২ ॥

কৃষ্ণ । নিষ্ঠুরে ! থাক থাক, শীঘ্র তোমার ধূর্ততা গর্ব
অপহরণ করিতেছি । (এই বলিয়া চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত
পূর্বক হর্ষের সহিত) ॥

বয়স্য ! দেখ দেখ, সেই এই গৌরাদ্বী প্রিয়াকে প্রাপ্ত
হইয়াছি । (এই বলিয়া নিকটে গমন করিতে লাগিলেন) ।
মধুমঙ্গল । (উচ্চ হাস্য করিয়া) অহে বয়স্য ! চক্রবাত

দে অজ্জবি গুনং ত্তমো ন গদো পেক্খ এসা পীত পরাগপুঞ্জ পিঞ্জরিতা স্থল নলিনী ॥

কুম্ভঃ । নিরূপ্য সখে সত্যং ত্রয়ীষি ইত্যত্রো ভো পশু ককুমাসী নিষ্ঠঙ্কিতমিদানীমেব লব্ধা ইতি দ্বিধীষুঃ প্রধা বতি ।

মধুমঙ্গলঃ । সহস্র তালমুঠৈর্বিহস্তু ভো পিঅবঅস্ স এথ তুজ্জ ব অবরাহো এথি কিন্তু পেম্মলহরীএ জেজব জাএ সব্বা বুদ্ধাডই রাহিআ গিম্মিদা ॥ ৪৩ ॥

পুতঃ । পশু এষা পীত পরাগপুঞ্জ পিঞ্জরিতা স্থলনলিনী ॥

প্রিয়বয়স্য অতএব অপরাধো নাস্তি কিন্তু প্রেম লহরীএব । যথা সর্ব বুদ্ধাটরী রাধিকা নির্মিতা ॥ ৪৩ ॥

স্বরূপ তৃণাবর্জ কর্তৃক ভূমি যে ভ্রামিত হইয়াছিল, এখন পর্য্যন্তও তোমার সে ভ্রম গেল না, এ পীতবর্ণ পরাগপুঞ্জে পিঞ্জরিত স্থল নলিনী ॥

কুম্ভঃ । (দৃষ্টিপাত করিয়া) সখে ! সত্য বলিয়াছ, (এই বলিয়া অগ্রে গমন পূর্ব্বক) অহে ! দেখ, এবার আমি নিশ্চয় ত্রীরাধাকে প্রাপ্ত হইয়াছি । (এই বলিয়া ধারণেচ্ছায় ধাবমান হইলেন) ॥

মধুমঙ্গল । (হস্তচালন পূর্ব্বক উচ্চ হাস্য করিয়া) অহে প্রিয়বয়স্য । ইহাতে তোমার কোন দোষ নাই, কিন্তু এ প্রেমলহরীরই অপরাধ, যাহাতে সমুদায় বুদ্ধাবনই রাধা স্বরূপে নির্মিত হইয়াছে ॥ ৪৩ ॥

কৃষ্ণঃ । সর্বৈলক্ষ্যং নিলোক্য কথমুৎকলেয়ং সহচরী পার্শ্ব
তো বিলোক্য ললিতাঙ্গি ললিতে ইতো বাম্য পর্বতা
দবরোহন্তী কান্তারমিতস্ত দদম্ম মে হস্তাবলম্বং ।

ললিতা । স্মিতা । সুন্দর বিসাহং পুচ্ছেহি । এমা কথু গং
জাণাদি । ইতি সংজ্ঞাং নাটয়তি ।

কৃষ্ণঃ । সহর্ষমপবার্য্য সখে পশ্য বিশাখায়াঃ পরোক্ষং কিঞ্চিৎ
তিরোবলন্তী ললিতা ক্রৈ সংজ্ঞয়া কদম্ব কুঞ্জং সূচয়তি ।
তত্র নাস্তি মনাগপি সন্দিগ্ধতেতি পরিক্রম্য সদর্পস্মিতং ।

সহচরী ঝিণ্টী কান্তার ইত্যস্ত গমিতস্ত কান্তয়া রমিতস্তচ ।

ললি । সুন্দর বিসাহাং পুচ্ছ । এমা খলু তং জানাতি ।

কৃষ্ণ । (বিস্ময়ের সহিত অবলোকন করিয়া) একি ! সহ-
চরী অর্থাৎ ঝিণ্টী যে প্রফুল্ল হইয়া রহিয়াছে । (এই
বলিয়া পার্শ্বে অবলোকন পূর্বক) মনোহরাঙ্গি ললিতে ।
তুমি বাম্য পর্বত হইতে অবতরণ করিয়া কান্তার গত
আমাকে হস্তাবলম্বন দাও ॥

ললিতা । (ঈষৎহাস্য করিয়া) সুন্দর ! বিশাখাকে জিজ্ঞাসা
কর, ইনিই তাহা জানেন । (এই বলিয়া সংজ্ঞা অর্থাৎ
হস্তাদি দ্বারা অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন) ॥

কৃষ্ণ । (সহর্ষে হস্তাবরণ দিয়া) সখে ! দেখ, বিশাখার
অসাক্ষাতে ললিতা বক্রগামিনী হইয়া ক্রৈ সঙ্কেত দ্বারা
কদম্ব কুঞ্জ সূচিয়া দিতেছেন, তাহাতে আর অণুমানও
সন্দেহ নাই (প্রত্যাবর্তন পূর্বক দর্পের সহিত ঈষৎহাস্য

প্রিয়ে বিলোকিতাসি নিজ্জম্যতামিত্যুদগ্ৰীবিকাং কৃষ্ণা
সহাসং ॥

ললিতে সাধু সাধু জাতং তব ধূর্ততা লতিকায়াঃ সাফল্য
মিদং ॥

মধুমঙ্গলঃ । বয়স্ এমা মএ জ্জেক্কা লক্কা তুহ রাহা ।

কৃষ্ণঃ । সকৌতুকং বয়স্য ললিতেব কচ্চিদবিশ্রান্তগীম ভণিতি
নাসি ।

মধুমঙ্গলঃ । গাঅত্তীএ সবামি ॥ ৪৪ ॥

কৃষ্ণঃ । সবিশ্রান্তং । কসো কসো দর্শয় শীত্ৰং ।

মধুমঙ্গলঃ । তুঙ্কা হথ গদং জ্জেক্কা গং করেমি তদেহি মে পারি

মধু । বয়স্ত এমা ময়া এব লক্কা তব রাধিকা । গায়ত্রী শপামি ॥ ৪৪ ॥

তব হস্ত গতামেব এনাং করেমি তদেহি মে পারিতোষিকং । গৃহতা

করিয়া) প্রিয়ে ! দেখিয়াছি, এখন বাহিরে আইস ।
(এই বলিয়া গ্রীবা উত্তোলন পূর্বক হাশ্বের সহিত)
ললিতে! ভাল ভাল, তোমার ধূর্ততারূপ লতার সফলতা
জন্মিয়াছে ॥

মধুমঙ্গল । বয়স্ত ! এই আমি তোমার রাধাকে পাইয়াছি ॥

কৃষ্ণ । (সকৌতুকে) বয়স্ত ! ললিতার ন্যায় অবিশ্বস্ত
বাদী ত, হও নাই ॥

মধুমঙ্গল । গায়ত্রীর শপথ করিতেছি ॥ ৪৪ ॥

কৃষ্ণ । (বিশ্বাসের সহিত) সখে ! তিনি কোথায়, তিনি
কোথায়, শীত্ৰ আমাকে দর্শন করাও ॥

মধুমঙ্গল । শ্রীরাধাকে তোমার হস্তগত করিতেছি, অতএব

তোসিঅং ॥

কৃষ্ণঃ । সন্নাযং । মালতীমালায়া মণ্ডয়তি ।

মধুমঙ্গলঃ । ঘোষপিচ্ছউ এমা ইতি রাধেতি বর্ণদ্বয়ী ভাজং
পত্র লেখামপয়তি ॥

কৃষ্ণঃ । স্মিতা সত্য মনেনাপি ভবদর্পিতেন তর্পিতোহস্মি ॥৪৫

যতঃ । ক্রমাৎ কক্ষামক্ষোঃ পরিসরভুবং বা অবগম্যে

মর্নাগধ্যাক্রুতং প্রণয়ি জন নামাকর পদং ।

কমপ্যন্ত স্তোষং বিতরদবিলম্বাদনুপদং

নিসর্গাদ্বিশেষাং হৃদয় পদবীমুৎসুকয়তি ॥

মেধা ॥ ৪৫ ॥

মম পুনঃ কিং বক্তব্যং । বিশেষাঃ জনানাং প্রণয়িজনানাং নামাকরপদং
কর্তৃ ক্রমাদ্ভ্রমানং প্রয়মানম্ভা ইত্যর্থঃ । অন্তস্তোষং বিতরদদং সৎ । এষ

আমাকে কিছু পারিতোষিক দাও ॥

কৃষ্ণ । (প্রশংসার সহিত) মালতী মালা দ্বারা ভূষিত
করিলেন ॥

মধুমঙ্গল । ইহাকে গ্রহণ কর । (এই বলিয়া রাধা এই
তুই অক্ষর বিশিষ্ট পত্র সমর্পণ করিলেন) ॥

কৃষ্ণ । (দ্বিষং হাস্ত করিয়া) সত্য, তোমার অর্পিত এই বস্তু
দ্বারা আমি পরিতৃপ্ত হইলাম ॥ ৪৫ ॥

যে হেতু, প্রণয়ি জনের নামাকর ক্রমশঃ নয়ন ও অবগ
দ্বয়ের প্রাপ্তে সমাক্রুত হইলে শীঘ্র কাহার না সন্তোষ বর্জন
করে ? অধিক কি বলিব প্রণয়ি জনের নামাকর স্বভাবতঃ

ইতি পরাবৃত্ত্য দক্ষিণতো বিকসন্তমশোকমবলোক্য
সবিস্ময়ঃ ॥

শঙ্কে সঙ্কুলিতান্তরাদ্য নিবিড় ক্রীড়ানুবন্ধেচ্ছয়া
কুঞ্জে বঞ্জুল শাখিনঃ শশিমুখী লীলা বরীবর্তি সা ।
নোচেদেষ তদজিহ্ব সঙ্গম বিনা ভাবাদকালে কথং
পুষ্পামোদ নিমন্ত্রিতালি পটলী স্তোত্রস্য পাত্রী ভবেৎ ॥
ইতি পরিক্রমামুদ্ গ্রীষিকয়া রাধাং দৃষ্ট্বা সানন্দং ।
প্রিয়ে কথ্যতামিদানীং কা বার্তা ।

বঞ্জুলশাখী । বঞ্জুলোহশোক ইত্যমরঃ । পদ্বিত্তাশ্চরণ স্পর্শেনাশোকঃ পুষ্পা-
ভীতি কবি সম্প্রদায়ঃ । পুষ্পৈঃ প্রেরিতেনামোদেন মাধ্বিকপানায় মদগৃহ-
মলঃ কুরুতে ইতি নিমন্ত্রিতানামলিপটলীনাং ভ্রমর সমূহানাং স্তোত্রশঃ
পরমোদারো ভূবি কো বর্তত ইতি স্তোত্ররূপ গুঞ্জিতস্ত পাত্রীমত্থা ন ভবেৎ ।
পাত্রী ভবেদিতি অভূতস্তাবে চিঃ ।

(এই বলিয়া প্রত্যাবর্তন পূর্ব্বক দক্ষিণ দিকে অশোক তরুকে
ফুল্ল অবলোকন করত বিস্ময়ের সহিত) বোধ করি আজ
শশিমুখী ক্রীরাধা নিবিড় ক্রীড়া করণেচ্ছায় ব্যাকুল হৃদয়ে
অশোক কুঞ্জে লুক্কায়িত ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, তাহা
না হইলে তদীয় চরণ স্পর্শ ব্যতিরেকে এই অশোক তরু
কেন পুষ্পামোদ দ্বারা নিমন্ত্রিত ভ্রমর সমূহের স্তোত্রের পাত্র
হইবে ॥

(এই বলিয়া প্রত্যাবর্তন ও গ্রীবা উত্তোলন পূর্ব্বক
ক্রীরাধাকে অবলোকন করত আনন্দের সহিত) প্রিয়ে !
এখন কথা কি বল ? ॥

রাধিকা। সপ্রণয়ের্ষং। তুঅন্তো ভয়েণ জ্জেক্ব পলাইদো স্মি
এথবি মং বিড়ম্বেজুং লক্কোসি ॥

কৃষ্ণঃ। সাত্তম্মাঘং। দৃঢ়ো মে গভীর পাটবারভটী যতো
স্তিরোধান বিদ্যাপহারেণ নির্জিতা যুয়ং ॥ ৪৬ ॥

ললিতা। সংস্কৃতেন। হন্ত ভো বাজ্জাত্ত জিতকাসিন্।

অস্মিন্নেক সরোজ সম্ভব কৃতস্তোত্রোসি বৃন্দাবনে
রাধা ভূরি হিরণ্যগর্ভ রচিত প্রত্যঙ্গ কান্তি স্তবা।

রাধি। তুন্তো ভয়েনৈব পলায়িতাস্মি অত্রাপি বিড়ম্বিতুং লক্কোসি ॥ ৪৬ ॥

জিতকাসিন্ জিতমিত্যায় শ্লাঘিন্ অস্মিন্ বৃন্দাবনে একেন সরোজ
সম্ভবেন ব্রহ্মণাকৃত স্তোত্রাঙ্গীতি তবাহঙ্কারঃ। রাধা ভূরি হিরণ্যগর্ভে
বহুভি ব্রহ্মভি ভূরি হিরণ্যানাং বহুতর স্বর্ণানাং গর্ভৈঃ ছিন্নেসতি চাকচি

শ্রীরাধা। (প্রণয় ঈর্ষার সহিত) তোমার ভয়েই পলায়িত
হইয়া রহিয়াছি, তুমি এখানেও আবার আমাকে বিড়ম্বিত
করিতে আসিয়াছ ॥

কৃষ্ণ। (আত্মশ্লাঘার সহিত) প্রিয়ে। আমার গভীর পটু-
তার বল দেখিলে ত, যদ্বারা লুকায়িত বিদ্যা অপহরণ
হওয়ায় তোমরা পরাজিত হইয়াছ ॥ ৪৬ ॥

ললিতা। (সংস্কৃত ভাষায়) অহে! - তুমি বাক্য মাত্রেই
আপনাকে শ্লাঘা করিতেছ, এই বৃন্দাবনে এক ব্রহ্মা
মাত্রই তোমার স্তব করিয়াছেন, তাহাতেই তোমার এত
অহঙ্কার, কিন্তু বহু বহু হিরণ্যগর্ভ (ব্রহ্মা) শ্রীরাধার

হস্তোদন্ত মহীধর স্বমসকুমেত্রান্ত ভঙ্গীচ্ছটা ।

কৃষ্ণোচ্চৈ ধরণীধরা মম সখী তদ্বীর মাহঙ্কথাঃ ॥

কৃষ্ণঃ । সন্নিভং । ললিতে নিলীনে ময়ি বিলোকিতে নাতথ্য

মদ্য বিকণ্ঠনং ভবতীনাং বিদাং করবাণি ।

সৰ্ব্বা । এবং হোতুঃ ॥

কৃষ্ণঃ । তিরোভবনু স্বগতং । ইয়মুত্তরতশ্চকরীক সঞ্চয় রোচি

রুহ্মাসি শ্যামল পলাশ গুচ্ছা দূরত স্থাপিঞ্জো বিঞ্জোলী

কায়মান মধ্যগতসারাংশৈশ্চরিতঃ প্রত্যঙ্গ কাস্তীনাং স্তবোষভাঃ । হস্তোৎক্ষিপ্ত

মহীধর স্বামিতি তবাহঙ্কারঃ । ইয়ন্ত নেত্রান্ত ছটয়ৈবাকুট উর্দ্ধৈর্ধরণীধরঃ

কৃষ্ণো ময়া অসকুং অনেকবারং ভবাংস্ত একবাব মিতি ভাবঃ । এবং ভবতু ।

প্রত্যঙ্গ কাস্তিকে স্তব করিতেছেন, তুমি হস্তে একবার

মাত্র মহীধর (পর্বত) ধারণ করিয়া অহঙ্কৃত হইয়াছ,

কিন্তু এই আমার সখী শ্রীরাধা নেত্রান্ত ছটা দ্বারা তুমি

যে ধরণীধর তোমাকে কতবার আকর্ষণ করিতেছেন অত-

এব হে বীর ! আর অহঙ্কার করিও না ॥

কৃষ্ণঃ । (ঈষৎ হাস্যের সহিত) ললিতে ! আমি দর্শন পথ

হইতে লুকায়িত হইতেছি, আর তোমাদের নিকট মিথ্যা

দর্প প্রকাশ করিব না ॥

সখীগণ । এই প্রকার হউক ॥

কৃষ্ণ । (লুকায়িত হইয়া মনে মনে) এই যে উত্তর দিকে

ভ্রমর নিকরের কাস্তি সদৃশ শ্যামবর্ণ পত্র গুচ্ছ শালি

তমাল বৃক্ষ সকল তুল্য বর্ণ প্রযুক্ত আমার সহিত সখা

তদেষা সবর্ণতয়া সখীভাবমাপন্য মামত্র সন্দোপয়িষ্য
তীতি সবয়স্যো নিক্রান্তঃ ।

ললিতা । হলা রাহে কহুন্স অদঃসপ্ণেণ মা উত্তম্মণং দিট্ঠং
জ্জ্বেব জাণেহি তা বিজুত্তাও অন্ধে সন্মদো পসন্নজ্জ ॥
রাধি । জ্জখা ভণাদি পিঅসহী । ইতি তিস্স স্তথা কুর্বন্তি ॥
রাধিকা । উত্তরাং বনলেখামাসাদ্য সবিমর্শং ॥ ৪৭ ॥

চঞ্চরীকো ভ্রমরঃ । তাপিহ বিহ্বলী তমাল সমূহঃ ।

ললি । সখি রাধে কৃষ্ণ দর্শনেন মা উত্তমাস্থ এনং দৃষ্টমেব জানীহি তদ্বি-
যুক্তা বয়ং সর্বতঃ প্রসর্পামঃ ।
রাধি । যথা ভণতি প্রিয়সুখী ॥ ৪৭ ॥

ভাব লাভ করিয়াছে ইহার। আমাকে গোপন করিয়া
রাখিতে পারিবে । (এই বলিয়া সখার সহিত প্রস্থান) ॥

ললিতা । সখি রাধে ! কৃষ্ণের অদর্শনে উৎকণ্ঠিত হইও
না, ইহাকে নিশ্চয় দেখিয়াছি জানিবে, অতএব আমরা
তোমার নিকট হইতে গিয়া বনের চতুর্দিক অন্বেষণ
করি ॥

শ্রীরাধা । প্রিয়সখি ! যাহা বলিলা তাহাই কর । (এই
বলিয়া তিন জনে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন) ॥

শ্রীরাধা । উত্তর দিকের বন শ্রেণীতে গয়া মনে মনে চিন্তা
করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥

গুণং কহো এত পত্তো হুবিঙ্গদি জং মং পেক্খত্তো
দক্খিণং পইট্টো ইতি পরিক্রম্য সংস্কৃতেন ॥ ৪৮ ॥

স হরিত্তি ভবতিভিঃ স্বাস্তহারী হরিণ্যো

হরিরিহ কিমপাক্কাতিথ্যসঙ্গী বাধায় ।

যত্নুকুলিত বংশী কাকলীভি মুখেভ্যঃ

মুখতুণ কবলা বঃ সামিলীঢাঃ স্থলন্তি ॥ ৪৯ ॥

পুরোভূপেতা সমন্তাং পশ্যন্তী সংস্কৃতেন ।

মুনঃ ক্লেশোহত্র প্রাপ্তো ভবিষ্যতি যন্মাং পশ্যনু দক্ষিণং প্রবিষ্টঃ ॥ ৪৮ ॥

হে হরিণ্যঃ স হরিঃ ইহ অভ্যঃ হরিত্তি দিশি কিং অপাক্কাতিথ্য সঙ্গী
বাধায় । কাকলিভিহেতুভিঃ মুখ তুণ কবলা তুণগ্রাসাঃ সামিলীঢা অর্দ্ধ
গিলিতা এব স্থলন্তি ॥ ৪৯ ॥

নিশ্চয় এখানে কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইব, যে হেতু তিনি
আমাকে দেখিয়া দক্ষিণ দিকে প্রবেশ করিলেন । (এই
বলিয়া প্রত্যাভর্তন পূর্বক সংস্কৃত ভাষায়) ॥ ৪৮ ॥

অহে হরিণী সকল ! তোমরা কি এই দিকে মনোহারি
হরিকে স্বীয় নেত্র প্রান্তের আতিথ্য সঙ্গি করিয়াছ অর্থাৎ
তাহাকে কি স্ব চক্ষে দেখিয়াছ, যে হেতু অনুকূল বংশীরব
দ্বারা তোমাদের মুখ হইতে তুণ গ্রাস সকল অর্দ্ধ চর্বিত
হইয়া স্থলিত হইতেছে ॥ ৪৯ ॥

(অগ্রে গমন পূর্বক চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে
সংস্কৃত ভাষায়) যখন বৃক্ষ সকল হইতে মকরন্দ গলিত

যদগলিত মরন্দং বর্ততে শাখিবৃন্দং
 মিলতিচ যদলক প্রেমঘূর্ণা খগালী ।
 তদিহ নহি শিখণ্ডোত্তংসিনী সা প্রবিষ্টা
 নিখিল ভুবন চেতো হারিণী কাপি বিদ্যা ॥
 ইতি সব্যতঃ পরিক্রমা সংস্কৃতেন ॥
 বিঘূর্ণান্তাঃ পৌষ্পং ন মধু লিহতেহমী মধুলিহঃ
 শুকোহয়ং নাদত্তে কলিত জড়িমা দাড়িমফলং ।
 বিঘূর্ণা পর্ণাগ্রং চরতি হরিণীয়ং ন হরিতং
 পথানেন স্বামী তদিভবরগামী প্রবমগাং ॥

পৌষ্পং মধু ন লিহতে নাস্বাদয়ন্তি । ঘূর্ণা জাডা বৈবর্ণ্যানি ক্রমেণো-
 ক্তানি ।

হইতেছে না, পক্ষিগণ প্রেমভরে ঘূর্ণিত না হইয়া পরস্পর
 মিলিত হইতেছে, তখন নিখিল ভুবনমনোহারিণী শিখণ্ড
 চূড়শালিনী কোন এক বিদ্যা এদিকে প্রবেশ করে নাই ॥
 (এই বলিয়া বাম দিকে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্বক সংস্কৃত
 ভাষায়) ॥

যখন এই সকল মধুকর ঘূর্ণিতান্তঃকরণ হইয়া পুষ্প মধু
 পান করিতেছে না, এই শুক জড়িমা দশা লাভ করিয়া
 দাড়িমফল ভোজন করিতেছে না এবং হরিণী ঘূর্ণিতা
 হইয়া হরিৎ বর্ণ পত্রাগ্র ভক্ষণ করিতেছে না, তখন জানি-
 লাস মত্ত গজেন্দ্রগামী স্বামী এই পথ দিয়া নিশ্চয় গমন
 করিয়াছেন ॥

পুরো গড়া । এমা বামদো কালী তমালালী দীসই
ইতি সাচি কন্দরং নিভালা সংস্কৃতেন ॥ ৫০ ॥

নৈসর্গিকান্যপি নিরর্গল চাপলানি

হিঙ্গাদ্য সঙ্কুল তনুঃ পুলকাক্কুরেণ ।

দৃষ্টিং চিরেণ পরিবক্ক তমাল শাখা

এমা কালী কৃষ্ণবর্ণা তমালাবলী দৃশ্যতে ॥ ৫০ ॥

শাখাস্থগততিঃ পরিবক্ক তমাল শাখা সতী অধোদৃষ্টিং কিং কন্মাৎ হেতোঃ
তনোতি ॥ ৫১ ॥

(অগ্রে গমন করিয়া) এই যে বাম দিকে তামাল বৃক্ষ
সকল দেখিতেছি ॥

যথা রাগ ॥

সকল কুসুম দল আগে । মধুকর বসিয়াছে যোগে ॥

মধুরস গলিয়া পড়য়ে । মধুকর তাহা নাহি ছোয়ে ॥

জানি এই পথে গেল হরি । গজেন্দ্র গমন মনোহারি ॥

॥ ৬ ॥ ফুটিল করক ফল পাকি । না ছোয়ে জড়িমা শুক

পাখি ॥ নবীন নবীন ভৃগগণে । না পরশে হরিণী

বিমনে ॥ এত কহি আগে গেলা চলি । দেখে কাল

তমাল সকলি ॥

(এই বলিয়া বামস্কন্ধের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক সংস্কৃত
ভাষায়) ॥ ৫০ ॥

এ কি । আজ শাখাস্থগ (বানর) সকল স্বাভাবিক

নিরর্গল চপলতা পরিত্যাগ পূর্বক পুলকাক্কুরে সঙ্কুলিতাঙ্গ

হইয়া তমাল শাখা আলিঙ্গন করত কেন আজ অধো

শাখামৃগীততিরিয়ং কিমধস্তনোতি ॥ ৫১ ॥

তা এসা মঞ্জুলা তাপিঞ্জ গিউঞ্জ সালিকা পেক্খিদক্কা ॥

প্রবেশ্য কৃষ্ণঃ স্বগতং । সত্যমস্মাশ্চিত্তচত্বর সঙ্গতরী প্রেমা
বলিরেব মদুদ্দেশ দূতী যদবিলম্বিতং বিজ্ঞাত ভূয়িষ্ঠোন্মি
সংবৃত্তঃ ততঃ স্থানুরিব নিশ্চল স্থিষ্ঠানীতি তথা স্থিতঃ ॥ ৫২
রাধিকা । মূর্দ্ধানমায্য কৃষ্ণঃ পশুস্তী সব্যাজং । এথ কহো
গথি ।

কৃষ্ণঃ । স্বগতং দিফ্যা ন দৃফোহস্মি ।

তদেবা মঞ্জুলা তাপিঞ্জ নিকুঞ্জ শালিকা প্রেক্ষিতব্যা । চিত্ত চত্বর
সঙ্গমশীলা বিজ্ঞাতঃ ভূয়িষ্ঠঃ বহুতর চাতুর্ধ্যঃ যত্র সঃ ॥ ৫২ ॥
রাধি । অত্র কৃষ্ণো নাস্তি ।

দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে ॥ ৫১ ॥

তবে এই মনোহারিণী তমাল কুঞ্জশালিকা দেখিতে
হইবে ।

কৃষ্ণ । (প্রবেশ করিয়া মনে মনে) সত্য শ্রীরাধার চিত্ত
চত্বরের সঙ্গমশীলা প্রেমাবলীই আমার উদ্দেশের দূতী,
যদ্বারা অবিলম্বে বহুতর পরিজ্ঞাত হইলাম, তবে এখন
আমি স্থানু অর্থাৎ শাখাহীন বৃক্ষের ন্যায় স্থিরভাবে অব-
স্থিতি করি, এই বলিয়া তদ্রূপ ভাবে রহিলেন ॥ ৫২ ॥

শ্রীরাধা । (মস্তক অবনত পূর্বক শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন
করিয়া ছলের সহিত) এখানে কৃষ্ণ নাই ॥

কৃষ্ণ । (মনে মনে) ভাগ্য ক্রমে শ্রীরাধা ত আমাকে

রাধিকা । সন্মিতং । এস নীলমণি কীলো জ্জেলব রেহদি ।

কৃষ্ণঃ । নুনং ঘনাক্ষকারতো নাহং প্রত্যভিজ্ঞাতঃ ।

রাধিকা । অস্মহে উজ্জলদা ইন্দনীল কীলম্ ।

কৃষ্ণঃ । সহর্ষমপার্থ্যা ।

রে ধ্বাস্ত মণ্ডল সখে শরণাগতোহস্মি

বিস্তারয়স্ব তরসা নিজ বৈভবানি ।

অভ্যাসমভ্যুপগতাপি মুহূৰ্থার্থামৌ

নাবৈতি মাং নবকুরঙ্গ তরঙ্গনেত্রা ॥ ৫৩ ॥

এব নীলমণি কীল এব রাজতো । অহো উজ্জলতা ইন্দনীল কীলন্ত ।

অভ্যাসং নিকটং না বৈতি ন জানাহি ॥ ৫৩ ॥

দেখিতে পাইলেন না ॥

শ্রীরাধা । (দ্বিষৎ হাস্যের সহিত) এই ত নীলমণি যষ্টি
বিরাজ করিতেছেন ॥

কৃষ্ণ । নিশ্চয় ঘনাক্ষকার জন্য আমাকে জানিতে পারেন
নাই ॥

শ্রীরাধা । অহো ইন্দনীলমণি যষ্টির কি উজ্জলতা ।

কৃষ্ণ । (সহর্ষে হস্তাবরণ দিয়া) রে অক্ষকার মণ্ডল সখে ।
আমি তোমার শরণ লইলাম, তুমি শীঘ্র নিজ বৈভব
(গাঢ়াক্ষকার) বিস্তার কর, যাহাতে নব হরিণলোচনা
রাধা বারম্বার নিকটে আসিয়াও আমাকে জানিতে না
পারেন ॥ ৫৩ ॥

রাধিকা । শ্রিত্বা । অচ্চরিঅং অচ্চরিঅং ইমস্ স নীলোপলস্ত
অন্তরালে পড়িবিষিদ্ধা চন্দ্রাবলী লক্ষ্মীাদি ॥

কৃষ্ণঃ । শ্রিতং কৃত্বা স্বগতং । কথং সংবিদানা খলু নন্দাত
নোতীতুথায় । প্রকাশং ॥ ৫৪ ॥

প্রিয়ে সত্যমাখ । যদয়ং ত্বদাস্ত চন্দ্রো মে হৃদ্বৃতি তরঙ্গেষু
বিস্থিতচন্দ্রাবলী বভূব ॥

রাধিকা । অস্ম্যহে কহং তুমং ভেজব তদে নেনদং অচ্চরিঅং ।

রাধি । আশ্চর্য্যং আশ্চর্য্যং অস্ত্র নীলোপলস্ত অন্তরালে মধ্যে প্রতিবিম্বিতা
চন্দ্রাবলী লক্ষ্যতে । সংবিদানা জানতী । সমোগম্বাচ্ছীত্যাদিনা আত্মনে
পদং ॥ ৫৪ ॥

রাধি । অহো কথং ত্বমেব ততো নেনদমাশ্চর্য্যং । চন্দ্রাবলী স্বয়ি প্রতিবিম্বিতা
তিষ্ঠতোব ইত্যর্থঃ ।

শ্রীরাধা । (ঈষৎ হাস্য করিয়া) কি আশ্চর্য্য কি আশ্চর্য্য,
এই ইন্দ্রনীলমণি মধ্যে চন্দ্রশ্রেণী প্রতিবিম্বিত দেখি-
তেছি ॥

কৃষ্ণ । (ঈষৎ হাস্য করিয়া মনে মনে) ইনি কি প্রকারে
জানিয়া পরিহাস বিস্তার করিতেছেন । (এই বলিয়া
উত্থান পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া) ॥ ৫৪ ॥

প্রিয়ে ! সত্য বলিয়াছ, তোমার এই মুখচন্দ্র আমার
চিত্তবৃত্তি তরঙ্গে প্রতিবিম্বিত হইয়া চন্দ্রশ্রেণী হইয়াছে ॥

শ্রীরাধা । অহে ! তুমিই না কি ! তবে ইহা আশ্চর্য্য নয়

কৃষ্ণঃ । বিলাসিনি কিমনেন বিপ্লবে সম্পাদ্যেন কেলিনন্দনা
 তদেহি দানগন্ধিনা কুসুমবৃন্দেন পূর্ণ যুক্তিনি সপ্তপর্ণ কুঞ্জে
 বিশ্রাম্য সৌখ্যমভুভবায় ইতি তথা স্থিতৌ ॥ ৫৫ ॥
 ললিতা । বিসাহে পেক্ষ কঙ্কণ সঙ্গদা পিঅসহী জং তস্
 পদেহিং সন্মিলিদাইং এদাএ পদাইং দিসস্তি ॥
 বিশাখা । পদাঙ্কানমুসৃত্য সংস্কৃতেন ।

বিশেষঃ সংপাদ্য উৎপাদ্যো যন্ত তেন কুলাল কর্তৃকো ঘটো ইতি বৎ
 সংপাদ্য-পদন্ত বিশেষঃ । দান গন্ধিনা দানন্ত হস্তিমদন্ত গন্ধ ইব গন্ধো
 যন্ত ইতিচ সমাসান্তঃ ॥ ৫৫ ॥
 ললি । বিশাখে পন্ত কঙ্কণে সঙ্গতা প্রিয়সখী যৎ তন্ত পাদৈঃ সংমিলিতানি
 এতন্ত পদানি দৃশ্যন্তে ।

অর্থাৎ চন্দ্রাবলী তোমাতেই প্রতিবিম্বিত হইয়া রহি-
 যাছেন ॥ •
 কৃষ্ণ । বিলাসিনি ! এ বিচ্ছিন্ন জনক ক্রীড়া, পরিহাসের
 প্রয়োজন কি ? তবে আইস, হস্তি মদগন্ধ তুল্য গন্ধশালি
 কুসুম সমূহে মস্তক সুশোভিত এমন সপ্তপর্ণ কুঞ্জে গিয়া
 কণকাল সুখানুভব করি । (এই বলিয়া দুই জনে তথায়
 গমন করিলেন) ॥ ৫৫ ॥
 ললিতা । বিশাখে । দেখ প্রিয়সখী কঙ্কণের সহিত সঙ্গতা
 হইয়াছেন, যে হেতু কৃষ্ণপদ চিহ্নের সহিত প্রিয়সখী
 পদ চিহ্ন সকল সন্মিলিত দেখাইতেছে ।
 বিশাখা । (পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সংস্কৃত ভাষায়) হে প্রিয়

প্রিয়সখি পরিরস্তানাভিমুখ্যানুবন্ধা ।
 দসদৃশ বিনিবেশান্মলৌল্যোজ্জিতানি ।
 ইয়মবিষমমন্দ ন্যাসতো জল্পগোষ্ঠীঃ
 পদততিরিহ রাধা কৃষ্ণয়োরাতনোতি ॥
 কৃষ্ণঃ । প্রিয়ে নাতি দূরে কোমলোয়ং কাক্ষীধনিরুদয়তি
 ততস্তৃষ্ণীং শৃণুবঃ ॥ ৫৬ ॥

পদততিঃ পদচিহ্ন সমূহঃ পরিরস্তানাতনোতি বিস্তার্য্য কথয়তীত্যর্থঃ ।
 কস্মাদাভিমুখ্যানুবন্ধাৎ কৃষ্ণস্ত পদততির্যত্র পূৰ্ব্বমুখী তত্র রাধিকা পদততিঃ
 পশ্চিমাভিমুখীত্যর্থঃ নস্ম লৌল্যোজ্জিতানি বাম্যাদিতিরিত্যর্থঃ ।
 অজায়ং ক্রমো বিহারস্ত । প্রথমমসদৃশ নিবেশঃ ততো মুখামুখি নিবেশঃ
 ততঃ সমান মুখনিবেশঃ দর্শন ক্রমস্ত বিপর্য্যয়েন ॥ ৫৬ ॥

সখি ! এই পদচিহ্ন সকল শ্রীরাধা কৃষ্ণের আলিঙ্গনাদি
 বিস্তার করিতেছে, তাহার প্রকার এই যে, পরস্পর
 অভিমুখ হেতু অর্থাৎ যেখানে কৃষ্ণের পদচিহ্ন সকল পূর্ব
 মুখ, সেইখানে শ্রীরাধার পদচিহ্ন সকল পশ্চিমাভিমুখ,
 এতদ্বারা পরস্পর আলিঙ্গন, এই স্থানে অসদৃশ চরণের
 বিন্যাস হেতু পরিহাস চপলতা দ্বারা পরাজয় तथा এই
 স্থানে অবিষম মন্দ মন্দ পদ বিন্যাস হেতু পরস্পর কথো-
 পকথন প্রকাশ করিতেছে ॥

কৃষ্ণ । প্রিয়ে । অতি নিকটে কিঙ্কিনীর ধ্বনি হইতেছে,
 অতএব আমরা নিস্তব্ধ ভাবে শ্রবণ করি ॥ ৫৬ ॥

বিশাখা । হলা বিখিঞ্চ বল্লিমণ্ডল কুণ্ডলিদে বি বনমণ্ডে পিঅ
সহীএ কথং কহো তুরিঅং লকো ॥

ললিতা । গুরুঅং রমই জহিং জো ণ তস্ স মো হোই দুল্লহো
ভুঅণে । মউলওজ্জি রসালে কলকণ্ঠী তক্খণং মিলই ॥

কৃষ্ণঃ । প্রিয়ে প্রত্যাগম্মে তব সখো তদুভে পরিহসিয়ামন্ত
রিতো ভবামীতি তথা স্থিতঃ ।

ললিতা । পরিক্রম্য পুরো রাধামালোকা সহৰ্ষং । হলা কুদো

বিস্তীর্ণ বল্লিমণ্ডল কুণ্ডলিতেপি বনমণ্ডে প্রিয়সখ্যা কথং কৃষ্ণঃ স্থরিতং
লকঃ ॥

ললি । গুরু রমতে বত্র যো ন তন্ত স ভবতি দুর্লভো ভুবনে । মুকুলায়মান এব
রসালে কলকণ্ঠী তৎ ক্ষণং মিলতি ।

বিশাখা । হে সখি ! এই বনখণ্ড-বিস্তীর্ণ লতাজালে আবৃত,
ইহাতে কি প্রকারে প্রিয়সখী শীত্র কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হই-
লেন ॥

ললিতা । সখি ! যে স্থানে যে ব্যক্তি অতিশয় রূপে রমণ
করে, তাঁহার সম্বন্ধে ভুবন মধ্যে সে স্থান অতিশয় দুর্লভ
হয় না, দেখ আত্র মুকুলিত হইলেই কোকিল তথায়
গিয়া উপস্থিত হয় ॥

কৃষ্ণ । প্রিয়ে ! তোমার সখীদ্বয় সমীপবর্তি হইয়াছে অতএব
তাহাদের সহিত পরিহাস করণ জন্য আমি অন্তর্হিত
হই । (এই বলিয়া গোপনভাবে অবস্থিত হইলেন ॥

ললিতা । (প্রত্যাবর্তন পূর্বক শ্রীরাধাকে অগ্রে অবলোকন

সো নাগরো ॥

রাধিকা । সন্নিতং কা ক্খু তং জ্ঞাপাদি ॥ ৫৭ ॥

ললিতা । সনন্দস্নিতং সংস্কৃতেন ।

কচা মুক্তা মুক্তা বলিরপি যযৌ নিগুণদশাং

বিশুদ্ধং তে দম্ভ ছদ যুগমভূদাস্ত হৃদয়ে ।

ললি । সখি কৃতঃ স নাগরঃ ।

রাধি । কা খলু তং জানাতি ॥ ৫৭ ॥

মুক্তাঃ প্রাপ্তাপবর্ণাঃ খলিতাশ্চ নিগুণদশাং ছিন্ন সূত্রহাং মৃদাদিগুণ
ত্রয়াভীকৃত্যঃ । দম্ভচ্ছদ যুগং ওষ্ঠাধরৌ বিশুদ্ধং তাম্বুলরাগ রহিতং পক্ষে
মুক্তমিত্যর্থঃ । দেহাস্ত হৃদয়ে দাস্তঃ গাঢ়ালিঙ্গনে প্রাপ্ত সংসর্গঃ পক্ষে
দমগুণযুক্তং জীবনুকৃতমিত্যর্থঃ তথা ভূতং হৃদয়ং যন্তাঃ । অবস্থাঃ সান্নার বন্ধ
রহিতাঃ বন্ধনপ্রাপ্তি স্থলিতাচ তন্তস্মাদনুসারিত হরিণা স্বং মুক্তাসি হরে
যোগেনৈব কেশখলন হার জোটনাদীনি নির্বাণ মোক্ষশ্চ ভবন্তীত্যর্থঃ ।
ইদং কিং গোকুল ভুবাং গোকুল বাসিনীনাং বো যুগ্মাকঃ সন্তীনাং পতিব্রতানাং
উচিতং নৈবোচিতমিত্যর্থঃ । বস্ত তন্ত ইদং কিং উচিতং ইতোপাধিকং

করিয়া হর্ষের সহিত) সখি ! সে নাগর কোথায় ? ॥

শ্রীরাধা । (ঈষৎ হাস্যের সহিত) কে তাঁহাকে জানে ॥ ৫৭ ॥

ললিতা । (পরিহাসের সহিত ঈষৎ হাস্য করিয়া সংস্কৃত
ভাষায়) হে দাস্তহৃদয়ে ! তোমার কেশ সকল মুক্ত
দেখিতেছি, মুক্তাবলি নিগুণ দশা প্রাপ্ত হইয়াছে, দম্ভচ্ছদ
অধরোষ্ঠবিশুদ্ধ অর্থাৎ তাহাতে আর তাম্বুলরাগ দেখিতে
ছি না, কটিতে কাঞ্চীরও বন্ধন নাই, অতএব হে সখি !

অবদ্বাসীং কাকী তদিহ সখি যুক্তাসি হরিণা।

সতীনাং বঃ কৃত্যং কিমুচিতমিদং গোকুলভুবাং ॥

কৃষ্ণঃ । পুরোপস্থত্যা ললিতে নাহমপরাধ্যামি সখ্যৈব তে
সংগোপিতোহস্মি ॥

ললিতা । কিত্তি পিঅসহীএ সঙ্গোবণিজ্জো তুমং ।

কৃষ্ণঃ । সুন্দরি নিজ কন্দর্প কলা প্রাগলভ্যস্থাপনাপায়
ইত্যঙ্গুলা দর্শয়ন পশ্য পশ্য ॥

কৃষ্ণস্ত মুকুট হার ত্রোটন বক্ষঃ সম্মর্দনাদিকং রতি বৈপরিভ্যোনোচিত
মিত্যর্থঃ পক্ষে গোকুলভুবাং গোকুল ভূমীনাং সতীনাং সর্বতীর্থভ্যোপি
শ্রেষ্ঠানাং ইদং কৃত্যং মোক্ষক দাজীত্বং কিমুচিতং নোচিতমেব প্রেমভক্তি
ক্ষেত্রত্বাৎ ।

ললি । কিমিতি প্রিয়সখ্যা সংগোপনীয়ত্বং ।

এই সকল কারণে বোধ হইতেছে তুমি কৃষ্ণের সহিত
মিলিতা হইয়াছ, যাহা হউক, গোকুলবাসি তোমাদিগের
মত সতী স্ত্রী সকলের কি এ প্রকার কার্য্য উপযুক্ত হয় !
কৃষ্ণ । (অগ্রে গমন করিয়া) ললিতে ! আমার কোন
অপরাধ নাই তোমার সখীই আমাকে সঙ্গোপন করিয়া
রাখিয়াছেন ॥

ললিতা । কেন প্রিয়সখী তোমাকে গোপন করিবেন ॥

কৃষ্ণ । সুন্দরি । স্বীয় কন্দর্প বিলাস সকল গোপন করিবার
নিমিত্ত (এই বলিয়া অঙ্গুলি দ্বারা দেখাইয়া কহিলেন)
দেখ দেখ । তোমার প্রিয়সখী কঠোরাগ্র নখ দ্বারা

কঠোরাগ্রেভূয়ো ত্রণমজ্জনয়দ্বক্ষসি নৈথে
বলাদাক্রামন্তী ব্যকিরদপি মাং পিঞ্জরচনাং ।

বিকুষা ছিন্নাস্ত্রীমকৃত বনমালাং চ রুচিরা
সিদানীং জানীতে ন কিমপি পুরন্তে প্রিয়সখী ॥

রাধা । সাপত্রপং । হং অঙ্গণা কদুঅ পরং দুসেদুং পত্তি
দোসি ॥

নেপথ্যে ॥

জড়িলা ফুড়মঞ্জরীহিং ইত্যর্কোক্তে রাধি সত্রাসং ।

ললিতে অচাহিদং অচাহিদং ভয়ঙ্করী বুড়্টিয়া বুড়্টিয়া

আজ্ঞানা স্বয়া কৃত্বা পরং দুষয়িতুং প্রবর্তিতোহসি । ললিতে অত্যাহিতং অত্যা
হিতং ভয়ঙ্করী বৃদ্ধা ভয়ঙ্করী বৃদ্ধা তদ্ব্যবহিতং পলায়ামঃ । জড়িলা ফুট

আমার বক্ষঃ বারম্বার ক্ষত বিক্ষত করিয়া ত্রণ উৎপাদন
করিয়াছেন, বল পূর্বক আক্রমণ করিয়া ময়ূরপিঞ্জ চূড়া
দূরে নিক্ষেপ করিয়াছেন এবং মনোহারিণী বনমালা
আকর্ষণ করিয়া ছিড়িয়া ফেলিয়াছেন, কি আশ্চর্য্য !
এখন তোমার অগ্রে প্রিয়সখী কিছুই জানি না প্রকাশ
করিতেছেন ॥

শ্রীরাধা । হুঁ । নিজে করিয়া পরকে দূষিত করিতে প্রবৃত্ত
হইয়াছ ॥

বেশ গৃহে ॥

ফুট মঞ্জরী সকলের দ্বারা জড়িলা । (এই অর্কোক্তিতে) ॥

শ্রীরাধা । (ত্রাসের সহিত) ললিতে । মহা বিপদ, মহা

তা তুরিদং পলাএক্ষ ইতি সখীভ্যাং সহ নিজ্জান্তা ।

পুনর্নেপথ্যে ।

বিহুদিমন্তা পরাঅ পুঞ্জেন ।

হরভক্তা বিঅ সরএ ক্ষুরন্তি স তুচ্ছ দম্পঅরা ॥

কৃষ্ণঃ । স বৈলক্ষ্যং । হন্ত হন্ত সপ্তপর্ণং বর্ণয়তা জটিলেতি
কটুদগারেণ বটুনা কদর্ষিতোহস্মি । তদগ্রে স্নহ্নম্মণ্ডলমেক
সরাগীতি নিজ্জান্তাঃ ॥ ৫৮ ॥

॥ * ॥ ইতি শরদ্বিহারো নাম ষষ্ঠোহঙ্কঃ ॥ * ॥

মঞ্জরিভি বিভূতি মন্তঃ পরাগ পুঞ্জন । হরভক্তা ইব শরদি ক্ষুরন্তি
সপ্তচ্ছদ প্রবরা ॥ ৫৮ ॥

। * ॥ ইতি ষষ্ঠোহঙ্কঃ ॥ * ॥

বিপদ্ ভয়ঙ্করী বৃদ্ধা, ভয়ঙ্করী বৃদ্ধা, অতএব আমরা পলায়ন
করি । (এই বলিয়া সখী দ্বয়ের সহিত পলায়ন করি-
লেন) ॥ পুনরায় বেশগৃহে ॥

পরাগপুঞ্জে শোভায়মান হরভক্তের ন্যায় শরৎ কালে
সপ্তচ্ছদ কুসুম সমূহে বিরাজমানা হইতেছে ॥

কৃষ্ণ । (বিস্ময়ান্বিত হইয়া) হা কষ্ট, হা কষ্ট, জটিল
সপ্তপর্ণ বর্ণক প্রস্তুত করিতে বলিয়াছিল, তবে কেন জটি-
লার কটুভিত্তি বলিয়া বটু কর্তৃক বিড়ম্বিত হইলাম, যাহা
হউক অগ্রবর্তি স্নহ্নম্মণ্ডলের নিকটেই গমন করি । (এই
বলিয়া প্রস্থান করিলেন) ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কৃত ব্যাখ্যায় বিদগ্ধ-
মাধব নাটকে শরদ্বিহার নাম ষষ্ঠ অঙ্ক ॥ * ॥

ততঃ প্রবিশতি বৃন্দা ।

বৃন্দা । সমস্তাদবলোক্য ॥

কদম্বালী জুস্তা পরিমলভরোদগারি পবন।

ক্ষুটদযুখী যুখীকৃত মধুপগান প্রণয়িণী ।

নটং কেকী স্তোমা মুচুল যবশ শ্যামলিত ভু

স্তপান্তেহদ্য স্মান্তং মম রসয়তি দ্বাদশবনী ॥

বল্লমূত্ৰণাং মধ্যে ত্রয়াণাং বসন্ত শরবর্ষণামেবাধিকাং কামোদীপকত্বাৎ ।
তত্রাপি পূৰ্ণ পূৰ্ব্বোংকুটত্বাৎ প্রথমং বসন্তস্ত ততঃ শরদা সংক্ষেপেণ লীলো-
দেশঃ কৃতঃ ইদানীং আবণ পূৰ্ণিমাদি লীলা যাবিকুর্বন্ বর্ষাং বর্ণয়তি ।
কদম্বালীতি জুস্তা প্রফুল্লতা তপান্তে নিদাঘান্তে ।

ছয় ঋতুর মধ্যে কামোদীপক প্রযুক্ত বসন্ত, শরৎ ও বর্ষার
আধিক্য, তন্মধ্যে পূর্ব পূর্ব উৎকৃষ্ট হেতু প্রথমে বসন্ত,
তৎ পরে শরৎ ঋতুর সংক্ষেপে লীলোদেশ বর্ণন করিয়া
এক্ষণে আবণ পূর্ণিমাদি লীলা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত
বর্ষা বর্ণন করিতেছেন ॥

(অনন্তর বৃন্দার প্রবেশ)

বৃন্দা । (চতুর্দিক অবলোকন করিয়া) আহা । পবন
প্রবাহিত হইয়া জুস্তাচ্ছলে প্রক্ষুটিত কদম্ব শ্রেণীর
পরিমল উদগার করিতেছে, প্রক্ষুটিত যুখী সকল দলবদ্ধ
ভ্রমরগণের প্রণয়পাত্রী হইয়াছে, ময়ুরী যুথ নৃত্য করি-
তেছে, এবং কোমল নবীন ভূণে ভূমি সকল শ্যামবর্ণ
দেখাইতেছে, এই রূপ গ্রীষ্মান্তে অদ্য দ্বাদশ বন আমার
অন্তঃকরণে সুখ প্রদান করিতে লাগিল ॥

নেপথ্যে ॥

দৃষ্টিঃ নিষ্কিপ্য কথমসৌ পৌর্ণমাসী নিজপর্ণ কুটীরোপান্ত
বাটিকায়ামভিমন্যুনা সহ সংকথয়ন্তী বর্ততে তদহং ক্ষণ
মত্রেব তিষ্ঠেয়ং ।

প্রবিশ্য তথা ভূতা পৌর্ণমাসী ।

পৌর্ণমাসী । বৎস! ভিমন্যো! কিমর্থং তয়া প্রাতরেবাহমুপসা
দিতাস্মি ।

অভিমন্যুঃ । ভয়বদি তুজ্জ্বা আগং গেহিতুং ॥

পৌর্ণমাসী । কস্মিন্নক্কের্থৈ ।

অভিমন্যুঃ । বারিসহাগইএ মজুরাপথানে ।

অভি । ভগবতি তবাজ্জাং গৃহীতুং । বার্ষভাণব্যা মথুরা প্রস্থানে ।

(বৈশ্যগৃহে দৃষ্টিপাত পূর্বক)

এ কি ! পৌর্ণমাসী যে স্বীয় পর্ণকুটীরের সমীপবর্ত্তি
উদ্যানে অভিমন্যুর সহিত কি আলাপ করিতেছেন, তবে
আমি এইখানেই ক্ষণকাল গোপন ভাবে থাকি ॥

(ঐ প্রকার হইয়া পৌর্ণমাসীর প্রবেশ)

পৌর্ণমাসী । বৎস অভিমন্যো ! প্রাতঃকালে আমার নিকটে
আসিলে কেন ? ॥

অভিমন্যু । ভগবতি ! আপনার আজ্ঞা গ্রহণার্থ ।

পৌর্ণমাসী । কোন্ বিষয়ে ? ।

অভিমন্যু । বৃষভানুন্দিনীর মথুরা প্রস্থান বিষয়ে ।

পৌর্ণমাসী । সব্যর্থং কস্তত্র হেতুঃ ।

অভিমন্যুঃ । দৌঃ রাহামাহবাং চাবলং জ্জৈব ।

পৌর্ণমাসী । বীর কেন তবেদং বর্ণিতং ।

অভিমন্যুঃ । পিঅবয়স্ সেন গোঅডুৎণেন ॥ ১ ॥

পৌর্ণমাসী । বংসাভিমন্যো চতুরন্মন্যোহপি ন ত্বমার্য্য বুদ্ধি
রসি যেন ভোজেদ্রবল্লভস্য গোবর্দ্ধনমল্লস্য কোটিল্য
চক্রেণ বিভ্রম্যসে ॥

অভিমন্যুঃ । অদি পসিদ্ধা এসা পউত্তী কেণ বা ণ কহিজ্জই ॥

পৌর্ণমাসী । পুত্র নূনং কর্ণেজপানামুপজাপেন লুপ্ত বিবেকে।

দ্বয়ো রাধামাধবয়ো স্তাপলমেব । প্রিয়বরশ্চেন গোবর্দ্ধনেন ॥ ১ ॥

ভোজেদ্রঃ কংসঃ । অতি প্রসিদ্ধা এষা প্রবৃদ্ধিঃ কেন বা ন কথাতে । কর্ণে

পৌর্ণমাসী । (ব্যথার সহিত) কি জন্য ? ।

অভিমন্যু । রাধা ও মাধব এত দুভয়ের চপলতাই ইহার প্রতি
কারণ ॥

পৌর্ণমাসী । হে বীর ! তোমাকে এ কথা কে বলিল ? ।

অভিমন্যু । প্রিয়বরস্য গোবর্দ্ধন ॥ ১ ॥

পৌর্ণমাসী । বংস অভিমন্যো ! তুমি আপনাকে চতুর বলিয়া
মান, কিন্তু তোমার বুদ্ধি ভাল নয়, যে হেতু কংসপ্রিয়
গোবর্দ্ধনমল্লের কোটিল্য চক্রে ভ্রমণ করিতেছ ॥

অভিমন্যু । এ অপবাদ ত প্রসিদ্ধই আছে, এ কথা কে না
বলিয়া থাকে ?

পৌর্ণমাসী । পুত্র ! নিশ্চয় খলেরা তোমার কর্ণে এই কথা

হুসি তদাকর্ণয় ॥ ২ ॥

অভিমন্যুঃ । আগবেহি ॥

পৌর্ণমাসী ! বৎস যেন লাবণ্য গন্ধলব লুন্ধেন কংসশাঙ্গী
লেন স্বয়মেব রাধাযুগী যুগ্যতে তস্মৈ দারুণশ্চ হস্তোপরি
নায্যঃ কথং অশ্রাঃ প্রক্ষেপঃ ।

অভিমন্যুঃ । ভাবদি তথ কা চিন্তা । সো কথু কুসলী হোতু
সুহৃদমো গোঅড্ঢণো জেণ বিজ্জমাহুরীএ মহুরিন্দো
বসীকীও ।

পৌর্ণমাসী । সখেদং ক্ষণমনুধ্যায় হংহো ধন্যানাং মূর্ধন্য

জশানাং খলানাং উপজাপো ভেদঃ । ভেদোপজাপাবিত্যমরঃ ॥ ২ ॥

আজ্ঞাপয় । তত্র কাচিন্তা স খলু কুশলী ভবতু সুহৃদমো মম গোবর্দ্ধনঃ যেন
বিদ্যামাধুরীতি মর্থাথুরেন্দ্রো বশীকৃতঃ ।

বলিয়া শুদীয় ধৈর্য্য লোপ করিয়াছে । অতএব আমার
কথা শুন ॥ ২ ॥

অভিমন্যু । ভগবতি ! আজ্ঞা করুন ।

পৌর্ণমাসী । বাছা ! যে লাবণ্যগন্ধে লুন্ধ হইয়া কংস ব্যাত্ত
স্বয়ং রাধা যুগী অন্বেষণ করিতেছে, সেই দারুণের হস্তে
শ্রীরাধার নিক্ষেপ কি প্রকারে উপযুক্ত হয় ॥

অভিমন্যু । ভগবতি ! তাহাতে চিন্তা কি, আমার পরম
সুহৃদ গোবর্দ্ধন কুশলে থাকুক, সে বিদ্যা মাধুর্য্যে কংস
রাজকে বশীভূত করিয়াছে ॥

পৌর্ণমাসী । (খেদের সহিত ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) অহে

গোবিন্দমাতুর্মাতুলেয়োহসি কথমল্লায়ুযাং গোকুলদ্বৈষিণাং
মণ্ডলপাতিতামালম্বসে তদদ্য কয়াপি মর্যাদয়া দ্বাং
পর্যাপয়িতুনিচ্ছামি ।

অভিমন্যুঃ । আগবেদি তথ হোদী ॥ ৩ ॥

পৌর্ণমাসী । বৎস সা কাচিন্মৎসর কণ্ঠিতাপি কিং বদন্তী
যদি ত্বয়া নাতথ্যতয়া প্রতীয়তে । ততঃ স্বয়মেব চক্ষুষোর
পরোক্ষী কৃত্য যথেক্তং চেষ্টনীয়ং ।

অভিমন্যুঃ । সপ্রশ্রয়ং । ভাবদি সিরে গহিৎ দে নিদেস
কুসুমং ॥

অভি । আজ্ঞাপিতু তত্র ভবতী ॥ ৩ ॥

ভগবতি শিরসি গৃহীতং তব নিদেশ কুসুমং ।

ধন্য সকলের শিরোমণি । তুমি গোবিন্দ মাতা যশোদার
মাতুল পুত্র, কেন অল্লায়ু গোকুল বিদ্বৈষিদিগের পক্ষ-
পাতিতা অবলম্বন করিতেছ, অতএব আজ্ঞা আমি তোমাকে
কোন মর্যাদা দ্বারা নিষেধ করিতে ইচ্ছা করি ॥

অভিমন্যু । পূজ্যতমে ! আজ্ঞা করুন ॥ ৩ ॥

পৌর্ণমাসী । বাছা ! সেই কোন জন শ্রুতি মৎসর ব্যক্তি
কর্তৃক রচিত, তুমি যদি তাহা সত্য বলিয়া বিবেচনা কর,
তথাপি তুমি স্বয়ং একবার স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া যাহা
ইচ্ছা হয় করিও ॥

অভিমন্যু । (মিনতির সহিত) ভগবতি ! আমি আপনার আজ্ঞা
মস্তকে ধারণ করিলাম ॥

পৌর্ণমাসী । সানন্দং । সোমানন গোমানত্র ভূয়াঃ ।

অভিমন্যুঃ । ভগবদি অম্মা মং পুণো পুণো ভগাদি পুত্র চন্দা
অলী চণ্ডি অচ্চণেণ গোঅড্ঢণো জহথ গামা সম্বুত্তো তা
বহুড়িঅ তথ দিক্খা কিজ্জউত্তি ॥

পৌর্ণমাসী । মঙ্গলমতে সৰ্ব্বমঙ্গলারাধনে দীক্ষিতামবিলম্বমেব
বার্ষভানবীং বিদ্ধি ॥

অভিমন্যুঃ । ভগবদি অনুকম্পিদোগ্গি । ইতি নিজ্জান্তঃ ।

ভগবতি অম্মা মাং পুনঃ পুনঃ ভগতি । পুত্র চন্দ্রাবলী চণ্ডার্চনেন গোবর্দ্ধ
নো যথার্থ নামা সবৃত্তঃ । যথার্থ নামা গণাং বর্দ্ধনং বুদ্ধি বর্ভতে যন্ত ইত্যর্থঃ ।
তস্মাৎ তত্র দীক্ষা ক্রিয়তামিতি । সৰ্ব্বমঙ্গলায়াঃ মঙ্গলচণ্ডিকায়াঃ সৰ্ব্বমঙ্গলন্ত
কৃষ্ণশ্চ আরাধনে । ভগবতি অনুকম্পিতোহস্মি ॥ ৪ ॥

পৌর্ণমাসী । (আনন্দের সহিত) চন্দ্রানন ! তুমি বহু
গো বিশিষ্ট হও ॥

অভিমন্যু । ভগবতি ! আমার মাতা জটিলী আমাকে বারম্বার
বলিয়াছেন, চন্দ্রাবলী যে চণ্ডিকার অর্চনা করে, তাহাতেই
তদীয় স্বামির নাম গোবর্দ্ধন মল্ল যথার্থ হইয়াছে, একারণ
বধু শ্রীরাধাকে তদ্বিষয়ে দীক্ষা প্রদান করুন ॥

পৌর্ণমাসী । হে শুভমতে ! মঙ্গলচণ্ডিকার আরাধন বিষয়ে
বৃষভানু-নন্দিনী শীঘ্র দীক্ষিতা হইবেন জানিও ॥

অভিমন্যু । ভগবতি অনুগৃহীত হইলাম । (এই বলিয়া
প্রস্থান) ॥

বৃন্দা । পরিক্রম্য । বন্দে ভগবতীং ।

পৌর্ণমাসী । বিলোকা শুভাশির্ভিরভিনন্দ্য চ বৎসে কামং
কৃতার্থাসি তদাবেদয় রাধামাধয়ে নিকুঞ্জ কেলি
মাধুরীং ॥ ৪ ॥

বৃন্দা । সর্বস্বং প্রথম রসস্য যঃ প্রথীয়ান্

কংসারে রুদয়তি রাধয়া বিলাসঃ ।

বক্তুং কো বিরমতি তং জনঃ সমস্তা

দানন্দ স্তিবয়তি চেদিগরাং ন বৃত্তিং ॥

পৌর্ণমাসী । সানন্দং । পুত্রি বৃন্দে ।

যঃ প্রথীয়ান্ বিলাসঃ প্রথম রসস্ত শৃঙ্গার রসস্ত সর্বস্বং তদবক্তুঃ তিরয়তি
নিবর্তয়তি ।

বৃন্দা । (প্রত্যাবর্তন পূর্বক) ভগবতি ! আপনাকে প্রণাম
করি ॥

পৌর্ণমাসী । (অবলোকন করিয়া শুভাশীর্বাদ দ্বারা অভি-
নন্দনা করত) বৎসে ! তুমি সম্পূর্ণ কৃতার্থ হইয়াছ,
অতএব রাধামাধবের নিকুঞ্জকেলিমাধুর্য্য আগার নিকট
বর্ণন কর ॥ ৪ ॥

বৃন্দা । শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের শৃঙ্গার রসের যে বিস্তৃত
সর্বস্ব বিলম্ব উদয় হইয়াছে, যদি আনন্দ, বাক্য সকলের
বৃত্তি রোধ না করে, তাহা হইলে কোন্ ব্যক্তি তাহা
বলিতে ক্ষান্ত হয় ! ॥

পৌর্ণমাসী । (আনন্দের সহিত) হে মধুরাক্ষি পুত্রি বৃন্দে !

হরিরেখ নচেদবাতরিস্যামথুরায়াং মধুরাঙ্গি রাধিকাচ ।

অভবিষ্যদিস্যং বৃথা বিস্মৃষ্টি মর্করাক্ষস্ত বিশেষতস্তদাত্ত ॥

তদদ্য গোষ্ঠমধ্যে তবোপসত্তি মাং বিস্মাপয়তে ॥

বৃন্দা । ভগবতি ত্বরতে কোপি মাং গরীয়ানর্থঃ ।

তদত্র ললিতামপেক্ষমাণাস্মি ॥

পৌর্ণমাসী । কীদৃশোহয়ং ॥

বৃন্দা । পূর্বেচ্ছারাদিক্টাস্মি গোবিন্দেন ॥ ৫ ॥

যথা । আহর গৌরীতীর্থে মধুশ্রিয়ং তত্র রস্তমিচ্ছামি ।

ইয়ং বিধিসৃষ্টিবিশ্বমেব সমস্তমিত্যর্থঃ বৃথা বার্থা বিশেষতস্ত কন্দর্পঃ
তেনাধুনা কামশ্চ সফলীভূতং জাতমিতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

মধুশ্রিয়ঃ বসন্তশোভাঃ তেন কম্পিতস্ত বসন্তস্ত বর্তমানা যা বর্ষা পুষ্পাদি

কৃষ্ণ এবং শ্রীরাধা যদি মধুরা মণ্ডলে জন্ম গ্রহণ না করি-
তেন তাহা হইলে বিধাতার এই বিশ্বসৃষ্টি ও বিশেষতঃ
এস্থলে কন্দর্পের ব্যর্থতা হইত, যাহা হউক এস্থলে তোমার
আগমন আমাকে বিস্মিত করিতেছে ॥

বৃন্দা । ভগবতি ! কোন গুরুতর অর্থ আমাকে ত্বরান্বিত
করিতেছে, এজন্য এখানে ললিতার প্রতীক্ষা করিতেছি ॥

পৌর্ণমাসী । সে কি প্রকার ? ।

বৃন্দা । পূর্ব দিন গোবিন্দ আমাকে আদেশ করিয়াছি-
লেন ॥ ৫ ॥

যথা—গৌরীতীর্থে বসন্ত শোভা আহরণ কর, তথায়
পদ্মহস্তা ও পদ্মকর্ণ বিভূষণা শ্রিয়ার সহিত রমণ করিতে

পদ্মাবলম্বি করয়া প্রিয়য়া পদ্মাবতংসিকয়া ॥

পৌর্ণমাসী । যুক্তমাদিকটং যদদ্য সৌভাগ্য পূর্ণিমা ॥ ৬ ॥

তথাহি । প্রসূনৈ রত্নুতৈঃ কান্তা কান্তেন শ্রাবণীদিনে ।

প্রসাধিতা প্রসিদ্ধেন সৌভাগ্যেন বিবর্জ্যতে ॥ ৭ ॥

পৌর্ণমাসী । ততস্ততঃ ।

বৃন্দা । ততশ্চ তদ্বৃন্তে শারিকা মুখতঃ সখীসংসদি সঞ্চারিতে
পদ্যার্থত স্তুর্কিত রাধার্থ সিদ্ধিরপি পদ্মা ললিতাঃ কটাক্ষ
য়ন্তী হঠাদবাদীৎ ।

পরিকর সমৃদ্ধিভির্মহান্ বিহারো ভবিষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

প্রসাধিতা অলঙ্কতা সতী ॥ ৭ ॥

যথার্থত ইতি আহর গোৱীতীর্থ ইত্যস্মিন্ পদ্যে পদ্মাবলম্বিকরয়া প্রিয়য়া
ইত্যত্র পদ্মাঃ স্বসখীঃ অবলম্বতে কেরো যত্রা তুয়া প্রিয়য়া চন্দ্রাবল্যা ইতি

ইচ্ছা করিয়াছি ।

পৌর্ণমাসী । উপযুক্ত আদেশ করিয়াছেন যেহেতু আজ
সৌভাগ্য পূর্ণিমা ॥ ৬ ॥

শ্রাবণী পূর্ণিমার দিনে যে কান্তা কান্তের সহিত অদ্বুত
কুসুম দ্বারা অলঙ্কতা হয়, তাহার সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইয়া
থাকে ॥ ৭ ॥

পৌর্ণমাসী । তাহার পর, তাহার পর ?

বৃন্দা । তাহার পর শারীর মুখ হইতে গোৱীতীর্থ এই
শ্লোকার্থ সখীসভায় উপস্থিত হইলে, পদ্মা শ্রীরাধা
অভীষ্ট সিদ্ধি বিবেচনা করিয়া হঠাৎ ললিতার প্রতি

উৎফুল্ল মূর্তেঃ সমমূলসন্ত্যাশ্চন্দ্রাবলে চন্দ্রকমণ্ডলেন ।

ব্রাস্তান্তি সৌভাগ্য ভর প্রভাতিগর্বাক্ষ গোপীবদনাম্বুজানি
॥ ৮ ॥

পৌর্ণমাসী । বিহস্ত । ততস্ততঃ ।

ততশ্চ স্মেরয়া দৃষ্টিমুদ্রৈব ত্বামধীরামবধারণন্তী ললিতা
ময়া সহ রাধামুপসাদ্য কল্যে প্রস্থানায় তামতি সন্ত্রমং
লন্তয়ামাস ॥ ৯ ॥

পশ্য বৃত্তেপ্যদ্য যামে সেয়ং না জগাম ।

প্রবিশ্য ললিতা । সহি বৃন্দে জুতং গক্সাইদং পউনাএ ।

কলিতান্তর্থস্ত করিষ্যমাণত্বাং চন্দ্রাবল্যাঃ চন্দ্রকমণ্ডলেন কৃষ্ণেন সমং উল্ল-
সন্ত্যাঃ ॥ ৮ ॥

অবধারণন্তী অবজানন্তী কল্যে প্রাতঃ অতিসংভ্রমং অতিত্বরাং ॥ ৯ ॥

বৃন্দে যুক্তং গর্ভায়িতং পদ্ময়া ইদানীং জ্ঞাতং । তত্র প্রস্থানে কুতো

কটাক্ষপাত পূর্বক বলিয়াছিল আজ জ্যোৎস্না মণ্ডলে
উল্লসিত উৎফুল্ল মূর্তি চন্দ্রাবলীর স্তশোভন প্রভা দ্বারা
গর্বাক্ষ গোপিকাগণের মুখপদ্ম মলিন করিব ॥ ৮ ॥

পৌর্ণমাসী । (হাস্য করিয়া) তাহার পর, তাহার পর ॥

হন্দা । তাহার পর ঈষৎ হাস্য দৃষ্টি মুদ্রা দ্বারা পদ্মাকে
অধৈর্য্য অবধারণ করিয়া ললিতা আমার সহিত শ্রীরাধার
নিকট উপস্থিত হওত প্রাতঃকালে গমন জন্ত তাঁহাকে
সন্ত্রমাসিত করিল ॥ ৯ ॥

দেখুন আজ এক প্রহর হইল তথাপি ললিতা আসিলনা ।
লিতা । (প্রবেশ করিয়া) সখি বৃন্দে ! এক্ষণে জানিতে

দাগিং জাগিদং তথ পথাগে কুদো অক্ষাগং জেজাগ্গদা ।
পোর্গমাসী । পুজি কথমেবং ।

ললিতা । ভাবদি তুক্ষ পুরদো অক্ষাগং তিণা দোহগ্গ
সল্লেগ কিং উদ্বাড্দিদেগ ॥

পোর্গমাসী । বৎসে শুভ্রমু রস্মি বর্ণ্যতাং ॥

ললিতা । সাত্তং । অজে গোরপট্ট স্ত্তেগ গঠিদা একা

হস্তাকং বোগ্যতা । ভগবতি তব পুরতোহস্তাকং তেন দৌর্ভাগ্য শৈলোম কিং
উদ্বাটিতেন । সন্নং শেলমিতি প্রসিদ্ধমন্ত্রং । আর্যো গৌরপট্টস্ত্তেগ প্রথিতা
একা দিব্যমালা প্রিয়মথ্যা কৃষ্ণায় দত্তা ইতি দ্বাদশাং পবিদ্রা ধারণোৎসবে
ইতি জ্ঞেয়ং । সা অস্মাভিঃ পদ্মা ধম্মিলে তৎকালমেব তস্মিন্ দিনে এব দৃষ্টা ।
ইদমত্র তত্ত্বং দ্বাদশামেব পদ্মাধম্মিলে মালা দৃষ্টা কিঙ্করাধিকা দত্ত কৃষ্ণমালা
ইয়ং ইতি বিশেষ জ্ঞানং নাসীৎ পোর্গমাস্তাঃ প্রাতস্ত্ত তাসাং গৰ্ব্বহেতু জ্ঞানার্থং
বগাদৃষ্ট ভান্নালা শিল্প কৌশলং পৃষ্টয়া রাধয়া প্রোক্তং মমৈব দত্তা সা কৃষ্ণায়ৈতি

পারিলাম, পদ্মার গৰ্ব্ব উপযুক্ত বটে, সেখানে আমাদের
যাইবার শক্তি কোথায় ? ॥

পোর্গমাসী । পুজি ! এ প্রকার কেন ? ॥

ললিতা । ভগবতি ! আপনার অগ্রে আমাদের সে দৌর্ভাগ্য
শৈল্য উদ্বাটনের প্রয়োজন নাই ।

পোর্গমাসী । বাছা ! শুনিতে অভিলাষ করি বর্ণন কর ।

ললিতা । (অশ্রুমোচন করিতে করিতে) আর্যো ! প্রিয়-
সখী রাধা গৌরবর্ণ পট্টসূত্রে এক গাছি মালা নিশ্চয়
করিয়া যে দিন ত্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিয়াছিলেন সেই

দিবস মালা পিঅসহীএ কহুন্স দিগ্না অক্ষোহিঃ পউনিআ
যন্মিলে তকালং জ্জেক্স দিট্ঠা ॥ ১০ ॥

গৌর্ণমাসী । স্থানে মানিরিয়ং বাচমসাম্প্রতমেতদেগাবিন্দন্ত ॥
বৃন্দা । শান্তমমঙ্গলং ।

গৌর্ণমাসী । বৃন্দে কথ্যতাং কিং নায়েদং ॥

বৃন্দা । বর্ণিতং মে মনুষ্য বাক্যয়া তয়া ককুখটিকয়া কদম্ব
শাখায়াং মালামালম্ব্য কালিন্দী মবগাটে বনমালিনি
সংপ্রবৃত্তেচ কেতকী পরাগ চক্রচণ্ডে মরুন্মণ্ডলে পদ্মা

ব্রহ্মা ললিতা খেদযুক্তভূমিতি । অতএবেদানীং জানীদমিত্যুক্তং তেন পূর্বেহ্য
স্তত্র গমনাধ্যবসায় আসীৎ ॥ ১০ ॥

স্থানে যুক্তা মানি রিত্যর্থঃ । যুক্তা য়ে সাম্প্রতং স্থানে ইত্যমরঃ ।
বাচমসাম্প্রতং অতিশয়েন অযোগ্যমেতৎ অত্যুচ্চিতং কৃষ্ণনেত্যর্থঃ । শান্ত
মঙ্গলং নাস্ত্যমঙ্গলমিত্যর্থঃ ।

দিনই আমরা ঐ মালা গাছটী পদ্মার কেশবন্ধনে দেখি-
য়াছি ॥ ১০ ॥

গৌর্ণমাসী । হাঁ এটী তোমাদের দুঃখের কারণ বটে, বাহা
হউক, গোবিন্দের এ কার্য অতিশয় অসঙ্গত ॥

বৃন্দা । অমঙ্গল শাস্তি হউক ।

গৌর্ণমাসী । বৃন্দে ! বল দেখি এ আবার কি ? ॥

বৃন্দা । বানরী আমার নিকট মনুষ্যের কথায় বলিয়াছিল,
বনমালী কদম্বশাখায় মালাগাছটী রাখিয়া যমুনায অব-
গাহন করিতে নাগিলে, সেই সময় প্রবল বায়ু প্রবাহিত
হওয়ায় কেতকী পুষ্পের পরাগ সকল উড়ডীন হইয়াছিল,

কিলেমাং জহার । মারুতস্ত মুখা কলঙ্কং জগামেতি ॥
 ললিতা । ধৃত্তে মুখং নং বঞ্চগং ।
 বৃন্দা । পুষ্পমঞ্জরীভ্যঃ শপে ॥
 ললিতা । বিশ্বভ্য হলা সচ্চং সচ্চং জং অন্ধ পুরদো অশ্লগো
 মোহগং বিক্খাবেস্তী পটুমিয়া মালাং বিবরেদি কহু
 মিত্রাণং অগ্গদো উণ নং সম্বরেদি ॥
 পৌর্ণমাসী । পুত্তি ললিতে স্ফুটমত্র পূর্ণিমায়াং যুত্মাকমনুদ্য

ললি । মুক্কেনং বঞ্চনং সখি সত্যং সত্যং যদস্মৎ পুরতঃ আত্মনঃ সৌভাগ্যং
 বিখ্যাপয়ন্তী পদ্মা মালাং বিবরণোতি । কৃষ্ণ মিত্রাণামত্রতঃ পুনঃ এণাং
 সংবরণোতি ইতি তদানীং কৃষ্ণ সঙ্গ স্থিতত্বেন তৈর্মারুতেনৈব বাহিত্তা
 মালেতি জ্ঞাতত্বাৎ ॥ ১১ ॥

পদ্মা তখনি মালাগাছটী হরণ করিয়া লয়, কিন্তু পবনকেই
 মিথ্যা কলঙ্ক লাভ করিতে হইল ॥
 ললিতা । ধৃত্তে ! এ বঞ্চনা পরিত্যাগ কর ॥
 বৃন্দা । আমি পুষ্পমঞ্জরীর শপথ করিতেছি, এ কথা মিথ্যা
 নয় ।
 ললিতা । (বিশ্বাস করিয়া) সখি । সত্য বটে, সত্য বটে,
 বেহেতু পদ্মা আমাদের অগ্রে আপনার সৌভাগ্য ব্যক্ত
 করত মালা দেখাইয়াছিল কিন্তু কৃষ্ণবক্সুগণের সমীপে
 ঐ মালা গোপন করে, প্রকাশ করে নাই ॥
 পৌর্ণমাসী । পুত্তি ললিতে ! আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারি-
 লাম, এই সৌভাগ্য পূর্ণিমায় তোমাদের অনুদ্যম নিমিত্ত

মায় পদ্মায় তাং ছন্দ চাতুরীং প্রসার্য গোঁরীতীর্থে চন্দ্রা
বলী লম্বিতা ।

বৃন্দা । যুক্তমাহ ভগবতী তদদ্য গোঁরীতীর্থে রাধিকোপনীতিঃ
কল্যাণী ন মে প্রতিভাতি ॥ ১১ ॥

প্রবিশ্য বিশাখা । বৃন্দে কল্যাণী পতিভাদি ত্তি ভগাহি ।

বৃন্দা । কথমেবং ।

বিশাখা । গোউলেসরী মুহাদো অজ্ঞ নোঅগ্গ পুণ্ণিমং
আকল্লিঅ করলাএ চন্দ্রাবলী অগ্নভতুণো মল্লস্স পাসে
পথাবীঅদি ॥

বিশা । কল্যাণী প্রতিভাতীতি ভগ গোঁকুলেশ্বরী মুখতোহদ্য সৌভাগ্য
পূর্ণিমাং শ্রদ্ধা করালয়া চন্দ্রাবলী আশ্র ভর্তৃশ্রুতগ পার্শে প্রস্থাপ্যতে ।

পদ্মা এই মিথ্যা চাতুরী উদ্ভাবন করিয়া গোঁরীতীর্থে
চন্দ্রাবলীকে লইয়া যাইবে ॥

বৃন্দা । ভগবতী উপযুক্ত কথাই বলিয়াছেন, তবে আজ
গোঁরীতীর্থে শ্রীরাধার উপস্থিতি শুভকরী নহে বোধ
হইতেছে ॥ ১১ ॥

বিশাখা । (প্রবেশ করিয়া) বৃন্দে । শুভকরী বোধ হই-
তেছে এই কথা বল ॥

বৃন্দা । কি প্রকারে ॥

বিশাখা । গোঁকুলেশ্বরীর মুখে আজ সৌভাগ্য পূর্ণিমা এই
কথা শ্রবণ করিয়া করলা চন্দ্রাবলীকে স্বীয় ভর্তা গোবর্দ্ধন
মল্লের নিকট প্রেরণ করিয়াছে ॥

ললিতা । সহর্ষঃ । বিসাহে অহিট্ঠদেও সরোজনাহো দে
পসীদতু তা তুবরীঅহু ॥ ১২ ॥

পৌর্ণমাসী । পুজি বৃন্দে কামপ্যাদ্যতনীয়ভিনয়ো দারুণাং
দুর্ন্যস্তিত মুদ্রাং রাধায়ামাবেদ্য ময়াপ্যস্তাঃ শঙ্কা পঙ্কাবলী
সংক্ষালনায় গৌরীতীর্থে ভবিতব্যং ।

বৃন্দা । ভগবতি পূর্বেণ গৌরীতীর্থং লবঙ্গ কুড়ঙ্গস্ত প্রাপ্তগে
বিশাখয়া রাধয়া সাক্ষিঃ সাধয়তু তত্র ভবতী তাবদাবাং
মাধব মাসাদয়াবঃ ।

পৌর্ণমাসী । বিশাখয়া সহ নিজ্জাক্তাঃ ॥

ললি । বিশাখে ইষ্টদেবঃ সরোজনাথস্তে প্রসীদতু তং ত্বর্যতাং ॥ ১২ ॥

আবেদ্য জাহ্নবা পূর্বেণ গৌরীতীর্থমিতি গৌরীতীর্থস্ত সমীপবর্তি পূর্ব
দেশে এণবতু তরসামদুরেহপঞ্চম্যা ইতি এণপ্ । কুরঙ্গস্ত কুঞ্জস্ত ।

ললিতা । (হর্ষের সহিত) বিশাখে । তোমার প্রতি অতীক
দেব সূর্য্য এসন্ন হউন, তবে আর বিলম্ব করিও না
ত্বরান্বিত হও ॥ ১২ ॥

পৌর্ণমাসী । পুজি বৃন্দে ! সম্প্রতি অভিমুখ্যর কোন দারুণ
দুর্ন্যস্ত্রণা শ্রীরাধাকে জানাইয়া আমি তাঁহার শঙ্কাপঙ্ক
প্রক্ষালন জন্য গৌরীতীর্থে গমন করিব ॥

বৃন্দা । ভগবতি ! আপনি পূর্বে বিশাখার সহিত শ্রীরাধাকে
লইয়া গৌরীতীর্থের সমীপবর্তি লবঙ্গ কুঞ্জে গমন করুন,
আমি ললিতার সহিত মাধবকে তথায় লইয়া যাইব ॥

পৌর্ণমাসী । বিশাখার সহিত গমন করিলেন ॥

ললিতা । বৃন্দয়া সহ পরিক্রম্য হল্য পেক্ষীঅতু ডাহিণে
এসা দূরদো সেব্বাএ সমং জল্পন্তী পটমা ।

বৃন্দা । সখি নাসঙ্গতং বাহরেদ্বিশাখা । ইত্যথোত্তো গত্যা
লবিমর্শং ॥ ১৩ ॥

সখি পরমোৎসুক্য সংভূর্তেন ভূরিণা সংভ্রমেণ সংভেদিতে
সত্যো রাধিকা বিজয়মনির্দ্ধার্য তুর্গমাবাং বিদূরমাগতে
তদত্র মানস গঙ্গাপারে পৌর্ণমাসীং ক্রণং প্রতিপালয়াক
ইতি নিজক্রান্তে ॥

ততঃ প্রবিশতঃ পদ্মা সৈবো ॥

ললি । সখি পশ্তু দক্ষিণে এসা দূরতঃ শৈব্যয়া সমং জল্পন্তী পদ্মা ॥ ১৩ ॥

সংভেদিতে সঙ্গমিতে আবাং ।

ললিতা । (বৃন্দার সহিত প্রত্যাভর্তন পূর্বক) দক্ষিণ দিকে
অদূরে শৈব্যার সহিত কথা কহিতে কহিতে পদ্মা
আসিতেছে ॥

বৃন্দা । সখি ! বিশাখা অসঙ্গত বাক্য বলে না । (এই বলিয়া
অগ্রে গমন পূর্বক পরামর্শের সহিত) ॥ ১৩ ॥

সখি ! আমরা পরম উৎসুক্য সম্ভূত গুরুতর সম্বন্ধে
মিলিত হইয়া শ্রীরাধার গমন অবধারণ না করিয়াই দূরে শীত্র
আসিয়াছি অতএব এই মানসগঙ্গা পারে গিয়া পৌর্ণমাসীর
নিমিত্ত ক্রণকাল প্রতীক্ষা করিব । (এই বলিয়া দুই জনে
গমন করিলেন) ॥

(অনন্তর পদ্মা ও শৈব্যার প্রবেশ)

পদ্মা । সখি সবেব মা কখু দুস্মণাহো হি ।

শৈব্যা । পউমে পরমাহিট্ঠস্ অলাহেণ সলাহবং চিত্তং
সমাধাতুং ন কথমস্মি ।

নেপথ্যে ॥

পউমে চন্দাঅলীআ নিজ্জউ গোঅড্ঢণস্ পাসন্নি ঝত্তি
নিবট্ঠই বচ্ছা জহ কুস্মমেহিং স্নেপথা ॥ ১৪ ॥

শৈব্যা । পউমে স্নদং জং অজ্জিআ করালা তং জ্জেক্ব জল্প
গরলং পুণো উগ্গিরদি ।

পদ্মা । সখি শৈব্যো মা থলু দুস্মণা ভব ।

শৈব্যা । পদ্মে পরমভীষ্টালাভেন সলাহবং চিত্তং সমাধাতুং ন কথমস্মি ।

পদ্মে চন্দ্রাবলী নীয়তাং গোবর্দ্ধনস্ত পার্শ্বে ঝট্টিতি নিবর্ততে বৎসা যথা
কুস্মমেঃ স্নেপথ্যা নিবর্ততে নিম্পরা ত্যাং ॥ ১৪ ॥

শৈব্যা । ঋতং যং আৰ্য্যা করালা তমেব জল্প গরলং পুনরুদ্ গিরতি ।

পদ্মা । সখি শৈব্যো ! দুস্মণা হইও না ।

শৈব্যা । সখি পদ্মে ! পরম অভিষ্টের অলাভ হেতু লঘু
চিত্ত সমাধান করিতে সক্ষম হইতেছি না ॥

(বেশ গৃহে)

পদ্মে ! শীঘ্র চন্দ্রাবলীকে গোবর্দ্ধনের পার্শ্বে লইয়া যাও,
বৎসার যথাযোগ্য কুসুম দ্বারা অলঙ্করণ সমাধা হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

শৈব্যা । পদ্মে ! শুনিলা ত, আৰ্য্যা করালা সেই বাক্যময়
বিষ পুনরায় উদগীরণ করিতেছেন ॥

পদ্মা । হলা অমিঅং ক্খুএদং জং পিবিঅ উবলক বলঙ্গি
জাদা ॥

শৈব্যা । সবৈলক্ষ্যং । হলা কথম্বিঅ ।

পদ্মা । মুদ্ধিএ গোঅডঢণস্ স গিরিণো পাসে জ্জেক্ব তং
গৌরীতীর্থং ॥ ১৫ ॥

শৈব্যা । সহর্বং । হলা সঅলথ পণ্ডিদাসি তা উথেহিং
চন্দ্রাবলীঅং তথ গেক্সা ॥

পদ্মা । পঢমং জ্জেক্ব চন্দ্রাবলী মএ চালিদা তা তুবরেহি গং
অণুসরঙ্গা । ইতু্যভে পরিজ্ঞামতঃ ।

পদ্মা । সখি অমৃতং ধন্নিদং যং পীত্বা উপলব্ধবানস্মি জাতা ।

শৈব্যা । সখি কথমিব । পদ্মা । মুদ্ধে গোবর্দ্ধনগিরেঃ পার্শ্বে এব গৌরী
তীর্থং ॥ ১৫ ॥

শৈব্যা । সকলার্থ পণ্ডিতাসি তহুথেহি উত্তিষ্ঠ চন্দ্রাবলীং তত্র ময়াবঃ ।

পদ্মা । প্রথমমেব ময়া চন্দ্রাবলী চালিতা । তত্বরম্ এনামমুসরাবঃ ।

পদ্মা । সখি । এ গরল নয়, নিশ্চয় অমৃত, ইহা পান করিয়া
আমি অতিশয় বলিষ্ঠা হইলাম ॥

শৈব্যা । (বিস্ময়ের সহিত) সখি । কি প্রকার ? ।

পদ্মা । মুদ্ধে ! গোবর্দ্ধন গিরির পার্শ্বেই সেই গৌরীতীর্থ ॥ ১৫

শৈব্যা । (হর্ষের সহিত) সখি । তুমি সকল বিষয়েই পণ্ডিত
তবে উঠ চন্দ্রাবলীকে তথায় লইয়া যাই ॥

পদ্মা । আমি আগেই চন্দ্রাবলীকে প্রেরণ করিয়াছি, শীঘ্র
চল উহঁার অনুগমন করি (এই বলিয়া উভয়ে প্রত্যাবর্তন
করিলেন) ।

শৈব্যা । পউমে গৌরী কিদে জো কখু সম্পাদিদো সো কহিং
উবহারো ।

পদ্মা । মছ মঙ্গল হস্তে সমপ্নিদোখি ॥

শৈব্যা । পউমে বিবকখ উলস্ স উকরিসং তকিঅ উত্তম্মামি ।

পদ্মা । মা কখু উত্তম্ম জং তাএ মালাএ দংসিদাএ নিরজ্জাব
সাও কিদো মএ বিবকখ পক্খো ॥

শৈব্যা । সহর্ষং পদ্মামালিঙ্গতি ॥ ১৬ ॥

পদ্মা । সোহাগ্গ পূর্ণিমাহে গৌরীতীর্থকি ফুল্লিদে মুহুণা ।

শৈব্যা । পদ্যো গৌরীকতে যঃ খলু সম্পাদিতঃ স খলু উপহারঃ ।

পদ্মা । মধুমঙ্গল হস্তে সমর্পিতোহস্তি ।

শৈব্যা । বিপক্ষ কুলস্ত উৎকর্ষঃ তর্কয়িত্বা উত্তম্মামি ।

পদ্মা । মা খলু উত্তমাস্ত ! যত্তয়া মালায়া দর্শিতয়া নিরণ্যবসায়ঃ কৃতো ময়া
বিপক্ষ পক্ষঃ ॥ ১৬ ॥

পদ্মা । সৌভাগ্য পূর্ণিমাহে গৌরীতীর্থে ফুল্লিতে মধুনা । অন্য রমমাণাঃ

শৈব্যা । পদ্যে ! গৌরীর নিগিত্ত যে সকল উপহার সম্পা-
দন করা হইয়াছে, সে সমুদায় এখন কোথায় ? ॥

পদ্মা । মধুমঙ্গলের হস্তে সমর্পণ করিয়াছি ॥

শৈব্যা । পদ্যে ! আমি বিপক্ষ কুলের উৎকর্ষ বিবেচনা করিয়া
উৎকর্ষিত হইতেছি ॥

পদ্মা । উৎকর্ষিত হইও না, যেহেতু সেই মালা দেখাইয়া
বিপক্ষ পক্ষকে নিরুৎসব করিয়াছি ॥

শৈব্যা । (সহর্ষে) পদ্মাকে আলিঙ্গন করিলেন ॥ ১৬ ॥

পদ্মা । আজ সৌভাগ্য পূর্ণিমার দিন বসন্তকালে গৌরীতীর্থে

অজ্ঞ রমন্তীং হরিণা স্নহেণ চন্দ্রাবলীং পেক্ষ ॥

নেপথ্যে ॥

সোহাগ্গ পূর্ণিমাহে ইত্যাদি পঠ্যতে ॥ ১৭ ॥

শৈব্যা । সাদুতং বিলোকা । হলা ইমাএ মুহং বন্ধী কছুঅ
বীহচ্ছস্নসরেণ পচন্তীএ কক্খডিআএ অস্মো উবহাসি
জজ্জা ॥ ১৮ ॥

পদ্মা । সস্মিতং । ছুট্ঠে মক্খডি তুণং দে ডহিস্সং ॥

নেপথ্যে ॥

হরিণা স্নহেন চন্দ্রাবলীং পশু ॥ ১৭ ॥

শৈব্যা । সখি এতয়া মুখং বক্রীকৃত্য বিভৎস স্বরেণ পঠন্ত্যা কক্খটিকয়া বয়
মুগহস্মামহে ॥ ১৮ ॥

পদ্মা । ছুটে মক্খটি তুণং তে ধক্ষ্যামি ।

কুসুম সকল বিকসিত হইয়াছে অতএব আজ হরির
সহিত স্নখে ক্রীড়মানা চন্দ্রাবলীকে দেখিতে পাইব ॥

(বেশ গৃহে)

সৌভাগ্যপূর্ণিমার দিবসে এই পাঠ হইতে লাগিল ॥ ১৭ ॥

শৈব্যা । (আশ্চর্যের সহিত অবলোকন করিয়া) সখি !
এই বানরী মুখ বিকৃত করিয়া ঘৃণিত স্বরে আমাদিগকে
উপহাস করিল ॥ ১৮ ॥

পদ্মা । (ঈষৎ হাস্যের সহিত) ছুফে ! তোর বানরমুখ
পোড়াইয়া দিচ্ছি ॥

(বেশ গৃহে)

পউমিএ চিট্ঠ চিট্ঠ স্থলং তুজ্বা ঘরং গহুঅ লবনীআইঃ
গিলিস্‌সং ॥

শৈব্য। হলা সচ্চং গিলিস্‌সদি জং এসা তং জ্জেকব পটন্তী
ধাইদা ॥

পদ্মা। মা চিন্তেহি ঘরে অজ্জিআ করালা চিট্ঠদি ইতি
পরিক্রম্য সংস্কৃতেন ॥ ১৯ ॥

পশ্য পশ্য। মাচীকৃতাক্ষমিহ সব্য করেণ যষ্টিং

বিষ্টভ্য বৃত্তসরলামুপকক্ষ কূপং ।

তিষ্ঠন্নধো বিটপিনঃ পশুবৃন্দচারী

পদ্মে তিষ্ঠ তিষ্ঠ শূন্যং তব গৃহং গহ্বা নবনীতানি গিলিষ্যামি ।

শৈব্য। সখি সত্যং গিলিষ্যতি যং এসা তদেব পটন্তী ধাবিতা ।

পদ্মা। মা চিন্তয় গৃহে আৰ্য্যা করালা তিষ্ঠতি ॥ ১৯ ॥

বৃত্তসরলাং যষ্টি উপকক্ষ কূপং কক্ষ কূপস্ত সমীপে বিষ্টভ্য আলম্ব্য মাচী
কৃতাক্ষং বখাত্তাত্তা তিষ্ঠন্ ।

পদ্মে! থাক থাক, এখনি তোমার শূন্য গৃহে গিয়া
নবনীত সকল গ্রাস করিব ॥

শৈব্য। সখি! সতাই গিলিবে, যে হেতু ঐ কথা বলিতে
বলিতে বানরী দৌড়িয়া যাইতেছে ॥

পদ্মা। চিন্তা করিও না গৃহে আৰ্য্যা করালা অবস্থিতি করি-
তেছেন । (এই বলিয়া প্রত্যাবর্তন পূর্বক সংস্কৃত
ভাষায়) ॥ ১৯ ॥

দেখ দেখ, বায়হস্তে যষ্টি গ্রহণ পূর্বক কক্ষের সমীপে
অবলম্বন রূপে স্থাপন করিয়া গোচারণকারী স্থল-বৃন্দ মূলে

রীতীতি গীতিমধুনা অবল স্তনোতি ॥

শৈব্য। পরিক্রম্য ॥

হলা পূৰ্বেণ সঙ্করিসণ কুণ্ডং চন্দ্রাবলী দীপই ॥ ২০ ॥

পদ্মা। সহর্ষং সংস্কৃতেন ।

অয়ং পুরঃ স্মের মুখারবিন্দঃ প্রয়াগ লীলাকৃত কুস্তিনিন্দঃ ।

কলেবরদোতি হতাক্ষিতস্ত্রচন্দ্রাবলীং বিন্দতি কৃষ্ণচন্দ্রঃ ॥

ততঃ প্রবিশতি কৃষ্ণচন্দ্রাবলী চ ॥

কৃষ্ণঃ। বত্সাবরুদ্ধা প্রিয়ে দিক্ষ্যাদ্য সৌন্দর্য্যমকরন্দ ভূঙ্গারা
য়িতাসি মমাক্ষিভূঙ্গয়োঃ ॥

শৈব্য। সখি পূৰ্বেণ সঙ্কৰ্ষণ কুণ্ডং চন্দ্রাবলী দৃশ্যতে ॥ ২০ ॥

কুস্তী গজঃ। ভূঙ্গার পাণপাত্র ব্যবহারী ।

অবস্থিতি করত রী রী রবে গান করিতেছে ॥

শৈব্য। (প্রত্যাবর্তন পূর্বক) সখি ! অগ্রে সঙ্কৰ্ষণ কুণ্ডে
চন্দ্রাবলীকে দেখিতেছি ॥ ২০ ॥

পদ্মা। (সহর্ষে সংস্কৃত ভাষায়) যিনি হাস্ত বদন, গমন
দ্বারা গজেন্দ্রকে নিন্দা করিতেছেন, যাঁহার অঙ্গকান্তি
দ্বারা চক্ষুর তন্ত্রা সকল বিনষ্ট হইতেছে, সেই এই
কৃষ্ণচন্দ্র চন্দ্রাবলীকে লাভ করিলেন ॥

(অনন্তর কৃষ্ণ ও চন্দ্রাবলীর প্রবেশ)

কৃষ্ণ। (পথ অবরোধ করিয়া) প্রিয়ে ! বড সৌভাগ্যের
বিষয়, আজ তুমি আমার নেত্র ভূঙ্গ স্বয়ের সৌন্দর্য্য
মকরন্দের পানিপাত্র বিশেষ হইয়াছ ॥

চন্দ্রা । মুঞ্চ মুঞ্চ মগ্গং জং গৌরীতীর্থং গচ্ছ অ কচ্চা অগিঅং
অচ্চিসং ॥ ২১ ॥

কৃষ্ণঃ । সন্নিতং ।

লব্ধং মামবলোক্য তন্নি পুরতো রোমালিরড্যানতা
নেত্রে পাদ্য বিধিং ক্ষরজ্জল ভরে প্রীত্যাৰ্পয়াক্রতুঃ ।
বক্ষশ্চ স্থলছত্তরীয় মদিশাদিব্যাসনং সংভ্রমাদ্
বামায়াস্তব দক্ষিণঃ পরিকরো দিষ্ট্যাদ্য বৃত্তো ময়ি ॥
সখ্যো । উপস্থত্য । সহি সন্তি ভূরিণো মগ্গা তা একস্মিং

চন্দ্রা । মুঞ্চ মগ্গং গৌরীতীর্থং গচ্ছ কাত্যায়নীং অর্চয়িষ্যামি ।

সখি সন্তি ভূরিণি মার্গাঃ তদেকস্মিন্ রুদ্ধে নিকট্য ন ভবামঃ ॥

চন্দ্রাবলী । পথ ছাড় পথ ছাড়, আমি গৌরীতীর্থে গমন
করিয়া কাত্যায়নীর অর্চনা করিব ॥ ২১ ॥

কৃষ্ণ । (ঈষৎ হাস্যের সহিত) হে কৃশাগ্নি ! অগ্রে আমাকে
অবলোকন করিয়া তোমার লোমাবলি সকল অভ্যুত্থান
করিতেছে, তোমার নেত্র দ্বয় আনন্দসহকারে ক্ষরিত
জলধারায় আমাকে পাদ্য দিতেছে এবং তোমার বক্ষঃ-
স্থল সম্ভ্রম বশতঃ স্থলিত উত্তরীয় দ্বারা আমাকে দিব্যা-
সন প্রদান করিতেছে, অতএব হে প্রিয়ে ! তুমি বামা
হইলেও তোমার পরিকর সকল আমার প্রতি দক্ষিণ
ভাব বিধান করিতেছে ॥

সখী দ্বয় অর্থাৎ পদ্মা ও শৈব্যা । (উপস্থিত হইয়া) সখি ।
অনেক পথ আছে, এক পথ রুদ্ধ হইলে আমরা রুদ্ধ হইব

নিরুদ্ধে নিরুদ্ধা ৭ হোচ্চ ॥

চন্দ্রা । সাচি গ্রীষ্মবলোক্য । হলা দিট্ঠিআ তুন্নেহিং সহি
দক্ষি সম্বুত্তা ॥

কৃষ্ণঃ । স্বগতং । কথমদ্য রাধামভিসিসারয়িষো ম'মান্তিকে
চন্দ্রাবলিরূপস্থিতা ॥

পদ্মা । জনান্তিকং । চন্দ্রমুহ পউমাবলম্বি করাএ ত্তি তুজ্জ্বা
নগোরথং স্থণিঅ চ্ছলেন মএ চন্দ্রাঅলী লন্তিতা ॥ ২২ ॥

কৃষ্ণঃ । স্বগতং । আং জাতং পদ্মমণ্ডলমভিলম্ব্যতা ময়ৈব
দত্তান্তরাসি কিস্তে দুষণং । প্রকাশং । সখি প্রসিদ্ধৈব

সখি দিট্ঠা বুদ্ধ্যভিঃ সহিতাম্মি সংবুত্তা । অভিসিসারয়িষো শ্রুত্বা চ্ছলেন
ময়া চন্দ্রাবলী লন্তিতা ॥ ২২ ॥

কেন ? ॥

চন্দ্রাবলী । (বাম দিকে গ্রীবা করিয়া অবলোকন পূর্বক)
সখি । বড় সৌভাগ্যের বিষয়, তোমাদের সহিত মিলিত
হইলাম ॥

কৃষ্ণ । (মনে মনে) আমি আজ শ্রীরাধার অভিসার করাইতে
অভিলাষী ছিলাম, চন্দ্রাবলী আসিয়া উপস্থিত হইল
কেন ? ॥

পদ্মা । (হস্তাবরণ দিয়া) চন্দ্রবদন ! “পদ্মাবলম্বি করয়া”
এই বাক্যে তোমার মনোরথ শুনিতে পাইয়া, ছলে আমি
চন্দ্রাবলীকে আনয়ন করিয়াছি ॥ ২২ ॥

কৃষ্ণ । (মনে মনে) আমি পদ্ম অভিলাষ করিয়াই তোমাকে
অবকাশ দিয়াছি. তোমার দোষ কি ! (এই বলিয়া প্রকাশ

পদ্মায়া পদ্মনাভ পক্ষপাতিতা ॥

পদ্মা । অদো তুরিঅং গোৱীতীখং লস্তুহি চন্দ্রাবলিঅং ॥

কৃষ্ণঃ । স্বগতং । চন্দ্রাবলেরাগতিরেব রাধোদয়ম্ প্রতিবন্ধিনী
রক্তা তদেনামেব নিব্যলীকভাবাং তাবৎ মোদয়ন্ স্বং
মনো বিনোদয়ামি । প্রকাশঃ ।

ধৃত পদ্মোৎসব সম্ভৃতি রলক্ক দোষোদয়া সদা স্ফুরতী ।

সখি কৃষ্ণপক্ষ পূর্ণা চন্দ্রাবলিরত্নুতা হুমসি ।

ইত্যগ্রে পরিক্রম্য কুরঙ্গাঙ্গি পশ্য কাননশ্চ কমনীয়তাং ।

পদ্মা অতস্বরিতং গোৱীতীর্থে লস্তুয় চন্দ্রাবলীং । ধৃত পদ্মায়াঃ পদ্মনাভ
উৎসব সম্ভৃতিয়া ন লক্কো দোষাণাং দোষায়াং রাত্তৌচ উদয়ো যত্নাঃ । কৃষ্ণ
মম পক্ষেচ পূর্ণা ।

পূর্বক) সখি ! পদ্মার ত কৃষ্ণের প্রতি পক্ষপাতিতা
প্রসিদ্ধই আছে ॥

পদ্মা । অতএব শীঘ্র গোৱীতীর্থে চন্দ্রাবলীকে লইয়া চল ॥

কৃষ্ণ । (মনে মনে) চন্দ্রাবলীর আগমনই ক্রীরাধার উদ্যমের
প্রতিবন্ধ হইল, অতএব অক্ষপট ভাব চন্দ্রাবলীকে হর্ষিত
করিয়া স্বীয় মনোরথকে আনন্দিত করিব । (এই বলিয়া
প্রকাশ পূর্বক) হে সখি ! তুমি পদ্মার উৎসব সকল
ধারণ পূর্বক দোষ রাশি শূন্য হইয়া আমি যে কৃষ্ণ
আমার পক্ষে সর্বদা পূর্ণভাবে স্ফূর্তি পাইতেছ অতএব
তুমি অধুত চন্দ্রাবলী । (এই বলিয়া অগ্রে প্রত্যাবর্তন
পূর্বক) হে কুরঙ্গময়নে ! কাননের কমনীয়তা অব-
লোকন কর ।

পদ্মা । হলা এসো পুরদো সুরঙ্গনাগা কহুঙ্গ কুরঙ্গো জঙ্গ
ঘরিণী সা কিদখি রঙ্গিণী গাম কুরঙ্গী ।

কৃষ্ণঃ । সচকিতং নেপথ্যে কর্ণং দৃষ্ট্বা স্বগতং । নূনমাগতা
রাধা যদয়ং রঙ্গিণী কণ্ঠধ্বনিদরৌদধতি ।

পদ্মা । কথং এসো সুরঙ্গো দক্খিণাংহি মুহং ধাইদো ।

কৃষ্ণঃ । পুনরাভ্যুগতং নিষ্কঙ্কিতমেব রঙ্গিণী কণ্ঠ শব্দেনায়মা
কৃষ্ণঃ সুরঙ্গো গোঁরীতীর্থং জগাম তদস্ত্যামেব সঙ্কর্ষণ তীর্থ
বনলেখায়াং বিলম্বমানঃ ক্ষণমুদর্কং তর্কয়ামি ॥ ২৩ ॥

পদ্মা । এবঃ পুরতঃ সুরঙ্গ নামা কৃষ্ণস্ত কুরঙ্গঃ । যত গৃহিণী ঘরিণী সা কৃতান্তি
রঙ্গিণী নামা কুরঙ্গী ।

পদ্মা । কথং এব দক্ষিণাভিমুখং ধাবিতঃ । উদর্কং উত্তরকালং ॥ ২৩ ॥

পদ্মা । মথি ! অগ্রে দেখ কৃষ্ণের সুরঙ্গ নামা কুরঙ্গ রঙ্গিণী
নান্নী কুরঙ্গীকে আপনার সহধর্মিণী করিয়াছে ॥

কৃষ্ণ । (সচকিতে বেশ গৃহের প্রতি কর্ণ প্রদান পূর্বক মনে
মনে) নিশ্চয় শ্রীরাধা আগমন করিয়াছেন যে হেতু রঙ্গি-
ণীর কণ্ঠ ধ্বনি শুনিতেছি ॥

পদ্মা । এই সুরঙ্গ নামা কুরঙ্গ দক্ষিণ দিকে ধাবমান হইতেছে
কেন ? ॥

কৃষ্ণ । (পুনরায় মনে মনে) নিশ্চয় রঙ্গিণীর কণ্ঠ শব্দে
আকৃষ্ট হইয়া সুরঙ্গ গোঁরীতীর্থে গমন করিয়াছে, তবে
এই সঙ্কর্ষণ তীর্থের বন ভূমিতে ক্ষণকাল বিলম্ব করিয়া
উত্তর কল বিবেচনা করি ॥ ২৩ ॥

পদ্মা । গঅ পউমিণী সহস্ সং অহমহ গ রসতু রঙ্গ বিখারি ।

পেক্খ গোউলং বিঅ পুরো সরোঅরং রেহই প্কারং ॥ ২৪ ॥
কৃষ্ণঃ । প্রিয়ে পশ্য পশ্য ।

মিত্রে বিচিত্রমনুরাগভরং বহন্তী

সংবর্দ্ধিতালি নিকরা স্বরসোদয়েন ।

সং কর্ণিকোজ্জ্বল রুচিভুবনে সমস্তা

লক্ষ্মীং তনোতি ভবতীব সরোজিনীয়ং ॥ ২৫ ॥

পদ্মা । নব পদ্মিনী সহস্রং অঘমথন রসোত্তরঙ্গ বিস্তারি । পশ্য গোকুলমিব
পুরঃ সরোবরং রাজতে ক্ষারং । পদ্মিন্যাঃ কমলানি স্ত্রিয়শ্চ রসো জলং
শৃঙ্গারাদি রমাশ্চ ॥ ২৪ ॥

মিত্রে সূর্যো ময়িচ স্বস্ত রমস্ত মকরন্দস্ত শৃঙ্গার রসস্ত উদয়ো যেন সম্বর্দ্ধি-
তোহলিনিকরো ভ্রমর সমূহঃ । অলিনিকরঃ সখি সমুহশ্চ যয়া । সং কর্ণি-
কাভিঃ পক্ষে সুন্দর কর্ণালঙ্কারৈঃ উজ্জ্বলা রুচি যত্নাঃ ভুবনে জনে লোকেচ
লক্ষ্মীং শোভাং ॥ ২৫ ॥

পদ্মা । দেখ, অঘমথনের রস তরঙ্গ বিস্তারকারি নব পদ্মিনী
সহস্রযুক্ত গোকুলের ন্যায় অগ্রে বিশাল সরোবর শোভা
পাইতেছে ॥ ২৪ ॥

কৃষ্ণ । প্রিয়ে ! দেখ দেখ, এই সরোজিনী মিত্রে (সূর্য্যে)
বিচিত্রানুরাগ বহন পূর্ব্বক স্বীয় মকরন্দের উদয় বশত
অলিগণকে সম্বর্দ্ধিত করত উৎকৃষ্ট কর্ণিকায় উজ্জ্বল রুচি
শালিনী হইয়া সর্ব্বতোভাবে তোমার ন্যায় জল মধ্যে
শোভা বিস্তার করিতেছে ॥ ২৫ ॥

শৈব্যা । ৭ং মনোহরং পউমিণীং কীস কলাগিহী মলানং
করেদি ॥

পদ্মা । চন্দ্রামুপদিশ্য সাকুতং ॥ ২৬ ॥

সূরাধুরত হিঅত্র ইঅং পউমিণী পসারিদামোঅা ।

ইধ ৭ তুমং কথগরাও তারাহীস কথিবেহি করং ॥ ২৭ ॥

কৃষ্ণঃ । পদ্মে নাত্র তারাপতিরপরাধ্যতি । যদিয়ং পদ্মিনী

শৈব্যা । এনাং মনোহরাং পদ্মিনীং কস্মাৎ কলানিধি স্ত্রীনাং কয়োতি ।
অপদেশেন কলানিধিঃ কৃষ্ণঃ । স্ত্রীনাং মতি রাধিকাপক্ষে নিহিত সৌভা-
গ্যাতিশয়েন ॥ ২৬ ॥

সূরাধুরক্ত হৃদয়া ইয়ং পদ্মিনী প্রসারিতামোদা । ইহ ন ত্বং ক্ষণরাগ
ত্বারাধীশ ক্ষিপ কয়ং । সূরে সূর্যো গোবর্দ্ধন মল্লাভিধ শূরেচ দস্ত্য সকার
ভালব্য শাকরাভ্যাং প্রাকৃত্তে ভেদাভারাং শ্লেষঃ । আমোদঃ সূরগন্ধ আন-
ন্দশ্চ । হে তারাদীশ চন্দ্র পক্ষে তারাদীশ রাধাদীশ ইহ পদ্মিণ্যাং চন্দ্রাবল্যাং
চ করং কিরণং হস্তঞ্চ ন ক্ষিপ ত্বং ক্ষণমাত্র রাগঃ রক্তিমা অনুরাগশ্চ যন্ত ম
তথা ॥ ২৭ ॥

তারাপতিশ্চন্দ্রঃ কৃষ্ণশ্চ । পদ্ময়া লক্ষ্ম্যা সখ্যাচ মুচ্যমানা ত্যজ্যমানা

শৈব্যা । এই মনোহারিণী পদ্মিনীকে কি জন্য কলানিধি
(চন্দ্র) মলিন করিতেছেন ॥

পদ্মা । (চন্দ্রকে উদ্দেশ্য করিয়া অভিলাষের সহিত) ॥ ২৬ ॥

হে তারাদীশ (চন্দ্র) এই পদ্মিনী সূর্য্যের প্রতি অনুরক্ত
হৃদয় হইয়া আমোদ বিস্তার করিতেছে, অতএব ক্ষণ-রাগ
তুমি ইহাতে কর নিক্ষেপ করিও না ॥ ২৭ ॥

কৃষ্ণ । পদ্মে ! এ বিষয়ে তারাপতির অপরাধ নাই, যে

চঞ্চলয়া পদ্ময়া সায়ং মূঢ়্যমানা স্মারতি ॥ ২৮ ॥

চন্দ্রা । সন্নিতং । পুরোহবলোকা সংস্কৃতেন ।

সদমধুপলোলোৎসেকমালোকা শঙ্কে

বিহসতি লতিকালী পুষ্পশোভা ভরেণ ।

বিসৃজতি মকরন্দ ছন্দনা বাষ্পবিন্দু

নিয়মতি মৃদুরেকা স্নেহতঃ স্বর্ণযুথী ॥ ২৯ ॥

কৃষ্ণঃ । স্মিত্বা প্রিয়ে পশ্য পশ্য ।

অয়মুচ্চ শিরাঃ কদম্বরাজঃ স্ফুটদিন্দিন্দিরবৃন্দবন্দিগীতঃ ।

স্নাত্তৌ পদ্মবনে লক্ষ্মী ন তিষ্ঠতীতি প্রসিদ্ধা । পক্ষে সায়ং পদ্ময়া চন্দ্রাবলী
ন অভিমাধ্যাতে কুত ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

লতিকালী অত্র গোপী স্থানীয়া । স্বর্ণযুথী চন্দ্রাবলী স্থানীয়া । স্নেহতো
বাষ্পবিন্দু নিতি স্বস্ত প্রেমাধিক্যং হৃচয়তি ॥ ২৯ ॥

ইন্দিন্দির বৃন্দানি ভ্রমর সমূহা স্ত এষ বন্দিনঃ স্তাবকা স্তৈগীতঃ । অপ-

হেতু এই পদ্মিনী সায়ংকালে চঞ্চল শোভা বিমোচন
পূর্বক মলিন হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

চন্দ্রাবলী । (ঈষৎ হাস্যের সহিত অগ্রে অবলোকন করিয়া
সংস্কৃত ভাষায়) আমি বোধ করি সদমন্ত মধুকরের
চাঞ্চল্যাতিশয় অবলোকন করিয়া এই লতা শ্রেণী পুষ্প
ভরে হাসিতেছে, কিন্তু অতি মৃদুলা এই এক স্বর্ণযুথীর
স্নেহ বশতঃ মকরন্দ ছলে বাষ্প বিন্দু সকল বিমোচন
করিতেছে ॥ ২৯ ॥

কৃষ্ণ । (ঈষৎ হাস্য করিয়া) প্রিয়ে ! দেখ দেখ, এই অতুল

স্বরভীকুল পুচ্ছ চামরালী মরুদা বীজিত বিগ্রহশ্চকাস্তি ॥
চন্দ্রাবলী । অক্সাহে ললিত বৃন্দাবণ লচ্ছী ॥ ৩০ ॥

ততঃ প্রবিশতি ললিতা বৃন্দা চ ।

ললিতা । পুরো দৃষ্ট৷ সব্যথং হল৷ কক্খডং পুরদো সঙ্কডং
এদং ।

বৃন্দা । হস্ত দুর্লভ্য শাসনা কিল কর৷লা তৎ কথমদ্য পদ্ময়া
হত্র চন্দ্রাবলী উপনীতা ।

ললিতা । হল৷ সমল বিজ্জা বিঅড্ঢাসি তা কড্ঢে হি ইদো

দেশেন সর্কাসমাশ্রয়োপায়মহঃ ভবম্নিকট এব চকাস্মীতি স্ফুটিতং ।

চন্দ্রা । অহো ললিতা বৃন্দাবন লক্ষ্মী ॥ ৩০ ॥

ললি । সখি কক্খটং কঠিনং পুরত এতৎ । সখি সকল বিদ্যা বিদগ্ধাসি

শিরঃ কদম্ব বৃক্ষরাজ স্পষ্ট রূপে ভ্রমর রূপ বল্লীগণে গীয়-
মান ও গাভীরূন্দের পুচ্ছ রূপ চামর সমূহের বায়ুতে
বিজিত দেহ হইয়া প্রকাশ পাইতেছে ॥

চন্দ্রাবলী । আহা বৃন্দাবনের কি ললিতা (মনোহারিণী)
শোভা ॥ ৩০ ॥

(অনন্তর ললিতা ও বৃন্দার প্রবেশ)

ললিতা । (অগ্রে অবলোকন করিয়া ব্যথার সহিত) সখি !
অগ্রে কঠিন সঙ্কট উপস্থিত ।

বৃন্দা । হায় ! কর৷লার শাসন অতিশয় দুর্লভ্য, তবে কি
প্রকারে পদ্মার সহিত চন্দ্রাবলী এখানে আসিলেন ॥

ললিতা । সখি ! তুমি সকল বিদ্যায় পণ্ডিত, অতএব এখান

কহং ॥ ৩১ ॥

বৃন্দা । স্বস্ত্র প্রেমমণীনাং গৌরবভাজামিয়ং বরা পাত্রী ।

হরিণা পরিহরণীয়া কথং নু চন্দ্রাবলী ভবিতা ॥ ৩২ ॥

নলিতা । সংস্কৃতেন ।

যস্তোপলভ্য গন্ধং গৌরবকুলমাশু চৌরবদ্ববতি ।

উদ্ভটমমুরাগ ভটং তং রঞ্জিতনাগরং নৌমি ॥

বৃন্দা । সখি যুক্তং ত্রবীষি । কিন্তু দাক্ষিণ্যমুদ্ভেয়ং চন্দ্রাবল্যাং
কৃষ্ণস্ত ততঃ খল্বমুং দূরাকর্ষং কথয়ামি ॥ ৩৩ ॥

তং কর্ষ ইতঃ কৃষ্ণঃ ॥ ৩১ ॥

গৌরবভাজামিতি অস্ত্রা স্বতস্নেহস্তা আদর ময়ত্বাং ॥ ৩২ ॥

যস্ত্র অমুরাগ ভটস্ত্র মধুস্নেহময়স্ত্র ইত্যর্থঃ । ভট্টা যোশাশ্চ যোদ্ধার ইত্য-
ময়ঃ ॥ ৩৩ ॥

হইতে কৃষ্ণকে আকর্ষণ কর ॥ ৩১ ॥

বৃন্দা । চন্দ্রাবলী কৃষ্ণের গৌরবান্বিত প্রেম মণির শ্রেষ্ঠপাত্রী

তবে কৃষ্ণ ইহাকে কি রূপে পরিত্যাগ করিবেন ॥ ৩২ ॥

নলিতা । (সংস্কৃত ভাষায়) শ্রীরাধার যে মধু স্নেহময় অনু-
রাগ যোদ্ধার গন্ধমাতে গুরুজন প্রণীত মার্গ সকল শীত্র
চোরের ন্যায় পলায়ন করে এবং যে অনুরাগ যোদ্ধা
শ্রীকৃষ্ণকে সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাকে প্রণাম
করি ॥

বৃন্দা । সখি ! উপযুক্ত বলিয়াছ কিন্তু চন্দ্রাবলীতেই
শ্রীকৃষ্ণের আশক্তি অধিক, এ কারণ কৃষ্ণকে দূরাকর্ষ
বলিতেছি ॥ ৩৩ ॥

ললিতা । বুন্দে সচ্চং ভণসি তা ইমস্মিং অচ্চাহিদে কিং
সরণং ।

বুন্দা । প্রথমং গোষ্ঠীমাশ্রিত্য তত্ত্বমবধারয়্যাব ইতুভে পরি
ক্রামতঃ ॥

শৈব্যা । বিলোক্য জনাস্তিকং । হলা পউমে হস্ত গুণং
গৌরীতীথে রাহি সঙ্গদা পেক্থ তদ্দিশাদো ললিতা
মিলদি ॥

পদ্মা । কা দে হানী জং ইমিণা দুগ্ধরিহরা পিঅসখী ।

ললি । বুন্দে সত্যং ভণসি । তদাস্মিন্নত্যাহিতে কিং শরণং । অত্যাহিতং
মহাভীতিরিত্যমরঃ ।

শৈব্যা । পদ্মে হস্ত নুনং গৌরীতীর্থে রাধাসঙ্গতা পশু তদ্দিশীতো ললিতা
মিলতি ।

পদ্মা । নোহস্মাকং কা হানিঃ । যদুগ্ধরিহরা প্রিয়সখী ।

ললিতা । বুন্দে ! সত্য বলিতেছি, তবে এখন এ মহাভয়
হইতে রক্ষার উপায় কি ? ॥

বুন্দা । আইস প্রথমে আমরা গোষ্ঠীতে প্রবেশ করিয়া তত্ত্ব
নিশ্চয় করি গা । (এই বলিয়া ললিতা ও বুন্দার প্রত্যা-
বর্তন পূর্বক গমন) ॥

শৈব্যা । (অবলোকন পূর্বক হস্তানরণ দিয়া) সখি পদ্মে ।
নিশ্চয় বোধ হইতেছে গৌরীতীর্থে শ্রীরাধা আসিয়া
মিলিত হইয়াছেন, ঐ দেখ ললিতাও ঐ দিকে যাইয়া
উপস্থিত হইতেছে ॥

পদ্মা । তাহাতে তোমার হানি কি, কৃষ্ণ কখন প্রিয়সখীকে

ললিতা । উপস্থতা । হলা চন্দ্রাবলি বল্লভা সিনেহাণহিঃ
স্ স কুরঙ্গী সজ্জ ভূঅঙ্গশ্চ কুরঙ্গস্ ঘরে ণ কথু অক্কেহিং
রঙ্গিণী বাসণিজ্জা জং ইমিণা মা সত্তত্তুরেবি সা কালসার
কুমারী ণ সুরমীঅদি তা এথ তুমং সন্ধিণীং কাটুং আ
অদম্মি ॥

চন্দ্র । স্মরতে ।

কৃষ্ণঃ । স্বগতং । হস্ত মদর্থমাগতা ললিতা চন্দ্রাবলীং বিলোকা
ছলমালম্ব্যতে । প্রকাশঃ । ললিতে হৃদয়েঙ্গিতমবিজ্ঞায়

ললি । সখি চন্দ্রাবলি বল্লভা স্নেহানভিজ্ঞাত কুরঙ্গীশ ভূজঙ্গশ্চ গৃহে ন খলু
অস্মাভিঃ রঙ্গিণী বাসনীয়া । যদনেন মাসাত্তত্তুরেপি সা কালসার কুমারী
ন স্মর্যতে । তদত্র ত্বাং সাক্ষিণীং কর্তুমাগতাস্মি । স্মরত ইতি কৃষ্ণসার
মগদিশু কৃষ্ণঃ প্রাপ্তি ইতো নিষ্কৃমাতামিত্যানয়া ব্যজাতে তদসম্ভবমিতি

পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না ॥

ললিতা । (নিকটে গিয়া) হে চন্দ্রাবলি ! প্রিয়তমার স্নেহ
বিষয়ে অনভিজ্ঞ, কুরঙ্গীসজ্জ কাশুক, কুরঙ্গের গৃহে আমরা
রঙ্গিণী কুরঙ্গীকে বাস করিতে দিব না, যে হেতু সে এক
মাসেও কৃষ্ণসার কুমারীকে স্মরণ করে না, অতএব
তোমাকে সাক্ষী করিবার নিমিত্ত এখানে আদিলাম ॥

চন্দ্রাবলী । হাস্য করিতে লাগিলেন ॥

কৃষ্ণ । (মনে মনে) অহো ! ললিতা আমার জন্যই আদি-
য়াছে কিন্তু চন্দ্রাবলীকে দেখিয়া ছল অবলম্বন করিল ।
(প্রকাশ করিয়া) ললিতে অন্তঃকরণের ভাব না জানিতে

মুখা সুরঙ্গমুপালভসে । তদেষ সন্দেশ সুরা তস্ত্রামাবেদ্য
তাং ॥ ৩৪ ॥

হরিণাভিলষ্যমাণা সারঙ্গরমণি সদা ভ্রমত্রাসি ।

করবাণি হস্ত দিব্যং হৃদয়ঙ্গমলোচনে বিদ্ধি ॥ ৩৫ ॥

পদ্মা । জনান্তিকং । কহু অশ্লগো পিঅং জ্ঞণং লক্কোসি

তা জুতং অজ্জাগ্গাণং অচ্চাণং বিসজ্জণং ।

কৃষ্ণঃ । করবাণি হস্ত দিব্যং দিব্যাস্ত্রি মদোপ্তাসু গোপীষু ।

অয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

হরিণেন হরিণা কৃষ্ণেন চ অভিলষ্যমাণা সদা ভ্রমসি ॥

হে সারঙ্গ রমণি মৃগকান্তে সারঙ্গায়তীতি সারঙ্গঃ কৃষ্ণ স্তম্ভ কাষ্টে
ইতি ॥ ৩৫ ॥

পদ্মা । কৃষ্ণ আত্মনঃ প্রিয়জনং লক্কোসি তদ্যুক্তমযোগ্যানামশ্রাকং বিস-
র্জনং । রাধাগন্ধিষু বামাসু প্রতিকুলাসু গোপীষু অমুরাগিতাং ন দধেতব

পারিয়া বুখা সুরঙ্গকে তিরস্কার করিতেছ, অতএব তুমি
এখন তাহাকে এই কথা বলিও ॥ ৩৪ ॥

হে সারঙ্গরমণি ! হরিণ সর্বদা তোমাকেই অভিলাষ
করিয়া থাকে, অতএব হে শোভনলোচনে ! এই হরিণকে
তোমাতে বশীভূত হৃদয় বলিয়া জানিও ॥ ৩৫ ॥

পদ্মা । (হস্তাবরণ দিয়া) কৃষ্ণ ! তুমি আপনার প্রিয়জনকে
লাভ করিয়াছ, অতএব অযোগ্য পাত্র আমাদিগকে
বিসর্জন করা উচিত ॥

কৃষ্ণ । কি আশ্চর্য্য ! হে সখি দিব্যাস্ত্রি ! আমি তোমার

অনুরাগিতাং সখি দধে রাধাগন্ধিষু ন বামাস্থ ॥ ৩৬ ॥
 পদ্মা । সদর্প স্মিতং । সহি ললিধে অচ্চরিঅং অচ্চরিঅং তুমং
 কখু অণুরাহা ভগিজ্জসি তা কীস অজ্জ রাহাএ উঅদঅং
 বিণা উদিদাসি ॥ ৩৭ ॥

ললিতা । সংস্কৃতেন ।

প্রীত্যর্থং দিব্যাং শপথং করবাণি । হরিণাভিলষামাণা ইত্যাदिনা রাগস্ত
 তস্তা অনুরক্তনার্থং বাস্তবাত্মেনৈব ব্যঞ্জিত ইতি ভাবঃ । ইত্যোষোহর্থঃ
 পদ্মাং জ্ঞাপয়তুমভিপ্রোতঃ । বস্ত তস্ত রাগগন্ধিষু গোপীষু অনুরাগিতাং
 দধে কিমূত রাধায়ামিতি ভাবঃ । মদোন্নতাস্থ পরমাকর্ষক মধুস্নেহবতী
 ত্বেন মম পরম স্নেহদো মদ উৎপদ্যত এবেতি ভাবঃ । ন বামাস্থ এতি
 কূলান্ন রাগিতাং ন দধে ইতি দিব্যাং করবাণীতি ॥ ৩৬ ॥
 পদ্মা । সখি ললিতে আশ্চর্য্যং আশ্চর্য্যং ত্বং খলু অনুরাধা ভণ্যসে । তৎ
 কস্মাদদ্য রাধায়া উদয়ং বিনা উদিতাসি । জ্যোতি শাস্ত্রে বিশাখা
 নক্ষত্রশোদয়ানন্তরমেব অনুরাধায়া উদয় সম্ভবাৎ ॥ ৩৭ ॥

প্রীতি নিমিত্ত শপথ করিতেছি, মদোন্নতা রাধাগন্ধি
 প্রতিকূলবর্তিনী গোপী সকলের প্রতি আমি কখনই অনু-
 রাগ ধারণ করি না ॥ ৩৬ ॥
 পদ্মা । (দর্প পূর্ব্বক জয়ং হাশ্বেদ সহিত) সখি ললিতে ।
 এ বড় আশ্চর্য্য । লোকে তোমাকে অনুরাধা বলিয়া
 থাকে, তবে কেন আজ রাধার উদয় না হইতে তুমি
 উদিত হইলা ॥ ৩৭ ॥
 ললিতা । (সংস্কৃত ভাষায়) দেখ ভ্রমরী সকল কর্ণাঘাতে

রোলম্বী নিকুরম্বং চুম্বতি গণ্ডং পিপাসয়া যন্ত ।

সরতি তৃষার্তঃ সরসীং স করীন্দ্র স্তং পুনর্নহি সা ॥ ৩৮ ॥
পদ্মা । একং ধীমদি সেক্ষে পহিলিঅং মে সখি জানীহি ।

রোলম্বী নিকুরম্বং ভ্রমরী সমূহঃ যন্ত করীন্দ্রস্ত গণ্ডং কর্ণাঘাতে মুহুর্মুহু
রনাদৃতং সদপি পিপাসয়া তৃষয়া চুম্বতি । তৃষার্তঃ সন্ করীন্দ্র এব সরসীং
যাতি । সা সরসীতু তং ন যাতি । কৃষ্ণেন অনাদৃতমপি যথা ভবত্যঃ রতি
যাচিকাঃ কৃষ্ণমভিসরন্তি নচ তন্ত সুখলেশঃ কুর্সন্তি প্রতুত উদ্বৈগমেব তদ্বন্তি
তথা রাধায়া ন ভবন্তি । রাধাং পুনরয়মেবাভিসরতি পরমসুখ সম্পাদনায়েতি
ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

একাং ধীমতি শৈবে্যে প্রাহেলিকাং মে সখি জানীহি । চিত্রফলকে লিখিতা

মুহুমুহুঃ অনাদৃতা হইয়াও তৃষাকুল চিত্তে যে করীন্দ্রের
গণ্ডে গিয়া চুম্বন করে, কিন্তু সেই করীন্দ্র আবার তৃষার্ত
হইয়া সরসীর প্রতি ধাবমান হয়, সরসী কখন করীন্দ্রের
নিকট আগমন করে না ॥

তাৎপর্য্য । তোমরা যেমন কৃষ্ণ কর্তৃক অনাদৃত হইয়াও
বারম্বার রতি প্রার্থনায় কৃষ্ণের নিকট অভিসার কর, কিন্তু
তঁাহার সুখ লেশ সম্পাদন করিতে পার না, প্রতুত
তঁাহার উদ্বৈগই বিস্তার করিয়া থাক, শ্রীরাধা প্রভৃতি
তদ্রূপ নহেন, পরম সুখ সম্পাদনের নিমিত্ত কৃষ্ণই
শ্রীরাধার নিকট অভিসার করিয়া থাকেন ॥ ৩৮ ॥

পদ্মা । সখি বুদ্ধিমতি শৈবে্যে ! আমার একটা প্রাহেলিকা
আছে, তাহার অর্থ বল দেখি । চিত্রফলকে লিখিত

চিত্তফল অগ্নি লিহিতা কা রেহই মা'হবস্ স সদা ॥

শৈব্যা । সহি চন্দ্রাবলী ॥

বুন্দা । সন্মিতং । সাধু বিজ্ঞাতং । চন্দ্রমণ্ডলাবলি মণ্ডলেন

চিত্রং খলু রম্যাপতেঃ ফলকং শতচন্দ্রমাচক্ষতে ॥ ৩৯ ॥

কৃষ্ণঃ । স্বগতং । অবদাতশীলেয়ং চন্দ্রাবলী সলজ্জমপসব্যে

কথং প্রযাতি ॥ ৪০ ॥

ললিতা । মহ ববাহরেহি বুন্দে পহেলিঅং দিবস প্রাহেলি

কা রাজতে মাধবস্ত সদা । শৈব্যা । সখি চন্দ্রাবলী ॥

বুন্দা । সন্মিতমিতি ভবত্যোরেব প্রাপ্তোত্তরাভ্যাং শ্লোকমিবমুদাসীন বিষয়ং
করবাণীতি ব্যঞ্জনায় মাপতেঃ লক্ষ্মীপতেঃ ফলকং চন্দ্র আচক্ষ্যতে পৌরা-
ণিকৈঃ তেন চিত্তফল অগ্নি ইত্যত্র চিত্তফলকে ইতি । মাধবস্ত ইত্যত্র
মা লক্ষ্মী তস্তা ধবস্ত পত্ন্যুরিতি চন্দ্রাবলীত্যত্র চন্দ্রমণ্ডল পঙ্ক্তি রিতি
ব্যাখ্যা ॥ ৩৯ ॥

অবদাতশীলা শুদ্ধশীলা অবদাতঃ শিতে শুদ্ধে ইত্যমরঃ ॥ ৪০ ॥

এতাভ্যাং প্রাহেলিকয়া বর্ণিতঃ স্বপক্ষেৎকর্ষ আবাভ্যামপি কথং তথা

হইয়া সর্বদা মাধবের হস্তে কে বিরাজ করিতেছে ।

শৈব্যা । সখি ! চন্দ্রাবলী ।

বুন্দা । (ঈষৎ হাস্য পূর্বক) ভাল বুঝিতে পারিয়াছ, যে

চন্দ্রমণ্ডল শ্রেণী দ্বারা লক্ষ্মীপতির চিত্রফলক নিশ্চিত,

তাহাকে শতচন্দ্র (ঢাল) বলে ॥ ৩৯ ॥

কৃষ্ণ । (মনে মনে) বিশুদ্ধশীলা চন্দ্রাবলী কেন সলজ্জ

দক্ষিণদিকে গমন করিতেছেন ॥ ৪০ ॥

ললিতা । বুন্দে ! তুমি প্রাহেলিকা বিজ্ঞানে অতিশয় পটু,

বিগ্ধাণে । পিঅসহি কিমহিকুথাএ লক্খিজ্জই মাহবো
ভুঅণে ॥ ৪১ ॥

বৃন্দা । সহি রাধাভিখ্যায়া ।

কৃষ্ণঃ । যুক্তমিদং যদ্বৈশাখ পর্যায়ায়ো মাধব রাধো ॥

ন বর্ণ্যতে এতান্যামন্তথা কর্তুমশক্যত্বাৎ ইত্যাহ মহ কাহারেতি মম ব্যাহর
বৃন্দে প্রাহেলিকাং দিব্য প্রাহেলি বিজ্ঞানে প্রিয়সখি কিমভিখ্যায়া লক্ষ্যতে
মাধবো ভুবনে । দীব্য প্রাহেলিকানাং বিজ্ঞানং যন্তা হে তথা ভূতে । কন্তা
অভিখ্যেতি রাধানায়া অভিখ্যা নাম শোভয়োরিত্যমরঃ । তথাহি বেদে রাধয়া
মাধবো দেব মাধবেনৈব রাধিকা বিভাজতে ইতি । লোকেচ রাধামাধব ইতি
প্রসিদ্ধা লক্ষ্যতে ইত্যর্থঃ । উতশ্চ রাধামাধব ইতি ষষ্টি সমাসেন পরমোৎকর্ষো
ব্যঞ্জিতো ভবতি তদ্বাদানীমপি যথা বিন্দুমাধবে বেণীমাধবাদয় স্তথা রাধামাধব
ইতি প্রসিদ্ধা দেবপ্রতিমা কাচিদামীং । তদপদেশেন কৃষ্ণমুদ্दिश्येय মুক্তি
রिति ॥ ৪১ ॥

বৈশাখ পর্যায়াবিত্তি বৈশাখো মাধবো রাধ ইত্যভিধানাৎ । মাধব শব্দস্ত
প্রসিদ্ধত্বেনাভ্যর্থিত্বাৎ পূর্বনিপাতঃ । তেন কিমভিখ্যায়া ইত্যন্ত কয়া
ভিখ্যায়া কেন নাম্না ইত্যর্থঃ । তথা রাধাভিখ্যেত্যন্ত রাধন্তাভিখ্যায়া ইতি
ব্যাখ্যা । কৃষ্ণেন যদন্তথা ব্যাখ্যাতং তত্তাসাং ব্যাখ্যানাং শক্তি জ্ঞাপনা
টয়ব ॥

বল দেখি ভুবন মধ্যে কাহার নামে মাধব শোভা পাইয়া
থাকেন ॥ ৪১ ॥

বৃন্দা । সখি ! রাধা নামে ।

কৃষ্ণঃ । উচিত বটে, যে হেতু বৈশাখ মাসের নাম মাধব ও
রাধ ॥

পদ্মা । দেবে অলং পহেলিআ পসঙ্গে স্খাবেহি কমলি
কথং রসেহিং অপ্পণং ॥ ৪২ ॥

শৈব্যা । কমলাকরং বিলোক্য ।

ভমরস্ তাব পমদং পদোম মুদিদা কুমুদনী কুণই ।

জাব ইঅং পউমালী বিন্দিই গছ দিট্ঠিমৈদস্ ॥

পদ্মা । হলা সচ্চং ভগাসি ॥ ৪৩ ॥

তথাহি ॥

শৈবোহলং প্রাহেলিকা পসঙ্গে স্খাপয় কমলেক্ষণ রসেরাআনং কমলানাং
ঈক্ষণং দর্শনং কমলেক্ষণং কৃষ্ণং ॥ ৪২ ॥

ভমরস্ত তাবং প্রমদং প্রদোষ মুদিতা কুমুদনী কুরুতে ।

যাবদীয়ং পদ্মালী বিন্দতি নহি দৃষ্টিমেতস্ত ভমরস্ত পক্ষে কামুকত্বাৎ কৃষ্ণস্ত ।
প্রদোষে রজতাদৌ মুদিতা বিকাশিতা । প্রকৃষ্ট দোষেপি মুদিতা কুমুদনী
কুমুদং কুৎসিতা মন্দবতীভবেন রাধাচ । পদ্মালী পদ্ম সমূহঃ পদ্মা আলী সখী
যন্তাঃ সা চন্দ্রাবলীচ ॥ ৪৩ ॥

পদ্মা । শৈবো ! আর প্রাহেলিকা প্রসঙ্গের প্রয়োজন নাই,
এখন কমলেক্ষণ অর্থাৎ কমল দর্শন রসে আত্মাকে স্খী
কর । পক্ষে কৃষ্ণদর্শনে আত্মাকে পরিতৃপ্ত কর ॥ ৪২ ॥

শৈব্যা । (কমলাকর অর্থাৎ কমলের আকরের প্রতি দৃষ্টিপাত
করিয়া) যে পর্য্যন্ত ভমরের পদ্মশ্রেণীর প্রতি দৃষ্টিপাত
না হয় তাবৎ বিকসিতা কুমুদিনী প্রদোষ কালে ভমরের
আগোদ বিস্তার করিয়া থাকে ॥

পদ্মা । সখি ! সত্য বলিতেছ ॥ ৪৩ ॥

বিচ্ছেদন্তী রাধা পেক্ষিজ্জই তাব তারআলীহিং ।

গগণে তমাল সামে গ জাব চন্দাঅলী পফুরই ॥ ৪৪ ॥

ললিতা । বিহস্ত সংস্কতেন ।

সহচরি বুধভানুজয়া প্রাদুর্ভাবে বরদ্বিষোপগতে ।

চন্দ্রাবলী শতান্যপি ভবন্তি নির্দুত কান্তীনি ॥ ৪৫ ॥

কৃষ্ণঃ । স্মিত্বা । কিং বাচাটতয়া সন্নিবৃষ্টস্য সুরভেঃ সৌরভ্য

বিদ্যোতমানা রাধা প্রেক্ষ্যতে তাবন্তারকাবলীভিঃ । গগণে তমাল শ্রামলে
বাবচ্ছ্রাবলী ক্ষুরতি । তারাবলীভিঃ সহ রাধা বিশাখা নক্ষত্রং । তমাল
শ্রামে গগণে তাবৎ বিদ্যোতমানা প্রেক্ষ্যতে । পক্ষে তারকাবলীভিঃ বিশাখা
প্রভৃতিভিঃ সখিভির্গগণে তমালশ্রামে ইতি ব্যপদেশেন কৃষ্ণে ॥ ৪৪ ॥

ললি । বিহস্তেতি দ্বয়োঃ পদ্যয়ো রর্থমেক শ্লোকেন বর্ণয়িষ্যে ইতি ভাবঃ । বুধস্ত
ভানুজনিতয়া শ্রেষ্ঠদ্বিষা পক্ষে বুধভানুজয়া রাধয়া কীদৃশ্যা বরদ্বিষা প্রাদু-
র্ভাবে প্রাকট্য উপগতে প্রাপ্তে সতি । সুরভে বসন্তস্ত ॥ ৪৫ ॥

উক্ত বিষয়ের প্রমাণ এই, যে পর্য্যন্ত চন্দ্রাবলী প্রকাশ না
পান, তাবৎ তমালের ন্যায় শ্যামবর্ণ গগণে তারাবলীর
সহিত রাধা অর্থাৎ বিশাখা নক্ষত্র শোভা পাইয়া
থাকে ॥ ৪৪ ॥

ললিতা । (হস্ত করিয়া সংস্কৃত ভাষায়) হে সহচরি !
বুধভানুজা অর্থাৎ বুধ রাশিস্থ ভানুজনিত উৎকৃষ্ট কান্তির
প্রাদুর্ভাব হইলে শত শত চন্দ্রাবলীও মলিন প্রভা হইয়া
থাকে ॥ ৪৫ ॥

কৃষ্ণ । (দ্বিষৎ হস্ত করিয়া) আর বাচালতার প্রয়োজন

মনুভূয়তাং ।

বৃন্দা । সন্মিতং । কিং বাচাট তয়া সন্মিকৃষ্টস্য হ্রসভেঃ
সৌরভ্যমনুভূয়তাং ॥

বৃন্দা । সন্মিতং ।

উল্লসতি ফুল্লগাত্রী কা বল্লী নাত্র মাধবেহভ্রাদিতে ।

তন্মামতঃ প্রসিদ্ধাং তথাপি তাং মাধবীং নোমী ॥ ৪৬ ॥

পদ্মা । সর্বৈমনস্যং পরিক্রম্যোচ্চৈঃ । হলা চন্দ্রাবলি ধৃত
গোষ্ঠী রঙ্গে সঙ্গমিঅ বিগ্ধেষ জগণী পুঅণে কীস সিটি
লাসি ॥

কৃষ্ণঃ । সোপালম্ব্যং ।

মাধবে বসন্তে কৃষ্ণেচ মাধবীং তন্মাম লতাং রাদাধ ॥ ৪৬ ॥

সখি চন্দ্রাবলি ধৃত গোষ্ঠীরঙ্গে সঙ্গমিত্বা বিগ্ধেষ জননী পূজনে কস্মাং শিখি-
লাসি ।

নাই, এখন উপস্থিত বসন্তের সৌরভ অনুভব কর ॥

বৃন্দা । (ঈষৎ হাস্যের সহিত) মাধব অর্থাৎ বসন্ত উপস্থিত
হইলে কোন্ লতা প্রফুল্লগাত্রী হইয়া উল্লাস যুক্ত না হয়,
তথাপি মাধবের অর্থাৎ বসন্তের নামে প্রসিদ্ধ মাধবী-
লতাকে প্রণাম করি ॥ ৪৬ ॥

পদ্মা । (অতিশয় লজ্জার সহিত প্রত্যাবর্তন পূর্বক উচ্চ
স্বরে) সখি চন্দ্রাবলি ! ধৃত গোষ্ঠী সঙ্গে মিলিত হইয়া
গণেশ জননী পূজনে কেন শিখিলা হইতেছ ? ॥

কৃষ্ণ । (তিরস্কারের সহিত) পদ্মে ! যেমন তমালাভিমুখে

চন্দ্রাবলীং মামনুরূধ্যমানাং রুণদ্ধি পদ্মে ভবতী বলেন ।

মল্লীং তম্বালাভিমুখং মিলন্তীং হিংস্রবল্লী পুরতঃ করাল।
প্রবিশ্য করাল। চিট্ঠ ধ রে চিট্ঠধ দিট্ঠিআ মগ্গে চেঅ
লদ্ধাথ ।

সর্ব। । পরাবৃত্ত্য সংভ্রমং নাটয়ন্তি ॥ ৪৭ ॥

শৈব্য। । অপবার্য্য হদ্ধী হদ্ধী কথং এথ অন্মে বিগ্গাদা বুড্টি
আএ ॥

মাং অনুরূধ্যমানাং মামনুরূদ্ধন্তীং । দৈবাদিকস্ত রুধে রূপং হিংস্রা হীংস
ইতি খ্যাতা ।

করাল। । তিষ্ঠথ রে তিষ্ঠথ দিষ্টা মাগ্গে এব লদ্ধাথ ॥ ৪৭ ॥

শৈব্য। । পদ্মে হা ধিক্ কথমত্র বয়ং বিজ্ঞাতা বুদ্ধয়া ॥

মল্লীলতা মিলিত হইতে আসিলে অগ্রবর্ত্তি করাল। অর্থাৎ
কঠোরা হিংস্রলতা অবরোধ করে, তাহার ন্যায় তুমি
আমাতে অনুরক্ত। চন্দ্রাবলীকে বল পূর্বক রোধ
করিতেছ ॥

(করালার প্রবেশ)

করাল। । থাক্ রে থাক, বড় সৌভাগ্যের বিষয়, আজ
তোদিকে পথেই পাইয়াছি ॥

সকলে। । (প্রত্যাবর্ত্তন পূর্বক) সস্ত্রম প্রকাশ করিলেন ॥ ৪৭

শৈব্য। । (হস্তাবরণ দিয়া) পদ্মে ! হা ধিক্, হা ধিক্,
কি প্রকারে বুদ্ধা আমাদের এখানে থাকা জানিতে
পারিল ॥

করাল। । অম্মো সচ্চং চেঅ জপ্পিদং তাএ নবনীয় লম্পডাএ
মক্খীএ ॥

পদ্মা। । সখেদং শৈব্যামুখমীক্ষ্যতে ॥

ললিতা। । স্বগতং । বুড্ঢ মক্খডি কক্খডিএ মক্খরা মক্খিদং
মক্খণং দে দাইসং ॥

কুষ্মঃ । অপবার্য্য । প্রিয়ে তিরোধানায় স্থানমপি ন তে
পশ্যামি । যতঃ ।

নব্যে গিরিঃ স্ফুরতি দুর্গম তুঙ্গ শৃঙ্গে।

গাঃ পালয়ত্যহহ দক্ষিণতন্তথার্য্যঃ ।

ভূঃ পৃষ্ঠতো বিরহিতা বৃতিভিঃ পুরস্তাৎ

করাল। । অম্মো দেশ ভাষা ক্রোধ ব্যঞ্জিকা । সত্যমেব জ্ঞিতং তয়া নব
নীত লম্পটয়া মক্খটয়া ।

ললি। । বুদ্ধমক্খট কক্খটিকে শর্করা অক্ষিতং নবনীতং তে দাত্তামি ॥

করাল। । ওমা । সেই নবনীতচৌর মক্খটী সত্যহিত বলিয়াছে ॥

পদ্মা। । (খেদের সহিত) শৈব্যার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত
করিতে লাগিলেন ॥

ললিতা। । (মনে মনে) হে বুদ্ধ মক্খট কক্খটিকে ! তোমাকে
শর্করাঅক্ষিত নবনীত প্রদান করিব ॥

কুষ্ম। । (হস্তাবরণ দিয়া) প্রিয়ে ! তোমার লুক্কায়িত হই-
বার স্থান ত দেখিতেছি না, যে হেতু বামদিকে অত্যাচ
শৃঙ্গ বিশিষ্ট পর্বত, দক্ষিণে আর্য্য বলদেব গোচারণ
করিতেছেন, পশ্চাৎবর্ত্তি ভূমিতে কোন আবরণ নাই,

ক্রুরা বিবেশ জরতী কতমাত্র যুক্তিঃ ॥

চন্দ্রাবলী । স্বগতং । হস্ত হস্ত অকাণ্ড কক্সস্যা ভবিদব্যতা

চণ্ডালীএ চণ্ডিমা ॥ ৪৮ ॥

করাল। । সংরস্তমভিনীয় পেচ্ছধ রে পেচ্ছধ ইমস্ কুহস্ততেল

কজ্জল জাল কালস্ কালভুজ্জ ভঅঙ্কর লোঅণঞ্চলস্

ভুজ্জন্তণং জং বারহ মগ্গং গমিদো ইমিণা সঅলাণং

চন্দ্রা । হস্ত হস্ত অকাণ্ড কক্সা ভবিতব্যতা চণ্ডালাঃ চণ্ডিমা ॥ ৪৮ ॥

পশ্চত ভোঃ পশ্চত অস্ত কৌহস্ত তৈল কজ্জল জাল করালস্ত কালভুজ্জ
ভয়ঙ্কর লোচনাঞ্চলস্য ভুজ্জন্তং । যদ্বাদশ মার্গং গমিত অনেন সকলানাং
গোকুলাঙ্গনানাং মঙ্গলঃ কুলধর্মঃ । দ্বাদশ মার্গ গতি ইতি স্ত্রীজাতি ভাষেয়ং ।
বারহবাটে ডারিও ইতি অপভ্রংশে খাতি । অরে শ্রামল কষ্টেবা জায়েতি
জানাসি শূণ্ণ রে নিঃশব্দং শূণ্ণ যঃ খলু ভোজেন্দ্রস্য দ্বিতীয় আত্মা তস্য মহা
মল্লস্য । সত্যং সত্যং স্বঃ বনমধ্যে আত্মানং দ্বিতীয়ঃ রাজানং জানাসি ।
স এব রাজকুলগামী গোষ্ঠনাথ আত্মনো ললাটঃ তাড়িষ্যতি । অয়ং ভাবঃ

এবং অগ্রে ক্রুর স্বভাবা বুদ্ধা প্রবেশ করিতেছে, অতএব

এস্থলে যুক্তি কি ? ॥

চন্দ্রাবলী । (মনে মনে) হায় ! সম্পূর্ণ কক্স শ স্বভাবা

চণ্ডালীর কি ভবিদব্যতা চণ্ডিমা ॥ ৪৮ ॥

করাল। । (ক্রোধ প্রকাশ পূর্বক) দেখ রে লোক সকল !

দেখ, এই কৌহস্ত তৈল জলিত কজ্জল সমূহের ন্যায়

ভয়ঙ্কর লোচন কৃষ্ণের কামুকত্ব, যাহার দ্বারা গোকুলাঙ্গনা

সকলের মঙ্গল কুল ধর্ম বার পথে দৌড়িতেছে । (এই

গোউল কুলঙ্গণং মঙ্গলো কুলধন্যো ইতি শিরঃ কম্পং
দৃশৌ বিস্ফার্য অরে সামালম্ব্য কস্ম এসা জাঅত্তি
জাণসি । স্ফাাহিরে গীসক্ স্ফাাহি । জো ক্খু ভো
ইন্দস্ম ছুদিও অপ্পা তস্ম মহামঙ্গস্ম ।

কৃষ্ণঃ । করালিকে ততঃ কিং ।

করালিকা । সক্রোধং সচ্চং সচ্চং বণমজ্জ্বো অপ্পণং ছুদিঅং
রাঅণং জাণসি । সোচ্ছেঅ রাঅউলগামী গোষ্ঠণাহো

রাজসভায়াং তব ছুর্ত্তে জ্ঞাপিতে সতি রাজদণ্ড ভয়াং কাপি বনমধ্যে লীনঃ
হমপ্রাপ্য রাজপদাতিকেন তব পিতৃব নন্দো রাজসন্নিধিং নীয়মান স্তজ

বলিয়া শিরঃ কম্পন পূর্বক চক্ষুর্দ্বয় বিস্ফারিত করিয়া)
অরে শ্যামল ! এ কার্ ভাৰ্য্যা জানিস্ শুন্ রে নিঃশঙ্কে
শুন, যিনি কংসরাজের অদ্বিতীয় আত্মা, সেই মহাবীর
গোবর্দ্ধন মল্লের ॥

কৃষ্ণ । করালিকে ! তাহা হইতে কি হইবে ॥

করালিকা । (ক্রোধের সহিত) সত্য সত্যই তুই বন মধ্যে
আপনাকে অদ্বিতীয় রাজা করিয়া মানিতেছিস্ । যাহা
হউক, সেই রাজকুলগামী গোষ্ঠনাথ, আজ আপনার
ললাটে করাঘাত করিবেন, অর্থাৎ অদ্য রাজ সভায় তোর
দুর্য্তের কথা প্রকাশ হইলে, রাজদণ্ড ভয়ে তুই কোন
বন মধ্যে লুক্কায়িত থাকিবি, তোকে প্রাপ্ত না হইয়া
রাজ পদাতিক তোর পিতা নন্দকে রাজসভাতে লইয়া
যাইবে, তথায় তোর পিতা লজ্জিত হইয়া, হায় ! আমার

অপ্পণো ললাডং তাড়িস্‌সদি ॥ ৪৯ ॥

কৃষ্ণঃ । করালে তুভ্যং শপে চন্দ্রাবলীং বিলোকা সাম্বলং
গতোহহমুদ্বেষগমাসাদয়ামি ॥

করাল। চন্দ্রাবলীং বিলোকা সাম্বলং । হা গিউজ্জুজ্জাগরিণি
আকোমার শিক্খিদ কঙ্কাহিসার কোসলে সংরভ্ধুধঙ্ক
গোবিআ সহস্‌স জুট্‌ঠাহর বিশ্বাতিগ্গা মেত্ত বিদ্ধংসিদ
কুলবরদে চিট্‌ঠ চিট্‌ঠ কিং দাগিং ভাএসি ॥ ৫০ ॥

এতাদৃশো হর্ষভূতঃ পুত্রো মে জাত ইতি লজ্জয়া হৃঃখেনচ মুগ্ধো ভবিষ্য
ভীতি ॥ ৪৯ ॥

সাম্বলং ভয়ং পক্ষে সাধু অসঙ্গতঃ অগ্রাপ্তঃ নঙ্গঃ সন্ উদ্বেষং হৃঃখং ।
করাল। হা নিকুঞ্জোজ্জাগরিণি আকোমার শিক্ষিত কৃষ্ণাভিসার কোশলে
সংরভ্ধুধঙ্ক গোপিকা সহস্রোচ্ছিষ্টাধরবিষ তৃষ্ণায়াত্র বিশ্বাসিত কুলব্রতে
কিমিদানীং বিভেসি ॥ ৫০ ॥

এমন পুত্র কেন জন্মিয়াছিল, এই বলিয়া তিনি কপালে
করাঘাত করিবেন ॥ ৪৯ ॥

কৃষ্ণ । করালে ! তোমার দিব্য, আমি চন্দ্রাবলীকে দেখিয়া
ভীত হওত হৃঃখ ভোগ করিতেছি ॥

করাল। (চন্দ্রাবলীকে অবলোকন করিয়া ক্রোধের সহিত)
হা নিকুঞ্জোজ্জাগরিণি ! হা আকোমার শিক্ষিত কৃষ্ণাভি-
সার কোশলে ! ক্রোধ পূরিত গোপিকা সহস্র যে কৃষ্ণের
অধর বিশ্বকে উচ্ছিন্ন করিয়াছে, তাহারই তৃষ্ণা নায়ে
তুই আপনার কুলব্রত বিনষ্ট করিলি । থাক্ থাক্,
এখন ভয় করিতেছিস্‌ কেন ? ॥ ৫০ ॥

ললিতা । অজ্ঞে কো কথু দোসো জীঅণগাহাণুগদাএ পচ্চিমা
দিসাএ কোবা দোষাপহারিণো অরসস । কিন্তু এদাণং
অরুচ রাআণং দোণং রোঅং উপ্পাদিঅ সঙ্গম কারিণীএ
সঙ্খাকুট্টিণীএ চ্চেঅ পদোমাণু বন্ধিদা ॥ ৫১ ॥

করাল। । জাদে সচ্চং কহেসি । ইতি শ্রোত সাটোপং

ললি । আর্যো কঃ খলু দোষো জীবননাথানুগতায়াঃ পশ্চিমদিশঃ জীবননাথঃ
জলাধিপো বরুণঃ ব্যাপদেশেন চন্দ্রাবলী বিশেষণং জীবননাথঃ স্বপতিমল্লঃ
বস্তুত স্তত্রাপি সরসতী ভাষিতে জীবননাথঃ কৃষ্ণঃ । কোবা দোষাপহারিণং
সূর্য্যাস্য দোষ ইত্যনুসঙ্গঃ । দোষা রাত্রি স্তম্মাশকস্য পক্ষে দোষাণামপ
হারিণঃ কিস্বা দোষায়াং রাত্নৌ অপহারিণঃ স্ত্রীচৌরস্য অরস্য কৃষ্ণস্য ।
দোষাভাবে হেতু গর্ভ বিশেষণমেতৎ শ্লেষণ সূর্য্যাপক্ষে কৃষ্ণপক্ষেপি । কিন্তু
এতয়ো রাক্রুচা রাগষো দ্বয়ো রাগমুৎপাদ্য সঙ্গমকারিণা সন্ধ্যা কুট্টিয়া এব
প্রদোষানুবন্ধিতা রাগং রক্তিমানং প্রদোষো রজনী মুখং তদনুবন্ধিতা । পক্ষে
রাগং আসক্তিং পশ্চিমদিক্ সূর্য্য স্থানীয়য়ো রসস্তাবিত সঙ্গময়োৱপি চন্দ্রাবলী
কৃষ্ণয়োঃ সঙ্গকারয়িত্র্যাঃ সন্ধ্যা স্থানীয় পদ্মায়া এব একুট্ দোষানুবন্ধিত
মিতার্থঃ । তেন পদ্মা দৃঢ়ং তর্জ্যাতামিতি ভাবঃ ॥ ৫১ ॥

জাতে হে পুত্রি সত্যং কথয়সি । হজ্ঞে হে চেটিকে পর গৃহ বিষট্টিকে

ললিতা । আর্যো ! জীবন নাথানুগামিনী অর্থাৎ বরুণাভি-
গামিনী পশ্চিমদিক্ এসং দোষাপহারি সূর্য্যের দোষ কি ?
কিন্তু পরস্পর অনুরক্ত পশ্চিম দিক্ ও সূর্য্যের অনুরাগ
উৎপাদন পূর্ব্বক সঙ্গমকারিণী সন্ধ্যা কুট্টিনীরই দোষ
অর্থাৎ এ বিষয়ে চন্দ্রাবলী ও কৃষ্ণের কোন দোষ নাই,
কেবল পদ্মারই দোষ ॥ ৫১ ॥

করাল। । পুত্রি ! সত্য বলিতেছ । (এই বলিয়া অতিশয়

নাটয়ন্তী । হস্তে পউমিএ পরঘর বিঘটিণি কুটিণী কন্ম
লম্পাডে ধর্গী মণ্ডল চক্রবটিণি মহ হখাদো কহং মুক্সিসসি
ইতি যষ্টিমুদযচ্ছতে ॥

পদ্মা । পরাবৃত্য । অজ্জৈ গ জাণে কীম খিজ্জসি । জং
অক্সোহিং তুজ্জা সাসণং চেঅ কিজ্জন্তং অথি ॥

বৃন্দা । স্বগতং । নুনং ধূর্তয়া শব্দচ্ছলমালম্বিতং পদ্ময়া ।
প্রকাশং । আর্যো শৈলমল্লয়ো নানাদৈবৈতেন ভ্রান্তেষাং

কুটিণী কন্ম পরপূর্ব হত্যং তত্র লম্পাটে ধূর্তামণ্ডল চক্রবটিণি মম হস্তাৎ
কথং মোচয়িষ্যসি ॥

আর্যো ম জানে কন্মাৎ খিদাশ্রুসে যদস্মাভি স্তব শাসনঃ এব ক্রিয়মাণ
মন্তি । নীয়তাং গোবর্দ্ধনস্ত পাশে ইতি ছয়া পূর্ব মাদিষ্টত্বাৎ ইতি ভাবঃ ।
মলিতে তিষ্ঠ তিষ্ঠ তব নিকৃতিং কর্তুং এবা জটীলাং গচ্ছন্ত্যস্মি ।

অহঙ্কার প্রকাশ পূর্বক) হালো চেটিকে পদ্যে ! পরগৃহ
নাশিনি ! কুটিণীকন্মলম্পাটে, ধূর্তামণ্ডল চক্রবটিণি !
আমার হাত হইতে কি রূপে মুক্ত হইবি । (এই বলিয়া
যষ্টি উত্তোলন করিল) ॥

পদ্মা । (প্রত্যাবর্তন পূর্বক) আর্যো ! জানিতে পারিলাম
না, আপনি কেন এরূপ খেদাম্বিত হইতেছেন, আমরা ত
আপনার আদেশ মতই কার্য্য করিতেছি ॥

বৃন্দা । (মনে মনে) পদ্মা ধূর্ততা প্রযুক্ত নিশ্চয় শব্দের ছল
অবলম্বন করিয়াছে । (প্রকাশ পূর্বক) আর্যো ! গোবর্দ্ধন
এই শব্দটী পর্বত ও মল্লের নামের দ্বৈততা প্রযুক্ত এই

মুগ্ধবাবা । তদদ্য ক্ষম্যতাং ।

করাল । যষ্টিং বিমুক্ততি ॥

পদ্মা । স্বগতং । ললিতে চিট্ঠ চিট্ঠ তুহ শিকিদং কাটুং
এসা জডিলং গচ্ছন্তী স্মি । ইতি নিজ্রাস্তা ॥

করাল । চন্দ্রাবলীমালোক্য । এহি ভো কুডুঙ্গ কুডুঙ্গিণি
এহি ইতি চন্দ্রাবলীমাদায় শৈব্যয়া সহ নিজ্রাস্তা ॥

কৃষ্ণঃ । সোচ্ছ্রাসং । বৃন্দে নূনং সাধিতার্থাসি ॥ ৫২ ॥

বৃন্দা । মাধব রূপিণী মাধবলক্ষ্মী গোঁরীতীরে খেলতি ।

করাল । কুঞ্জকুটুঙ্গিনী ॥ ৫২ ॥

হে মাধব রূপিণী রূপবতী বসন্ত শোভা মাধবস্ত তব লক্ষ্মীঃ শোভা রূপা

বাবা ভ্রাস্ত হইয়াছে, অতএব আজ ক্ষমা করুন ॥

করাল । যষ্টি পরিত্যাগ করিল ।

পদ্মা । (মনে মনে) ললিতে ! থাক থাক, তোমার নিকৃতি
জন্য এই আমি জটিলার নিকট চলিলাম । (এই বলিয়া
প্রস্থান) ॥

করাল । (চন্দ্রাবলীকে অবলোকন করিয়া) আয়, কুঞ্জকুট-
ঙ্গিণি ! আয় । (এই বলিয়া চন্দ্রাবলীকে গ্রহণ পূর্বক
শৈব্যার সহিত চলিয়া গেল) ॥

কৃষ্ণ । (আনন্দের সহিত) বৃন্দে ! নিশ্চয় অর্থ সাধন
করিয়াছ ॥ ৫২ ॥

বৃন্দা । মাধব ! তোমার সম্পত্তি স্বরূপা রূপবতী মাধবী

তয়া চোপচৌকিতং স্ব সৰ্ব্বস্বমিদং দরোন্মুদ্রিতং গন্ধফলী
দ্বন্দ্বং ॥

কৃষ্ণঃ । সানন্দমাদায় । বৃন্দে যাবদগবাং চারুণে বয়স্য
নবধাপ্য তত্রানুসরামি তাবদুত্তবতীভ্যামগ্রতঃ প্রস্বীয়তা
মিতি নিজ্জান্তঃ ॥

বৃন্দা । পরিক্রমা ললিতে পুরঃ সম্ভ্রাময় কদম্ব সাত্ৰাজ্যং
ইতু্যপেত্য হস্ত হস্ত ।

শঙ্ক পঙ্কজ সম্ভবোপি ভবতঃ সৌভাগ্য ভঙ্গীভরণং
বক্তুং ন ক্ষমতে কদম্ব নৃপতে বৃন্দাটবী দ্যোতিনঃ ।

সম্পত্তি রূপা বা রাধা ইতিচ । গন্ধফলী স্বন্দং চম্পকযুগং ॥

যত্র তব পুংসেঃ কীদৃশৈঃ কৌস্তভমবহেলয়ন্তিঃ কীদৃশঃ রম্যসহোদরতয়া
অপিকারাং স্বরূপেণচ উদ্ভাস্তরং দেদীপ্যমানং দ্রলীলেতি তাদৃশং কৌস্তভং

গৌরীতীর্থে খেলা করিতেছেন, তিনি আপনার সৰ্ব্বস্ব
রূপ জীবৎ বিকসিত চম্পক দুইটী উপচৌকন দিয়া-
ছেন ॥

কৃষ্ণঃ । (সানন্দে গ্রহণ করিয়া) বৃন্দে ! আমি যে পর্য্যন্ত
বয়স্য়দ্বিগকে গোচারুণে নিযুক্ত করিতে সেখানে গমন
করি, তাবৎ তোমরা অগ্রগামিনী হও । (এই বলিয়া
শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান) ॥

বৃন্দা । (প্রত্যাবর্তন পূর্বক) ললিতে ! অগ্রে কদম্বের
সাত্ৰাজ্য অবলোকন কর । (এই বলিয়া নিকটে গমন
পূর্বক) কি আশ্চর্য্য কি আশ্চর্য্য ! অহে কদম্বরাজ !

পুষ্পৈর্বত্ন রম্যসহোদর তয়াপ্যুদ্ভাস্তরং কৌস্তভং
 দুর্ল্লীলৈরবহেলয়ন্তি রত্নিতঃ শৌরৈরুৎসাহাদাতে ॥ ৫৩ ॥
 ললিতা । পুরোবিলোকা বৃক্ষে ইঅং বিসাহা দুর্দিয়া ভাবদী
 মাঅন্দ কুড়ঙ্গে পচ্ছন্নং চিট্ঠদি ॥ ৫৪ ॥
 বৃন্দা । লবঙ্গ লতাস্তিকে রাধাং বিলোকা ললিতে পশ্য পশ্য ।
 কিমিতঃ সুষমা বপুস্বতী কিমভিব্যক্তিরলং গুণশ্রিয়ঃ ।

হেলয়িতুং ভীতিনাশ্তীতি ভাবঃ ॥ ৫৩ ॥

বৃন্দে ইয়ং বিশাখা দ্বিতীয় ভগবতী মাকন্দ কুঞ্জে আত্র কুঞ্জে প্রচ্ছন্ন
 তিষ্ঠতি ॥ ৫৪ ॥

বোধ করি তোমার সৌভাগ্য ভঙ্গীর আতিশয্য ব্রহ্মাও
 বলিতে সমর্থ হয়েন না, যে হেতু বৃন্দাবন প্রকাশকারী
 যে তুমি তোমার দুর্ল্লীল পুষ্প সকল, লক্ষ্মীর সহোদর
 প্রযুক্ত অতিশয় তেজোময় কৌস্তভ যাহা হরি বক্ষে
 বিরাজ করিতেছে, অবহেলাপূর্বক সর্বতোভাবে তাহাকে
 আচ্ছাদন করিয়া থাকে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা স্বদীয়
 পুষ্পের মালা ধারণ করায় কৌস্তভ আর স্বীয় তেজ
 প্রকাশ করিতে পারে না ॥ ৫৩ ॥

ললিতা । (অগ্রে অবলোকন করিয়া) বৃন্দে ! এই দেখ
 বিশাখার সহিত ভগবতী পৌনমাশী আত্রকুঞ্জে প্রচ্ছন্ন
 হইয়া রহিয়াছেন ॥ ৫৪ ॥

বৃন্দা । (লবঙ্গ লতার সমীপে শ্রীরাধাকে অবলোকন করিয়া)
 ললিতে ! দেখ দেখ । এ কি গুণলক্ষ্মীর পরম শোভা

অথবা প্রণয়সম্পদঃ কিমিহঃ মূর্তিরুদতি রাধিকা ।
পুনর্নির্ঘণ্য ।

কর্ণালঙ্কিত কমলা কুন্তল বেণী শিখরোচ্চলং কমলা ।
করকমলাশ্রিত কমলা বিড়ম্বয়ত্বলমসৌ কমলাং ॥ ৫৫ ॥
নেপথ্যে ॥

কর্ণান্ধোলিত মুগ্ধগন্ধকলিকাদম্বঃ কদম্ব শ্রজা
সম্বীতো মুরলী করশ্রিত কর শূড়াঙ্কলে চন্দ্রকী ।
দূরাদেষ মনঃশিলা তিলকিনা ভালেন বিভ্রদ্যুতিং

কমলাং লক্ষ্মীং ॥ ৫৫ ॥

নন্দগৃহিণী বাৎসল্য ইত্যনেন প্রজ্ঞেশ্বর্যা লালনৈব কক্ষত পরম নৌন্দর্য্যঃ
ইদং জাতং । অহো তত্তা ভাগ্যগরিপাক ইতি ভাবঃ ॥ ৫৬ ॥

মূর্তিমতী হইয়া প্রকাশ পাইতেছে, অথবা প্রণয় সম্পদের
মূর্তি ধারণ করিয়াই কি শ্রীরাধা উদ্ভিত হইয়াছেন ! ॥

(পুনরায় অবলোকন করিয়া)

আহা ! যাহাঁর কর্ণে কমল অলঙ্কৃত, কেশ বেণীর অগ্রভাগে
কমল আন্দোলিত এবং করকমলে কমল, সেই শ্রীরাধা
কমলাকে অতিশয় রূপে বিড়ম্বিত করিতেছেন ॥ ৫৫ ॥

(বেশ গৃহে)

যাহাঁর কর্ণদ্বয়ে সুন্দর চম্পক দুইটি আন্দোলিত হইতেছে
যাহাঁর করে মুরলী, চূড়াঙ্কলে চন্দ্রক, বিনি কদম্ব মালায়
পরিবেষ্টিত এবং ললাটে উজ্জ্বল মনঃশিলার তিলক ধারণ
করিয়াছেন, সেই নন্দগৃহিণীর বাৎসল্য লক্ষ্মী রস মূর্তিমান

মূর্ত্তঃ খেলতি হস্ত নন্দগৃহিণী বাৎসল্য লক্ষ্মীরসঃ । ৫৬ ।
ললিতা । গুণং ভগবদীএ দূরে দিট্ঠো মাহবো জঃ বরী
এদি ।

বৃন্দা । ললিতে সত্যমদূরবর্ত্তী মুরবৈরী । তথাহি ।

সখি কুণ্ডলীকৃত শিখণ্ড মণ্ডলো

নটতীহ তাণ্ডবিকহুতিরগুজঃ ।

ন কদাপি কৃষ্ণমুদিরেক্ষণং বিনা

মদিরেক্ষণে ক্ষণমপি শ্বসিত্যসৌ ॥

ললিতা । সাহি দক্ষিণেন পুন্নাঅ সগুং পেক্খ গং ।

ললিতা । নুনঃ ভগবত্যা দূরে দৃষ্টে কৃষ্ণঃ বদর্গাতে । তাণ্ডবিক ইতি নামা হুতি
রাহ্মানং যন্ত । অণ্ডজঃ পক্ষী ময়ুরঃ । কৃষ্ণ এব মুদিরো মেঘ স্তস্ত দীক্ষণং
হে মদিরেক্ষণে মদিরঃ খঞ্জনঃ । ক্ষণমপি ন শ্বসতি ন প্রাণিতি ।

ললি । সখি দক্ষিণেন পুন্নাগষণ্ডঃ পুন্নাগ সমূহং পট্টেনং । নবুত্তমিদানী মসি

হইয়া খেলা করিতেছেন ॥ ৫৬ ॥

ললিতা । ভগবতী যে রূপ বর্ণন করিতেছেন ইহাতে নিশ্চয়
বোধ হইতেছে ইনি দূরে মাধবকে দেখিয়াছেন ॥

বৃন্দা । ললিতে । সত্যই অদূরবর্ত্তী মধুসূদন । কারণ,
হে খঞ্জনলোচনে । তাণ্ডবিক নামা ময়ুর আপনার পুচ্ছ
মণ্ডল গোলাকৃতি করিয়া নৃত্য করিতেছে, কৃষ্ণমেঘ দর্শন
ব্যতীত এ কখন জীবন ধারণ করিতে পারে না ॥

ললিতা । সখি ! দক্ষিণ দিকে পুন্নাগ বৃক্ষ অবলোকন
কর ॥

বৃন্দা । বিলোক্য সহর্ষং ।

চক্রং বশীকৃতবতঃ কিল নৈচিকীনাং

বংশী নিনাদমধুনা মধুসূদনস্ত্র ।

আভীরশেখর গতিং প্রতিপাদয়ন্তী

শোভা বভূব পরমা পরমস্ত্র যষ্টিঃ ॥

ললিতা । ং বৃত্তং দাগীং পি দোঃগং অঃগোঃগং দংসগং কেঅলং

রঙ্গিণিঅং পেক্খিঅ লঅঙ্গ কুড়ঙ্গং লহেদি কহো ॥ ৫৭ ॥

বৃন্দা । পশ্য পশ্য ।

বিস্ময়ান্ পরিতো হরিমূর্ত্তিতঃ

পরিমলানুপলভ্য কলাবতী ।

ধরোরছোঅ দর্শনং কেবলং রঙ্গিণীং থেফ্য লবঙ্গকুঞ্জং লভতে কৃষ্ণঃ ॥ ৫৭ ॥

পণ্ড ক মণ্ডপে মাদবীলতা যণ্ডপে ॥ ৫৮ ॥

বৃন্দা । (দৃষ্টিপাত করিয়া সহর্ষে) যাইঁর বংশীর মধুর

ধ্বনি দ্বারা গাভী সকল বশীভূত হয়, সেই সর্বোত্তম

মধুসূদনের পরম শোভাশালিনী যষ্টি তদীয় গোপরাজ

তুল্য গতি প্রতিপাদন করিতেছে ॥

ললিতা । এখনও ত ইহাঁদের পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হয়

নাই, কেবল রঙ্গিণীকে দেখিয়াই কৃষ্ণ লবঙ্গ কুঞ্জে গমন

করিয়াছেন ॥ ৫৭ ॥

বৃন্দা । সখি ! দেখ দেখ । হরিমূর্ত্তি হইতে চতুর্দিক ব্যাপী

যে সৌরভ উদ্গত হইতেছে কলাবতী রাধা তাহা লাভ

ইয়মিতঃ সখি পুণ্ড্রক মণ্ডণে
 স্মিতমুখী তম্বুবল্লিমপার্বণোৎ ॥ ৫৮ ॥
 পুনর্নিরূপ্য সর্কৌতুকং ।
 ব্যক্তিং গতাবিরভিতো ভুবি পাংশুলায়াঃ
 সদ্যঃ পদাঙ্ক ততিভিঃ কথিতাধ্বনোহয়ং ।
 পশ্চাচ্ছপেত্য নয়নে কিল রাধিকার্যাঃ
 কম্পেন পাণি যুগলেন হরিদধার ॥ ৫৯ ॥

রাধিকার্যাঃ পশ্চাচ্ছপেত্য হরিঃ পাণিযুগলেন নয়নে দধার । কণ্ডভূতয়া
 রাধার্যাঃ পদাঙ্কততিভিঃ কথিতাধ্বনোঃ । পদচিহ্ন সমূহৈঃ কথিতোহধ্বনা বস্ম
 যস্তাঃ কীদৃশীভিঃ পদাঙ্ক ততিভিঃ পাংশুলায়াঃ ভুবি অভিতঃ ব্যক্তিং
 গতাবিঃ ॥ ৫৯ ॥

পূর্বক হাস্য মুখে লবঙ্গ কুঞ্জ হইতে মাধবী কুঞ্জে গিয়া
 তম্বুলতাকে আবরণ করিয়া রাহিলেন ॥ ৫৮ ॥

(পুনরায় অবলোকন করিয়া কৌতুকের সহিত)

সখি ! আশ্চর্য্য দেখ বন ভূমি ধুলিযুক্ত হওয়াতে
 শ্রীরাধা যে গমন করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার পদচিহ্ন
 সকল পতিত হইয়াছিল, যদিচ কৃষ্ণ শ্রীরাধার গমন
 দেখিতে পান নাই তথাপি তদীয় পদচিহ্ন সকল পথ
 বলিয়া দিল, কৃষ্ণ সেই পথে গিয়া পশ্চাৎ হইতে
 শ্রীরাধার দুই চক্ষু ধারণ করিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার
 হস্ত দ্বয় কম্পিত হইতে লাগিল ॥ ৫৯ ॥

ললিতা । হস্ত হস্ত এসা পুলহদঙ্গী বামা লীলা কমলেশ
তাড়েদি কমলেক্ষণং ॥

ক্রভেদঃ স্মিত সংবৃত্তো নহি নহীত্মাক্তির্মদেনাকুলা

বিশ্রান্তোদ্ধতি পাণিরোধ রচনং শুকং তথা ক্রন্দনং ।

এখা পুলকিতাদী বামা শ্রীরাধা তাড়েদি তাড়য়তি কনলেক্ষণং । সংগো-
পনস্ত উপক্রমো যঃ স্ফুটেত্তেনৈব প্রত্যত ভাবো ব্যক্তোহভূৎ । ক্রভেদঃ
ক্রবো বক্রিমা অসম্মতি ব্যঞ্জকঃ কীদৃশঃ স্মিতসংবৃত্তঃ স্মিতমেব তত্র পরম
সম্মতি ব্যঞ্জকং নহি নহি ইত্মাক্তি নির্ঘেধকরণং মদেনাকুলাঃ ইতি তত্র সাত্ত্বিক
বিকারঃ স্রবভেদ এব পরম বিধি ব্যঞ্জকঃ পাণি রোধরচনং অনভীষ্টমেতদিত্তি
ব্যঞ্জকং কীদৃশং বিশ্রান্তোদ্ধতি বিশ্রান্তা উদ্ধতি রোদ্ধতাং যত্র তৎকরম্পর্শেন

ললিতা । হায় ! এই পুলকিতাদী শ্রীরাধা বাম্যভাব অব-
লম্বন করিয়া লীলাকমল দ্বারা কমললোচনকে তাড়না
করিতেছেন ॥

বৃন্দা । দেখ দেখ, সখি শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্মীয় হৃদয়স্থ
ভাব বারম্বার গোপন করিতে যতই উপক্রম করিতেছেন
তাহাতে গোপন না হইয়া বরং ঐ ভাব প্রকাশ পাইতে
লাগিল অর্থাৎ শ্রীরাধা যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসম্মতি সূচক
ক্রর বক্রিমা করিতেছেন তাহা ঈষৎ হাস্তে সম্মিলিত
হওয়াতে পরম সম্মতি প্রকাশ করিতেছে, নানা এই
নিষেধোক্তি মদেতে আকুল প্রযুক্ত স্রবভঙ্গ সম্মতি প্রকাশ
করিতেছে, হস্তরোধ রচনা অনভিপ্রায় প্রকাশকারিণী
হইলেও করম্পর্শে জ্ঞাতহর্ব ঐ হস্তবয়ের উদ্ধত্য শক্তির

স্বকৌ যঃ সখি রাধয়া মহরয়ং সংগোপনোপক্রমো
ভাবন্তেন হৃদি স্থিতো মুরভিদি ব্যক্তঃ সমস্তাদভুং ॥
ললিতা । সংস্কৃতেন ।

জাতহর্বয়ো ইত্তরো রৌদ্ধতা শক্ত্যভাবাং তেন ঔদ্ধতা বিশ্রান্তিরেব পরমাতীত
ব্যঞ্জিকা ক্রন্দনঃ দুঃখব্যঞ্জকঃ শুদ্ধত্বমেব শুদ্ধ ভাব ব্যঞ্জকং ইতি ॥ ৬০ ॥

অভাব নিমিত্ত পরম অভীষ্ট প্রকাশ করিতেছে, ক্রন্দন
দুঃখ সূচক হইলেও শুদ্ধ প্রযুক্ত দুঃখাভাব প্রকাশ
করিতেছে ॥

যথারাগ ॥

ভাঙর ভঙ্গিমা করি, হিয়া ভাব করে চুরি, বিথারয়ে
বাহিরে সরোব । মুখে উপজিল হাস, সে ভাব হইল
নাশ, দেখি হরি পাইল সন্তোষ ॥ সখি হে দেখ রাধা
মাধব বিলাস । রাইর হৃদয় লাজ, জিনিয়া চতুররাজ,
হিয়া ভাব করে পরকাশ ॥ ৬১ ॥ রাই মুখ স্মাধুরী,
দরশনে শ্রীমুরারি, আরতি বাটিল অতিশয় । মুখ বাস করি
দূরে, চুষ্মন করয়ে বলে, নহি নহি কহে ধনী তায় ॥ করে
কর বারে ধনি, কঙ্কণের রণ রণী, শব্দ করয়ে অদভুত ।
আল্যাইল ধনী কর, অতিশয় সুখভর, দেখি বাঢ়ে মদন
আকূত ॥ মিছাই কান্দরে রাই, মাধবে রোধয়ে তাই
ধনী মুখে দিঞা নিজ পাণি । যত ভাব সঙ্গোপয়ে,
কৃষ্ণ তত বিলপয়ে, এ যত্ননন্দন ভালে মানি ॥

ললিতা । (সংস্কৃত ভাষায়) শ্রীরাধা কেলি কর্ষে প্রগল্ভতা

প্রাতিকূল্যমিব যদ্বিবর্ণোতি
 রাধিকা রদনথার্পণোদ্ধুরা ।
 কেলি কৰ্ম্মণি গতা প্রগল্ভতাং
 তেন তুষ্টিমভুলাং হরিবর্ষো ॥ ৬০ ॥

প্রকাশ করত দন্ত ও নখাঘাতে উদ্ধত হইয়া প্রতিকূলতার
 আয় যাহা কিছু বিস্তার করিয়াছিলেন তাহাতেই হরি
 অতিশয় তুষ্টি লাভ করিলেন ॥

যথারাগ ॥

দেখ সখি নয়ান আনন্দ । রাই সঙ্গে বিলসে গোবিন্দ ॥ ধ্রু ॥
 দশন নখর অরপণে । প্রতিকূল যনু পরবিণে ॥ ধনী
 কেলি হয়েন বিধার । হরিসুখ প্রাপণ অপার ॥ রতি
 রণ রসে দোহুঁ মাতি । বরিতে কুসুম শর অতি ॥ পহিলে
 নয়ন শরে গোৱী । হরি হিয়া হরিনী আগোৱী ॥ হেরইতে
 বিরোধন কান । ধনী হিয়া বিধে দিঠি বাণ ॥ সাহস
 কুসুম শরে রাই । হরিক হৃদয়ে হানে তাই ॥ হেরইতে
 বিদগ্ধ রাজ । বাঙ্কল ধনী হিয়ে মাঝ ॥ ও ধনী নিজ
 জুপাশে । বাঙ্কল হরি দুই পাশে ॥ রাইর অধর রস
 কান । পিবইতে ভেল অগেআন ॥ ও ধনী রোখল
 তাহা হেরি । দর্শনে অধর রস লেলি ॥ কানুক পরিসর
 হৃদয়ে । নখর প্রখর দেই নিদয়ে ॥ পুনঃ দোহে দুবাছ
 শমারি । দোহ তনু সুবন্ধন কারি ॥ বিপুল পুলক
 দোহ গায় । দুহুক হৃদয় দোহ যায় ॥ এ যতু নন্দন দাস
 বোলে । বিজুরি কি জলধর কোলে ॥ ৬০ ॥

বৃন্দা । বিহস্ত ।

নৈরঞ্জন্তুপেয়তুঃ পরিগলোন্মোদাশ্রণী লোচনে
শ্বেদোদ্ধূত বিলেপনং কিল কুচবন্দং জহৌ রাগিতাং ।
যোগৌৎসুকামগাদ্দুরঃ স্ফুরদিতি প্রেক্ষোদয়ং সঙ্গিনাং
রাধে নীবিরিয়ং ভুব জ্ঞথ গুণা শঙ্কে মুমুক্ষাং দধে ॥

নৈরঞ্জন্তুং ব্রহ্মহং কচ্ছলরাগ শূন্যক লোচনে পরিগলোন্মোদাশ্রণী সতী নৈর-
ঞ্জন্তুঃ উপেয়তু রিত্যবয়ঃ । এবং সৰ্ব্ব রাগিতাং বিষয়াশক্তিঃ কুছুমানিরাগ
যোগে গন্ধে সঙ্গমে উৎসুকাং মুমুক্ষাং অপবর্গেচ্ছাং এতী চাতীচ্ছাক

বৃন্দা । (হাস্য করিয়া) রাধে ! নিরন্তর আনন্দাশ্রু বিগলিত
হওয়ায় তোমার লোচন হয় অঞ্জন শূন্য হইয়াছে, ঘর্ম্ম
জলে বিলেপন ধৌত হওয়ায় কুচ হয় রক্তিম। পরিত্যাগ
করিয়াছে, এবং তোমার বকঃস্থল যোগ অর্থাৎ সঙ্গ
বিষয়ে উৎকণ্ঠিত হইয়াছে, অতএব হে সখি ! বোধ
হয় সঙ্গী মুক্ত। সকলের গুণ হইতে বিচ্যুতি রূপ উদয়
অর্থাৎ যোগ সিদ্ধি দেখিয়া স্থলিতগুণা নীবিও মুক্তি লাভ
করিতে ইচ্ছা করিতেছে ॥

যথারাগ ॥

অধিক আনন্দ জলে, নয়ন অঞ্জন গলে, নিরঞ্জন পাইল
ছুই আখি । শ্রম জল সব গায়, কচ বিলেপন তায়,
মুক্তি পাইল তাহা দেখি । সখি হে দেখ রাই সব তনু
শোভা । রতি রণ রসে অতি, মর্দন হইল সতী, তথাপিহ
হরি মন লোভা ॥ ৬ ॥ আলাইল নিবীৰক, শিখিল

ললিতা । কথং এদং বিঅড্‌ট মিছণং সাহবী কুড়ঙ্গস্তরিতং
সংবৃত্তং ॥ ৬১ ॥

বৃন্দা । রাধামাধবয়োর্মৈধ্যাং কেলিমাধ্বীকমাধুরীং ।

ধয়ময়ন ভৃঙ্গেন কন্তুপ্তিমধি গচ্ছতি ॥ ৬২ ॥

ললিতা । হলা এদে গলন্তমরবিন্দং বি সাহবী পুপ্ফ সন্দোহং
মুক্টিঅ কীস ভিঙ্গা পুঝাহিমুহং ধাবন্তি ॥

কথমেতৎ বিদগ্ধমিথুনঃ মাধবীকুঞ্জাস্তরিতং সংবৃত্তং ॥ ৬১ ॥

মৈধ্যাং কামদোষ রাহিত্যেন । প্রেটমৈব গোপ রামাণাং কাম ইত্যগমং
প্রথমিত্যুক্ত ব্রীত্যা পরম পবিত্রাং আশ্বাদয়ন্ ॥ ৬২ ॥

সখি এতে গলম্বকরন্দমপি মাধবীপুপ্প সন্দোহং ত্যক্ত্বা কস্মাৎক্কাঃ পূর্বা-
ভিমুখং ধাবন্তি ।

কিঙ্কিণী বন্ধ, খসিল কঞ্চুলীবন্ধ আর । খসল কবর বেণী,
হিলোলয়ে পিঠে জানি, অধিক মুকতি ভেল তার ॥ মণি
মুকতার হার, যোগসিদ্ধি সবাকার, দেখিয়া মুকত ভেল
শুধে । এষতুনন্দন ভণে রতি যুদ্ধ সেনাগণে ভঙ্গ দিল
কিবা কাম রণে ॥

ললিতা । কেন এই বিদগ্ধ মিথুন মাধবী কুঞ্জের অন্তর্গত
হইলেন ॥ ৬১ ॥

বৃন্দা । রাধামাধবের বিশুদ্ধ কেলি মাধুরী আশ্বাদন করিয়া
কাহার নয়নভৃঙ্গ পরিতৃপ্ত না হয় ॥ ৬২ ॥

ললিতা । এই গলিত মকরন্দশালি মাধবী পুপ্প সমূহ পরি-
ভ্রাগ করিয়া ভ্রমর নিকর কেন পূর্বাভিমুখে ধাবমান
হইতেছে ? ॥

বৃন্দা । সখি বিমুচ্য মাধবীমণ্ডপং নাগর মণ্ডলোত্তমৌ
প্রস্থিতৌ তয়ো রামোদমুপসর্পন্তঃ ষট্পদা ধাবন্তি তদেহি
লতা মন্দিরমালোকেন নন্দয়াব শচক্ষুসী ইতি পরিক্রমা
ললিতে পশ্য পশ্য ।

মনোহারী হারস্থলিত মণিভিস্তারতরলৈঃ
পরিম্নায়ম্মাল্যো মিলিত পুরটালঙ্কৃতি কণঃ ।

অয়ং কুঞ্জস্তল্লী কৃত কুহুমপুঞ্জ প্রণয়বান্
সমস্তাদুতুঙ্গং পিশুনয়তি রঙ্গং মুরভিভঃ ॥ ৬৩ ॥

ললিতা । নিপুণং নিরূপা সংস্কৃতেন ।

কৃষ্ণাঙ্গ সঙ্গম মিলনযুগ্মাঙ্গ রাগা

হারাং স্থলিত যে মণয় স্তৈর্মনোহারী তারো মুক্তা এব তরলঃ হার মধাগৌ
যেষু তৈঃ । পিশুনয়তি সূচয়তি ॥ ৬৩ ॥

যুগ্মং ককুমং ।

বৃন্দা । নাগর সমূহের ভূষণ স্বরূপ রাধামাধব মাধবী মণ্ডপ
পরিত্যাগ করিয়া গমন করিয়াছেন, তাঁহাদের পরিমল
প্রাপ্ত হইয়া ভ্রমরগণ ধাবিত হইতেছে, অতএব আইস
লতামন্দিরাবলোকে নয়ন দ্বয়কে আনন্দিত করিগা ।
(এই বলিয়া প্রত্যাবর্তন পূর্বক) ললিতে ! দেখ দেখ ।
কুহুমপুঞ্জতম্পশালি এই কুঞ্জ স্থলিত হারের মণি ও মুক্তা
সকলে মনোহর, স্বর্ণালঙ্কারের কণাচ্যুতি নিমিত্ত স্নান
পুষ্প হইয়া মুরারির আভ্যুচ্চ বিলাস সূচনা করিতেছে ॥ ৬৩
ললিতা । (উত্তম রূপে দৃষ্টিপাত করিয়া সংস্কৃত ভাষায়)
আহা ! কৃষ্ণাঙ্গ সঙ্গমে অঙ্গরাগ কুশুমে মিলিত, শ্রীরাধার

রাধাপদস্থলদলভ্রক রক্ত পাখী ।

সিন্দূর বিন্দুচিত ঘর্ষজলোক্ষিতেয়ঃ

দূনা ধিনোতি নয়নে মম পুষ্পশয্যা ॥

বৃন্দা । সবিস্ময়ঃ ।

চিক্রীড় যা রজসি রঞ্জিত সূত্র নক্স

যা রজসি চিক্রীড় ক্রীড়িতবতী রঞ্জিতেন স্ত্রেণে বদ্ধাঃ গোবর্ধমাভাঃ

পাদপদ্ম স্থলিত অলভ্রক রাগে রক্ত পাখী এবং সিন্দূর
বিন্দু যুক্ত ঘর্ষ জলে আর্দ্র প্রযুক্ত ক্রিস্ট হইয়া এই শয্যা
আমার লোচন দ্বয়ের স্তম্ভ বিধান করিতেছে ॥

যথারাগ ॥

কুমুম সেজ দেখে সজনি । মনোহর ভৈগেল সাজনী ॥ধ্রু॥
ছিড়িয়া পড়িল মণিহার । চৌদিকে ভৈগেল বিহার ॥
তাহাতে রহল ফুলমালা । রতি রণে মৈলান ভৈগেলা ॥
রাই কান্থ অঙ্গে পরে সোনা । তনু ঘরষণে পড়ে কণা ॥
ললিতা কহয়ে দেখ আর । শয্যা কহে রস ব্যবহার ॥
কুমুম লেপন হরি গায় । রাই অঙ্গ আগতে গিশায় ॥
শ্রম জলে তনু ধোয়াইয়া । পড়ে শয্যা মাঝে দেখ ইহা ॥
ঘর্ষ জলে সিন্দূরের কণা । শয্যার উপরে সখি দেখ না ॥
রাধিকার চরণ জাবক । শয্যা পাশে সব চিহ্ন দেখ ॥
যদি শয্যা বহু ছুঃখ পাইল । তথাপি নয়ন স্তম্ভ দিল ॥
এ যত্নমন্দন চিতে জাগ । বিপরীত কেলি অনুরাগ ॥

বৃন্দা । (বিস্ময়ের সহিত) হায় ! যিনি রঞ্জিত সূত্রে বিতস্তি

গোকর্ণ মাত্র চিকুরা নব বিদ্বকণী ।

সেয়ং কুতঃ প্রবর বিভ্রম কৌশলানি

রাধাধ্যগীষ্ট বত যৈ রজিতং জিগায় ॥ ৬৪ ॥

ললিতা । পূর্বতঃ প্রেক্ষ্য বৃন্দে পেক্ষ্য গাদিদূরে স রাধা
মাহবো ॥

বৃন্দা । শৃণুবঃ কিমাহ সংস্কৃতেন রাধা ॥

নেপথ্যে ॥

গোকর্ণ পরিমিতা চিকুরা যশাঃ অকুষ্ঠানামিকা বিস্তাষণে গোকর্ণভাবতি
তথা হুঙ্কমমরেন প্রাদেশ তাল গোকর্ণা স্তর্জভাদি যুতে ততে ইতি । নব
বিদ্বো কণৌ যশাঃ কুতোহধ্যগীষ্ট কস্মাদগুরোঃ সকাশাদবীতবতী বত বিশ্বমে
ইদানীমেব বালিকা আসীৎ ইদানীং প্রবর তরুণী অভূদিতি ভাবঃ ॥ ৬৪ ॥
ললি । বৃন্দে পশু নাতিদূরে স রাধামাধবঃ ।

পরিমিত কেশ বন্ধ করিয়া ধূলায় খেলা করেন, যাঁহার
সম্প্রতি কর্ণবেধ হইয়াছে, সেই স্ত্রীরাধা কাহার নিকটে
উৎকৃষ্ট বিভ্রম কৌশল সকল অধ্যয়ন করিলেন, যদ্বারা
অজিত কৃষ্ণেরও আজ পরাজয় হইল ॥ ৬৪ ॥

ললিতা । (পূর্বদিক্ অবলোকন করিয়া) বৃন্দে । দেখ
রাধামাধব অধিক দূরে নাই নিকটেই আছেন ॥

বৃন্দা । স্ত্রীরাধা সংস্কৃত ভাষায় কি বলিতেছেন আইস, তুই
জনে শুনিগা ॥

(বেশ গৃহে)

কুরু কুবলয়ঃ কর্ণেৎসঙ্গে লবঙ্গমভঙ্গুরং
 বিকির চিকুরস্তাস্ত্র মল্লীশ্রজঃ ক্ষিপ বক্ষসি ।
 অনঘ জঘনে কাদম্বীঃ মে প্রলম্বয় মেথলাং
 কলয়তু ন মামালীযুন্দং হরে নিরলঙ্কৃতিং ॥ ৬৫ ॥

কাদম্বীঃ কদম্বপুষ্পরচিতাঃ ॥ ৬৫ ॥

শ্রীরাধা কহিলেন হে অনঘ ! হে হরে ! আমার কর্ণকোড়ে
 কুবলয় প্রদান কর, চিকুরের প্রান্তে অভঙ্গ লবঙ্গ, বক্ষঃ
 স্থলে মল্লী মালা এবং নিতম্ব দেশে কদম্ব পুষ্পের মেথলা
 অর্পণ কর, সখীগণ যেন আমাকে অনলঙ্কৃত না দেখে ॥

যথারাগ ॥

শুন অয়ে হরি বেশ মোর । সব বিষটন, একলা রহন,
 চপল চরিত তোর ॥ ধ্রু ॥ এ মোর শ্রবণে করহ রসনে,
 নব কুবলয় জোর । দলিত অঞ্জন, নয়ন রঞ্জন, করহ
 যতনে মোর ॥ বিগলিত কেশ, করহ শ্রবশ, চিরণী
 লইয়া করে । সিন্দুরের রেহ, তার মাঝে দেহ, ঐছন
 না হয় টেড়ে ॥ লবঙ্গ সুন্দর, অতি ভয়ঙ্কর, ভঙ্গু রচয়
 মোর কেশে । শুনহ সুন্দর, সুরঙ্গ সিন্দুর, রচহ ললাট
 দেশে ॥ যুগমদ চিত্র, ভৈগেল লুপত, কপোলে রচহ
 মোর । তার বিন্দু দিঞা, চিকুর রচিঞা, রচহ এ কুচ
 জোর ॥ মল্লীমালা উরে রচয় সুন্দরে, জঘনে কিঙ্কিনী
 দাম । অরুণ বসন, আছিল যেমন, রচহ তেমন ঠাম ॥
 আলিপন কর, হার হিয়ে ধর, বলয়া রচহ করে । চরণে

বৃন্দা । স্মিতং কৃতা ।

বহন্তী মঞ্জিষ্ঠারুণিত তনু সূত্রোজ্জ্বল রুচী
মথাঙ্কান্ খেলোন্মি স্থলিত শিখিপক্ষাবলিরিমং ।
স্মরুন্নুভা তুলোন্মিলঘু ঘন ঘন্মানুভিরলং
সমুদ্রা মে মেধাং মধুমথন মূর্তি মদয়তি ॥
ততঃ প্রাশিতি কৃষ্ণঃ প্রসাধিতাঙ্গী রাধাচ ॥

মঞ্জিষ্ঠা অরুণিতেভ্যা তনুসূত্রোভ্যাঃ সূক্ষ্মসূত্রোভ্যোহপি উজ্জ্বল রুচিঃ
কান্তির্মেধাং তান্ মথাঙ্কান্ । ভ্রমরকৈ ললাটে ললিতালকৈঃ । তে ললাটে
ভ্রমরকা ইভ্যমরঃ ॥ ৬৬ ॥

মঞ্জীর, রচহ জাবক, এ দুই চরণতলে ॥ প্রতি তনু
মোর, সব বেশ কর, শুনহ নাগর রাজ । এ বদুমন্দন,
দরশয়ে হেন, নাহি হয়ে বহু ব্যাজ ॥ ৬৫ ॥

উক্ত গীতে স্বাধীন ভর্তিকা নায়িকা ॥

বৃন্দা ! (জিষং হাস্য করিয়া) আহা ! যাহাতে মঞ্জিষ্ঠার
ন্যায় অরুণবর্ণ সূক্ষ্ম সূত্রাকার নখ চিহ্ন সকল স্পষ্ট রূপে
দৃষ্ট হইতেছে, ক্রীড়া নিবন্ধন যাহা হইতে ময়ূর পুচ্ছ
সকল স্থলিত হইয়া পড়িতেছে এবং যাহা উজ্জ্বল যুক্ত
তুল্য ঘন ঘন্মানু সকলে অভিশয় সমৃদ্ধি যুক্ত হইয়াছে
সেই মধুমথনের মধুর মূর্তি আমার মেধাকে মুচ্ছিত
করিতে লাগিল ॥

যথারাগ ॥

মরকত বর, জিনিয়া মুকুর, সহজ লাবণী বাঁশী । শশিকুল

কৃষ্ণঃ । নীতং তে পুনরুক্ততাং ভ্রমরকৈঃ কস্তুরিকাপত্রকং
 নেত্রোভ্যাং বিফলীকৃতং কুবলয় দ্বন্দ্বঞ্চ কর্ণার্পিতং ।
 হারশ্চ স্মিত কাস্তু কান্তিভিরলং পিষ্টানুপেষীকৃতঃ
 কিং রাধে তব মণ্ডনেন নিতরামঙ্গৈরসি দ্যোতিতা ॥

ঘটা, জিনি মুখ ছটা, তাহে সুধাময় হাঁসি ॥ দেখহ সজ্জনি
 মই । মাতাইল হরি, দেখাঞা মাধুরী, বুদ্ধি মুরছই
 মই ॥ ধ্রু ॥ নখ চিহ্ন যেন, মঞ্জিষ্ঠা বরণ, পরিসর বুকে
 রেখা । লীলার আবেশে, চুড়ার সুবেশে, খসল ময়ূর
 পাখা ॥ ঘন শ্রমজল, সব কলেবর, ঐছন মুকুতা পাঁতি ।
 এ যত্ননন্দন, দাস তহি ভণ, না জানি এরস মাতি ॥

(অনন্তর কৃষ্ণ ও অলঙ্কৃতঙ্গী স্ত্রীরাধার প্রবেশ)

কৃষ্ণ । প্রিয়ে ! তোমার ললাট লম্বিত চূর্ণ কুন্তল দ্বারা
 কস্তুরিকার তিলক পুনরুক্ততা প্রাপ্ত হইল অর্থাৎ পণ্ডিত
 গণ পুস্তকের কোন স্থান অশুদ্ধ থাকিলে যেমন বর্ত্তুলা-
 কার রেখা দ্বারা তাহা বেফঁন করেন, তদ্রূপ ব্যর্থতা লাভ
 করিল, কর্ণার্পিত কুবলয় দ্বয় নেত্র যুগল দ্বারা বিফল
 হইল এবং হস্ত মণি দ্বারা গলদেশের হার পিষ্টপেষণের
 ন্যায় নিরর্থক হইল, অতএব হে রাধে ! তোমার
 অলঙ্কার পরিধানের প্রয়োজন কি ? অঙ্গ সকলের দ্বারাই
 আশ্চর্য্য শোভা বিস্তার করিতেছে ॥

যথারাগ ॥

শুন ধনি সুবদনি রাই । কহ অব কি করু কানাই ॥ ধ্রু ॥

উভে । উপস্থতা । সুন্দর ইদং পরম মঞ্জুলং বাসন্তী

কুহুমমণ্ডলং ॥ ৬৬ ॥

কৃষ্ণঃ । স্তবক দ্বন্দ্বমাদায় সহর্ষং ।

ধোয়েন মুক্তবৃন্দস্ত কামামানা মুহুময়া ।

হে সুশ্রোণি অতিমুক্তানাং শ্রেণ্যা কর্তব্যং ত্বং আশু সেবিতুং যুক্তা ত্বং ।
কীদৃশী মুহুময়া কামামানা । গয়া কীদৃশেন- মুক্তবৃন্দস্ত ধোয়েন কর্তরি বগী ।

নয়ন মদন মুরছায় । কাজর কেবল দিলু তায় ॥ বিগলিত
স্নকেশ বানাই । লবঙ্গ রচিলু সেই ঠাঞি ॥ দেখ হে
কুবলয় শ্রবণে । যাহা দিঠি উৎপল সুষমে ॥ বিফলে
রচিলু হিয়া হার । যাহা তুমি স্নহাস সঞ্চার ॥ কপোলে
রচিলু তুয়া চিত্র । চিবুকে বিন্দুনিরমিত্র ॥ পয়োধর
লেখইতে তোরা । সঘনে কাপয়ে তনু মোর ॥ ইথে
তুহু না করিবি রোষ । মধুকর চাপলহি দৌষ ॥ বিফল
তৌহারি তনু বেশ । সহজ তনুতে তনু বেশ ॥ হেম-
মণি মুকুর সহিতে । কঠিন লাগয়ে মোর চিতে ॥ এ
যতুনন্দন দাস ভণে । কহইতে হরি কহে আনে ॥
বৃন্দা ললিতা । (নিকটে গগন পূর্বক) সুন্দর ! এই পরম
মনোহর মাধবীপুষ্পের গুচ্ছ অবলোকন কর ॥ ৬৬ ॥

কৃষ্ণঃ । (স্তবকদ্বয় গ্রহণপূর্বক হর্ষের সহিত) হে সুশ্রোণি !
মুক্ত পুরুষ সকল আমার সেবা করিয়া থাকে, সেই আমি
তোমাকে বারম্বার প্রার্থনা করিতেছি তুমি শ্রেণী পূর্বক
এই মাধবীপুষ্পের গুচ্ছ দুইটি সেবন করিতে যোগ্য

যুক্তা ভ্রমতিমুক্তানাং জ্ঞেয়া স্ত্রোণি সেবিতুং ॥

ইতি রাধামবতংসয়তি ॥ ৬৭ ॥

নেপথ্যে ॥

অনুপরমতি যামে কামমহু স্ত তীয়ে

জলদ সময় লক্ষ্মী যৌবনোজ্জ্বল্যেহদ্য ।

নব যবস কদম্বে স্তপিতানাং কদম্বং

কলয়তি সুরভীণাং গোকুলায়াভিমুখ্যং ॥ ৬৮ ॥

ললিতা । রাহে অণুজাণেহি । রত্নিমণ্ডণং দুর্লভং বসন্ত

অতিমুক্তানাং অতিশয়েন মুক্তানাং মাধবীপুষ্পাণাঞ্চ অতিমুক্তঃ পুণ্ড্রকঃ
স্ত্রাঙ্গাঙ্গী মাধবীলতেত্যমরঃ ॥ ৬৭ ॥

অদ্য সুরভীণাং কদম্বং সমূহঃ অহু স্ত তীয়ে যামে গ্রহরে অনুপরমতি
অসমাপ্তে সতি গোকুলায় গোকুলঃ প্রবেষ্টুঃ আভিমুখ্যঃ কলয়তি করোতী
ত্যমরঃ । অদ্য কিস্তুতে জলদ সময় লক্ষ্মী বর্ষাকাল শোভায়া যৌবনস্ত
বিস্তারস্ত উজ্জ্বল্যং প্রকাশো যত্র তথা ভূতে ॥ ৬৮ ॥

ললি । রাধে অমুজ্জাং দেহি রাত্রিমণ্ডনার্থং রাত্রৌ ভূষণার্থং দুর্লভং বসন্ত

হও । (এই বলিয়া শ্রীরাধার কর্ণ দ্বয়ে সমর্পণ করি-
লেন) ॥ ৬৭ ॥

(বেশ গৃহে)

আজ দিবার তৃতীয় প্রহর গত না হইতে হইতেই বর্ষা
ঋতুর প্রগাঢ় শোভা বিস্তার হেতু নব তৃণ সমূহে সুরভীগণ
পরিভ্রম্য হইয়া গোকুলের অভিমুখে গমন করিতেছে ॥ ৬৮ ॥

ললিতা । রাধে ! আজ্ঞা কর রাত্রি কালের ভূষণ জন্ম

কুসুমং গেহিস্ংসং । ইতি নিজ্ঞান্তা ॥

কৃষ্ণঃ । শ্রিত্বা জনাস্তিকং । বৃন্দে কিঞ্চিৎখিনোদং বিধাতুং
কামোহস্মি । তদত্র প্রিয়ায়াঃ প্রত্যায়িতেরং পুরো ক্রমাধি
রুতা কক্খটী তয়া মম পক্ষগ্রাহিণী ক্রিয়তাং ॥

বৃন্দা । ভবতু যতিযো ॥

কৃষ্ণঃ । রাধামবেক্ষ্য । প্রিয়ে চন্দ্রা ইত্যর্কোক্তে কুত্রিমং
সংভ্রমং নাটয়তি ॥ ৬৯ ॥

রাধিকা । সখেদং হৃদী হৃদী কথং এববং স্তম্ভস্তং বিণ মে

কুসুমং গ্রহিষ্যামি । প্রত্যায়িতা প্রতীতিকারিণী মং পক্ষ গ্রাহিণী মং
কার্য্য সহায়ী । কুত্রিমং সংভ্রমেণ হে প্রিয়ে চন্দ্রাবলি ইতি গোত্রস্থলনং
জ্ঞাপয়তি ॥ ৬৯ ॥

রাধি । হা ধিক্ হা ধিক্ কথমেবং শৃণুদপি ন মে ক্ষুটিতং কর্ণযুগলং ।

তুল্লভ বসন্ত কুসুম সকল চয়ন করিগা ॥ (এই বলিয়া
প্রস্থান করিলেন) ॥

কৃষ্ণ । (দ্রিষ্যং হস্ত্য পূর্বক হস্তাবরণ দিয়া) বৃন্দে । আমি
কিঞ্চিং ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, এ কারণ তুমি
অগ্রবর্তি বৃক্ষারুঢ়া প্রিয়তমার পক্ষ গ্রাহিণী কক্খটীকে
আমার পক্ষপাতিনী কর ॥

বৃন্দা । হউক, যত্ন করিব ॥

কৃষ্ণ । (শ্রীরাধাকে অবলোকন করিয়া) প্রিয়ে চন্দ্রা,
(এই অর্কোক্তিতে কুত্রিম সংভ্রমপ্রকাশ করিলেন) ॥ ৬৯ ॥

শ্রীরাধা । (খেদের সহিত) হা ধিক্ হা ধিক্ । এ কথা

পুফুড়িদং কঞ্চজুঅলং ।

বন্দা । স্বগতং । পিঙ্কিকা ভ্রমণেন কক্খটীমুন্মাদ্য হরের
ভীষ্ণং ব্যাহারয়িষ্যে ইতি অলঙ্কিতং তথা কৃত্বা প্রকাশং ।
সখি রঞ্জে মা ভজ বৈমুখ্যং ।

কৃষ্ণঃ । প্রিয়ে চন্দ্রাননে কিমকাণ্ডে বিমনস্কাসি ॥

নেপথ্যে ॥

সামিণি ইমিণা তুজ্জ্ব মুদ্রতণেণ ললিতা ন জীবিস্ সদি ॥
রাধিকা । উর্দ্ধমবলোক্য স্বগতং । নিঃসন্দেহ স্মি কিদা
কক্খডিআএ । প্রকাশং । পন্নপুং ক্খু কুলিন বিপ্ফু

স্বামিনি অনেন তব মুঞ্চভেন ললিতা ন জীববিষ্যতি ।

রাধি । নিঃসন্দেহাস্মি কৃত্বা কক্খটিকয়া । প্রচণ্ডং থলু কুলিশ বিপ্ফুজিতং

শুনিয়া আমার কর্ণ যুগল স্ফুটিত হইল না কেন ? ॥

বন্দা । (মনে মনে) ফলাদি দ্রব্য রক্ষণ পাত্র ভ্রমণ দ্বারা
কক্খটীকে লুপ্ত করিয়া কৃষ্ণের অভীষ্টবাক্য বলাইব ।

(এই বলিয়া অলঙ্কিতে তদ্রূপ কার্য্য করত প্রকাশ
পূর্বক) সখি ! কোতুক কার্য্যো বিমুখ হইও না ॥

কৃষ্ণ । প্রিয়ে চন্দ্রাননে ! অকারণে বিমনস্ক হইলা কেন ? ॥

(বেশ গৃহে)

হে স্বামিনি ! তোমার এই মুঞ্চহ দেখিয়া ললিতা জীবন
ধারণ করিতে পারিবে না ॥

শ্রীরাধা । (উদ্ধ দিকে দৃষ্টিপাত পূর্বক মনে মনে) কক্খ-
টিকা আমাকে নিঃসন্দেহ করিল । (এই বলিয়া প্রকাশ

জিহ্বং কথং ডিণ্ডিমাডম্বরেণ সম্বরগিজ্জং হোহু ইতি
পরাজ্জুখী ভবতি ॥ ৭০ ॥

কৃষ্ণঃ । অপবার্য্য ।

সমরোদ্ধুর কামকান্মূকশ্রীবিজয়ি

ক্রয়ুগমাকুলান্ধি পদ্মং ।

বিধুরীকৃতমপ্যতি ক্রোধাগ্রে

মম রাধাবদনং মনো ধিনোতি ॥

ইতি রাধাপটাকলমুচ্চাল্য । স্তম্ভরি মধুরেণ সমাপ্যতাং
মধুবিহারকৌতুকং ।

চন্দ্রা ইতি অর্দ্ধ সম্বোধন ধ্বনিঃ ডিণ্ডিমাডম্বরেণ চন্দ্রাননে ইতি পরিষ্কৃত
সম্বোধন ধ্বনিনা সম্বরগীঃ সংগোপনীয়ং কথং ভবতু ॥ ৭০ ॥

কীদৃশঃ রাধাবদনং সমরোদ্ধুরস্ত যুদ্ধ প্রচণ্ডস্ত কামস্ত কান্মূকপ্রিয়ঃ ধমুঃ
শোভায়াঃ অপি বিজয়িনো ক্রবোয়ুগং যত্র ।

পূর্ব্বক) বজ্রাঘাতের প্রচণ্ড শব্দ কি ডিণ্ডিম বাদ্যে সম্বরগ
করা যায় ? অর্থাৎ চন্দ্রা এই অর্দ্ধ সম্বোধন ধ্বনি কি
হে চন্দ্রাননে ! এই স্পষ্ট সম্বোধন দ্বারা গোপন হয় ।
(এই বলিয়া বিমুগী হইলেন) ॥ ৭০ ॥

কৃষ্ণ । (মনে মনে) যাহাঁর ক্রয়ুগল সমরোদ্ধৃত কন্দর্পের
ধনু শোভাকে জয় করিতেছে এবং যাহাঁর নয়ন যুগল
পদ্ম শ্রীকে আকুল করিতেছে, ক্রোধ সম্ভূত সেই রাধা-
বদন আমার মনে অতিশয় আনন্দপ্রদান করিতে লাগিল ।
(এই বলিয়া শ্রীরাধার পটাকল ধারণপূর্ব্বক) স্তম্ভরি !
বসন্তবিহার কৌতুক মধুরতা দ্বারা সমাপন কর ॥

পুনর্নেপথ্যে । হরী হরী ভো পটুমাশিক্খে ছুট্টসারসি
 ভুগং পি মাং কড়ক্খেসি তা কীস পরাণং ধারেমি ॥ ৭১ ॥
 রাধিকা । নিশ্বস্ত্য সরোযমপসর্পন্তী । বৃন্দে পরং কিত্তিঅং
 বিড়ম্বদম্মি । তা ঝত্তি বারেহি গং কবড পরিবাডি গাডঅ
 সূত্রধারং ভুঅগমারারস্তি মুরলী শিক্খা গীমস্কং করালিঅ

হা ধিক্ হা ধিক্ ভো পদ্মাশিষ্যে ছুট্ট সারসি ত্বমপি মাং কটাক্ষয়সি তৎ
 কস্মাৎপ্রাণং ধারয়ামি ইতি কক্খটিকা বচনেন চন্দ্রাবলী পরিবারাণাং নিভৃত
 স্থিতিং জ্ঞাপয়তি ॥ ৭১ ॥

রাধি । বৃন্দে পরং কেবলং কিমস্তুং বিড়ম্বিতাম্মি তজ্জ্বাটিতি বারয় এনং কপট
 পরিপাটি নাটক সূত্রধারং । ভুবনমারারস্তি মুরলী শিক্ষা নিঃশঙ্কং ভুব-
 নানাং মারণারম্ভবতৌ কন্দর্পরম্ভ কারিণৌ বা মুরলৌ বা শিক্ষা মারয়
 চতুর্দশ ভুবনস্থ জন্তুনিতি তয়া নিঃশঙ্কং ভুবনানাং পাপাদি ভয় রহিতং ।
 মুরলীনাদেন কর্ণদংসিতাশ্চন্দ্রয়ং ভবেম কথমস্তু বশে শ্রাম ইতিভাবঃ অথচ
 করালিকানপ্ত্রী ক্রীড়াকুরঙ্গঃ বশবর্ত্তি নর্ত্তক বানরো লোকে ক্রীড়াকুরঙ্গং

(পুনরায় বেশ গৃহে কক্খটিকার উক্তি)

হা ধিক্ হা ধিক্, ভো পদ্মাশিষ্যে ছুট্ট সারসি ! তুমিও
 আমাকে কটাক্ষ করিতেছ, তবে আমি কি প্রকারে প্রাণধারণ
 করিব ॥ ৭১ ॥

শ্রীরাধা । (নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক ক্রোধের সহিত গমন
 করিয়া) বৃন্দে ! কত বিড়ম্বনা ভোগ করিব, এই কপট
 পরিপাটি নাটক সূত্রধার যিনি চতুর্দশ ভুবনে কন্দর্প
 উদীপক মুরলী শিক্ষায় নিঃশঙ্ক এবং করালিকা নপ্ত্রীর

গতিগী কীড়াকুরঙ্গঃ ॥

কৃষ্ণঃ । সানন্দ স্মিতঃ । সখি বৃন্দে প্রসাধয় রাধাং ।

বৃন্দা । সখি রাধে বিদগ্ধবধূনাং মুর্ছন্যাসি তদকাণ্ডে কঠোর
মান কাণ্ডেন নাপসারয় বল্লভ কৃষ্ণসারং ॥

রাধিকা । বাচসবজ্জামভিনীয় এথ অবত্যাভুং গ জুতক্ষি ইতি
নিজ্রাস্তা ॥

কৃষ্ণঃ । বৃন্দে বলীয়সি রোষানলে সাম মাধ্বীকমুদীপনায়ৈব
তদলমব্রাহ্মুযাত্রয়া ।

বশবর্ত্তি নর্ত্তক বানরো লোকে ক্রীড়াকুরঙ্গ উচ্যতে । রাধি অজাবহাতুং ন
বৃজাঙ্গি ॥

ক্রীড়ায়ুগ, অতএব ইহাকে নিবারণ কর ॥

কৃষ্ণ । (আনন্দ পূর্বক ঈষৎ হাস্তের সহিত) সখি বৃন্দে !
শ্রীরাধাকে প্রসন্ন কর ॥

বৃন্দা । সখি রাধে ! তুমি রসিক বধুগণের শিরোমণি, তবে
অকারণ কেন কঠোর মান কাণ্ড দ্বারা বল্লভ রূপি কৃষ্ণ
সারকে দূরীভূত করিতেছ ॥

শ্রীরাধা । (আপনার প্রতি অতিশয় অবজ্ঞা প্রকাশ পূর্বক)
আমার এখানে থাকা উপযুক্ত নয় । (এই বলিয়া প্রস্থান
করিলেন) ॥

কৃষ্ণ । বৃন্দে ! বলবান্ ক্রোধায়িতে সাম বাক্য রূপা মধু
প্রক্ষেপ করিলে উদ্দীপনের নিমিত্ত হইবে, অতএব
তোমার অনুগমন করা উচিত নহে ॥

বৃন্দা । কিমত্রযুক্তং ।

কৃষ্ণঃ । বৃন্দে বরবর্ণিনীবেশেন রাধাং সাধয়িতুমিচ্ছামি তদত্র
ভবত্যা সমাধানমধ্যবসীয়তাং ।

বৃন্দা । সাক্ষীকারং স্মিতং করোতি ।

কৃষ্ণঃ । সখি গৌরাস্ত্র রাগসঙ্গতং বরাস্ত্রনা বেশসাধনং
কথমত্রাভিলপ্যে ।

প্রবিশ্য মধুমঙ্গলঃ । পিঅবঅস্ স অথি গোৱীঘরে তহা দিবস
বেস সামগ্গী জা পউমাএ মহ হথে সমপ্পিদা ॥ ৭২ ॥

কৃষ্ণঃ । সহর্ষং । বৃন্দে গোৱীগৃহে গঙ্ঘীরিকায়্যং ভবিষ্যামি

মধু । হে প্রিয় বয়স্ অস্তি গোৱীগৃহে তথাপি দিব্যবেশ সামগ্রী পদ্ময়া সম
হন্তে সমপিত্তং ॥ ৭২ ॥

বৃন্দা । তবে এবিষয়ে যুক্তি কি ? ।

কৃষ্ণ । বৃন্দে ! উত্তম স্ত্রী মূর্তি ধারণ করিয়া স্ত্রীরাধাকে
প্রদত্ত করাইতে ইচ্ছা করি । এ কারণ তুমি বেশ যোগ্য
দ্রব্য সকল আনয়ন কর ॥

বৃন্দা । (অঙ্গীকারের সহিত) ঈষৎ হাস্য করিতে লাগিলেন ॥

কৃষ্ণ । সখি ! গৌরাস্ত্র রাগ সম্পাদক বরাস্ত্রনা বেশ যোগ্য
দ্রব্য সকল এখানে কিরূপে প্রাপ্ত হইব ॥

মধুমঙ্গল । (প্রবেশ করিয়া) প্রিয় বয়স্ ! বরবর্ণিনী বেশ
যোগ্য সামগ্রী গোৱী গৃহে রহিয়াছে, ঐ সমুদায় দ্রব্য
পদ্মা আমার হস্তে প্রদান করিয়াছিল ॥ ৭২ ॥

কৃষ্ণ । (হর্ষের সহিত) বৃন্দে ! গোৱী গৃহের গঙ্ঘীরিকায়

তদাত্মভগিনী ভাবেন সংভাবনীয়োহহং ইতি সবয়স্তো
নিজ্জান্তঃ ।

বৃন্দা । পরিক্রম্য দূরে দৃষ্টিং ক্ষিপন্তী চম্পক লবঙ্গ বকুলান্য
বচিস্ত্যোর্বয়স্তয়োঃ ত্রাস্ফুটমিদমেব সলজ্জং রখিবন্তং
নিবেদয়তি ।

প্রবিশ্য তথাবিধা রাধা । সহি তদো অহং অগুণেহং পউত্তং
গং অবহীরিঅ এথ পত্তন্নি ॥

ললিতা । রাহে গ কখু তুমন্নি কহুন্স গোত্র কখলিদং সিবি

সখি ততোহহং অনুনেতুং প্রবৃত্তং এনং কৃষ্ণং অবজ্ঞাতং কৃষ্ণা অত্র
প্রাপ্তাস্মি ।

ললি । রাধে ন খলু স্বয়ি কৃষ্ণা গোত্র স্থলিতং স্বপ্নেপি সংভাবাতে । তস্মাৎ

থাকিব । অতএব তুমি আমাকে স্বীয় ভগিনী ভাবে
সম্ভাবনা করিও । (এই বলিয়া বয়স্যের সহিত গমন
করিলেন) ॥

বৃন্দা । (প্রত্যাবর্তন পূর্বক দূরে দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করিয়া)
তথায় শ্রীরাধা চম্পক লবঙ্গ বকুল কুহুম চয়ন কারিণী
ললিতা বিশাখা সখী দ্বয়ের নিকট সলজ্জ স্পর্শরূপে
এই বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন ॥

শ্রীরাধা । (ঐ অবস্থায় প্রবেশ করিয়া) সখি ! তাহার
পর কৃষ্ণ আমাকে অনুনয় করিতে প্রবৃত্ত হইলে আমি
তঁাহাকে অবজ্ঞা করিয়া এখানে আসিয়াছি ॥

ললিতা । রাধে ! তোমাতে শ্রীকৃষ্ণের গোত্র স্থলন (অন্য

গে বি সস্ত্রাবীঅদি তা পইদি মত্তাণং পসূণং পলাবে
কিদ বীসস্ত্রা তুমং বঞ্চিলাসি ॥ ৭৩ ॥

বিশাখা । হক্কী হক্কী ললিতে পেক্খ অজ্জ সোহগ্গ পুণ্ণিমাহে
আরদ্ধ সংঘরিসা বলিণো পডিবক্খা তা বিড়ম্বিদক্কা
দবেবণ ॥

ললিতা । বিসাহে সচ্চং কধেসি । এথ মহুসবে জই অক্কাণং
মুহমালিগ্গং সবত্তীও পেক্খিস্ সন্তি তদো সোল্লঠং কডক্

প্রকৃতি মত্তানাং পশুনাং প্রলাপে কৃত বিস্রভা ত্বং বঞ্চিতাসি ॥ ৭৩ ॥

বিশা । হা দিক্ হা দিক্ ললিতে পশু অদ্য সৌভাগ্য পূর্ণিমা দিবসে আরদ্ধ
সংঘর্ষাৎ বলিনো বিপক্ষ পক্ষাঃ তস্মাদ্বিড়ম্বিতাঃ অদৈবেন ॥

ললি । বিশাথে সত্যং কথয়সি । অত্র মহোৎসবে যদি অস্মাকং মুখমালিগ্গং
সপত্ন্যাঃ দ্রক্ষ্যন্তি । ততঃ সৌলুঠং কটাক্ষঃ কুর্কন্ত্য হসিষ্যন্তি ॥ ৭৪ ॥

নামোল্লেখো আহ্বান) স্বপ্নেও সম্ভব নয়, অতএব তুমি
স্বভাব মত্ত পশুগণের প্রলাপে বিশ্বাস করিয়া বঞ্চিত
হইলা ॥ ৭৩ ॥

বিশাখা । হা দিক্ হাদিক্ ললিতে ! দেখ আজ সৌভাগ্য
পূর্ণিমার দিবসে বিপক্ষ কূলে কৃষ্ণসৌভাগ্য হওয়াতে
তাহারা বলিষ্ঠ হইয়া উঠিল অতএব আমরা দৈব কর্তৃক
বিড়ম্বিত হইলাম ॥

ললিতা । বিশাথে ! সত্য বলিতেহ, এই সৌভাগ্য পূর্ণি-
মার মহোৎসবে যদি বিপক্ষগণ আমাদের মুখ মালিন্য
দেখে তাহা হইলে তাহারা আমাদের প্রতি পরিহাসের

খস্টিও হসিস্ সস্তি ॥ ৭৪ ॥

রাধিকা । স্বগতং । সাহ সহীও মস্তেদি তা কিং এথ শরণং ॥

বুন্দা । উপস্থত্য ললিতে রামানুজস্য নিদেশেন রামমুণনেতুং

প্রস্থিতাস্মি ॥

ললিতা । কিম্ভি ।

বুন্দা । বসন্ত শ্রী দর্শনায় ।

বিশাখা । সহি বুন্দে কথং বিলম্বিত্ব কুণ সন্ধিং ।

বুন্দা । সত্যং জানীহি ময়া দুষ্করোদ্য সন্ধিঃ ।

বিশাখা । কহস্মিঅ ।

সাধু সুখো মস্ত্যস্তি তস্মাৎ কিমত্র শরণং ॥

ললি । কিমর্থং । বিশা । সহি বুন্দে কথং বিলম্ব কুণ সন্ধিং ।

বিশা । কথমিব ।

সহিত কটাক্ষপাত করিয়া হাস্য করিবে ॥ ৭৪ ॥

শ্রীরাধা । (মনে মনে) মধীগণ ত ভাল কথা বলিল, তবে

এখন উপায় কি ? ॥

বুন্দা । (আগমন করিয়া) ললিতে ! রামানুজের নিদেশে

রামকে আনয়ন করিতে যাইতেছি ॥

ললিতা । কি জন্ম ? ।

বুন্দা । বসন্ত শোভা দর্শনার্থ ॥

বিশাখা । কণ কাল বিলম্ব করিয়া সন্ধি কর ॥

বুন্দা । সত্য জানিও আমার দ্বারা এ সন্ধি দুষ্কর ॥

বিশাখা । কি জন্ম ? ।

বৃন্দা । পৃচ্ছতামাত্ম সখী যয়াদ্য দুৰ্ভুক্তিভিরপরঞ্জিতঃ কুঞ্জে
ক্ষণঃ ॥

রাধিকা । নিশ্চয় হলা বৃন্দে তুমং চেত গদী ।

বৃন্দা । সব্যাজ রোষং ।

অসূয়া চণ্ডালী হৃদি পদমিতা চণ্ডি বিবিণ্ড
ন'বাচস্তে পথাঃ শ্রুতিসরণি সীমাঞ্চলমপি ।

ইদানীমৌদাস্তং বশগমদিরাক্ষীতভিরগা

মুকুন্দে নিব'ন্দী ভব সখি মুখা নিঃশ্বসিষি কিং ॥ ৭৫ ॥

সখি বৃন্দে ত্বমেব গতি । হৃদিপদং স্থানং ইতা প্রাপ্তা অতএব পথ্য
বাচো ন বিবিণ্ডঃ ॥ ৭৫ ॥

বৃন্দা । আপনার সখীকে জিজ্ঞাসা কর, ইনি আজ দুৰ্ভুক্তি
দ্বারা পদ্মলোচনকে তিরস্কার করিয়াছেন ॥

শ্রীরাধা । (নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি বৃন্দে ! তুমিই
আমার গতি ॥

বৃন্দা । (ছল পূর্বক ক্রোধ প্রকাশ করিয়া) হে কোপনে !

তোমার হৃদয়ে অসূয়া চণ্ডালী প্রবেশ করিয়াছে, হিত
বাক্য সকল কর্ণপদবীর সীমাঞ্চলেও প্রবেশ করাও নাই,
একগে মুকুন্দ খঞ্জনাক্ষীদিগের বশতাপন্ন হইয়া তোমার
প্রতি ঔদাস্ত প্রকাশ করিয়াছেন, অতএব হে সখি !
মিথ্যা নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলে কি হইবে, নির্বিরোধে
অবস্থিতি কর ॥ ৭৫ ॥

ললিতা । হলা কহিং সো কখু মোহণো ।

বৃন্দা । গৌরী সন্ননি ।

ললিতা । কিং করেদি ।

বৃন্দা । নিকুঞ্জবিদ্যায়া সার্কিং গোষ্ঠীং তনোতি ।

তিস্রঃ । সহি কা কখু নিউঞ্জবিজ্জা ।

বৃন্দা । স্ফুটং বিহস্য অহো মোক্ষ্যং কিশোরীণাং যদমুরতি
প্রসিদ্ধামপি নিকুঞ্জবিদ্যাং ন বিদন্তি ।

তিস্রঃ । সলঞ্জং সহি কধেহি সচ্চং ণ জাণজ্জি ।

বৃন্দা । হন্ত ভো কা নাম সা গোকুলে বল্লববালিকান্তি

ললি । সখি কহিঁ সঃ খলু মোহনঃ । কিং কয়োতি । সখি কা খলু নিকুঞ্জ
বিদ্যা । সখি কথয় সত্যং ন জানীমঃ । স্বমারং ভগিনীং বস্ত তস্ত বস্ত

ললিতা । সখি ! সেই মোহন এখন কোথায় ? ।

বৃন্দা । গৌরীগৃহে ॥

ললিতা ! কি করিতেছেন ? ।

বৃন্দা । নিকুঞ্জবিদ্যার সহিত আলাপ করিতেছেন ।

তিস্রঃ । অর্থাৎ ললিতা বিশাখা ও শ্রীরাধা । সখি । নিকুঞ্জ
বিদ্যা কে ? ।

বৃন্দা । (উচ্চ হাস্য করিয়া) অহো ! কিশোরিকাদিগের কি
মুগ্ধতা, যে হেতু অতি প্রসিদ্ধ নিকুঞ্জবিদ্যাকেও জানে না ।

তিন জন । (লজ্জার সহিত) সখি ! বল, সত্য আমরা
তাহাকে জানি না ॥

বৃন্দা । কি আশ্চর্য্য ! এই গোকুলে এমন বিশুদ্ধ গোপ-

বা থলু স্বসারঃ মে ভাগীরদেবতাং ন জানাতি ॥ ৭৬ ॥
ললিতা । বৃন্দে দেহি তুমং মন্ত্ৰং জেগ এদং বেসম্মং সুহো
দক্কং ভবে ॥ ৭৭ ॥

বৃন্দা । সখি গোকুলানন্দ নিগূঢ় বিশ্বস্ত মণিমঞ্জুষিকেষং
নিকুঞ্জবিদ্যা । তদিমাং ভজেম ইতি সৰ্ব্বাঃ পরিক্রা
মন্তি ॥ ৭৮ ॥

রাধিকা । বৃন্দে এদং চ্ছেঅ গৌরীমণ্ডবং তা এথ পবিসিঅ
সপ্পাএ কড্ঢেহি নিউজ্জবিজ্জং ।

মম সারং কৃষ্ণং ॥ ৭৬ ॥

বৃন্দে দেহি স্বঃ মন্ত্ৰং । যেন এতদৈবমাং সুখোদক্কং ভবেৎ ॥ ৭৭ ॥

বৃন্দে এতদেব গৌরীমণ্ডপং তদজ প্রবিষ্টা সংজ্জয়া কপটাহ্বানেন কৰ্ষয়
নিকুঞ্জবিদ্যাং ॥ ৭৮ ॥

বালিকা কে আছে যে আমার ভগিনী ভাগীর দেবতাকে
জানে না ? ॥ ৭৬ ॥

ললিতা । বৃন্দে ! তুমি মন্ত্ৰণা দাও, যাহাতে আনাদের
এই বৈষমা উত্তরকালে সুখপ্রদ হয় ॥ ৭৭ ॥

বৃন্দা । সখি ! এই নিকুঞ্জবিদ্যা গোকুলানন্দের নিগূঢ়
বিশ্বস্তমণির মঞ্জুষিকা অর্থাৎ পেটারিকা, অতএব ইহাকে
আমরা আশ্রয় করিগা । (এই বলিয়া সকলে গমন
করিলেন) ॥ ৭৮ ॥

শ্রীরাধা । বৃন্দে ! এই ত গৌরীমণ্ডপ, তবে এখানে প্রবেশ
করিয়া কপট আহ্বান দ্বারা উহাকে বাহির করিয়া আন ॥

বৃন্দা । কৃতোদগীৰ্ম্মালোক্য স্বগতং হস্ত গৌরীমিব কিশোরীঃ
 হরিং পশ্যামি । প্রকাশং । সখ্যঃ কেবলমেকাত্র ভাণ্ডীর
 দেবতৈব শিখণ্ডেন কুণ্ডলং কুর্ব্বতী বর্ত্ততে ॥

তিত্সঃ । অসচ্চ সংসিগি চিট্ঠ চিট্ঠ জং এসো তাণ্ডবীও
 নিহণ্ডী পঙ্গুণে চিট্ঠদি ॥

বৃন্দা । হস্ত ভো দাক্ষিণ্য শূন্যাঃ স্বয়মাগত্য সমক্লমীক্ষ্যতাং
 কিমত্রানুমানেন ॥

ললিতা । হলা ফুড়ং তন্দাউলদা চন্দইণো জাদা । জং

অসত্যঃ শংসিনি তিষ্ঠ তিষ্ঠ যদেষ তাণ্ডবিক শিখণ্ডী প্রাঙ্গনে তিষ্ঠতি ।
 সখি ক্ষুটং তদ্রাকুলতা চন্দ্রকিনো জাতা । যং নিজ্জামন্ চন্দ্রকমৌলি অনেন

বৃন্দা । (গ্রীবা উত্তোলন পূর্ব্বক অবলোকন করিয়া মনে
 মনে) কি আশ্চর্য্য ! গৌরীর ন্যায় হরিকে কিশোরী
 দেখিতেছি । (প্রকাশ করিয়া) অহে সখী সকল !
 এখানে কেবল একা ভাণ্ডীর দেবতাই ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা
 মণ্ডল রচনা করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন ॥

তিন জন । মিথ্যাবাদিনি ! থাক থাক, যে হেতু এই তাণ্ড-
 বিক শিখণ্ডী প্রাঙ্গণে রহিয়াছে ॥

বৃন্দা । কি আশ্চর্য্য ! অহে ! তোমাদের দাক্ষিণ্য মাত্র
 নাই, অনুমানে প্রয়োজন কি স্বয়ং আসিয়া সাক্ষাতে
 অবলোকন কর ॥

ললিতা । সখি ! স্পষ্ট বোধ হইতেছে, এখান হইতে
 যখন কৃষ্ণ চন্দ্র গমন করিয়াছেন, তখন এই ময়ূর তদ্রাকুল

শিকমন্তা চন্দ্রমণ্ডলী ইন্দিয়া ন লক্ষিতো ॥ ৭৯ ॥

রাধিকা । হলা ঘরং পদিসিঅ নিকুঞ্জবিজ্ঞং পুচ্ছন্না ইতি
সৰ্বাঃ প্রবেশং নাটয়ন্তি ।

প্রবিশ্য জটিল । ভগি ক্ষি পেম্মেণ পউমাএ অজ্জ জডিলিএ
দিট্ঠিআ বড্ঢসি গোঅড্ঢণো বিঅ তুহ পুত্তো বি
গোকোডিস্সরো ছবিস্সদি জং দিট্ঠং মএ অজ্জ
গোরীতীথে রাহিএ গোরী আরাহীঅদি ত্তি তা গছুঅ
বহ্ছিঅং আসিসাহিং বড্ঢাইস্সং ইতি পরিক্রম্য

লক্ষ্যতে ॥ ৭৯ ॥

সখি গৃহং প্রবিশু নিকুঞ্জবিদ্যাং পৃচ্ছামঃ । ভগিতান্মি প্রেয়া পদ্ময়া আর্যো
জটিলিকে দিষ্টা বর্দ্ধসে গোবর্দ্ধন ইব তব পুত্রোহপি গোকোটিশরো ভবি-

লোচনে ছিল, এ নিমিত্ত এ তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া
প্রাঙ্গণে রহিয়াছে ॥ ৭৯ ॥

শ্রীরাধা । সখি ! আমরা গৃহে প্রবেশ করিয়া নিকুঞ্জ
বিদ্যাকে জিজ্ঞাসা করি । (এই বলিয়া সকলে গৃহে
প্রবেশ করিলেন) ॥

জটিল । (প্রবেশ করিয়া) প্রেম বশতঃ পদ্মা আমাকে
বলিয়াছে, আর্যো জটিলে ! ভাগ্য বলে তুমি বুদ্ধি প্রাপ্ত
হইতেছ, গোবর্দ্ধনের ন্যায় তোমার পুত্র গোকোটির
ঈশ্বর হইবে, যে হেতু আমি আজ দেখিয়াছি, গোরী
তীর্থে শ্রীরাধা গোরী আরাধনা করিতেছেন, তবে চল
আশীর্বাদ দ্বারা বধূকে বর্দ্ধিত করিব । (এই বলিয়া গমন

রঞ্জিগীমঙ্গনে দৃষ্ট। সানন্দং সাহ পউমে সাহ অসচ্
ভাসিগী গাসি ॥ ৮০ ॥

পুনর্নিভাল্য সখেদং হকী হকী কহং গৌরীসিংহম্
সিরে তাণ্ডবিক চিট্ঠই তা পরাবট্ঠিঅ পুত্তং আণিসম্
ইতি ধাবন্তী নিজ্জান্তা ॥

রাধা । জনান্তিকং । সহীও পেক্খ লোঅত্তরং কিম্পি
গৌরীএ সোন্দরিঅং ॥ ৮১ ॥

যাতি । বদ্‌ষ্টং ময়া গৌরীতীর্থে রাধিকয়া গৌরী আরাধ্যতে ইতি । তন্মাদগত্বা
বধুকং আশিভির্বর্দ্ধয়িষ্যামি । সাধু পদে সাধু অসত্যভাষিণী নাসি ॥ ৮০ ॥

হা ধিক্ হা ধিক্ কথং গৌরী সিংহস্ত শিরসি তাণ্ডবিক স্থিঠতি । তন্মাদ
পর্যবৃত্ত্য পুত্তং আনয়িষ্যামি কৃষ্ণসঙ্গতাং বধুং দর্শয়িতুমিতি ভাবঃ । সখাঃ
পশুত লোকোত্তরং কিমপি গোঁয়াঃ সোন্দর্য্যঃ ॥ ৮১ ॥

পূর্বক প্রাপ্তগে রঞ্জিগীকে দেখিয়া আনন্দের সহিত)
সাধু পদে ! সাধু, তুমি মিথ্যা কথা বল নাই ॥ ৮০ ॥

(পুনরায় দৃষ্টিপাত পূর্বক খেদের সহিত) হা ধিক্
হা ধিক্, গৌরী সিংহের শিরে তাণ্ডবিক ময়ূর অবস্থিতি
করিতেছে, তবে ফিরিয়া গিয়া পুত্তকে আনয়ন করি,
কৃষ্ণসঙ্গতা বধুকে দেখাইব । (এই বলিয়া দৌড়িয়া
চলিল) ॥

শ্রীরাধা । (হস্তাবরণ দিয়া) অহে সখি সকল ! অবলোকন
কর, গৌরী গৃহের কি চমৎকার লোকাভীত শোভা ॥ ৮১ ॥

সখো । সচ্চঃ সচ্চঃ ঠাণে কহ স্ স পেশ্য বিসম্ভ সস্তাবিদা
এসা ॥

রাধিকা । ৭ং অদিট্ঠ পুৰ্বং সস্তাসিহুং সসম্ভগম্মি ইত্যপত্রপাং
নাটয়তি ॥

নেপথ্যে ॥

যামি বৃন্দে নূনং রাধয়া নাহং পরিচীয়ে ।

ময়াতু সহস্রধেয়মমুভূয়মানাস্তি ॥

বৃন্দা । স্বগতং । চিত্রং চিত্রং সাক্ষাদঙ্গনা কণ্ঠধ্বনি রে
বায়ং ॥ ৮২ ॥

রাধিকা । বৃন্দে ৭ জাণে কীস প্লসহং নিউঞ্জবিজ্জাএ সিগিজ্

সখি সত্যঃ সত্যঃ স্থানে কৃষ্ণস্ত প্রেমবিশ্রুত সস্তাবিতা এষা স্থানে যুক্তনেত
দিত্যর্থঃ । এনাং অদৃষ্ট পূৰ্ব্বাং সস্তাবিতুং সসম্ভগম্মি ॥ ৮২ ॥

বৃন্দে ন জানে কস্মাৎ প্রসভং হঠাৎকারেণ নিকুঞ্জবিদ্যায়াঁ মিহতে সম

ললিতা বিশাখা । সখি ! সত্য সত্য, কৃষ্ণপ্রেমের এই প্রকার
শোভা উপযুক্ত বটে ॥

শ্রীরাধা । এই অদৃষ্ট পূৰ্ব্বাকৈ সস্তাবা করিতে সম্ভবাকুল হই-
য়াছি । (এই বলিয়া নিলজ্জতা প্রকাশ করিলেন) ॥

(বেশগৃহে)

বৃন্দে । আমি বাইতেছি শ্রীরাধা বলিতেছেন আমার সঙ্গে
পরিচয় নাই, কিন্তু আমি উহাঁকে সহস্রবার দেখিয়াছি ॥

বৃন্দা । (মনে মনে) কি আশ্চর্য্য কি আশ্চর্য্য ! এ যে
সাক্ষাৎ স্ত্রীজাতির কণ্ঠধ্বনি ॥ ৮২ ॥

শ্রীরাধা । বৃন্দে ! হঠাৎ কেন নিকুঞ্জবিদ্যার প্রতি আমার

ঝদি মে হিঅঅং ।

বুন্দা । সখি তত্ত্বং জানে ন চিত্তপ্রিদং যদসাবপি চিরং স্বয়ামু
রজ্যতি ॥ ৮৩ ॥

রাধিকা । সানন্দমনুষ্যত্বা হলা গিউঞ্জবিজেজ কহিং সো
তুহ গিউঞ্জগাঅরো ॥

নেপথ্যে । সখি কস্তং জনো জানাতি ॥

ললিতা । সহি গিউঞ্জবিজেজ মুঞ্চ পরিহাস ছলং । অঙ্গবগ্গো
দে অক্ষারিসো জণো ॥ ৮৪ ॥

হৃদয়ং ॥ ৮৩ ॥

সখি নিকুঞ্জবিদ্যো কস্মিন্ স তব নিকুঞ্জনাগরঃ ।

ললি । সখি নিকুঞ্জবিদ্যো পরিহাসস্ত ছলং ত্যজ । আত্মবর্গস্তে অস্মাদ্গো-
জনঃ ॥ ৮৪ ॥

হৃদয় স্নেহ যুক্ত হইতেছে ॥

বুন্দা । সখি ! ইহা আশ্চর্য্য নয় আমি যথার্থ জানি নিকুঞ্জ
বিদ্যাও তোমার প্রতি অনুরক্ত আছেন ॥ ৮৩ ॥

শ্রীরাধা । (সানন্দে নিকটে গিয়া) সখি নিকুঞ্জবিদ্যে ।
তোমার নিকুঞ্জনাগর কোথায় ? ॥

(বেশগৃহে)

সখি ! কোন্ ব্যক্তি তাঁহাকে জানে ॥

ললিতা । সখি নিকুঞ্জবিদ্যে ! পরিহাস ছল পরিত্যাগ কর,
আমাদের মত ব্যক্তি তোমার আত্মপরিবার ॥ ৮৪ ॥

(বেশগৃহে) •

নেপথ্যে । বাতং তত্ত্ববিজ্ঞায় তপ্যমানঃ কৃশানুনা ।

কথং শারদপদ্মাক্ষি পদরদঃ পরিলভ্যতে ॥

বৃন্দা । জনাস্তিকং ।

স্মেরা কপোলপালী সংসতি দূত্যং নিকুঞ্জবিদ্যায়াঃ ।

রাধে যুচ্ছলয় তদিমাং স্নেহেনাভ্যজ্য ভবোন ॥

রাধিকা । হলা নিউজবিজ্ঞে কীস বৃন্দেব গাণু বন্ধসি সিণেহ

বন্ধং ॥ ৮৫ ॥

নেপথ্যে ॥

বিধিঃ পদ্মে পাদৌ নবকদলিকে সন্ধি যুগলং

সখি নিকুঞ্জবিদ্যে কস্মাদ্ভূদেব নানুবরাসি স্নেহবন্ধং ॥ ৮৫ ॥

বিধিবিধাতা পদ্মে হে আপাদ্য সন্ধি যুগলং এবং সর্বত্র যুদ্যাং পদ্মাদীনঃ

হে শারদ বারিজ নয়নে ! তুমি নিগূঢ় তত্ত্ব না জানিয়া

মানাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছ, কিরূপে পারদ লাভ করিতে

পারিবা অর্থাৎ স্নিগ্ধা হও, উত্তপ্তে পারদ লাভ হয় না ॥

বৃন্দা । (হস্তাবরণ দিয়া) রাধে ! জীবৎ হাস্তাশ্রিত কপোল শ্রেণী

নিকুঞ্জবিদ্যার দূত্য কার্য্য বলিতেছ, অতএব মঙ্গল রূপ

স্নেহ সহকারে প্রার্থনা করিয়া ইহার কোমলতা সম্পাদন

কর ॥

শ্রীরাধা । সখি নিকুঞ্জবিদ্যে ! বৃন্দার তুল্য আমার প্রতি স্নেহ

করিতেছনা কেন ? ॥ ৮৫ ॥

(বেশগৃহে)

রাধে ! বিধাতা* তোমার পদ দ্বারা পদব্রয়, নবকদলী

মুণালে দোহ্বন্দ্বং তব শশিনমাপাদ্য বদনং ।

মুদূনাগর্থানাং ন কঠিনমবষ্টম্ভকম্মতে

স্থিতিঃ শ্রাদিত্যন্ত ব্যাধিত হৃদয়ং নূনগশনং ॥ ৮৬ ॥

রাধিকা । বুন্ধে পেক্খ সান্নুরাগ হাঙ্গং পরিহসিজ্জামি গিউঞ্জ

বিজ্জাএ তা গহুঅ মিলিসং । ইতি নিজ্জাস্তা ॥

বুন্দা । সহাসং । গোকুলরামাপ্রেয়সি নিকুঞ্জবিদ্যে কঠোর

কাঠিন্যং কঠোরমবষ্টম্ভকং বিনা স্থিতি ন শ্রাদিতি হেতোঃ অশনিঃ অন্তহৃদয়ং
ব্যাধিত অকরোং ॥ ৮৬ ॥

সখি বৃন্দে পশু সান্নুরাগহাঙ্গং পরিহসিতাম্মি নিকুঞ্জবিদ্যা তন্মাপাদ্য
মিলিষ্যে । হে গোকুলরামাণং প্রেয়সি পক্ষে গোকুলরামা প্রেয়স্তো যন্ত
কৃষ্ণস্ত । বহু প্রেয়সী রাজা ইতি জ্ঞেয়সো বহু ত্রীহাধিতি প্রতিষেধো বক্তব্য
ইতি হ্রস্বনিষেধাৎ স্ত্রী প্রত্যয়ভাধিকৃতত্বাৎ যুজ্জ্যাখ্যো নদীত্যত স্ত্রী প্রত্যয়স্তৈব

দ্বারা উরুযুগল, মুণাল দ্বারা বাহুদ্বন্দ্ব এবং চন্দ্রদ্বারা বদন
নিৰ্ম্মাণ করিয়া দেখিলেন মুদু পদার্থ কঠিন বস্তু অব-
লম্বন ব্যতিরেকে কখন স্থির থাকিতে পারে না, অতএব
হে সখি ! বোধ হয় এই কারণেই তোমার হৃদয়কে
বজ্র দ্বারা নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন ॥ ৮৬ ॥

শ্রীরাধা । বৃন্দে ! সান্নুরাগ হাস্য দেখিলাত, আমি নিকুঞ্জ-
বিদ্যা কর্তৃক পারহসিত হইলাম, অতএব গিয়া উইঁর
সঙ্গে মিলিত হই । (এই বলিয়া গমন করিলেন) ॥

বুন্দা । (হাস্যের সহিত) হে গোকুলরামাপ্রিয়তমে ! নিকুঞ্জ
বিদ্যে ! তুমি অতিশয় কঠিন বস্তু যে হেতু নত্ন স্বভাবা

ধী স্তমসি । যৎ শ্রবণামপি পুরতঃ পরিবত্য সখীং নরঞ্জ
য়সি ॥ ৮৭ ॥

বিশাখা । ইয়ং রাহী নিউঞ্জবিজ্জং পরিরদ্ধুং ভুজবল্লিঅং
উল্লাসেস্তী পেম্ম বিসদ্ধং ভগ্নদি ॥

নেপথ্যে । হল ভাণ্ডীরদেবদে পোক্খ গোউল পবেস বেলা
পচ্চাসীঅদি তা কারিজ্জউ তুণ্ণং অক্সেসু লীলারঙ্গ সঙ্গ
মিদো কহ্হস্ স প্সাও ॥ ৮৮ ॥

ললিতা । বুন্দে এসা তুচ্ছ বহিণী রাহিঅং পরিরন্তিঅ চুস্বেদি ॥

নদী সংজ্ঞাকরণাৎ অষাদ্যর্থং নদোঃ হ্রস্বঃ শ্রবণাৎ নদ্রাঃ ॥ ৮৭ ॥

ইয়ং রাধাঃ নিকুঞ্জবিদ্যাঃ পরিরদ্ধুং ভুজবল্লীকং উল্লাসয়ন্তী সতী প্রেম
বিশ্রব্ধং জগ্নতি । সখি ভাণ্ডীরদেবতে পশু গোকুল প্রবেশ বেলা প্রত্যাসী-
দতি প্রত্যাসন্ন৷ তস্যাং কার্যাতাং তূর্ণঃ অস্মাসু লীলারঙ্গ সঙ্গমিতঃ কৃষ্ণশ্চ
প্রসাদঃ ॥ ৮৮ ॥

বুন্দে এষা তব ভগিনী রাধিকাঃ পরিরভ্য চুষতি ॥

সখী অগ্রে তোমাকে আলিঙ্গন করিতে গমন করিয়াছেন,
তুমি আলিঙ্গন দ্বারা ইহাকে সুখী করিতেছ না ! ॥ ৮৭ ॥

বিশাখা । এই রাধা নিকুঞ্জবিদ্যাকে আলিঙ্গন করিবার
নিমিত্ত ভুজলতা উত্তোলন পূর্বক প্রেম বিশ্বাস সহকারে
কহিলেন, সখি ভাণ্ডীরদেবতে ! দেখ গোকুল প্রবেশ
বেলা নিকটবর্তী হইল, অস্মদাদিতে লীলারঙ্গের সঙ্গ
শীঘ্র সম্পন্ন কর, যাহাতে কৃষ্ণের প্রসন্নতা হয় ॥ ৮৮ ॥

ললিতা । বুন্দে ! এই তোমার ভগিনী নিকুঞ্জবিদ্যা শ্রীরাধাকে

বিশাখা । সশঙ্কং । বৃন্দে দিট্ঠা গিলজ্জিমাএ ভুজ্জা নিউজ্জ
বিজ্জাএ পুরুষধর্মলুদ্ধদা জং এসা রাহা বক্খোরুহে গহর
কুরং অগ্গেদি ॥

বৃন্দা । সন্নিভং । সখি মাভাসূয়াং কুথাঃ প্রেমোৎকর্ষ
বিলাসোহয়ং ॥

প্রবিশ্য সোৎকম্পা রাধিকা সজ্জভঙ্গং । বৃন্দে জুতং জুতং
অঙ্গোত্ত তুমা জিহ্মভগং ॥

বৃন্দা । বিহস্ত । সখি ন বেদ্মি কিং তবাকুতং ॥

বৃন্দে দৃষ্টা নির্লজ্জায়াঃ নিকুঞ্জবিদ্যায়াঃ পুরুষধর্মলুদ্ধতা । যদেষা রাধা
বক্ষ্যেৎ নখাঙ্কুরম্পর্যতি । বৃন্দে যুক্তং যুক্তং অস্মান্ন তব জিহ্মহং কুটিলহং ॥

আলিঙ্গন করিয়া চুষন করিতেছেন ॥

বিশাখা । (শঙ্কার সহিত) বৃন্দে ! নির্লজ্জা নিকুঞ্জবিদ্যার
পুরুষ ধর্মলুদ্ধতা দেখিলাম, যে হেতু ইনি স্ত্রীরাধার
বক্ষ্যেৎ নখাঘাত করিতেছেন ॥

বৃন্দা । (ঈষৎ হাস্যের সহিত) সখি ! অসূয়া করিও না
প্রেমোৎকর্ষের বিলাসই এই রূপ ॥

স্ত্রীরাধা ! (উৎকম্পের সহিত প্রবেশ করিয়া সজ্জভঙ্গে)
বৃন্দে ! আমাদের প্রতি তোমার কুটিলতা যুক্ত বটে,
যুক্ত বটে ॥

বৃন্দা । (হাস্য করিয়া) সখি ! তোমার অভিপ্রায় কি
তা ত জানি না ॥

সখ্যো । সঙ্গিতং । বৃন্দে বিঘ্নাদা দে মোহিনী ভূতা গিউঞ্জ
বিজ্জা ॥ ৮৯ ॥

ততঃ প্রাবিশতি সপুত্রা জটিল । বৎসাহিমন্তো পেক্খ পঙ্গণে
রঙ্গিনী তহ তণ্ডবিও বি সিহণ্ডী চিট্ঠদি ॥

অভিমন্যুঃ । অম্ব সচ্চং কধেসি । জং দিট্ঠং মএ গো গোব
মণ্ডলেন সন্ধং একো জ্জব্ব রামো গোউলং পইট্ঠো ॥
জটিল । বৎস এষা বিসারিণী কা বি সোরত্ত ধারা জ্জব্ব তং

বৃন্দে বিজ্জাতা তব মোহিনীভূতা নিকুঞ্জবিদ্যা ॥ ৮৯ ॥

বৎসাহিমন্তো পশু প্রাঙ্গণে রঙ্গিনী তথা তাণ্ডবিকোহপি শিখণ্ডী
তিষ্ঠতি ।

অভি । অম্ব সত্যং কথয়সি । বস্মাদৃষ্টং ময়া গোগোপ মণ্ডলেন সাক্ষং এক
এব রামো গোকুলং প্রবিষ্টঃ ।

বৎস এষা বিসারিণী কাপি সৌরভ্যধারা এব তৎসাহসিক মিথুনঃ অত্র

ললিতা বিশাখা । (ঈষৎ হাস্যের সহিত) বৃন্দে ! তোমার
মোহিনী স্বরূপ নিকুঞ্জবিদ্যা জানা গেল ॥ ৮৯ ॥

(অনন্তর পুত্রের সহিত জটিলার প্রবেশ)

জটিল । বৎস ! দেখ রঙ্গিনী তথা তাণ্ডবিক ময়ূর প্রাঙ্গণে
অবস্থিতি করিতেছে ।

অভিমন্যু । না সত্য বলিতেছ, যে হেতু আমি দেখিয়াছি
গো ও গোপমণ্ডলের সহিত একা রাম গোকুলে প্রবেশ
করিয়াছে ॥

জটিল । বৎস ! এই বিসারিণী কোন সৌরভ্যধারাই সাহ-

সাহসিঅ মিহুণং এথ কহেই ॥ ৯০ ॥

অভিমন্যুঃ । অম্ভ ভাবদীএ গিদেসো বি মএ পড়িবাণিদো

অজ্জ সম্মতো । তা দাগীং রাহিঅং মহরাপুজে গইমসং ॥

জটীলা । পুত্ৰ দিট্ঠিআ এক ছআরং ঘরং তা ছুআরভিত্তীএ

লগ্গা ভবিঅ স্ফগ্গ পথাবং ইতি তথা স্থিতো ॥

প্রবিশ্য কৃষ্ণঃ সন্নিভং । রাধে মান্সকারীরতিচুল্লভেহস্মি

ন্থে প্রার্থনাং ॥ ৯১ ॥

কথয়তি ॥ ৯০ ॥

অম্ভ ভগবত্যা নিদেশোপি ময়া প্রতিপালিত অদ্য সম্মতঃ । তস্মাদিদানীং
রাধিকাং মধুরাপুরে নেম্যামি । পুত্র দিষ্টা এক দ্বারং ঘরং গৃহং তস্মাদ্ভিন্ন
ভিত্তৌ লগ্নৌ ভূত্বা শৃণুঃ প্রস্তাবং । মান্সকারীরতি প্রত্যন্তরং পূর্বঃ কৃষ্ণস্ত
প্রসাদঃ কার্যতামিতার্থস্ত ॥ ৯১ ॥

সিক যুগলের এইস্থানে অবস্থিতি প্রকাশ করিতেছে ॥ ৯০

অভিমন্যু । মা ! আজ আমি ভগবতী পৌর্ণমাসীর আজ্ঞা

প্রতিপালন করি,এখান হইতে শ্রীরাধাকে মধুপুরী লইয়া

যাইব ॥

জটীলা । পুত্র ! বড় সৌভাগ্যের বিষয় ঘরের একটি ভিন্ন

দ্বার নাই, তবে আমরা ভিত্তিতে সংলগ্ন হইয়া ইহাদের

প্রস্তাব শুনা শুনি । (এই বলিয়া তদ্রূপ ভাবে দুই জনে

অবস্থিত হইল) ॥

কৃষ্ণ । (প্রবেশ পূর্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া) রাধে ! এই

চুল্লভ বিষয়ে প্রার্থনা করিও না ॥ ৯১ ॥

রাধিকা । স নন্দ্যশ্রিতং । অই দেই পসীদ পসীদ ॥

অভিমন্যুঃ । গৃহং প্রবিষ্ট । হুঁ সাহসিনি পচক্খং হথাহথি
গহিদাসি ॥

কৃষ্ণঃ । স্বগতং হস্ত স্বরাদভিগন্যুমভিজ্ঞায় কাতবেয়ং প্রিয়া
যষ্টিবদ্বর্মো নিপপাত ॥

জটীলা । সবিস্ময়মঙ্গুলা দর্শয়ন্তী । পুত্র লোকোত্তরেণ লাবণ্য
বরেণ কা এসা গৌরীঘরং উজ্জ্বালেই ॥

অভিমন্যুঃ । বিমুশ্চ । অম্ব দেই পসীদ পসীদ ত্তি ভণিঅ

অয়ি দেবি প্রসীদ প্রসীদ । সাহসিনী প্রত্যক্ষং হস্তাহস্তি গৃহীতাসি ।
পুত্র লোকোত্তরেণ লাবণ্য ভরেণ প্রবাহেন কা এসা গৌরীগৃহং উল্লাসয়তি ।
অম্ব দেবি প্রসীদ প্রসীদ ইতি ভণিত্বা রাধয়া দণ্ডবৎ প্রণামঃ ক্রতোস্তি তস্মা

শ্রীরাধা । (পরিহাস পূর্বক ঈষৎ হাস্তের সহিত) দেবি !
প্রসন্ন হউন, প্রসন্ন হউন ॥

অভিমন্যু । অরে সাহসিনি ! আজ প্রত্যক্ষ তোকে হাতে
হাতে ধরলাম ॥

কৃষ্ণ । (মনে মনে) হায় ! প্রিয়তমা কণ্ঠস্বরে অভিমন্যুকে
জানিতে পারিয়া কাতরতা প্রকাশপূর্বক যষ্টির আশ্রয়
ভূতলে পতিত হইলেন ॥

জটীলা । (বিস্ময়ের সহিত অঙ্গুলী দ্বারা দেখাইয়া) পুত্র !
লোকাভীত লাবণ্য প্রবাহে গৌরী গৃহ উজ্জ্বল করিয়াছে
এ কে ? ॥

অভিমন্যু । (বিবেচনা করিয়া) মা ! “দেবি ! প্রসীদ, দেবি !

রাহিএ দণ্ড পণামো কিদোথি । তা এসা দিবরুঝা মহেশ
মহিসী ফুড়ং পাছুভুদা ॥

কৃষ্ণঃ । সহর্ষমাত্মগতং । গৌরীনেপথ্যং মম স্মৃৎ পথ্যং
বভূব ॥

সখ্যো । সানন্দং । গোবুত্তম ভূক্ষাণং অস্মোড়িদেণ অক্ষোহিৎ
আরাহিচ্ছন্তী গৌরী পডিমানো গিক্খমিদা ॥

অভিমন্যুঃ । নিমাহে কিং দাগিং দেই পাদে স্মৃন্মহং রাহিএ

দেবা দিব্য রূপা মহেশমহিষী ক্ষুটং প্রাহভূতা । গৌরী রাধা মম নেপথ্যং
প্রসাধনমেব স্মৃৎ যথা স্মৃতা পথ্যং উপকারী বভূব কিমপি সন্দোহে
নাস্তীত্যর্থঃ ॥

গোপোত্তম যুগ্মকং আত্রেড়িতেন অস্মাভিঃ আরাধ্যমানা গৌরী প্রতিমাতঃ
নিষ্ক্রমিতা ।

বিশাখে কিমিদানীং দেবীপদে স্মৃন্মহং রাধয়া অভ্যর্থিতং ।

প্রসীদ” এই কথা বলিয়া শ্রীরাধাই দণ্ডবৎ প্রণাম করি-
তেছে, অতএব স্পষ্ট দেখিতেছি দিব্যরূপধারিণী মহেশ
মহিষী প্রাহভূতা হইয়াছেন ॥

কৃষ্ণ । (সহর্ষে মনে মনে) গৌরীবেশধারণ আগার পক্ষে
যথেষ্ট উপকার জনক হইল ॥

ললিতা বিশাখা । (আনন্দের সহিত) অহে গোপোত্তম
অভিমন্যু ! তুমি বারম্বার বলায় আগরা গৌরী পূজা
করিতে আনিয়াছিলাম, দেখ গৌরী আমাদের পূজায়
প্রসন্ন হইয়া প্রতিমা হইতে বহির্গত হইলেন ॥

অভিমন্যু । বিশাখে ! এখন শ্রীরাধা দেবীর পদে কি স্মৃ-

অন্তুখিদং ॥

কৃষ্ণঃ । বীরাভিমন্যো দারুণং কিমপি শঙ্কটং ভবোপস্থিতং
তন্নিবৃতিমিয়ং যাচতে ।

অভিমন্যুঃ । শশঙ্কং । ভাবদি কেরিসং তং ।

কৃষ্ণঃ । বৃন্দে তদভিব্যক্তয়ে শঙ্কুচঙ্চি মে বচনানি তত স্ত্রয়া
কথ্যতাং ॥

বৃন্দা । মানিমভিমন্যো পরশ্ব স্ত্বং ভোজেশ্বরেণ ভৈরবায়
সায়মুপহারী কর্তব্যোহসি ॥

জটীলা । সর্বৈকব্যাং দেই পসীদ পসীদ জীঅপুত্তিঅং মং
করেদি ॥

রাধিকা । সহর্ষমুখায় । দেই পসীদ পসীদ ।

ভগবতি কীদৃশং তং জীবপুত্রকাং মাং কুরু ।

ল্লভ বর প্রার্থনা করিল ॥

কৃষ্ণ । হে বীর অভিমন্যো ! তোমার কোন দারুণ শঙ্কট
উপস্থিত, শ্রীরাধা তাহারই নিবারণ প্রার্থনা করিতেছে ॥

অভিমন্যু । (শশঙ্কে) ভগবতি ! সে শঙ্কট কি প্রকার ? ॥

কৃষ্ণ । বৃন্দে ! সে কথা বলিতে আমার বাক্য কুণ্ঠিত হই-
তেছে অতএব তুমি প্রকাশ করিয়া বল ॥

বৃন্দা । হে মান্যাস্পদ অভিমন্যো ! কংসরাজ পরশ্ব শঙ্ক্যা-
কালে ভৈরবের নিকট তোমাকে বলি দিবে ॥

জটীলা । (ব্যাকুলতার সহিত) দেবি ! প্রসন্ন হও, প্রসন্ন
হও, আমাকে জীবপুত্রা কর ॥

শ্রীরাধা । (সহর্ষে গাত্রোথান করিয়া) দেবি ! প্রসন্ন হউন,

কৃষ্ণঃ । স্মিহা রাধে ! বর্ণিতমেব তে যদদ্য ছুর্ণিবারং ইদং ।
 রাধিকা । সকাবুত্তরং প্রণম্য । হস্ত বল্লবী উল দেঅদে
 কিম্পি অসকং দে গথি তা তুএ গাহেণ অবিপ্রকৃতং
 পসাদী কহুঅ অগুগেহ্লীঅহু এসৌ জগৌ ॥ ৯২ ॥
 কৃষ্ণঃ । স্মিহা । বশীকৃতাত্মাঙ্গি বশীত্ব ছুক্ষরৈ
 স্তবাদ্য রাধে নব ভক্তিদামতিঃ ।

বল্লবী কুলদেবতে বল্লবীনাং কুলদেবতে বল্লবী সমুহানাং দেবতে ইতিচ ।
 কিমপি অশকাং তে নাস্তি । তস্মাদ্ভ্যা নাস্তিন অবিপ্রযোগং প্রসাদীকৃত্য
 অমৃগৃহতাং এষ জনঃ নাথেনাভিমমুনা ইতি জটীলাং জাপয়িতুমভিপ্রেতার্থঃ ।
 বস্ত তস্ত ত্বয়া নাথেনেতি সামান্যাদিকরণ্যঃ ॥ ৯২ ॥

বশীত্বছুক্ষরৈঃ জিতেন্দ্রিয়াণাং ছুক্ষরৈঃ নবভক্তি দামতিঃ তেন স্বঃ সতী
 চুড়ামণিরসি ইতি জাপয়তি । তৎ তস্মাৎ কৃত গোকুল স্থিতিঃ সতীত্যানেন

প্রসন্ন হউন ॥

কৃষ্ণ । (ঈষৎ হাস্য করিয়া) রাধে ! তুমি আজ যাহা
 প্রার্থনা করিতেছ এ ত নিবারণ হইবে না ॥

শ্রীরাধা । (অতিশয় মিনতি পূর্বক প্রণাম করিয়া) হে
 গোপীকুলদেবতে ! আপনার কোন বিষয়ে অসামর্থ্য
 নাই, অতএব আপনি নাথ শূন্য না করিয়া এই জনকে
 অনুগ্রহ করুন ॥ ৯২ ॥

কৃষ্ণ । (ঈষৎ হাস্য করিয়া) রাধে ! আমাকে মুনীন্দ্রগগন
 বশতাপন্ন করিতে পারেন না, কিন্তু তোমার নবভক্তি
 রজ্জুতে আজ আমি বশীভূত হইয়াছি, অতএব তুমি যদি

তদ্বিষ্ট সিদ্ধিং কৃতগোকুলস্থিতিঃ

সদা মদারাধনত স্তম্যাপ্যসি ॥

অভিমন্যুঃ । সোচ্ছ্বাসং । অই ভক্তজনবৎসলে কদাবি মছ
রাহিমুহী মএ ৭ রাহিআ কাদব্বা । তা ইহ বসন্তী ভুং
এসা আরাহেছ ॥ ৯৩ ॥

জটীলা । রাধামালিন্য । অই দোউল নন্দিনি রক্ষিদক্ষি ॥
বৃন্দা । অভিমন্যুসবেক্ষাতে ।

মথুরা গ্রন্থানং বারয়তি । সদা রাধনত ইত্যনেন সদা বনাগমনে জটীলয়া
আজ্ঞাং কারয়তি ।

অভি । অয়ি ভক্তজনবৎসলে কদাপি মথুরাভিমুখী ময়া ন রাধিকা কর্তব্য
তদিহ বসন্তীং ভামেশা আরাধ্যত ॥ ৯৩ ॥

জটীলা । অয়ি কুলধরানন্দিনি রক্ষিতাস্মি ।

গোকূলে অবস্থিতি করিয়া সর্বদা আমার আরাধনায়
রত থাক, তাহা হইলে আপনার অভীষ্ট সিদ্ধি লাভ
করিতে পারিবে ॥

অভিমন্যু । (আনন্দের সহিত) অয়ি ভক্তজন বৎসলে !
আমি কখন শ্রীরাধাকে মথুরাভিমুখী করিব না, আপনি
এই স্থানে অবস্থিত থাকুন, আপনাকে শ্রীরাধা আরাধনা
করিবে ॥ ৯৩ ॥

জটীলা । (শ্রীরাধাকে আলিঙ্গন করিয়া) অয়ি কুল দয়
রক্ষিণি ! রক্ষা করিলা ॥

বৃন্দা । (অভিমন্যুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) পতিব্রতা

বিশ্বঃসয়তি হি পুংসাং সাধ্বী পরিবাদিতাযুংসি ॥

পরদেবতাত্র গৌরীভাব গ্রাহিণ্যসৌ বদতু ॥

কৃষ্ণঃ । ধন্যাভিনয়ো কল্যাণ সাধিকা তে রাধিকা ।

তদস্তাং নাবিশ্রব্ধেন ভবিতব্যং ভবতা ।

অভিনয়্যঃ । দেই রাহীবেসং কতুঅ সুবলেন অহা মে পরি
হসিঙ্জই তং পেক্খিঅ মচ্ছরী অণহিল্লো লোও মিচ্ছাহি
সত্তি উথাবেদি ॥

ললিতা । অহিমল্লো দিটিঠ্ঠা সগং জ্জেকব বীসখোসি ।

সাধ্বী পরিবাদিতা কর্তী আয়ুংষি বিশ্বঃসয়তি পরদেবভেত্যেনে নদ্বাচ্যে
চেদিস্বাসং ন করিমাসি তর্হি মরিসাতীতি দ্যোতিতং ।

অভি । দেবি রাধাবেশঃ কৃত্বা সুবলেন অহা মম পরিহৃত্তো তং প্রেক্ষ্য
মংসরী অনভিজ্ঞো লোকে মিথ্যাভিসক্তিং কলঙ্ক উৎপাদয়তি ।

ললি । অভিমত্তো দিষ্টা স্বয়মেব বিশ্বস্তোসি ।

পরিবাদিতা হইলে অর্থাৎ পতিব্রতা স্ত্রীর প্রতি অপবাদ
দিলে, ঐ অপবাদ পুরুষের পরমায়ু বিনষ্ট করে, পর-
দেবতা ভক্তিগ্রাহিণী গৌরী এই কথা বলিতেছেন ॥

কৃষ্ণ । অহে অভিনয়্যো ! তুমি ধন্য, তোমার এই রাধিকা
কল্যাণসাধিকা, অতএব ইহঁার প্রতি অবিশ্বাস করিও না ॥

অভিনয়্য । দেবি ! সুবল রাধাবেশ ধারণ করিয়া আমার
মাতাকে পরিহাস করে, তাহাই দেখিয়া অনভিজ্ঞ মংসরী
লোকে মিথ্যা কলঙ্ক উত্থাপন করিয়াছে ॥

ললিতা । অভিনয়্যো ! ভাগ্যে তুমি এখানে আসিয়াছিলে

অভিমন্যুঃ । অশ্ব এহি মম ঘর সবস্ সাইং মহরাপুরে গেছুং
 গিজুতং জগং গিবারেদ্র ইত্যন্বয়া সহ হরিং প্রণম্য নিক্রান্তঃ ।
 সখ্যো । রাধামাল্লিষা সাত্রং । হা পিঅসহি কধং পামরেহিং
 তুমং মহরা পুরে গেছুং গিচ্চিদা আসি ॥ ৯৪ ॥

প্রবিশ্য পৌর্ণমাসী । সানন্দস্মিতং ।

অঙ্গরাগেণ গৌরঙ্গী হিরণ্যদ্যুতি হারিণা ।

মামগ্রে রঞ্জয়তোষা নিকুঞ্জকুলদেবতা ॥

অভি । অশ্ব হে মাতঃ এহি মম গৃহ সৰ্বস্বানি মথুরা পত্তনে নেতুং নিযুক্তং
 জনং নিবারয়াবঃ ॥

সখ্যো । হা প্রিয়সখি ন পঠৈঃ ত্বং মথুরাপুরে নেতুং নিশ্চিতাসি ॥ ৯৪ ॥

বলিয়া স্বয়ং দেখিয়া বিশ্বাস করিলা ॥

অভিমন্যু । মা ! আইস, আমার গৃহদ্রব্য সকল মথুরা
 রাজধানীতে লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে লোক নিযুক্ত
 করিয়াছিলাম, তাহাকে নিবারণ করিগা ॥

(এই বলিয়া মাতার সহিত প্রস্থান করিল) ॥

ললিতা বিশাখা । শ্রীরাধাকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুমোচন
 করিতে করিতে) হা প্রিয়সখি ! এই পামর তোমাকে
 মথুরা লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিল ॥ ৯৪ ॥

(পৌর্ণমাসীর প্রবেশ)

পৌর্ণমাসী । (আনন্দ পূর্বক ঈষৎ হাস্য সহকারে) স্বর্ণ
 দ্যুতিহারি অঙ্গরাগ দ্বারা গৌরঙ্গী এই নিকুঞ্জ কুলদেবতা

কৃষ্ণঃ । প্রণম্য । ভগবতি বন্দে ॥

পৌর্ণমাসী । আশীঃ শতং । হস্ত যশোদামাত দিক্ষ্যা ভবত
সম্বন্ধিতাঙ্গি । যদহং রাধিকাবিচ্ছেদ বেদনানামনভি
কৃত্যঃ ॥ ৯৫ ॥

কৃষ্ণঃ । উত্তীর্ণা পরম ভয়াব্ভুব রাধা নিকীর্ধাজমি
ভবতী গতাধি সূচিঃ । নিঃশঙ্কং প্রেমদমিতা
স্তথা দ্য সখ্যঃ কর্তব্যং ভবতি কিং প্রিয়ং তবাস্তি ॥
পৌর্ণমাসী । সানন্দাস্রং । গোকুলবন্দো বাচমবক্ষ্য জন্ম
কৃত্য । তথাপি কিঞ্চিদভ্যর্থয়ে ।

যশোদা মাতা যন্ত হস্ত হর্ষে মাধীয়ানু সাধুতরঃ অতিশয়তরো বা ॥ ৯৬ ॥

অগ্রে আমাকে স্তম্ভ প্রদান করিতেছেন ॥

কৃষ্ণ । (প্রত্যাবর্তন পূর্বক) ভগবতি ! বন্দনা করি ॥
পৌর্ণমাসী । (শত শত আশীর্বাদ করিয়া) অহো যশে
মাতঃ ! ভাগ্যবলে আজ আমি তোমাকর্তৃক :
প্রাপ্ত হইলাম, যে হেতু রাধিকাবিচ্ছেদ বেদনা বি
করাইলা ॥ ৯৫ ॥

কৃষ্ণ । ভগবতি ! শ্রীরাধা পরম ভয় হইতে উত্তীর্ণ হইবে
আপনারও মনো বেদনা দূর হইল এবং সখীগণও
নিঃশঙ্কে আমোদ প্রাপ্ত হইলেন, এক্ষণে আপনার
প্রিয় সাধন করিব আজ্ঞা করুন ॥

পৌর্ণমাসী । (সজল নেত্রে) হে গোকুলবন্দো ! আ
জন্ম সার্থক করিলা, তথাপি কিঞ্চিৎ প্রার্থনা করি ।
বৃন্দাবনকুঞ্জকন্দরে গুণবৃন্দমাধুর্য্য বিস্তার পূর্বক শ্রীরা

প্রথয়ন্ গুণবৃন্দ মাধুরীমধিবৃন্দাবন কুঞ্জকন্দরং ।
 সহ রাধিকয়া ভবান্ সদা শুভমভ্যস্তু কেলি বিভ্রমং ॥
 ১৪ । অন্তঃ কন্দলিতাদরঃ শ্রুতিপুটীমুদঘাটয়ন্ সেবতে
 যন্তে গোকুল কেলি নির্মল সুধাসিক্ত্বাৎ বিন্দুনপি ।
 রাধামাধবিকা মধোমধুরিম স্বারাজ্যগন্যার্জয়ন্
 সাধীয়ান্ ভবদীয় পাদকমলে প্রেমোন্মিরুণ্মীলতু ॥
 ১৫ । স্মিত্বা ভগবতি তথাস্তু । তদেহি গোদোহাবসরে
 গামপেক্ষ্য চিন্তায়িষ্যন্তৌ পিতরাবিলম্বঃ গোকুলং
 প্রবিশ্যন্ নন্দয়াব ইতি নিজ্জান্তাঃ সর্বের ॥
 ॥ * ॥ ইতি শ্রীবিদগ্ধমাধব নাটকে গোঁরীতীর্থ বিহারে
 নাম সপ্তমোহঙ্কঃ ॥ * ॥ ৭ ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি সপ্তমোহঙ্কঃ ॥ * ॥

সহিত সর্বদা মঙ্গলজনক কেলিবিভ্রম অভ্যাস কর ॥
 অপর যে ব্যক্তি অন্তঃকরণ মধ্যে আদর প্রকাশ পূর্বক
 কর্ণদ্বয় উদঘাটন করিয়া তোমার গোকুলকেলি রূপ
 নির্মল সুধাসিক্ত বিন্দুও সেবাকরে তাহা হইলে তাহার
 রাধাময়ী মাধবী মধুর মুখরিমা রূপ স্বারাজ্য অর্জনকারী
 দৃঢ়তর প্রেমতরঙ্গ তোমার পদকমলে উদিত হউক ॥
 ১ । (ঈষৎ হাস্য করিয়া) তাহাই হইবে । তবে
 আশ্রয়, এক্ষণে গোদোহন কাল উপস্থিত, পিতা মাতা
 আমাকে দেখিতে না পাইয়া চিন্তাকুল হইবেন, শীঘ্র
 গোকুলে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করি । (এই
 বলিয়া সকলের প্রস্থান) ॥

১১ ॥ * ॥ ইতি শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কৃত ব্যাখ্যায় বিদগ্ধ

রাধা বিলাস বীতাক্ষং চতুঃষষ্টি কলাধরং ।
 বিদগ্ধমাধবং নাম শীলয়ন্তু বিচক্ষণাঃ ॥
 নন্দ সিন্ধুর বানেন্দু সংখ্যে সম্বৎসরে গতে ।
 বিদগ্ধমাধবং নাম নাটকং গোকুলে কৃতং ॥
 শান্তমুখ্যঃ পরম ভাগবতাঃ সমস্তা
 বৈগুণ্যপুঞ্জমপি সদগুণতাং নয়ন্তি ।
 দোষাবলীমপরিতাপি তয়া মৃদুনি
 জ্যোতীংষি বিম্বপদভাঞ্জি বিভূষয়ন্তি ॥ * ॥
 ॥ * ॥ সমাপ্তমিদং বিদগ্ধমাধব নাম নাটকং ॥ * ॥

।*। ইতি শ্রীবিষ্ণুনাথ চক্রবর্তিনা বিরচিতা শ্রীবিদগ্ধমাধব বিবৃতিঃ সম্পূর্ণাঃ ॥*।

নন্দা নব ৯ সিন্ধুরাষ্ট্রী ৮ বানাপঞ্চ ৫ ইন্দুরেকঃ ১ । এবমক্স্ত বামাগতি
 রিতাহুসারেণ দেয়াঃ অঙ্কাঃ । সম্বৎ ॥ ১৫৮৯ ॥

মাধব নাটকে গৌরীতীর্থ বিহার সপ্তমাস্ক ॥ * ॥ ৭ ॥ * ॥

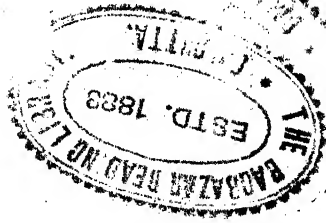
যাহা শ্রীরাধার বিলাস ও বিচ্ছেদ চিহ্নিত এবং যাহা
 চতুঃষষ্টি কলাধারি, সেই বিদগ্ধমাধবনাটকে বিচক্ষণগণ
 উত্তম রূপে অনুশীলন করুন ॥

১৫৮৯ সম্বৎ গত হইলে শ্রীরূপ গোস্বামী গোকুল মধ্যে
 এই বিদগ্ধমাধব নাটক প্রস্তুত করেন ! শান্তমুখি পরম
 ভাগবতগণ সর্বতোভাবে বৈগুণ্যপুঞ্জকেও সদগুণ প্রাপ্ত
 করান, যেমন অল্প আলোক প্রকাশকারী নক্ষত্রগণ
 আকাশে অবস্থিত হইয়া রাত্রি সকলকেও ভূষিত করেন
 তদ্রূপ ইতি ॥

॥ * ॥ বিদগ্ধমাধব নাটক সম্পূর্ণ ॥ * ॥

সন ১২৮৮ । ৫ই অগ্রহায়ণ ।

বিজ্ঞাপন।

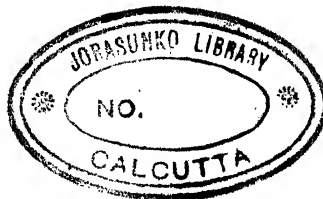


কেল্লা রামডার অধীশ্বর শ্রীলক্ষ্মীযুক্ত মহারাজ অধিরাজ
স্বরুল দেব বাহাদুর এই বিদগ্ধমাধব নাটক সাধারণের
লোচনগোচর করিবার নিমিত্ত গত ১২৮৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে
আমাকে উৎসাহিত করেন, আমিও তদাজ্ঞানুবর্তী হইয়া
পাঁচ মাস মধ্যে নির্বিঘ্নে অনুবাদ সহ মুদ্রাঙ্কন সমাপন
করিলাম। ভগবান্ সর্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করি,
উক্ত মহারাজ নিরাপদে রাজ্যসম্পদ সম্ভোগ করত ভাগবত
ধর্মপ্রচার দ্বারা সাধারণ লোকদিগকে ভবসাগর হইতে উদ্ধীর্ণ
করুন।

আশীর্বাদক।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন

বহরমপুর,—রাধারমণ যন্ত্র।



100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

